মাওলানা ইউনুস পালনপুরী

# মুক্তার চেয়ে দাড়ি

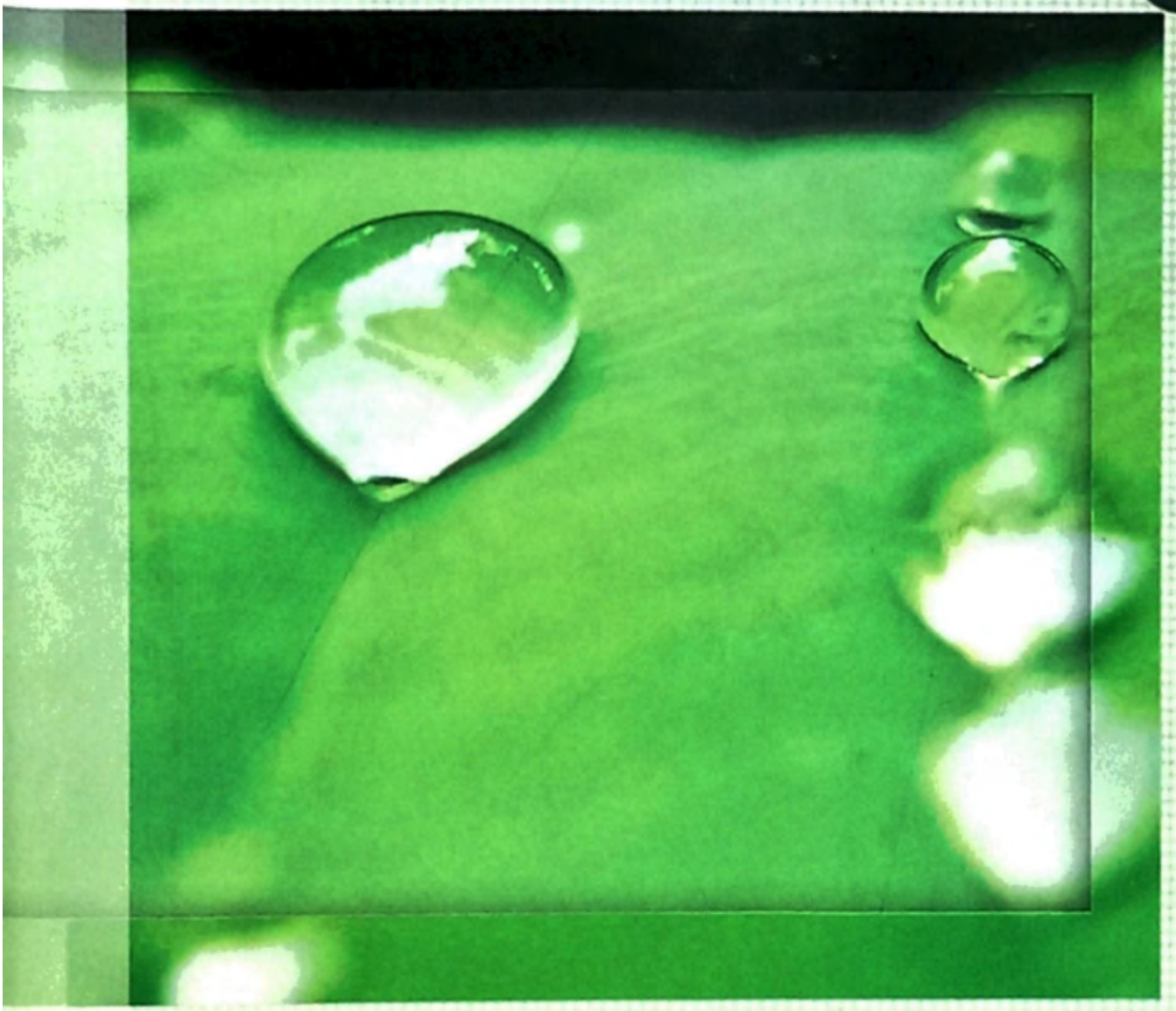

# মুক্তার চেয়ে দামী

(৫ম ও ৬ষ্ঠ খণ্ড)

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

👇

https://t.me/islaMic_fdf

# মুক্তার চেয়ে দামী-৩

(৫ম ও ৬ষ্ঠ খণ্ড)


মূল

মাওলানা ইউনুস পালনপুরী

ইবনে মাওলানা উমর পালনপুরী

মুম্বাই, ভারত

ভাষান্তর

মাওলানা আরিফুল হক

মুহাদ্দিস, জামি'আ আরাবিয়া আশরাফুল উলূম

উলুকান্দী, সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ



আকিক পাবলিকেশন্স ! এদারায়ে কুরআন

১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

ফোন : ৯৫৮৯৮৫২, ০১৭২৪ ৬০৪১৩৬

প্রথম প্রকাশ : জুন ২০১৪, তৃতীয় প্রকাশ : জুলাই ২০১৯

# মুক্তার চেয়ে দামী-৩

(৫ম ও ৬ষ্ঠ খণ্ড)

স্বত্ব : প্রকাশক

প্রকাশক : জসিম উদ্দিন
আকিক পাবলিকেশন্স
১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৯৫৩৩২১৪, ০১৭২৪৬০৪১৩৬
Email : akikpublicationsbd@gmail.com

পরিবেশক
কথাপ্রকাশ, ৩৭/১ বাংলাবাজার, পি. কে. রায় রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৯৫৮১৯৪২, ০১৭০৬৮৯৩২১০, ০১৭১৪৬৬৬৯৪৬

কলকাতা শাখা
কথাপ্রকাশ, বিদ্যাসাগর টাওয়ার, দোকান নং এ-১৪ (গ্রাউন্ড ফ্লোর)
১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩
ফোন : ০৩৩২২৪১০৪০০ (+৯১৩৩২২৪১০৪০০)

মুদ্রণ : সুবর্ণ প্রিন্টার্স, ৩/ক-খ,পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা ১১০০
ফোন : ৫৭৩৯৭০৮১, ০১৭২৬৪৬২৫৩৩

প্রচ্ছদ : নাজমুল হায়দার

মূল্য : ৩২০/= (তিনশত বিশ টাকা মাত্র)

ISBN : 978-984-93075-5-6

# উৎসর্গ

যাদের অনুশাসন ও তত্ত্বাবধানে
আজ এই দু'কথা লিখার প্রচেষ্টা
সেই সকল আসাতিযায়ে কিরামের
করকমলে অধমের এই সামান্য তোহফা–

# প্রকাশকের কথা

সকল প্রশংসা সেই মহান সত্তার তরে যিনি মানুষকে জবান ও কলম দ্বারা মনের ভাব প্রকাশের শক্তি দান করেছেন। দরূদ ও সালাম পেশ করছি সেই মহান রাসূলের সমীপে যিনি ছিলেন আরবের শ্রেষ্ঠ বিশুদ্ধভাষী এবং যাকে দান করা হয়েছে সর্বমর্মী বচন।

আলহামদুলিল্লাহ! ইসলামী সৃজনশীল প্রকাশনার জগতে **"আকিক পাবলিকেশন্স"** একটি অনন্য নাম। ইসলামের দাওয়াত ও বাণী বাংলা ভাষাভাষী মানুষের দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দেয়ার লক্ষে প্রতিষ্ঠানটি বহু ইসলামী উপন্যাস ও ধর্মীয় গ্রন্থ প্রকাশ করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় মাওলানা ইউনুস পালনপুরীর ইসলামী জ্ঞানের অফুরন্ত ভাণ্ডার "বিখরে মুতী" কিতাবের অনুবাদ গ্রন্থ **"মুক্তার চেয়ে দামী"** গ্রন্থটির ৫ম ও ৬ষ্ঠ খণ্ড একত্রে প্রকাশ হতে যাচ্ছে। আসলেই লেখক, কুরআন-হাদীস, নবী-সাহাবী এবং বুযুর্গানেদীনের অমূল্যবাণী ও তাঁদের নন্দিত জীবনের বিভিন্ন ঘটনার মণি-মুক্তা দ্বারা গ্রন্থটিকে সুসজ্জিত করে তুলেছেন। ইসলামী মননশীল পাঠকদের জন্য এতে রয়েছে শিক্ষণীয় অনেক উপাদান। যা আহরণ করে ইহকাল ও পরকালের জীবনকে সফল ও স্বার্থক করার রয়েছে সুবর্ণ সুযোগ। ইতিপূর্বে লেখকের ১ম থেকে ৪র্থ খণ্ড পাঠক মহলে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে। আশা করি এটিকেও পাঠক মহল সাদরে গ্রহণ করবেন।

পরিশেষে দয়াময় প্রভুর সকাশে মিনতী জানাই, তিনি যেন গ্রন্থটিকে কবুল করেন এবং লেখক, প্রকাশক ও একাজে সহযোগিতাকারী প্রত্যেকের শ্রমকে কবুল করে এর ওসীলায় পরকালে নাজাতের ফায়সালা করেন। আমীন ॥

মুফাসসিরে কুরআন, মুহাদ্দিসে কাবীর ফকীহুন নফস হযরত
মাওলানা মুফতি সাঈদ আহমদ পালনপুরী দা. বা.
উস্তাযুল হাদিস, দারুল উলূম দেওবন্দ এবং হুজ্জাতুল্লাহিল
বালেগার ব্যাখ্যাকার-এর

# অভিমত

نحمده ونصلى على رسوله الكريم امابعد!

**'বিখরে মুতী'** (মুক্তার চেয়ে দামী) গ্রন্থে মাওলানা ইউনুস সাহেব পালনপুরী নানানরঙের ফুলকে একত্রিত করে একটি চমৎকার তোড়া তৈরি করেছেন। এটা মূলতঃ মাওলানার একটি জ্ঞানকোষ, যার মধ্যে তিনি অতি মূল্যবান কিছু মুক্তা একত্রিত করেছেন। গ্রন্থটিকে একটি সুন্দর দস্তরখানও বলা যেতে পারে। যার ওপর বিভিন্ন স্বাদের খাবার রাখা আছে। এখানে তাফসীরের সুক্ষ্ম জ্ঞানকোষ ও ফায়দা ছাড়াও হাদিসে বর্ণিত নসিহত ও হেদায়াতের কথা আছে। দাওয়াত ও তাবলীগের প্রতি উৎসাহব্যঞ্জক পূর্বসুরিদের ঘটনাবলি আছে। যা অন্তরে রেখাপাত করে। সমস্যার সমাধান সংক্রান্ত কিছু দোয়াও যুক্ত করা হয়েছে। এ ভাবে গ্রন্থটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়েছে।

এ ছাড়াও মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমীন সাহেবের সম্পাদনা গ্রন্থটির গ্রহণযোগ্যতাকে আরও বৃদ্ধি করেছে। তাই আশা করা যায় গ্রন্থটি সীমাহীন উপকারী বলে বিবেচিত হবে। আল্লাহ তাআলা কবূল করুন ও লেখকের জন্য আখেরাতের পাথেয় বানিয়ে দিন। আর উম্মতকে এর সুফল ভোগ করার তৌফিক দান করুন। আমীন॥

আস সালাম

**সাঈদ আহমদ পালনপুরী**

খাদেম: দারুল উলূম দেওবন্দ, ভারত।

# সূ।চি।প।ত্র

## পঞ্চম-খণ্ড


ফজরের নামায সর্বপ্রথম আদম আ. পড়েছেন----------২৩
জোহরের নামায সর্বপ্রথম ইবরাহিম আ. পড়েছেন----------২৪
আসরের নামায সর্বপ্রথম ইউনুস আ. পড়েছেন----------২৫
মাগরিবের নামায সর্বপ্রথম দাউদ আ. পড়েছেন----------২৬
এশার নামায যেভাবে ফরজ হলো----------২৬
এক জেলের বেদনাদায়ক ঘটনা----------২৮
মুমিনের অন্তর থেকে পেরেশানি দূরকারী ফেরেশতা----------৩০
রাসূল সা.-কে সম্মান প্রদর্শনকারী এক বন্য প্রাণী----------৩০
অন্যের ক্ষতি থেকে বাঁচার পরীক্ষিত উপায়----------৩১
আত্মার প্রশান্তি ও মস্তিষ্কের সুস্থতা লাভের উপায়----------৩১
অন্তর আমার কাঁদে কিন্তু চোখে অশ্রু নেই----------৩২
তোমার রহমত সর্বব্যাপি----------৩৩
اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ বাক্যটি এই উম্মতের বৈশিষ্ট্য----------৩৩
সন্তানদের ভুল ভ্রান্তি হয়ে গেলে সম্পর্ক ছিন্ন না করা----------৩৬
সূরা ওয়াকিয়া তেলাওয়াতের দ্বারা দরিদ্রতা আসবে না----------৩৭
আল্লাহ তাআলার বিশেষ কুদরত প্রদর্শন----------৩৭
দোলনার শিশুর কথোপকথন----------৩৭
দোলনায় কথোপকথনকারী তৃতীয় বাচ্চার ঘটনা----------৩৯
১৯টি গুরুত্বপূর্ণ নসিহত----------৪০
গোনাহগার দয়া পাবে নাকি ধিক্কার----------৪১
উলবা ইবনে যায়েদ রা.-এর অতুলনীয় সদকা----------৪২
মুসলমানদের অধ:পতনের কারণ----------৪৩
অবাধ্য সন্তান ও পিতা-মাতার হক----------৪৭
একটি গুরুত্বপূর্ণ নসিহত----------৪৯

বর্তমান বিশ্বে চারটি বড় জামাআত দীনি কাজ আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছে----------৪৯
হযরত ইবরাহিম আ. ও নমরুদের মধ্যে বিতর্ক----------৫০
গুরুত্বপূর্ণ পাঁচটি নসিহত----------৫১
আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম রা.-এর আশ্চর্য স্বপ্ন----------৫২
দীনারকে দীনার বলার কারণ----------৫২
বান্দার নিয়ত অনুযায়ী আল্লাহর আচরণ----------৫৩
খেয়ানত কারীর ভয়াবহ পরিণাম----------৫৪
প্রকৃত জ্ঞানী কে?----------৫৫
জ্ঞানীদের গুণাবলি----------৫৫
রাসূল সা.-এর মোজায় সাপের ঘটনা----------৫৯
জান্নাতি চাদর পরিধান করার নববী পদ্ধতি----------৫৯
পরামর্শের ক্ষেত্রে আমানতদারী থাকা চাই----------৫৯
বাতাসও পরস্পরে কথা বলে----------৬১
সন্তানের প্রতি লোকমান আ.-এর নসিহত----------৬১
হযরত সুফিয়ান সাওরী র.-এর বেদনাবিধুর চিঠি----------৬২
প্রতিটি সন্তান ইসলামের ভিত্তির উপর জন্ম নেয়----------৬৭
নবজাতকের কানে আযান ও একামত দেওয়া সুন্নত----------৬৮
তাহনিক করা সুন্নত----------৬৯
এই বরকত যে পেয়েছে সে ধন্য হয়েছে----------৭০
জন্মের পর বাচ্চার মাথা মুণ্ডানো----------৭০
নবজাতকের মাথা মুণ্ডানোর হিকমত----------৭১
হে নবী সা. আপনার প্রতিই আমার দৃষ্টি----------৭২
ওলী হয়ে নবীর কাজ করেছ----------৭৩
কু-দৃষ্টির কারণে আমলের তাওফিক থেকে বঞ্চিত হয়----------৭৪
কু-দৃষ্টির কারণে স্মৃতি শাক্তি লোপ পায়----------৭৫
অবিস্মরনীয় ঘটনা----------৭৫
মহিলারা কেন আযান দিতে পারবে না----------৭৭
কু-দৃষ্টির তিনটি বড় ক্ষতি----------৮০
কু-দৃষ্টি থেকে বাঁচার বিশেষ পুরস্কার----------৮২
আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক র.-এর জীবনী----------৮২
হযরত আব্দুল্লাহ র.-এর পিতার ঘটনা----------৮২
ইংরেজ বিচারকের রায়ে মুসলমান হারলো ইসলাম জিতলো----------১১৩

ভালোবাসা দিয়ে স্ত্রীর মন জয় করুন----------১১৫
নিজের সংসার নিজেরই----------১১৬
ঘরে নিরাপদ থাকার আমল----------১১৬
মুখ ফসকে যাওয়া পা পিছলে যাওয়া অপেক্ষা ভয়াবহ----------১১৭
নেক বিবিগণ স্বামীদেরকে নেক কাজ করায়----------১১৭
বিবি ভালো হোক মন্দ হোক উপকারেই আসে----------১২০
আমার অর্ধেক জীবন শেষ; কিন্তু তোমাদের পূর্ণ জীবনই শেষ----------১২০
দুনিয়ার আশ্চর্য উদাহরণ----------১২২
সাপের বাচ্চা বিশ্বস্ত হয় না----------১২৩
স্ত্রীকে আদর করে ভিন্ন নামে ডাকাও সুন্নত----------১২৪
স্ত্রী থেকে ভালোবাসার কথা শুনবে----------১২৫
মনের সব চাহিদা পূরণ হয় না----------১২৫
এক লোভীর ঘটনা----------১২৬
এক ইহুদির সাথে উসমান রা.-এর হেকমতপূর্ণ আচরণ----------১২৭
বিপদের সময় ভাগ্যের উপর নির্ভর করা আদম আ. এর সুন্নত----------১২৮
এক সময় কবরের জমিও দামী হয়ে যাবে.----------১৩১
পরীক্ষিত আমল----------১৩২
আত্মার ব্যাধি দূর করার পরিক্ষীত আমল----------১৩২
সকল প্রয়োজন পূরণের পরীক্ষিত আমল----------১৩৩
"সূরা ফালাকের উপর আমল----------১৩৩
রোগী দেখার সময় রোগ থেকে মুক্তির দোয়া----------১৩৩
রিজিকে বরকত ও প্রাচুর্য লাভের পরীক্ষিত আমল----------১৩৩
দুশমনের অনিষ্টতা থেকে বাঁচার পরীক্ষিত আমল----------১৩৩
অসুস্থতা থেকে মুক্তি লাভের পরীক্ষিত ব্যবস্থাপত্র----------১৩৩
বিরোধীতার অনিষ্টতা থেকে বাচাঁর আমল----------১৩৩
ফেতনার অনিষ্টতা থেকে বাঁচার পরীক্ষিত আমল----------১৩৪
সহজ ও দ্রুত বিবাহ এবং উপযুক্ত আত্মীয় পাওয়ার জন্য----------১৩৪
সর্বপ্রকার রোগ থেকে মুক্তির জন্য----------১৩৪
শত্রুর অনিষ্টতা থেকে বাচাঁ এবং বিজয় লাভের জন্য----------১৩৪
কাজের পূর্ণতা এবং সহজ হওয়ার জন্য----------১৩৪
বিশেষ অজিফা----------১৩৫
অবস্থার সংশোধন এবং হক আদায়ের জন্য----------১৩৫

শয়তানের গল্প শয়তানের মুখে----------১৩৫
শয়তানের কুমন্ত্রণার দ্বারা দীনের কোন ক্ষতি হয় না----------১৪৫
কেউ মালদার কেউ মালের চৌকিদার----------১৪৬
কুরআন, দুনিয়ার জীবনের উদাহরণ পানি দ্বারা দিয়েছে কেন?----------১৪৬
দুনিয়া অমুখাপেক্ষিকতার দ্বারা অর্জন হয়----------১৪৭
শয়তান ঘুষ নেয় না----------১৪৮
ওজুর ফরজের উপর সুন্নাতের প্রাদান্য কেন?----------১৪৮
উত্তম সম্পদ যা পকেটে থাকে----------১৫০
স্বামী-স্ত্রীর মাঝে শয়তান দ্রুত ঝগড়া লাগিয়ে দেয়----------১৫১
শয়তানের অনিষ্টতা----------১৫১
হিংসা ও লোভ, আত্মার ভয়ংকর ব্যাধি---------- ১৫২
শয়তানের চালাকি----------১৫৩
মৃত্যু পথের যাত্রীকে বলতে নেই, আমাকে চেন?----------১৫৪
শয়তান দু'দিকের কথা ভুলে গেছে তাই আমরা বেচে গেছি----------১৫৪
মৃত্যুর সময় কোন ডাক্তার ঘুমের ইঞ্জেকশন দেবে না----------১৫৫
বাইতুল্লাহ গিয়ে এই কবিতা আবৃত্তি করবে----------১৫৫
আট মিনিটের তাহাজ্জুদ কঠিন মনে হয়----------১৫৭
আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা অসম্ভব বলা, এটাই শুকরিয়া----------১৫৭
আপনার সম্পদে অন্যের হক আছে----------১৫৮
বান্দার প্রতি আল্লাহর একটি অভিযোগ----------১৫৮
হযরত রাবেয়া বসরী র.-এর উপদেশ----------১৫৯
নেয়ামত স্থায়ী থাকার সহজ পদ্ধতি----------১৫৯
আল্লাহর নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা উচিত----------১৬০
একটি গুরুত্বপূর্ণ নসিহত----------১৬২
সিররী সাক্বতী র.-কে গাছের উপদেশ----------১৬২
অহংকারের শাস্তি দুনিয়াতেই পাওয়া যায়----------১৬৩
মূর্খতার যুগে মহিলাদের অবস্থান কি ছিল?----------১৬৪
পূণ্যবতী রমনীদের গুনাবলী----------১৬৫
বদদীন মহিলার আচরণ----------১৬৬
অবিবাহিত কন্যাদের ক্ষেত্রে আকাবিরদের আমল----------১৬৭
সংসার তৈরি হয় আন্তরিকতার কারণে----------১৬৭
সর্বদা ওজু অবস্থায় থাকলে রুজিতে বরকত হয়----------১৬৮

যুবাইদার জান্নাত ক্রয়----------১৭২
চিন্তা থেকে মুক্তির উপায়----------১৭৪
মাতা-পিতার হক আদায়ের দোয়া----------১৭৬
হেকমত পূর্ণ কথা----------১৭৭
আল্লাহর বাণী----------১৭৭
আল্লাহ তাআলা বান্দাদেরকে বলেন----------১৭৮
নিজের অভিজ্ঞতার দেখা----------১৭৯
মুসলিম নারীদের প্রতি ইসলামের দাবী----------১৮১
নিজের বাস্তবতা----------১৮১
খাবারের স্বাদও ভিন্ন, আমলের স্বাদও ভিন্ন----------১৮৩
আমাদের তেলাওয়াতে স্বাদ আসেনা কেন----------১৮৪
আশ্চর্যকর ইবাদত----------১৮৫
মুনাজাত----------১৮৭
সুস্থতার নিয়ম----------১৯৩
হামদে বারী তাআলা----------১৯৩
মুনাজাত----------১৯৪
বিপদ-আপদ থেকে বাঁচার উপায়----------১৯৫
রোগ মুক্তির দোয়া----------১৯৭
ঘরের লোকদের ঐক্যবদ্ধ করার উপায়----------১৯৭
এমনটি হতে পারে না----------১৯৮
যে সকল জিনিসের উপর ভরসা নেই----------১৯৮
খাওয়া উচিত নয়----------১৯৮
যা আসে----------১৯৯
আত্মসমর্পণ করো----------১৯৯
গ্রহণ করে নাও----------১৯৯
পূণ্য ও ভদ্রতা----------২০০
অভিযোগ করবে না----------২০০
প্রতীক্ষায় থাকো----------২০০
যে গুলো উত্তম----------২০০
দৌড়ে পালাও----------২০১
পরীক্ষা করা হয়----------২০১
প্রকাশ করবে না----------২০১

আট ব্যক্তির উপর আশ্চর্য হই----------২০২
খাবারের কিছু সুন্নত----------২০২
সর্বাবস্থায় আল্লাহর জিকির----------২০৩
উম্মতে মুসলিমার প্রতি কুরআনের অভিযোগ----------২০৪
আশ্চর্য ঘটনা----------২০৪
কুরআন-ই শুধু আপন অবস্থায় আছে----------২০৭
হারাম সম্পর্ক দ্বারা দুনিয়া ও আখেরাত ধ্বংস হয়----------২০৮
আমার অন্তর পরিষ্কার, এধরনের কথা শয়তানের ধোকা----------২০৯
আংটির উপর তাবীজ লেখা জায়েয কি না----------২১০
টয়লেটে তাবীজের আংটি খুলে যাবেন----------২১৪
মা-বোনদের ১৪টি ত্রুটি, যা বর্জন করা আবশ্যক----------২১৫
ওজুর অবশিষ্ট পানি নিজ সন্তানের চেহারায় ছিটিয়ে দোয়া করবে----------২১৭
স্বামী-স্ত্রীর ঐক্যের মাঝে ঘরের শান্তি----------২১৭
চিঠি ৭৮৬ দ্বারা আরম্ভ করবে না----------২২০
মাজনুনকে মাজনুন বলা হয় কেন?----------২২৩
শয়তানের ছয়টি হাতিয়ার ----------২২৪
পাঁচ জিনিসে তাড়াহুড়া করা জায়েয ----------২২৫
আল্লাহ তাআলা যেন তাহাজ্জুদের তাওফিক দেন----------২২৬
হৃদয় ভাঙ্গা মহিলার রাসূল সা.-এর জিয়ারত লাভ----------২২৬
হযরত আবু যর রা.-এর ঈমানী গল্প----------২২৭
এক মহিলার সুন্দর নির্বাচন----------২৩০
দুই মহিলার আশ্চর্যকর ঘটনা----------২৩০
মহিয়সী নারীর যৌবন কাটল একাকিত্বে----------২৩২
আল্লাহ তাআলা বলবেন আমার বান্দা সত্য----------২৩৪
সুখের দিনটি দুঃখের দিনে পরিণত হলো----------২৩৪
আল্লাহ তা'আলা 'মুতী'কে হেদায়াত দিয়েছেন----------২৩৫

# সূ। চি। প। ত্র

## ষষ্ঠ-খণ্ড


দোয়া কবুল হওয়ার পরীক্ষিত আমল----------২৪১
বদরযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুহাজির সাহাবীগণ----------২৪১
বদরযুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী আনসার সাহাবীগণ----------২৪৫
সূর্যাস্তের পূর্বেই যাবতীয় পাপমুক্তি----------২৫৩
নামাযের বিশ্বময় প্রভাব----------২৫৪
জিবরাঈল আ. কর্তৃক মুনাজাত শিক্ষাদান----------২৫৫
মুমিনের মৃত্যুতে ফেরেশতাদের কোমলতা----------২৫৫
জালেমের জুলুম হতে মুক্তি লাভের দোয়া----------২৫৫
শত্রুর বিরুদ্ধে জয়ী হওয়ার নববী উপায়----------২৫৬
মানুষ চার শ্রেণির---------- ২৫৭
হে পাপী! উদাসীন হয়ো না----------২৫৭
শত্রু থেকে দূরে থাকো, বন্ধুর ব্যাপারে সতর্ক থাকো----------২৫৮
মু'মিনের চার অবস্থা----------২৫৮
ফেতনাকে প্রথমে হক মনে হয়----------২৫৯
তিন প্রকার মানুষ ফেতনার কারণ----------২৫৯
অন্তর চার প্রকার----------২৫৯
হযরত সালমান রা.-এর প্রতি দরদভরা পত্র----------২৬০
কারো নিকট নিজের বিপদ প্রকাশ করো না----------২৬১
সারা জীবন কল্যাণসন্ধানী হও----------২৬২
জানাজা অত্যন্ত কার্যকর একটি উপদেশ----------২৬২
যে সম্প্রদায় গোরস্তানে পরিণত হয়েছে----------২৬২
অন্যের ত্রুটি অন্বেষণ করো না----------২৬৩
আপন কর্মেই পবিত্র ও চরিত্রবান হতে হয়----------২৬৩

হাসি ও কান্না তিন ব্যক্তির কারণে----------২৬৪
হক ভারী ও বাতিল হালকা হয়----------২৬৪
পৃথিবীর পরিচ্ছন্ন অংশ গত হয়ে গেছে----------২৬৫
নারীর পরীক্ষাই সর্বাপেক্ষা কঠিন----------২৬৫
আবু উবায়দাহ রা.-এর উপদেশ----------২৬৬
নতুন নেকী দ্বারা পুরাতন পাপ মিটিয়ে ফেলো----------২৬৭
নিজের মতামতকে ওহী মনে করো না----------২৬৭
ওলামায়ে কেরামের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি----------২৬৮
অচিরেই অল্পবয়সীরা নেতা নিযুক্ত হবে----------২৬৯
পৃথিবী তার সমাপ্তির ঘোষণা দিয়েছে----------২৬৯
সাপ মারার বিস্ময়কর ফজিলত----------২৭০
মানুষের সাথে মিশে নিজেকে ভুলে যেও না----------২৭১
পারস্পরিক হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক রহমত----------২৭১
ফরজ নামায পাঁচ ওয়াক্ত হওয়ার হেকমত----------২৭১
দুশ্চিন্তা ও পেরেশানি হতে মুক্তির উপায়----------২৭৫
আল্লাহ আপনাকে নেককার স্ত্রী দেবেন----------২৭৫
হৃদয় ছোঁয়া মোনাজাত----------২৭৬
ধোপার নিকট হাসান বসরী র.-এর তাওহিদ শিক্ষা----------২৮০
ধর্মীয় নেতৃত্বের পদস্খলন হলে জাতির কী অবস্থা হবে----------২৮০
পুরুষের ফেতনা রূপে আর নারীর ফেতনা সম্পদে----------২৮২
রাবেয়া বসরী র. বললেন আগে প্রতিবেশী পরে ঘর----------২৮৩
পাগল, বধির এবং শিশুরা কি জান্নাতে যাবে?----------২৮৩
যেভাবে ঘরে শান্তি ও রহমত বর্ষিত হয়---------- ২৮৪
দিন ও রাত আল্লাহ তাআলার নেয়ামত----------২৮৫
আত্মার ব্যাধি----------২৮৬
বাহ্যিক উত্তম আমলসমূহ----------২৮৬
অভ্যন্তরীণ উত্তম আমলসমূহ----------২৮৭
আল্লাহর ঘোষিত পন্থায় বৃষ্টি প্রার্থনা কর----------২৮৭
ইস্তেগফার সম্পর্কিত কিছু হাদিস----------২৮৯
স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসা আল্লাহর বিশেষ রহমত----------২৯২
ভাষার ভিন্নতা আল্লাহর কুদরতের নিদর্শন----------২৯৩

রাসূল সা. ফাতেমা রা.-কে দোয়া শিখিয়েছেন----------২৯৪
শ্রেষ্ঠ উপহার সালাম----------২৯৫
প্রবৃত্তির অনুসারীদের শাস্তি----------২৯৭
মে'রাজের রাতে রাসূল সা.-এর তাসবিহ শ্রবণ----------২৯৭
খাবারও জিকির করে----------২৯৮
মৌমাছিকে বিস্ময়কর বিষয় শিক্ষাদান----------২৯৮
বায়ু প্রবাহে আল্লাহর ব্যাবস্থাপনা----------২৯৯
আল্লাহ তাআলাকে দাউদ আ.-এর জিজ্ঞাসা----------২৯৯
কিয়ামতের দিন মানুষের তিনটি নথি থাকবে----------২৯৯
আল্লাহর নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় সম্ভব নয়----------৩০০
আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম রা.-এর ইসলাম গ্রহণ----------৩০১
দা'ঈর জীবন ইসলামেরই জীবন----------৩০২
প্রতি রাতেই রাসূলুল্লাহ সা.-কে স্বপ্নে দেখতেন----------৩০৬
জান্নাত-জাহান্নামের কথোপকথন----------৩০৭
জনৈক ব্যক্তির বিস্ময়কর সদকা----------৩০৭
ধৈর্য ধারণকারীর মর্যাদা বৃদ্ধি----------৩০৮
আল্লাহ আপনি সালাম আর আমি ইসলাম----------৩০৮
মুনাফিকদের চরিত্র----------৩০৯
আয়েশা সিদ্দীকা রা.-এর বিস্ময়কর স্বপ্ন ও ব্যাখ্যা----------৩১২
সাত কন্যার একটি ঐতিহাসিক ঘটনা----------৩১৩
বায়ান্ন লক্ষ দিরহামেও যাকাত ওয়াজিব হয়নি----------৩১৫
বিবাহের পর অবগত হলো স্ত্রী খোঁড়া----------৩১৬
অতি বুদ্ধিমতি স্ত্রী----------৩১৬
হযরত জুলাইবিব রা.-এর বিস্ময়কর বিবাহ----------৩১৭
উত্তম নারীর গুণাগুণ----------৩২০
স্ত্রীকেও কখনো কখনো স্বামীর জন্য ব্যয় করতে হয়----------৩২১
এক জান্নাতি নারী----------৩২২
আঘাত প্রথমে মাথায়ই লাগে----------৩২৩
হুসাইন আহমদ মাদানী র.-এর একটি আমল----------৩২৮
আল্লাহ! আমার রিজিক তো তোমারি দায়িত্বে----------৩২৯
বক্রতার মাঝেই নারীর সৌন্দর্য----------৩৩০

নহরে যুবায়দার দরদভরা কাহিনী----------৩৩২
খেজুরের বরকত----------৩৩৫
সেজদার আয়াতে দোয়া কবুল হয়----------৩৩৬
এক বীরাঙ্গনা নারীর কাহিনী.----------৩৪০
এক নির্ভীক মা ----------৩৪৪
রাসূলুল্লাহ সা.-এর সময়ে দুই নারীর ঝগড়া----------৩৪৮
হযরত আবুদ দারদা রা.-এর হৃদয়স্পর্শী উপদেশ----------৩৫০
শয়তানের প্রতারণা অত্যন্ত সূক্ষ্ম----------৩৫০
এগারোটি আয়াতের উপর আমলকারী জান্নাতি----------৩৫১
অবাধ্য স্ত্রীর জন্য একটি পরীক্ষিত আমল----------৩৫৩
অবাধ্য স্ত্রীর মাধ্যমে সংশোধন হয়----------৩৫৩
স্বপ্নে শাহী মুকুট পরলেই কেউ বাদশাহ হয় না----------৩৫৪
প্রতিশোধ নিলে ক্ষমার স্বাদ লাভ হয় না----------৩৫৬
বান্দার তওবায় আল্লাহ অত্যন্ত খুশি হন----------৩৫৭
পরকালীন কল্যাণ সতর্ক ব্যক্তির জন্য----------৩৫৮
সকল বন্ধু কিয়ামতের দিন শত্রুতে পরিণত হবে; কিন্তু মুত্তাকিদের বন্ধুত্ব বহাল থাকবে–৩৫৯
সবচেয়ে নিম্নস্তরের জান্নাতি----------৩৬০
রাসূলুল্লাহ সা.-এর বিস্ময়কর মোনাজাত----------৩৬১
ন্যায় বিচার করো দু'জন ফেরেশতা সঙ্গ দেবে----------৩৬৩
নেতৃত্ব প্রত্যাশীর পরিণতির কথা চিন্তা করো----------৩৬৩
শয়তানের মূর্তি বানিয়ে দেন----------৩৬৫
স্বামী-স্ত্রীর অভিমান গাম্ভীর্যপূর্ণ হওয়া উচিত----------৩৬৬
দাসীর উপস্থিত বুদ্ধিতে মনিবের পরিত্রাণ----------৩৬৭
জুমার দিনের আমল----------৩৬৮
শিশুদের সাথে কখনো মিথ্যা ওয়াদা করবে না----------৩৬৮
এক সপ্তাহের গোনাহ মাফের পদ্ধতি----------৩৬৯
অন্তরাত্মাকে মন্দ অভ্যাস থেকে রক্ষা করো----------৩৬৯
একটি আয়াত শুনে ওমর রা. এক মাস অসুস্থ----------৩৭১
কিয়ামতের দিন আকাশ কাঁপতে থাকবে----------৩৭২
ইসলামপূর্ব ভাল কাজ ইসলাম গ্রহণের পর গৃহিত হবে ?----------৩৭২
জাহান্নামের ভয়ঙ্কর কিনারা----------৩৭৩

আল্লাহ বলেন, বান্দা! আমাকে তালাশ করো পেয়ে যাবে----------৩৭৪
মসজিদকে দুলহান বানাবে না----------৩৭৪
নহরে কাউসার----------৩৭৪
জান্নাতে বড় বড় বাজার থাকবে----------৩৭৫
আরশ বহনকারী ফেরেশতাদের তাসবিহ----------৩৭৬
বুযূর্গের প্রতি জিনের বিস্ময়কর উপদেশ----------৩৭৭
রাসূলুল্লাহ সা.-এর প্রতি এক বৃদ্ধের প্রশ্ন----------৩৭৭
নারীর চেহারা পর্দার আওতাভূক্ত কি না----------৩৭৮
হে আল্লাহ! আমাদের অন্তর ও মুখকে মুসলমান বানিয়ে দাও----------৩৮৩
গোনাহতে লিপ্ত হয়ে গেলে কী করা উচিত----------৩৮৪
একটি পুণ্যের জন্য যুবাইদার ক্ষমাপ্রাপ্তি----------৩৮৫
অতি নিদ্রা কিয়ামত দিবসে মানুষকে নিঃস্ব করে ছাড়বে----------৩৮৬
সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাছ রা. সন্তানদেরকে এ দোয়া শেখাতেন----------৩৮৭
হযরত ইবরাহিম ইবনে আদহামের মুনাজাত----------৩৮৭
সুরভীময় বাণীসমগ্র----------৩৮৮
মুক্তার মালা----------৩৮৮
কুরআনের বৈশিষ্ট্য----------৩৮৯
মসজিদে এবাদত বিঘ্নকারীই বড় জালেম----------৩৯০
নামাযীদের ধ্যান বিঘ্নকারী শাস্তিযোগ্য----------৩৯১
মসজিদে দুনিয়াবী কথার কঠোর শাস্তি----------৩৯১
দুনিয়াবি কথার জন্য মসজিদে বসা জায়েয নেই----------৩৯২
মসজিদে হারানো বস্তুর ঘোষণার নিন্দা----------৩৯২
মসজিদের বাইরে হযরত ওমর রা.-এর ঘর নির্মাণ----------৩৯২
আল্লাহ তাআলার বাণীর আলোকে মসজিদের সম্মান----------৩৯৩
একটি প্রচলিত ভুল সংশোধন----------৩৯৩
সরলতা স্বভাবতই সুন্দর----------৩৯৪
বরকতের জন্য আদম আ.-এর কার্যকর দোয়া----------৩৯৬
আল্লাহর কুদরতের বিস্ময়কর ধরণ----------৩৯৭
এক মেয়ের স্বামী নির্বাচন----------৩৯৮
দোয়া কবুল হওয়ার সময়সমূহ----------৩৯৯
দোয়া কবুল হওয়ার পরীক্ষিত আমল----------৪০০

এক পকেটমারের বিস্ময়কর উপদেশ----------৪০১
মাটির উপরে যে আল্লাহকে ভুলিনি----------৪০১
সুবিধাবাদী নয়, আত্মত্যাগী ইসলামই কাজে আসবে----------৪০২
হযরত ওমর রা.-এর ইন্তেকালের ইতিবৃত্ত----------৪০৪
সমস্যা সমাধানের নববী উপায়----------৪১৩
সকল দুশ্চিন্তা দূরীকরণে নববী উপায়----------৪১৩
দারিদ্র দূরীকরণে নববী উপায়----------৪১৪
ইমাম হাসান রা.-কে স্বপ্নে রাসূল সা.-এর দোয়া শিক্ষা----------৪১৪
রূঢ় কথায় সংশোধন হয় না---------- ৪১৫
আল্লাহ তাআলা পর্যন্ত পৌঁছার অনেক রাস্তা----------৪১৬
মজনুর ন্যায় পাগলপারা হওয়া চাই----------৪১৭
আসল মজনুন ও নকল মজনুন----------৪১৭
আল্লাহর মহাব্বতের সাথে রাসূল সা.-এরও মহব্বত থাকতে হবে----------৪১৮
হাশরের ময়দানে আরশের অবতরণ----------৪১৮
নারীদের সম্পর্কে আল্লাহকে ভয় করো----------৪১৯
রাসূল সা.-এর অধিক ক্রন্দন----------৪২০
আপ্যায়ন করো, আল্লাহর নৈকট্য লাভ করবে----------৪২১
তওবার জন্য আল্লাহর রাস্তায় বেরিয়ে পড়া জরুরি----------৪২২
এক কবরস্থানে রাসূল সা.-এর বিস্ময়কর বয়ান----------৪২৩
ফেরেশতার সংখ্যা পৃথিবীর ধূলিকণা অপেক্ষা অধিক----------৪২৬
একটি আয়াত অবতীর্ণ হওয়ায় শহর জিনমুক্ত----------৪২৭
আল্লাহ তাআলার কুদরত----------৪২৮
মোহাম্মদ বিন কাসিম র. এর একটি ঘর বিরাণ হলেও----------৪২৯
সীমাতিরিক্ত ব্যয়কারী রিক্তহস্ত হয়ে পড়ে----------৪৩০

# মুক্তার চেয়ে দামী
## (পঞ্চম খণ্ড)

# পঞ্চম খণ্ড

## ফজরের নামায সর্বপ্রথম আদম আ. পড়েছেন

আমরা ফজরের যে দুই রাকাআত ফরজ নামায আদায় করে থাকি এর কারণ হলো, এই নামায সর্বপ্রথম হযরত আদম আ. আদায় করেছেন আল্লাহ তাআলা যখন তাঁকে এই নশ্বর পৃথিবীতে পাঠালেন তখন এই পৃথিবী ছিল রাতের অন্ধকারে নিমজ্জিত। হযরত আদম আ. জান্নাতের আলোকজ্জ্বল পরিবেশ থেকে এই তিমির রজনীতে দুনিয়ায় আগমন করেন। অন্ধকার এতটাই ঘনীভূত ছিল যে, এক হাত দূরত্বের কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। হযরত আদম আ. বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লেন, এত অন্ধকার পৃথিবীতে তিনি কিভাবে জীবন যাপন করবেন? এখানে না কোন জিনিস দেখা যায় আর না কোন জায়গা চেনা যায়। কোথায় আছেন এবং কোথায় যাবেন, কিছুই নির্ধারণ করতে পারছিলেন না। চতুর্দিকে কেবলই অন্ধকার আর অন্ধকার।

সুতরাং এ পরিস্থিতি দেখে তিনি ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন। এরপর যখন পৃথিবীটা আস্তে আস্তে আলোকিত হলো, সুবহে সাদিক প্রকাশ পেল, প্রভাতের আভা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল, হযরত আদম আ.-এর দেহে প্রাণের সঞ্চার হলো। তখন তিনি মহান আল্লাহর দরবারে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনার্থে সূর্যোদয়ের পূর্বে দুই রাকাআত নামায আদায় করলেন। প্রথম

রাকাআত ছিল রাতের অন্ধকার দূরীভূত হওয়ার আর দ্বিতীয় রাকাআত ছিল দিনের আলো প্রকাশিত হওয়ার কৃতজ্ঞতাস্বরূপ। এই দুই রাকাআত নামায আল্লাহ তাআলার নিকট এতটাই পছন্দ হয়েছে যে, তিনি শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের উপর ফরজ করে দিয়েছেন। এ থেকে বোঝা যায় ফজরের নামায কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

## জোহরের নামায সর্বপ্রথম ইবরাহিম আ. পড়েছেন

এমনিভাবে জোহরের যে চার রাকাআত ফরজ নামায আমরা আদায় করে থাকি, এটা সর্বপ্রথম হযরত ইবরাহিম আ. আদায় করেছিলেন। তিনি যখন নিজ পুত্র হযরত ইসমাঈল আ.-কে যবেহ করার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। তখন এক রাকাআত নামায পড়লেন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার শুকরিয়া স্বরূপ। আর দ্বিতীয় রাকাআত আদায় করলেন, হযরত ইসমাঈল আ. এর পরিবর্তে আল্লাহ পাকের বিশেষ পুরস্কার হিসেবে জান্নাত থেকে যে দুম্বা জবেহ হয়েছে তার কৃতজ্ঞতা স্বরূপ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আল্লাহ তাআলা হযরত ইবরাহিম আ.-কে সরাসরি সম্বোধন করে বলেন–

وَنَادَيْنَاهُ اَنْ يَّاِبْرَاهِيْمُ. قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا. اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِىْ الْمُحْسِنِيْنَ.

"তখন আমি তাঁকে ডাক দিয়ে বললাম, হে ইবরাহিম! নিঃসন্দেহে তুমি স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করে দেখিয়েছ। আমি এভাবেই সৎকর্ম পরায়ণদেরকে পুরস্কার দিয়ে থাকি।" (সূরা সাফ্ফাত- ১০৪-৫)।

উক্ত সম্বোধনের কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তিনি তৃতীয় রাকাআত আদায় করলেন।

চতুর্থ রাকাআত আদায় করলেন এ বিষয়ের কৃতজ্ঞতাস্বরূপ যে, আল্লাহ তাআলা তাঁকে একজন ধৈর্যশীল সন্তান দান করেছেন। যিনি কঠিন পরীক্ষার মুহূর্তে অত্যন্ত ধৈর্যশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। হযরত ইবরাহিম আ. বলেন, যদি সে সামান্যতম পিছপা হতো তাহলে আমার জন্য আল্লাহ তাআলার আদেশ পালন করা কঠিন হয়ে যেত। সুতরাং স্বপ্ন দেখার পর তিনি নিজ সন্তানের সাথেই পরামর্শ করলেন। বললেন, হে বৎস! আমি তো এই স্বপ্ন দেখেছি, এবার তুমি চিন্তা করে বলো তোমার কী মত?

ইসমাঈল আ. জবাব দিলেন, আব্বাজান! আপনাকে যে আদেশ করা হয়েছে আপনি তা পালন করুন। ইনশাআল্লাহ! অবশ্যই আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন।

এমন ধৈর্যশীল ছেলে পাওয়ার কৃতজ্ঞতাস্বরূপ চতুর্থ রাকাআত আদায় করলেন। হযরত ইবরাহিম আ. শুকরিয়াস্বরূপ এই চার রাকাআত নামায জোহরের সময় আদায় করেছিলেন। আল্লাহ তাআলার কাছে এ নামায খুবই পছন্দ হয়েছিল, তাই তিনি এ নামাযকে উম্মতে মুহাম্মদির উপর ফরজ করে দিয়েছেন।

## আসরের নামায সর্বপ্রথম ইউনুস আ. পড়েছেন

আসরের চার রাকাআত নামায সর্বপ্রথম হযরত ইউনুস আ. আদায় করেছিলেন। যখন তিনি মাছের পেটে ছিলেন তখন কায়মনোবাক্যে আল্লাহ তাআলাকে ডেকেছেন। সেই ডাককে আল্লাহ তাআলা কুরআনে এভাবে ব্যক্ত করেন-

﴿فَنَادٰى فِي الظُّلُمٰتِ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ.
فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ وَنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذٰلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِيْنَ﴾

"অতঃপর তিনি অন্ধকারের মধ্যে আহ্বান করলেন, আপনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। আপনি নির্দোষ, আমি গোনাহগার। নিঃসন্দেহে আমি তাঁর আহবানে সাড়া দিলাম এবং তাঁকে চিন্তামুক্ত করলাম। আর এমনিভাবেই আমি মুমিনদেরকে মুক্তি দিয়ে থাকি।"(সূরা আম্বিয়া- ৮৭-৮৮)।

অবশেষে যখন আল্লাহ তাআলা হযরত ইউনুস আ.-কে মাছের পেট থেকে বের করলেন তখন তিনি শুকরিয়াস্বরূপ চার রাকাআত নামায পড়লেন। যেহেতু আল্লাহ তাআলা তাঁকে চার অন্ধকার থেকে মুক্তি দিয়েছেন:

১. মাছের পেটের অন্ধকার।

২. পানির অন্ধকার।

৩. মেঘের অন্ধকার।

৪. রাতের অন্ধকার।

সেহেতু কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তিনি আসরের সময় চার রাকাআত নামায পড়লেন। আল্লাহ তাআলা এই নামাযকে এত বেশি পছন্দ করলেন যে, উম্মতে মুহাম্মদির উপর একে ফরজ করে দিলেন।

## মাগরিবের নামায সর্বপ্রথম দাউদ আ. পড়েছেন

নবীগণ নিষ্পাপ। তাঁদের থেকে গোনাহ হয় না। কিন্তু কোন কোন সময় তাঁদের থেকে এমন কিছু অনুচিত কাজ অথবা আদবের পরিপন্থী সামান্যতম 'ভুল ভ্রান্তি'ও যদি প্রকাশ পায়, তাহলে তার জন্য তাঁদেরকে সতর্ক করা হয়, তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় এবং সংশোধন করা হয়। হযরত দাউদ আ.-এর পক্ষ থেকে এ ধরনের কোন কাজের পর যখন আল্লাহ তাআলা তাঁকে ক্ষমা করলেন আর ঘোষণা দিলেন, فَغَفَرْنَا لَهُ ذٰلِكَ (অতঃপর আমি তাঁকে ক্ষমা করে দিলাম) তখন হযরত দাউদ আ. এই ক্ষমার শুকরিয়াস্বরূপ মাগরিবের সময়ে চার রাকাআত নামায আদায়ের নিয়ত করলেন। তিন রাকাআত পড়ার পর সেই অনিচ্ছাকৃত ঘটে যাওয়া ভুলের কথা মনে পড়ল। তখন হঠাৎ তাঁর কান্না চলে আসলো। এক পর্যায়ে কান্না এত বেড়ে গেল যে, চার রাকাআত পুরা করা তাঁর পক্ষে আর সম্ভব হলো না, তিন রাকাআতেই নামায শেষ করতে হলো। চতুর্থ রাকাআত নামায পড়ার সাহস হারিয়ে ফেললেন। এই তিন রাকাআত নামায আল্লাহ তাআলার কাছে এত বেশি পছন্দ হলো যে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উম্মতের উপর মাগরিবের সময়ে একে ফরজ করে দিলেন।

## এশার নামায যেভাবে ফরজ হলো

এশার চার রাকাআত নামাযের ক্ষেত্রে দুই ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়।

**প্রথম বর্ণনা:** সর্বপ্রথম হযরত মূসা আ. এ নামায পড়েছেন।

**প্রথমত:** হযরত মূসা আ. হযরত শুয়াইব আ.-এর কাছে দশ বছর থাকার পর যখন পরিবার পরিজন নিয়ে মিসর থেকে স্বদেশের উদ্দেশে যাত্রা করলেন, তখন পথে তিনি বেশ উদ্বিগ্ন ছিলেন। একদিকে তো রাস্তা খুব দীর্ঘ। অন্যদিকে তাঁর স্ত্রীর আসন্ন সন্তান প্রসব অতি নিকটে। তাই তিনি চিন্তিত ছিলেন, এত দীর্ঘ পথ কিভাবে অতিক্রম করবেন?

**দ্বিতীয়ত:** সহোদর ভাই হযরত হারুন আ.-এর জন্য চিন্তিত ছিলেন।

**তৃতীয়ত:** ফেরাউনের শত্রুতার ভয়ে চিন্তিত ছিলেন।

**চতুর্থত:** স্ত্রীর সন্তান প্রসবের চিন্তায় বিভোর ছিলেন।

এই চার পেরেশানি নিয়ে মূসা আ. সফর করছিলেন। অতঃপর তিনি চলতে গিয়ে রাস্তা ভুলে গেলেন, যে কারণে পেরেশানির মাত্রা নতুন করে যোগ হলো। এত সব পেরেশানি নিয়ে চলতে চলতে তিনি তূর পাহাড়ের পশ্চিম প্রান্তের কাছাকাছি পৌঁছে গেলেন। রাত ছিল গভীর অন্ধকার । ঠাণ্ডা এবং বরফের চাদরে ঢাকা। এদিকে নবীপত্নীর প্রসব বেদনা শুরু হলো। চকমকি পাথর থেকে আগুন বের হচ্ছে না। এই চিন্তা ও পেরেশানির মধ্যে হঠাৎ দেখতে পেলেন তূর পাহাড়ে আগুন জ্বলছে। স্ত্রীকে বললেন, তুমি এখানে অপেক্ষা করো, আমি তূর পাহাড় থেকে আগুন নিয়ে আসছি। তূর পাহাড়ে আল্লাহ তাআলার সাথে মূসা আ.-এর সরাসরি কথা বলার সৌভাগ্য অর্জন হল। কুরআনের ভাষায়-

فَلَمَّا اَتٰهَا نُوْدِیَ یٰمُوْسٰی. اِنِّیْ اَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَیْكَ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًی. وَاَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا یُوْحٰی.

"অতঃপর যখন তিনি আগুনের কাছে পৌঁছলেন, তখন আওয়াজ আসলো, হে মূসা! আমিই তোমার পালনকর্তা। অতএব, তোমার জুত-াযুগল খুলে ফেলো, কেননা তুমি পবিত্র উপত্যকা তুয়ায় রয়েছ। আর আমি তোমাকে নবী হিসাবে মনোনীত করেছি। অতএব যে ওহী তোমার কাছে পাঠানো হচ্ছে তা মনোযোগ দিয়ে শোনো।" (সূরা ত্ব হা- ১১-১৩)।

মোটকথা আল্লাহ তাআলা তাকে যখন উক্ত চার ধরনের পেরেশানি থেকে মুক্ত করে নবুওয়াতের মর্যাদায় ভূষিত করলেন, তখন তিনি কৃতজ্ঞতা স্বরূপ এশার ওয়াক্তে চার রাকাআত নামায পড়লেন।

আল্লাহ তাআলা তার নামাযকে পছন্দ করে উম্মতে মুহাম্মদির উপর ফরজ করে দিলেন।

কবি সুন্দর বলেছেন-

তুমি আছো তো কোন রোগ নেই,

তুমি নেই তো এর কোন প্রতিষেধক নেই।

**দ্বিতীয় বর্ণনাঃ** এশার নামায সর্বপ্রথম আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ সা. পড়েছেন। এ জন্য এ নামায খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমল। (বযলুল মজহুদ)

## এক জেলের বেদনাদায়ক ঘটনা

আল্লামা ইবনে হাজার র. আজজাওয়াযের গ্রন্থে লেখেন, জনৈক ব্যক্তি বলল, আমি এক ব্যক্তিকে দেখলাম, কাঁধ থেকে তার হাত কাটা। সে চিৎকার করে বলছে, আমাকে দেখে শিক্ষা গ্রহণ করো। কারো উপর জুলুম কর না। আমি অগ্রসর হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার কী হয়েছিল বলবে কী? সে উত্তরে বলল, ভাই! আমার ঘটনা বড়ই আশ্চর্যজনক! আমি ছিলাম অত্যাচারী। একদিনের ঘটনা। এক ছেলেকে দেখলাম বিশাল বড় একটি মাছ নিয়ে যাচ্ছে। আমি নিজের লোভ সামলাতে পারলাম না। তাকে বললাম, এই মাছটি আমাকে দিয়ে দাও। সে বলল, এই মাছ বিক্রি করে আমার পরিবারের খাদ্যের ব্যবস্থা করতে হবে, তোমাকে কেন দিবো। আমি তাকে মারধর করে জোর করে মাছটি নিয়ে নিলাম। যাওয়ার পথে হঠাৎ মাছটি কামড় দিয়ে আমার আঙ্গুল কেটে ফেলল। বাড়িতে গিয়ে মাছ ফেলে আঙ্গুল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। আঙ্গুলের ব্যথায় ছটফট শুরু করলাম। ঘুম হারাম হয়ে গেল। আস্তে আস্তে পুরো হাত ফুলে গেল। সকাল হতেই ডাক্তারের কাছে গেলাম। ডাক্তার বলল, আঙ্গুলে পঁচন ধরে গেছে এটা কেটে ফেলতে হবে। অন্যথায় পুরো হাত পঁচে যাবে। ডাক্তারের কথা মতো আমি আঙ্গুল কেটে ফেললাম। এরপর দেখি দুর্গন্ধ আর ব্যথা পুরো হাতে ছড়িয়ে পড়েছে। ব্যথার যন্ত্রনায় আর ঘুমাতে পারছি না। লোকেরা পরামর্শ দিল হাতের তালু পর্যন্ত কেটে ফেলতে। আমিও তাই করলাম। এখন দেখছি ব্যথা কব্জি পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। ব্যথার যন্ত্রনায় হায় হুতাশ করতে লাগলাম। এক ব্যক্তি পরামর্শ দিল কনুই পর্যন্ত হাত কেটে ফেলতে। আমিও তাই করলাম। কিন্তু এখন ব্যথা ও দুর্গন্ধ কাঁধ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। লোকেরা বলছে কাঁধ পর্যন্ত হাত কেটে ফেলতে। অন্যথায় ব্যথা পুরো শরীরে ছড়িয়ে পড়বে।

লোকজন আমাকে জিজ্ঞেস করছে তোমার এ ক্ষত কি করে হলো? আমি তাদেরকে মাছের ঘটনা বললাম। তারা বলল, যদি তুমি শুরুতেই মাছের মালিক থেকে মাফ চেয়ে নিতে এবং বুঝিয়ে শুনিয়ে মাছটাকে তোমার জন্য হালাল করে নিতে তাহলে আজ তোমার হাত এভাবে কাটা যেত না। তাই পুরো শরীরে ব্যথা ছড়িয়ে পড়ার আগেই তার থেকে ক্ষমা চেয়ে নাও। পরামর্শ মতো আমি মাছওয়ালার সন্ধানে বের হয়ে পড়লাম। পুরো শহর খুঁজে এক জায়গায় তাকে পেলাম। আমি গিয়েই তার পায়ে

পড়ে গেলাম। আর কেঁদে কেঁদে বললাম, আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে মাফ করে দিন। সে জিজ্ঞেস করল কে তুমি? বললাম, আমি সেই ব্যক্তি যে আপনার থেকে মাছ কেড়ে নিয়েছিল। এরপর আমি তাকে পুরো ঘটনা শুনালাম এবং আমার হাত দেখালাম। সে আমার হাত দেখে কেঁদে ফেলল। আর বলল, আমার সেই মাছ তোমার জন্য হালাল করে দিয়েছি। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, দয়া করে বলো ভাই, যখন আমি তোমার কাছ থেকে মাছ নিয়েছিলাম তখন তুমি আমাকে বদ দোয়া দিয়েছিলে? সে বলল হ্যাঁ! আমি এই দোয়া করেছিলাম, হে আল্লাহ! সে আমার উপর শক্তি প্রয়োগ করল। আমাকে যে রিজিক তুমি দিয়েছিলে তা সে ছিনিয়ে নিল। আমার উপর জুলুম করল। হে আল্লাহ! আপনি আমার সামনে তার উপর আপনার কুদরতী ক্ষমতা দেখিয়ে দিন। আমি তাকে বললাম, আমার আল্লাহ তোমাকে তাঁর কুদরতী ক্ষমতার চমক দেখিয়েছেন। এখন আমি আল্লাহকে সাক্ষী রেখে তওবা করছি আর এ ওয়াদা করছি যে, নিজে কখনো জুলুম করব না এবং কারো জুলুমে সাহায্যও করব না। ইনশাআল্লাহ! যতদিন জীবিত থাকব এই প্রতিশ্রুতির উপর অটল থাকব।

কবি কত সুন্দর বলেছেন-

لَاتَظْلِمَنَّ اِذَا مَاكُنْتَ مُقْتَدِرًا * فَالظُّلْمُ تَرْجِعُ عُقْبَاهُ اِلَى النَّدِمِ

❖ ক্ষমতা থাকলেও কারো উপর জুলুম করবে না। কেননা, জুলুমের পরিণতি হলো অনুতাপ আর অনুশোচনা।

تَنَامُ عَيْنَاكَ وَالْمَظْلُوْمُ مُنْتَبِهٌ * يَدْعُوْ عَلَيْكَ وَعَيْنُ اللهِ لَمْ تَنَمْ

❖ তোমার দু' চোখ ঘুমায় আর মাজলুম সে জেগে থেকে তোমাকে বদ দোয়া দেয়। জেনে রেখ! আল্লাহর চোখ কখনো ঘুমায় না।

اِذَا مَاالظُّلْمُ اسْتَوْطَا الْاَرْضِ مَرْكِبًا * وَلَجَ غُلُوًّا فِيْ قَبِيْحِ اِكْتِسَابِهٖ

❖ জালেম যখন আরোহী হয়ে পৃথিবীর বুকে বিচরণ করে। আর প্রত্যেক নিকৃষ্টতম কাজে সীমালংঘন করে।

فَلِكُهُ اِلَى صَرْفِ الزَّمَانِ فَاِنَّهُ * سَيُبْدِىْ لَهُ مَالَهُ يَكُنْ فِيْ حِسَابِهٖ

❖ তখন তুমি তাকে কালের বিবর্তনের হাতে ছেড়ে দাও। কেননা, সময়ই তার সামনে এমন জিনিস উন্মোচন করবে যা তার কল্পনায়ও আসেনি।[১]

## মুমিনের অন্তর থেকে পেরেশানি দূরকারী ফেরেশতা

হযরত উরওয়া ইবনে রুওয়াইম র. বলেন, হযরত ইরবায ইবনে সারিয়া রা. রাসূলের বিশিষ্ট সাহাবী ছিলেন। খুব বার্ধক্যে উপনীত হলে তিনি মৃত্যু কামনা করে দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! আমার অনেক বয়স হয়েছে, হাড় দুর্বল হয়ে গেছে, অতএব আমাকে আপনার কাছে তুলে নিন। হযরত ইরবায রা. বলেন, আমি তখন দামেস্কের মসজিদে ছিলাম। সেখানে সবুজ রঙের কাপড় পরিহিত সুদর্শন এক যুবককে দেখতে পেলাম। সে আমাকে বলল, আপনি এটা কেমন দোয়া করলেন? আমি বললাম, আরে ভাতিজা! এ ছাড়া আর কী দোয়া করব? সে বলল, আপনি বরং এই দোয়া করুন। হে আল্লাহ! আমার আমল সুন্দর করে দিন আর আমাকে মৃত্যু পর্যন্ত পৌঁছে দিন। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কে? আল্লাহ তোমার প্রতি রহম করুন। সে বলল, আমি রীবাঈল আ. (ফেরেশতা)। মুমিনদের অন্তর থেকে সকল দুশ্চিন্তা দূরকারী ফেরেশতা।[২]

## রাসূল সা.-কে সম্মান প্রদর্শনকারী এক বন্য প্রাণী

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘরে একটি বন্য পশু ছিল। তিনি যখন বাইরে যেতেন তখন পশুটি এদিক সেদিক ছুটোছুটি করত। খেলাধুলা করত। আর যখনি হুযূরের আগমনের সামান্য আভাস পেত সাথে সাথে ঘরের এক কোণে চুপ করে বসে পড়ত, কোন আওয়াজ করত না। রাসূল সা.-এর কষ্ট হবে ভেবে।[৩]

**ফায়দা:** বর্ণনার শাব্দিক ব্যবহার থেকে অনুমান করা যায়, বন্য প্রাণীটি হরিণ ছিল। হরিণ সাধারণত পোষ মানে না। কিছু প্রাণী তো এমন আছে যেগুলো কিছুটা হলেও শিষ্টাচার গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু তৎকালীন আরবে হরিণকে

---

১. মুআশেরা কী মুহলিক বীমারীয়া: পৃ.৩৭৬।
২. হায়াতুস সাহাবা: ৩/২০৮।
৩. তরজুমানুস সুন্নাহ: ৪/১৫০।

সাধারণত শিষ্টাচার শিখানো হতো না। বিশেষত রাসূলের ঘরে জীব-জানোয়ারকে শিষ্টাচার শিখানো কি কল্পনা করা যায়। উপরন্তু যে সকল জানোয়ার বাড়ির মানুষদের সাথে মিলে মিশে বস-বাস করে সেগুলো সাধারণত মালিককে দেখলে খুশিতে লাফালাফি করতে থাকে। কিন্তু এখানে চিত্র পুরো ভিন্ন। অর্থাৎ রাসূল সা. যখন বাইরে যেতেন তখন সে খেলাধুলা করত। আর রাসুল সা.-কে দেখা মাত্রই এক কোণে চুপ করে বসে পড়ত।

## অন্যের ক্ষতি থেকে বাঁচার পরীক্ষিত উপায়

যদি কোন ব্যক্তি কোন বিচারক বা অন্য কোন ব্যক্তি থেকে ক্ষতির আশংকা করে অথবা তার কাছে গেলে সে ক্ষতি করবে বলে ভয় হয় তাহলে এমন ব্যক্তির উচিৎ নিম্নোক্ত আমল করা। এ ধরণের ব্যক্তির কাছে যাওয়ার পূর্বে كهيعص. حم. عسق শব্দ তিনটি পড়বে। পড়ার সময় শব্দগুলোর দশটি হরফকে ডান হাতের বৃদ্ধা আঙ্গুল থেকে শুরু করে বাম হাতের বৃদ্ধা আঙ্গুল পর্যন্ত গণনা করবে। গণনা শেষ হলে হাত মুষ্ঠিবদ্ধ করবে। এরপর মনে মনে সূরা ফিল পড়বে। "ترميهم" পর্যন্ত পৌঁছে "ترميهم" শব্দটিকে দশবার পড়বে। প্রত্যেকবার পড়ার সময় একটি করে আঙ্গুল খুলবে। এভাবে করার দ্বারা ইনশাআল্লাহ! নিরাপদ থাকবে।[৪]

## আত্মার প্রশান্তি ও মস্তিষ্কের সুস্থতা লাভের উপায়

ইনশাআল্লাহ! নিচের আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করে নিজের উপর দম করলে আত্মিক প্রশান্তি লাভ হবে।

(١) وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اٰيَةَ مُلْكِهٖٓ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ التَّابُوْتُ فِيْهِ سَكِيْنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ اٰلُ مُوْسٰى وَاٰلُ هٰرُوْنَ تَحْمِلُهُ الْمَلٰٓئِكَةُ. اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ. (سورة البقرة: ٢٤٨)

(٢) ثُمَّ اَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَاَنْزَلَ جُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَذٰلِكَ جَزَاءُ الْكٰفِرِيْنَ. (سورة التوبة: ٢٦)

---

[৪] হায়াতুল হাইওয়ান: ৩/২৮০।

(٣) فَأَنْزَلَ اللهُ سَكِيْنَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُوْدٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا السُّفْلٰى. وَكَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا. وَاللهُ عَزِيْزٌ حَكِيم. (سورة التوبة: ٤٠)

(٤) هُوَ الَّذِيْ أَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ فِيْ قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِيْنَ لِيَزْدَادُوْ إِيْمَانًا مَّعَ إِيْمَانِهِمْ. وَلله جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا. (سورة الفتح: ٤)

(٥) لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عن الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا.: (سورة الفتح: ١٨)

(٦) إِذْ جَعَلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللهُ سَكِيْنَتَهُ عَلٰى رَسُوْلِه وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوٰى وَكَانُوْا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا. وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا. (سورة الفتح: ٢٦)

**অন্তর আমার কাঁদে কিন্তু চোখে অশ্রু নেই**

গোপন এই খবর কারো জানা নেই,
অন্তর আমার কাঁদে চোখে পানি নেই।
অন্যের দিকে যায় কেন আমার দৃষ্টি,
কসম আল্লাহর! নেই তাদের লাভ ক্ষতির শক্তি।
তার জিকির ও স্মরণের "ধনে" আমি যেহেতু ধনবান,
অর্থ কড়ির অভাবে তাই আমি কভু নাহি পেরেশান।
সে আজ নিজে এসে সান্ত্বনা দিচ্ছে মোরে,
আমার দুঃখ সফল হয়েছে, হাজার শোকর তাঁর তরে।
আমরা তো প্রেমের পাগল, আরোগ্য মোদের নেই,
তোমাদের তদবিরে আজ কোনই উপকার নেই।
শুনে যান জনাব! আগ্রহ ভরে শুনে যান,
ছোট নয় কিন্তু প্রেমের এই উপাখ্যান।

প্রেমের ছলনায় যে তাদের বিবেককে ভুলিয়ে দিল,
উভয় জাহানে সে কোন ভয় নাহি পেল।
আহমদ কার প্রেমে পাগল হলো,
সে অমনোযোগী হয়েও কিন্তু মনোযোগী রইল।

## তোমার রহমত সর্বব্যাপি

যখন থেকে মুখে জপি আল্লাহ তোমার নাম,
তোমার প্রেমের রোগে আমি পাই যে আরাম।
দান করেছ তুমি মোদের নূরে ইসলাম,
আমাদের উপর এটাই তোমার প্রকৃত ইনআম।
তোমার প্রভুত্বকে করবে যে অস্বীকার,
বাদশা হয়েও রইবে পড়ে অসফলকাম।
দুনিয়া অসন্তুষ্ট হয় তো হয়ে যাক,
তোমাকে সন্তুষ্ট করাই যে আমার কাজ।
তোমার সন্তুষ্টির জন্য দুনিয়াতে যে হয় অপমানিত,
আসমানবাসীদের কাছে সে হয় সম্মানিত।
তুমি অস্বীকারকারীকেও রিজিক দাও,
তোমার রহমত প্রত্যেককে বিলিয়ে দাও।
তোমার উদ্দেশে পথ চলা আমার কাজ,
গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়া, সে তো তোমার কাজ।

## اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ বাক্যটি এই উম্মতের বৈশিষ্ট্য

নিম্নোক্ত হাদীসগুলো লক্ষ করুন-

১. হযরত সা'আদ ইবনে জুবায়ের রা. বলেন, "اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ" পড়ার উপদেশ কেবল এই উম্মতকে দেওয়া হয়েছে। পূর্ববর্তী নবী ও উম্মতগণ এই নেয়ামত থেকে বঞ্চিত ছিল। লক্ষ্য করুন, হযরত ইয়াকুব আ. এ স্থলে يَاَسَفٰى عَلٰى يُوْسُفَ বলেছিলেন। তার চোখের দৃষ্টি

লোপ পেয়েছিল, চিন্তা তাঁকে অন্ধ করে দিয়েছিল এবং জবান বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, এরপরও মানুষের নিকট তিনি কোন অভিযোগ করতেন না; চিন্তায় মগ্ন থাকতেন।

২. একবার রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জুতা মুবারকের ফিতা ছিড়ে গেল। তিনি "اِنَّاللّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ" পড়লেন। সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এটাও কি মুসিবত? হুযূর সা. বললেন, মুমিনের অপছন্দনীয় যা কিছুই ঘটে সেটাই মুসিবত। ইমাম তাবরানী আবু উমামা রা.-এর সূত্রে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৩. হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যখন তোমাদের কারো জুতার ফিতা ছিড়ে যাবে তখন "اِنَّاللّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ" পড়বে। কেননা, এটাও মুসিবত।

৪. হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি মুসবিতের সময় "اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ" পড়বে, আল্লাহ তাআলা তার মুসিবত দূর করে দেবেন। তার পরকালকে কল্যাণময় করবেন। ক্ষতির বিপরীতে উত্তম জিনিস দান করবেন।

৫. মুসনাদে আহমদে বর্ণিত আছে, হযরত উম্মে সালামা রা. বলেন, আমার স্বামী আবু সালামা রা. একদিন রাসূলের দরবার থেকে সন্তুষ্টচিত্তে এসে বলতে লাগলেন, আজ আমি এমন এক হাদীস শুনেছি যে, আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেছি। হাদীসটি হলো, যদি কোন মুসলমান বিপদে পড়ে এই দোয়া পাঠ করে, اَللّٰهُمَّ اْجُرْنِىْ فِىْ مُصِيْبَتِىْ وَاخْلُفْ لِىْ خَيْرًا مِنْهَا (অর্থাৎ, হে আল্লাহ! এই মুসিবতে আমাকে প্রতিদান দাও এবং এর চেয়ে উত্তম বিনিময় দান কর।) আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তাকে উত্তম প্রতিদান দেবেন।

হযরত উম্মে সালমা রা. বলেন, আমি এ দোয়া মুখস্থ করে নিলাম। যখন আবু সালামা রা.-এর ইন্তেকাল হয়ে গেল তখন "اِنَّاللّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ" পড়ে এই দোয়াও পাঠ করলাম। কিন্তু মনে মনে ভাবলাম, আবু সালামা রা. থেকে উত্তম মানুষ আমি কোথায় পাব? যাই হোক! আমার ইদ্দত শেষ হলো।

একদিনের ঘটনা। আমি চামড়া শোধন করছি। হঠাৎ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরিফ আনলেন। আমি তাড়াহুড়া করে চামড়া রেখে হাত ধুয়ে রাসূল সা.-কে ভিতরে আসার বিনীত অনুরোধ করে বসার ব্যবস্থা করে দিলাম। রাসূল সা. আমাকে বিবাহ করার ইচ্ছা পোষণ করলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এটাতো আমার জন্য অনেক বড় সৌভাগ্যের বিষয়। কিন্তু কথা হলো, এক. আমি অতিরিক্ত আত্মমর্যাবোধের অধিকারী। আমার আশংকা হয় যে, আমার পক্ষ থেকে রাসূলের স্বভাব বিরোধী কোন কাজ প্রকাশ পেয়ে যায় আর এ কারণে আমি আল্লাহর নিকট শাস্তির উপযুক্ত হই। দুই. আমি বয়স্কা মহিলা। তিন. আমার সন্তান আছে।

উত্তরে রাসূল সা. বললেন, শোনো! তোমার অতিরিক্ত আত্মমর্যাদাবোধ আল্লাহ দূর করে দেবেন। আমার বয়সও তো খুব কম নয়। আর তোমার সন্তান তো আমারই সন্তান। একথা শুনে আমি সাথে সাথে বললাম, তাহলে আমার পক্ষ থেকে কোন আপত্তি নেই। রাসূলের সাথে আমার বিবাহ হয়ে গেল। আল্লাহ তাআলা উক্ত দোয়ার বরকতে আমাকে আমার স্বামী থেকে অনেক অনেক উত্তম অর্থাৎ নিজের রাসূলকেই দান করলেন। আলহামদুলিল্লাহ!

৬. মুসনাদে আহমদে হযরত আলী রা. থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মনে করো, কোন মুসলমান দীর্ঘদিন যাবৎ বিপদগ্রস্ত থাকার পর তা থেকে পরিত্রাণ পেল। পূর্বের বিপদের কথা স্মরণ হওয়া মাত্র যখনই সে "اِنَّاللّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ" পড়ল। তখই সে বিপদে ধৈর্য ধারনের প্রতিদান পাবে।

৭. ইবনে মাজাহ শরীফে আছে, হযরত আবু সিনান রা. বলেন, আমি আমার এক শিশু সন্তান দাফন করে কবর থেকে উঠলাম। আবু তালহা খাওলানী রা. আমার হাত ধরে উঠাতে উঠাতে বলল, শোনো! তোমাকে একটি সুসংবাদ দেই। রাসূল সা. বলেন, আল্লাহ তাআলা জান কব্জাকারী ফেরেশতাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি তো আমার অমুক বান্দার চোখের মণি, কলিজার টুকরাকে ছিনিয়ে নিলে, বলো দেখি সে তখন কী বলল? ফিরিশতা বলল, হে আল্লাহ! সে আপনার প্রশংসা পাঠ করেছে আর"اِنَّاللّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ" পড়েছে। তখন

আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর বানিয়ে দেব আর তার নাম রাখব "বাইতুল হামদ্"।[৫]

## সন্তানদের ভুল ভ্রান্তি হয়ে গেলে সম্পর্ক ছিন্ন না করা

ইউসুফ আ.-এর ভাইদের পক্ষ থেকে যে অন্যায় অনৈতিক কাজ সংঘটিত হয়েছিল। যেমনঃ-

১. মিথ্যা কথা বলে ইউসুফ আ.-কে নিজেদের সাথে নিয়ে যাওয়া।

২. পিতার সাথে ওয়াদা করে ভঙ্গ করা।

৩. নিষ্পাপ ছোট ভাইয়ের সাথে নিষ্ঠুর আচরণ করা।

৪. বৃদ্ধ পিতার চরম দুঃখ কষ্টের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করা।

৫. একজন নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করার পরিকল্পনা করা।

৬. একজন স্বাধীন মানুষকে জোরপূর্বক বিক্রি করা।

অপরাধগুলো ছিল মারাত্মক জঘন্য। যখন ইয়াকুব আ.-এর নিকট পরিস্কার হয়ে গেলো যে, তারা মিথ্যা বলছে। জেনে বুঝে ইউসুফ আ.-কে ধ্বংসের পথে ঠেলে দিয়েছে। তখন স্বাভাবিক বিবেকের চাহিদা ছিল সন্তানদের সাথে পিতার সম্পর্ক ছিন্ন করা এবং তাদেরকে বের করে দেওয়া। কিন্তু ইয়াকুব আ. এমনটি করেননি, বরং তারা নিয়মতান্ত্রিকভাবে পিতার অধীনেই ছিল। এমনকি তাদেরকে মিসর থেকে শস্য আনার জন্য পাঠালেন এবং নিজের ছোট সন্তানকে আবার তাদের হাতেই অর্পন করলেন।

এ ঘটনা থেকে বুঝা যায় যে, সন্তানাদি ভুল-ভ্রান্তি করলেও পিতা-মাতার উচিত তাদেরকে বুঝিয়ে শুনিয়ে সংশোধন করার চেষ্টা করা। যে পর্যন্ত সংশোধনের আশা থাকবে সে পর্যন্ত সম্পর্ক ছিন্ন না করা। যেমনটি হযরত ইয়াকুব আ. করলেন। অবশেষে দেখা গেল ছেলেরা সকলেই নিজেদের কৃতকর্মের উপর লজ্জিত হয়ে তাওবা করল। হ্যাঁ, যদি তাদের সংশোধনের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে যায় আর সম্পর্ক ছিন্ন না করার মধ্যে দীনের ক্ষতির অশংকা হয়, তাহলে সম্পর্ক ছিন্ন করাই ভালো।

---

৫. তাফসীর ইবনে কাসীরঃ ১/২২৮।

## সূরা ওয়াকিয়া তেলাওয়াতের দ্বারা দরিদ্রতা আসবে না

হযরত আবু যবিয়া রা. বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. মৃত্যু রোগে আক্রান্ত হলে হযরত উসমান রা. তাঁকে দেখতে যান। জিজ্ঞেস করলেন, আপনার কোন অভিযোগ আছে কি? তিনি উত্তরে বললেন, আমি আমার গোনাহের অভিযোগ করছি। হযরত উসমান রা. জিজ্ঞেস করলেন। আপনি এখন কী কামনা করেন? আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বললেন, আমি আমার আল্লাহর রহমত কামনা করছি। উসমান রা. আবার বললেন, আমি কি আপনার জন্য ডাক্তার ডাকব? ইবনে মাসউদ রা. বললেন, সবচেয়ে বড় ডাক্তার আল্লাহ তাআলাই তো আমাকে রোগ দিয়েছেন। উসমান রা. আবার বললেন, তাহলে কি আমি আপনার জন্য বাইতুল মাল থেকে ভাতা নির্ধারণ করে দেব? ইবনে মাসউদ রা. বললেন, আমার ভাতার কোন প্রয়োজন নেই। আপনার পর আপনার মেয়েরাও এই ভাতা পাবে। ইবনে মাসউদ রা. বললেন, আপনি কি আমার মেয়েদের দরিদ্রতার আশংকা করেন? আমি তো তাদেরকে বলে রেখেছি, তোমরা প্রতি রাতে সূরা ওয়াকিয়া তেলাওয়াত করবে। কেননা, আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি প্রতি রাতে সূরা ওয়াক্বিয়া তেলাওয়াত করবে অভাব-অনটন কখনো তাকে স্পর্শ করবে না। অতএব ভাতার কোনই প্রয়োজন নেই।

## আল্লাহ তাআলার বিশেষ কুদরত প্রদর্শন

### দোলনার শিশুর কথোপকথন

হযরত অবু হুরায়রা রাযি. বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তিনজন কোলের শিশু কথা বলেছে।

একজন হলেন, হযরত ঈসা ইব্ন মারয়াম (আ)।

দ্বিতীয়জন হলো, জুরাইজ আবেদের ঘটনা সংশ্লিষ্ট শিশু।

ঘটনাটি হলো, বনী ইসরাঈলে জুরাইজ নামক একজন আবেদ লোক ছিলেন। ইবাদতের জন্য তিনি একটি কুঠরী নির্মাণ করেছিলেন। একদিন তিনি স্বীয় কুঠরিতে ইবাদত করছিলেন, এমন সময় তাঁর মা এসে তাকে ডাক দিলেন-জুরাইজ! হে জুরাইজ! জুরাইজ চিন্তায় পড়ে গেলেন, কী করবেন? একদিকে আল্লাহ তাআলার ইবাদত 'নামায' অন্যদিকে মায়ের

আহবান। কোনটাকে প্রাধান্য দিবেন? অতঃপর নামাযকে প্রাধান্য দিলেন। মা ফিরে গেলেন।

দ্বিতীয় দিন আবার মা আসলেন, তিনি নামায পড়ছিলেন। মা ডাক দিলেন, জুরাইজ! হে জুরাইজ! তিনি চিন্তা করতে লাগলেন, কী করবেন? একদিকে নামায, অন্যদিকে মায়ের আহবান। অতঃপর নামাযেই রইলেন, মা চলে গেলেন।

তৃতীয় দিন আবার মা আসলেন। এদিনও তিনি নামায পড়ছিলেন। মা ডাক দিলেন, জুরাইজ! হে জুরাইজ! তিনি চিন্তা করতে লাগলেন। হে আল্লাহ! একদিকে নামায, অন্যদিকে মায়ের আহবান। কোনটা করবেন? সেদিনও তিনি নামাযেই রইলেন। তখন মা বিরক্ত হয়ে বদ দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! বেশ্যা নারীর ফাঁদে পরার পূর্ব পর্যন্ত যেন তার মৃত্যু না হয়।

বনী ইসরাইলের মধ্যে তাঁর ইবাদত ও দুনিয়াবিমুখতার কথা ছড়িয়ে পড়ল। এদিকে বনী ইসরাইল গোত্রে একজন পাপাচারী নারী ছিল। যার রূপ-লাবণ্য ছিল অতুলনীয়। সে লোকদেরকে বলল, তোমরা যদি বল তাহলে আমি জুরাইজকে আমার প্রতি আকৃষ্ট করবো। সে একদিন জুরাইজের নিকট গেল। কিন্তু জুরাইজ তার প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপই করলেন না। এতে সে অপমানবোধ করে প্রতিশোধ স্পৃহায় উত্তেজিত হলো। জুরাইজের ইবাদত খানায় শয়ন করত এমন এক দুষ্টরাখালের সাথে সে সম্পর্ক গড়ে তুলল এবং তার সাথে ব্যাভিচারে লিপ্ত হয়ে গেল। এতে সে গর্ভবতী হলো। যখন বাচ্চা ভূমিষ্ট হলো তখন জুরাইজ থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য প্রচার করল যে, এটা জুরাইজের বাচ্চা। একথা শুনতেই লোকেরা জুরাইজের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে গেল। তাকে ইবাদতখানা থেকে টেনে-হেঁচড়ে বের করলো। ইবাদতখানা ভেঙে দিল এবং তাকে মারতে লাগল আর বলল, সুফী সেজে হারাম কাজ.....। জুরাইজ বললেন, তোমরা আমাকে মারছ কেন? তারা বলল, তুমি এই মহিলার সাথে অপকর্ম করেছ এবং সে তোমার বাচ্চা জন্ম দিয়েছে। জুরাইজ বললেন, আচ্ছা! বাচ্চা কোথায? লোকেরা বাচ্চা নিয়ে আসল। তিনি বললেন, আমাকে একটু নামায পড়ার সুযোগ দাও। অনুমতি পেয়ে নামায পড়লেন। অতঃপর বাচ্চার পেটে আঙুল দ্বারা খোঁচা মেরে বললেন, হে বাচ্চা! সত্য সত্য বলো তোমার পিতা কে ? আল্লাহর কুদরতে কয়েকদিনের বাচ্চা বলে

দিল 'অমুক রাখাল আমার পিতা'। এই কারামত দেখে লোকেরা জুরাইজের হাতে-পায়ে চুমু খেতে লাগল। তারা অনুতপ্ত হয়ে বলল, আমরা আপনার ইবাদতখানা স্বর্ণ দ্বারা নির্মাণ করে দিবো। তিনি বললেন, তার দরকার নেই বরং যেভাবে ছিল সেভাবেই মাটি দ্বারা নির্মাণ করে দাও। লোকেরা তাই করলো।

## দোলনায় কথোপকথনকারী তৃতীয় বাচ্চার ঘটনা

হযরত আবু হুরায়রা রা. হুযূরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, একদা এক বাচ্চা মায়ের কোলে দুধ পান করছিল। ইতোমধ্যে একজন সুদর্শন যুবক উত্তম কাপড় পরিধান করে উৎকৃষ্ট ঘোড়ায় আরোহণ করে সামনে দিয়ে অতিক্রম করছিল। মা অভিভূত হয়ে দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! আমার বাচ্চাকে এই আরোহীর ন্যায় শান-শওকত ওয়ালা বানিয়ে দাও। বাচ্চা দুধ খাওয়া ছেড়ে দিয়ে আরোহীর দিকে একবার দৃষ্টি দিয়ে স্পষ্ট ভাষায় বলল, হে আল্লাহ! আমাকে এই আরোহীর ন্যায় বানাবেন না। এরপর আবার দুধ পান করতে লাগল।

বর্ণনাকারী বলেন, এই ঘটনা বলার সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাহাদাত আঙ্গুল তেলের মধ্যে ডুবালেন, এরপর সে আঙ্গুল মুখে দিয়ে বাচ্চার দুধ পান করার দৃশ্য দেখালেন। সেই দৃশ্য এখনো আমার চোখে দীপ্তমান। এরপর তিনি পুরো ঘটনা বললেন :-

একটু পরেই কিছু লোক এক যুবতীকে মারতে মারতে সেই মায়ের সম্মুখ দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল আর তাকে উদ্দেশ্য করে বলছিল, হতভাগিনী! তুই যিনা করেছিস, চুরি করেছিস। যুবতী মেয়েটি বলছে, আল্লাহর নিকটই আমার আশ্রয় কেন্দ্র। তিনিই উত্তম বিচারক। মা অপমানের এই দৃশ্য দেখে বাচ্চার প্রতি দয়াপরবশ হয়ে দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! আমার বাচ্চাকে এই মেয়ের মতো বানাবেন না। বাচ্চা দুধ পান করা ছেড়ে দিয়ে সেই মেয়ের দিকে একবার তাকিয়ে স্পষ্ট ভাষায় বলল, হে আল্লাহ! আমাকে এই মেয়ের মতই বানিয়ে দিন।

এবার মা আর বাচ্চার মধ্যে তর্ক শুরু হলো। মা বলল, যখন এক ব্যক্তি খুব সাজ সজ্জার সাথে যাচ্ছিল তখন আমি তোমার জন্য দোয়া করলাম, হে আল্লাহ! আমার বাচ্চাকেও এর মতো বানাও তখন তুমি বললে, হে আল্লাহ! আমাকে এর মতো বানাবেন না। আবার লোকেরা এক মেয়েকে অপমান

করে মারতে মারতে নিয়ে যাচ্ছে। এটা দেখে আমি দোয়া করলাম। হে আল্লাহ! আমার বাচ্চাকে এমন বানাবেন না। তখন তুমি দোয়া কললে, হে আল্লাহ! আমাকে এমন বানান। এটা কেমন বোকামী?

বাচ্চা উত্তর দিল, মা! আসল বিষয় হলো, প্রথম ব্যক্তি বড় জালেম। এই জন্য আমি বলছি, হে আল্লাহ! আমাকে এর মতো জালেম বানাবেন না। আর সেই যে বেচারী মেয়ে, লোকেরা তো তাকে বলছে তুই যিনা করেছিস, চুরি করেছিস। কিন্তু ঐ বেচারী মেয়ে না চুরি করেছে, না যিনা করেছে। তাই আমি বলেছি, হে আল্লাহ! আমাকে এর মতো মাজলুম নিষ্পাপ বানান।

## ১৯টি গুরুত্বপূর্ণ নসিহত

১. পরিশ্রমকে ভয় পায়, এমন ব্যক্তি কখনো উন্নতি করতে পারে না।

২. সফলতা তারই জন্য যে বাস্তবতাকে জয় করে লড়তে জানে।

৩. পরিশ্রমি মানুষ আল্লাহর বন্ধু।

৪. প্রকৃত সফলতা আত্মত্যাগের দ্বারা অর্জিত হয়।

৫. মাতৃভূমির ভালোবাসা ঈমানের অঙ্গ।

৬. মাতৃভূমিকে প্রাণের চেয়ে অধিক ভালোবাসো, সর্বদা নিজের দেশের সেবায় নিয়োজিত থাকো।

৭. কোন রাষ্ট্র ততক্ষণ পযর্ন্ত অন্যের গোলামীতে আবদ্ধ হয় না যতক্ষণ পযর্ন্ত না নিজের লোক গাদ্দারী করে। কেননা, লোহা নিজেই জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে আনতে পারে না যে পর্যন্ত লোহা কাঠের সঙ্গে মিলিত হয়ে কুঠারে পরিণত না হয়।

৮. জিহ্বা এমন এক হিংস্র জন্তু যদি তাকে নিয়ন্ত্রণ করা না হয় তাহলে সে ছিঁড়ে-ফেড়ে খাবে।

৯. ভালো কাজ করো, তোমার হায়াতে বরকত হবে।

১০. যে ঘরে সুশিক্ষিত মা থাকে, সে ঘর মানব সভ্যতার বিদ্যাপীঠ।

১১. যার চরিত্র সুন্দর সে সর্বোত্তম মানুষ।

১২. দুনিয়ার সম্মান সম্পদে, আর আখেরাতের সম্মান নেক-আমলে।

১৩. সুন্দর ভাষা এমন এক ফুল যা কখনো ঝরে পড়ে না।

১৪. নিজে ভালো থাকতে চাও, তো অন্যকে ভালো রাখো।

১৫. কথার সুর নম্র রাখো, কেননা শব্দের চেয়ে সুরের প্রভাব বেশি।

১৬. কারো থেকে প্রতিশোধ নিতে তাড়াহুড়া করবে না, কারো সাথে ভালো ব্যবহার করতে বিলম্ব করবে না।

১৭. মানুষের ভালো কাজই তাকে অনুগ্রহ করে।

১৮. কিয়ামতের দিন আমলের পাল্লা সবচেয়ে ভারী হবে সৎ চরিত্রে।

১৯. দিনভর রোজা রেখে রাতভর নামায পড়ে যে মর্যাদা অর্জিত হয়, একজন মানুষ উত্তম চরিত্রের মাধ্যমে সে মর্যাদা অর্জন করতে পারে।

## গোনাহগার দয়া পাবে নাকি ধিক্কার

"إِنَّ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ كَانَ يَقُوْلُ لَاتُكْثِرِ الْكَلَامَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللهِ فَتَقْسُوْا قُلُوْبُكُمْ فَإِنَّ الْقَلْبَ الْقَاسِيَ بَعِيْدٌ مِّنَ اللهِ وَلَكِنَّ لَاتَعْلَمُوْنَ وَلَاتَنْظُرُوْا فِيْ ذُنُوْبِ النَّاسِ كَأَنَّكُمْ عَبِيْدٌ فَإِنَّمَا النَّاسُ مُبْتَلًى وَمُعَافًى فَارْحَمُوْا عَلَى أَهْلِ الْبَلَاءِ وَاحْمَدُوا اللهَ عَلَى الْعَافِيَةِ"

"রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, হযরত ঈসা ইবনে মারয়াম আ. বলতেন, তোমরা আল্লাহর জিকির ছাড়া অন্য কথা বেশি বলো না। এতে তোমাদের অন্তর কঠিন হয়ে যাবে। আর কঠিন অন্তর আল্লাহর রহমত থেকে দূরে থাকে। কিন্তু এটা বুঝার যোগ্যতা তোমাদের নেই। মানুষের গোনাহের প্রতি এমনভাবে দৃষ্টি দিবে না যে, তোমরাই খোদা হয়ে গেছ। অর্থাৎ তাদেরকে তুচ্ছতাচ্ছিল্যের সাথে দেখবে না। আর নিজেদের গোনাহের প্রতি এমনভাবে দৃষ্টি রাখ যেন তোমরা গোনাহগার বান্দা। কেননা মানুষের অবস্থা দুইটি: হয় সে গোনাহে লিপ্ত, না হয় গোনাহ থেকে মুক্ত। অতএব, তোমাদের উচিৎ যারা গোনাহে লিপ্ত তাদের প্রতি দয়া করা আর তোমরা যেন গোনাহ থেকে বেঁচে থাকতে পারো তার জন্য আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করো।[৬]

---

[৬]. জামউল ফাওয়ায়েদ: ২/২৭৮।

## উলবা ইবনে যায়েদ রা.-এর অতুলনীয় সদকা

রাসূল সা.-এর সাথে হযরত উলবা ইবনে যায়েদ রা.-এর কোন এক যুদ্ধে যাওয়ার ব্যবস্থা হয়নি। তাই তিনি দীর্ঘরাত পর্যন্ত নামায পড়ে আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করলেন। আরয করলেন, হে আল্লাহ! আপনি জিহাদ ফরজ করেছেন এবং এর জন্য উৎসাহিতও করেছেন। কিন্তু জিহাদে যাওয়ার মতো আমার কোন সাওয়ারী নেই এবং এই মুহূর্তে রাসূল সা.-এর দরবারেও আমাকে প্রদানের মত কোন সাওয়ারী নেই। অতএব যদি কোন মুসলমান কখনো আমার জান মাল বা ইজ্জতের উপর জুলুম করে থাকে তাহলে আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম আর এই ক্ষমার সাওয়াব সকল মুসলমানের জন্য সদকা করে দিলাম। সকালে সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসে উপস্থিত হলো। রাসূল সা. ঘোষণা করলেন, রাতের সদকাকারী কোথায়? কেউ দাঁড়াল না। রাসূল সা. আবার ঘোষণা করলেন, কোথায় রাতের সদকাকারী? দাঁড়িয়ে যাও! তখন হযরত উলবা ইবনে যায়েদ রা. দাঁড়িয়ে রাসূলকে পুরো ঘটনা শোনালেন। রাসূল সা. বললেন, তুমি সুসংবাদ গ্রহণ করো। ঐ সত্তার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ, তোমার এ সদকা কবুল হয়েছে।

হযরত আবু আব্‌স্ ইবনে জাবার রা. বলেন, হযরত উলবা ইবনে যায়েদ ইবনে হারেছা রা. রাসূলে আকরাম সা.-এর একজন সাহাবী। রাসূল যখন সাহাবাদেরকে সদকার জন্য উৎসাহিত করতেন তখন প্রত্যেকে নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী কিছু না কিছু উপস্থিত করতেন। হযরত উলবা ইবনে যায়েদ রা. বলেন, হে আল্লাহ! আমার কাছে সদকা করার মতো কিছু নেই। অতএব তোমার মাখলুকের মধ্যে যে আমার সম্মান নষ্ট করেছে আমি তা সদকা করে দিলাম। অর্থাৎ তাকে মাফ করে দিলাম।

হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ঘোষণাকারীকে এই ঘোষণা দিতে আদেশ করলেন যে, কোথায় সেই ব্যক্তি যে রাতে নিজের সম্মানের সদকা করেছে? তখন হযরত উলবা ইবনে যায়েদ রা. দাঁড়ালেন। রাসূল সা. বললেন, তোমার সদকা কবুল হয়েছে।[৭]

---

[৭]. হায়াতুস সাহাবা: ১/৫৮২।

## মুসলমানদের অধঃপতনের কারণ

দুনিয়া যেমন একদিকে উন্নতির শিখরে পৌঁছেছে তেমনি অন্যদিকে চারিত্রিক অধঃপতনের দিকে যাচ্ছে। আজকের বিশ্বে মানুষ যেভাবে ভদ্রতা ও সভ্যতার শিকড়কে উপড়ে ফেলার চেষ্টা করছে, আশংকা হয় অদূর ভবিষ্যতে সামাজিক শৃংখলা ও ন্যায়নীতি ধ্বংসের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হবে। যেদিকে চোখ মেলে তাকাবে দেখবে চরিত্র ও সভ্যতাকে দাফন করা হচ্ছে। ফ্যাশনের নামে বেহায়া ও উলঙ্গপনার প্রচার করা হচ্ছে। শিক্ষাব্যবস্থা দিন দিন জটিল থেকে জটিল করার চেষ্টা করা হচ্ছে। রঙ তামাশার জায়গা আবাদ করা হচ্ছে। আমাদের মা বোনদের ইজ্জত ধুলিসাৎ করা হচ্ছে। কিন্তু কেন...?

মুসলমানদের শক্তির ভাণ্ডার কি ফুরিয়ে গেছে? মুসলমানদের অস্তিত্ব কি খতম হয়ে গেছে? মুসলমানদের ঈমানী শক্তি কি বিলীন হয়ে গেছে? মুসলমানরা কি কেবল নামেই মুসলমান থেকে গেল? মুসলমানদের এই দুরবস্থার কারণ হলো, আজকের এই ফেৎনা-ফাসাদের যুগে আমরা দুনিয়াকেই মূল লক্ষ্য বানিয়ে নিয়েছি। আজ মুসলমানদের কাছে ঈমানের সম্পদের চেয়ে পার্থিব সম্পদের মূল্য বেড়ে গেছে। আজকে আমরা দুনিয়ার চাকচিক্যকে প্রাধান্য দিচ্ছি। আর আল্লাহকে একেবারে ভুলে বসেছি। ঈমানীশক্তি হলো মুমিনের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। এর মধ্যেই রয়েছে আমাদের দুনিয়া ও আখেরাতের সফলতা। কিছু পয়সার ঝনঝনানি আর রঙ বেরঙের নোটের বিনিময়ে ঈমানকে বিক্রি করে দেওয়া মুসলিম সভ্যতার সবচেয়ে বড় দুর্ঘটনা। এ ধরনের কাজে যদি মুসলমানরা আগে আগে থাকে তাহলে বলুন দেখি, দুনিয়া ও আখেরাতে মুসলমানরা কিভাবে সফলতা অর্জন করবে? মুসলিম সভ্যতা কি করে উন্নতি সাধন করবে? কিভাবে মুসলমানরা ইসলামের উন্নতি সাধন করবে? কিভাবে মুসলমান ইসলামের দুশমনদেরকে দুনিয়া থেকে শেষ করতে পারবে? কি করে ঈমানকে বাঁচানো যাবে? মুসলমানদের তো এমন হওয়া উচিৎ যে, তাকে দেখেই বাতিল ভয়ে কেপে উঠবে। তার পদচিহ্ন যেখানেই পড়বে সেখানেই ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসার সুবাতাস বইতে থাকবে। এধরনের মুসলমানদের সকল কাজই অন্যদের জন্য পথ প্রদর্শকের ভূমিকা রাখে।

এমন মুসলমান সম্পর্কেই কোন এক কবি বলেন-

এমন প্রভাব করবে বিস্তার
বাতিল কাঁপবে থরথর।
দৃষ্টিকে বানাবে তালোয়ার আর
প্রাণকে করবে দুর্বার।

সুতরাং ওহে মুসলিম উম্মাহ! সজাগ হও। আত্মপরিচয় উপলব্ধি করো। অমুসলিমদেরকে নৈতিকতার মাধ্যমে নিজেদের প্রতি আকৃষ্ট করো। মসজিদকে আবাদ করো। কুরআনের শিক্ষাকে ব্যাপক করো। নেক কাজ করো, গোনাহ থেকে বেঁচে থাকো। আল্লাহ তাআলার অতি প্রিয় পাত্র রাসূল সা.-এর সুন্নতের উপর নিজে আমল করো, অন্যকেও উৎসাহিত করো। অবৈধ কাজ থেকে নিজে বাঁচো অন্যকেও বাঁচাও। গরীব দুঃখিদের সাহায্য করো। এতিমদের মাথায় স্নেহের হাত বুলাও। আল্লাহ ও তাঁর বান্দাদের হক আদায়ের ক্ষেত্রে অলসতা করো না।

নিম্ন বর্ণিত কথার উপর যদি আমরা আমল করার চেষ্টা করি, তবে তা আমাদের জন্য নাজাতের কারণ হবে এবং দুনিয়া ও আখেরাতে আমরা কাবিয়াব হবো। কিন্তু যদি আমল করার পরিবর্তে অন্যায় পথে লিপ্ত থাকি তাহলে নিজেরাই নিজেদের ধ্বংসের কারণ হবো। তখন আমাদের অবস্থা জিজ্ঞেস করারও কেউ থাকবে না। মুসলমানদের রক্ত দিয়ে আল্লাহর জমিনকে রক্তাক্ত করা হবে। মসজিদগুলোকে জ্বালিয়ে দেওয়া হবে। মা-বোনদের ইজ্জত পদদলিত করা হবে আর আমরা মুসলমান শুধু দর্শকের ন্যায় তা দেখেই যাবো। খেলনার বস্তুতে পরিণত হবো। প্রাচ্যের কবি আল্লামা ইকবাল সুন্দর বলেছেন–

মাতৃভূমির ফিকির করো,
ওহে নির্বোধ বিপদ আসছেরে,
তোমার ধ্বংসের পরামর্শ হচ্ছে উর্দ্ধ জগতে।
ধ্বংস তোমাদের হবে ওহে ভারতবাসী
এখন বুঝবে না,
ইতিহাসের পাতায় তোমাদের
নাম নিশানাও থাকবে না।

রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সবচেয়ে ভালো মানুষ সেই, যে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী। এটা বলার সময় রাসূল সা. মুসলমান হওয়ার শর্ত করেন নি। তা থেকে বুঝা যায়, চরিত্র কত উঁচু মর্যাদার বিষয়? নগর জীবনের ব্যস্ততার কারণে সন্তানের প্রতি মনোযোগি হওয়ার মতো সময় পিতামাতার নেই। এ দায়িত্ব স্কুল এবং শিক্ষকদের উপর ন্যস্ত করা হয়। যা নিতান্তই ভুল।

মায়ের কোল হলো সন্তানের প্রথম বিদ্যাপীঠ। এজন্য তাকে চরিত্র ও শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া মায়ের দায়িত্ব। মা যদি উত্তম চরিত্রের অধিকারিণী হন তাহলে সন্তানও উত্তম চরিত্রের হবে। তারপরও সন্তানকে কিছু বিষয়ের অভ্যাস করানো প্রয়োজন। যেমন: কারো সাথে সাক্ষাত হলে প্রথমে সালাম দেবে, বড়দের সম্মান করবে, ছোটদের স্নেহ এবং তাদের সঙ্গে বিনয় সূলভ আচরণ করবে। কেউ অনুগ্রহ করলে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাবে। কেউ কিছু চাইলে দেওয়ার সুযোগ থাকলে দেবে, অন্যথায় সুন্দরভাবে অপারগতা প্রকাশ করবে। সর্বদা হাসিমুখে থাকবে, ইত্যাদি।

বাহ্যিক দৃষ্টিতে এগুলো খুব সাধারণ মনে হয়। কিন্তু এ সমস্ত ছোট ছোট বিষয়ের মাধ্যমে মানুষ চরিত্রবান হয় এবং চরিত্রবান মানুষ যে কারো মন জয় করতে পারে। মানুষের সচ্চরিত্রের প্রকাশ সবচেয়ে বেশি কথার মাধ্যমে হয়ে থাকে। আবার ঐ কথার মাধ্যমেই অশ্লীলতা, পরনিন্দা ও গিবত করে মানুষ খারাপ চরিত্রের সবচেয়ে নিম্ন স্তরে চলে যায়। মুখের কথা মানুষকে রাজকীয় সিংহাসনে বসাতে পারে। আবার ঐ মুখের কথা মানুষকে গাধার পিঠে চড়াতে পারে। অধিকাংশ কবীরা গোনাহ যবান দ্বারাই সংঘটিত হয়। তার মধ্যে মিথ্যা হলো সবচেয়ে বড়।

সন্তান যদি ভালো চরিত্রের হয় তাহলে শিক্ষা-দীক্ষা অর্জন করে সে অনেক উঁচু স্তরে পৌঁছবে। কেননা, তার মুখের কথা এই ক্ষেত্রে তার সাহায্যকারী সাব্যস্ত হবে। অনেক সময় অর্থ কড়ি দিয়ে যে কাজ করা যায় না তা সুন্দর কথায় সম্পন্ন হয়ে যায়। যে হাসিমুখে মানুষের সাথে মিলিত হয় সে সকলের প্রিয় পাত্র হয়। বর্তমান যুগ হলো মার্কেটিংয়ের যোগ। এ যোগে মিষ্টি ভাষা-ভাষী মানুষের যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। সফলতা অর্জন করতে হলে চরিত্রবান হওয়া খুবই জরুরি। উত্তম চরিত্র জীবনের প্রতিটি স্তরে ইতিবাচক অবস্থান তৈরী করে। যে সন্তানকে পিতা-মাতা আদব আখলাক ও উত্তম চরিত্র শিক্ষা দেয়, সে সন্তান দিনের শুরুতেই

মুরুব্বীদের সালাম দেয়। তাদের থেকে দোয়া নেয়। এরপর জীবিকা নির্বাহের কাজে সুন্দর ভাষায় কথা বলে। তখন ছোটরাও তার অনুসরণ করতে শুরু করে। উত্তম চরিত্রের সন্তান কখনো খেলনার জন্য রাগ দেখায় না। সঙ্গী-সাথিদের সাথে ঝগড়া-বিবাদ ও অসৎ আচরণ করে না। সে শিক্ষকদের বিশেষ দৃষ্টিতে থাকার উপযুক্ত। মোটকথা, সে সব জায়গায় সবার সাথে আন্তরিক থাকে, ভালো ব্যবহার করে। মানুষ তার পিতা-মাতা ও বংশের প্রশংসা করে।

মেয়েদেরকেও শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া জরুরি। যে ঘরের মেয়েরা সুশৃংখল ও রুচিশীল, লোকেরা তাদেরকে সম্মান করে এবং ঐ সুন্দর চরিত্রের কারণেই অতি অল্প সময়ে অভিজাত পরিবারগুলোতে তাদের বিবাহের ব্যবস্থা হয়। রুচিশীল ও উত্তম স্বভাবের মেয়েরা নিজ স্বামী ও শ্বশুর বাড়ির আত্মীয়-স্বজনদের অন্তরে এমনভাবে জায়গা করে নেয় যে, এক সময় মানুষ তার উপমা পেশ করে। এ ধরনের মেয়েদের স্বামীরা যখন ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে ঘরে ফিরে জীবন-সঙ্গীনীর হাস্যোজ্জ্বল চেহারা দেখে, তখন সব ক্লান্তি ভুলে এক অনাবিল সুখ ও শান্তি অনুভব করে।

কিন্তু এ সকল বিষয় তো এখন অতীত কালের কল্প-কাহিনীতে পরিণত হয়েছে। ঘরে ঘরে আজ ঝগড়া আর দাম্পত্য কলহের আগুন জ্বলছে। বর্তমানে যুবক যুবতীরা কিছু অসদাচরণ শেখে টিভি নামক বিশেষ বাক্স থেকে। আর কিছু শেখে নষ্ট সমাজ থেকে। পূর্বের লোকেরা যখন কারো ঘরে যেত তখন ছোট হলেও সঙ্গে কিছু উপঢৌকন নিয়ে যেত। কিছু খাওয়ার জিনিস, বাচ্চাদের জন্য কিছু খেলনা ইত্যাদি। এভাবে শুধু সুসম্পর্ক এবং ভালোবাসাই তৈরী হতো না, বরং বাচ্চারাও খেলনার জিনিস, চকলেট ইত্যাদি পেয়ে বেশ খুশি হতো। এখন এ ধরনের আচরণ খুব কমই দেখা যায়। উপঢৌকন দূরে থাক আমরা মেযবানকে একখানা হাসি মুখও উপহার দিতে পারি না। এতে তো কোন খরচ হয় না।

আজ আমাদের সমাজে আদব-আখলাকের এত অবনতি ঘটেছে যে, আমাদের চরিত্রের কারণে আমাদের ধর্ম কলূষিত হচ্ছে। কঠোর ভাষা আমাদের অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে। বর্তমানে আমাদের চরিত্রই এমন যার কারণে আমরা অনেক সফলতা থেকে বঞ্চিত। মানুষের সফলতা ও তার বংশের পরিচয় চরিত্রের উপর সীমাবদ্ধ থাকে। অতএব, আমাদের নিজেদের ও সন্তানদের আখলাকের বিষয়ে নতুন করে মনোযোগী হওয়া

উচিত। যাতে করে আমাদের সন্তানরা আদব-আখলাক শেখে দুনিয়া ও আখেরাতে সফলকাম হতে পারে।

## অবাধ্য সন্তান ও পিতা-মাতার হক

মানুষের উপর যে সকল হক ওয়াজিব হয় তার মধ্যে একটি হলো হুকুকুল ইবাদ. তথা বান্দার হক। এর মধ্যে সর্বপ্রথম হক হলো রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হক। এরপর বংশীয় ও রক্ত সম্পর্কের আত্মীয় স্বজনদের হক অগ্রগণ্য। যেমন, মা-বাবা, ছেলে-মেয়ে, ভাই-বোন এবং অন্যান্য স্বজনদের হক। কিন্তু আমরা যখন আমাদের পরস্পরের আচার-আচরণের খোজ-খবর নেই তখন এই কথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, এমন লোকের সংখ্যা খুবই কম, যারা পিতা-মাতার নাফরমানী এবং অবাধ্যচারণ করতে সামান্যতম লজ্জা বোধ করে না। কেউ তো এমন যে, নিজ স্ত্রীর সামনে পিতা-মাতাকে অপমানিত করে, গালী-গালাজ করে। আরো আফসোসের বিষয় হলো, অনেকে এটাকে বাহাদুরি মনে করে।

শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে যদি দেখা হয়, তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সা.-এর পর সবচেয়ে বেশি সম্মান ও কোমল আচরণের হকদার হলেন পিতা-মাতা। পবিত্র কুরআনে অসংখ্যবার আল্লাহ তাআলা তাওহীদের বাণীর সাথে সাথে মাতা-পিতার সাথে ভালো ব্যবহার, নম্র আচরণ, আনুগত্য, অনুগ্রহ ও কৃতজ্ঞতার শিক্ষা দিয়েছেন। এখান থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায়, আল্লাহ তাআলার দরবারে মাতা-পিতার মর্যাদা কত এবং তাদের অবস্থান কোথায়। বরং তিনি তো এমন আদেশ করেছেন, যদি কোন সন্তান মা-বাবার কথায় কষ্ট পায়, তবে তাকে আল্লাহ তাআলা উফ্ শব্দটুকুও বলতে নিষেধ করেছেন।

হুযূরে পাক সা. ইরশাদ করেন, মা-বাবার খেদমতে নিয়োজিত বাধ্য সন্তান যখন তাঁদের দিকে মহব্বতের দৃষ্টিতে তাকায় তখন আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক দৃষ্টির বিনিময়ে এক একটি কবুল হজের সাওয়াব দান করেন। তদ্রুপ পিতা-মাতার অবাধ্য ও কষ্ট দেয় এমন সন্তানের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে রয়েছে শাস্তির ঘোষণা। কতইনা সৌভাগ্যবান সে সন্তান, যার পিতা-মাতা জীবিত, যে তাদের দেখা-শোনা করে এবং তাদের খেদমতে নিজের সময় অতিবাহিত করে। যে মা-বাবার ছোট খাট কষ্টের প্রতিও মনযোগী হয় এবং তাদের ছোট বড় প্রয়োজনকে খুশি মনে পূর্ণ করা নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করে। এমন সন্তানের জন্য রয়েছে জান্নাতের সুসংবাদ।

বর্তমান সময়ে সন্তানরা জাগতিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ভালো কোনো চাকরি পেলে কেবল বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনকেই ভুলে বসে না, বরং যে পিতা-মাতা রাত দিন খেয়ে না খেয়ে কষ্ট ও পরিশ্রম করে সন্তানকে লেখাপড়া শিখিয়েছে তাদেরকেও তুচ্ছজ্ঞান করতে শুরু করে। বার্ধক্যের কারণে তাদের থেকে প্রকাশ হয়ে যাওয়া সাধারণ ভুল-ভ্রান্তি ও অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তাকে সন্তানরা বিরক্তিকর মনে করে থাকে। পিতা-মাতা সন্তানের অসন্তুষ্টির কারণ হতে থাকে। অথবা অন্য কোন কারণ দেখিয়ে পিতা-মাতাকে তাদের থেকে পৃথক করে দেয়। বাস্তবতা হলো, কোন কোন সন্তান বিবি-বাচ্চাদেরকে পিতা-মাতার সাথে সাক্ষাৎ করতে পর্যন্ত নিষেধ করে দেয়। অনেক সন্তান শুধু এ জন্যই পিতা-মাতার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে, তারা অশিক্ষিত বা কম শিক্ষিত। যাতে পিতা-মাতার কারণে তাদের আধুনিক কৃষ্টি কালচার ও উচ্চাভিলাসী জীবন-যাপনে বিঘ্ন সৃষ্টি না হয়। তা ছাড়া সন্তানরা এটাও চায় না যে, পিতা-মাতা তাদের ব্যক্তিগত জীবনে খবরদারী করুক। এ জন্য সন্তানরা পিতা-মাতাকে কেবলই দূরে রাখাটাকে প্রাধান্য দেয়।

এ দিকে পিতা-মাতা নাতী-পুতীদের স্মরণ করে পেরেশান হয়ে জীবনের শেষ দিনগুলো বেশ কষ্টে অতিবাহিত করতে থাকেন। এটা এমন এক মর্মান্তিক অধ্যায়, যে কারণে পাশ্চাত্যের লোকেরা বৃদ্ধাশ্রম বানিয়ে রেখেছে। যেখানে বৃদ্ধাদেরকে জীবনের শেষ মুহূর্তগুলো একাকী কাটিয়ে দিতে হয়। সেখানে পৌঁছে তারা কেবল মৃত্যুর প্রহর গুনতে থাকে। অবশেষে একদিন এমন হয়, সন্তানদের অধিক ব্যস্ততার কারণে তাঁরা অন্যের কাধে চড়ে এই দুনিয়া থেকে চির বিদায় নেয়। আমাদের সমাজের শিক্ষিত আধুনিক সভ্যতার অন্ধভক্ত ফ্যাশনপূজারী যুবক ছেলেরা নিজ পিতা-মাতাকে বোঝা মনে করে। যে পিতা-মাতা কত কষ্ট ও পরিশ্রম করে নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে বিসর্জন দিয়ে নিজ সন্তানকে লেখা-পড়া শিখিয়েছেন এবং উপযুক্ত মানুষ বানানোর জন্য নিজেদের সর্বশক্তি ব্যয় করেছেন। কিন্তু এর পরিণামে তাদের কপালে শুধু তুচ্ছতাচ্ছিল্য আর ঘৃণাই জুটলো।

এত কিছুর পরেও পিতা-মাতা সন্তানকে খারাপ বলতে রাজি নন, বরং তাদের কেবল প্রশংসা-ই করেন। কেননা, সন্তান তো তাদের কলিজার

টুকরা। এই কলিজার টুকরা যতই ধোকাবাজ, অকৃতজ্ঞ ও স্বার্থপর হোক না কেন তবুও পিতা-মাতার দৃষ্টিতে সন্তান নিষ্পাপ। সন্তানের খুব ভালোভাবে বুঝা উচিৎ, প্রত্যেক জিনিসের একটা সীমা আছে। এমন এক সময় হবে যদি সেই সীমা অতিক্রম করে, তাহলে পিতা-মাতার অন্তরের কষ্ট থেকে বের হওয়া একটা 'আহ্' শব্দ বদ-দোয়া হয়ে সেটা তার আনন্দঘন ফুলে-ফলে ভরা জীবনকে ধ্বংস করে দেবে। পিতা-মাতা যতো দরিদ্র ও দুর্বল হোক না কেন, তারা সর্বদা কষ্ট পরিশ্রম করে নিজে অনাহারে থেকে সন্তানের মুখে আহার তুলে দেয়। কিন্তু আজ সমাজের অবস্থা হলো, পাঁচ সন্তান মিলেও নিজের পিতা-মাতার লালন-পালনে টাল বাহানা করে। এটা সেটার সমস্যা দেখিয়ে তাদেরকে নিজেদের থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করে। ঐ পাঁচ সন্তানের জন্য তাদের পিতা-মাতা অনেক বড় সমস্যা, বরং অনেক বড় বোঝা হয়ে দাঁড়ায়।

ইসলাম যখন পিতা-মাতাকে এত মর্যাদা ও সম্মান দিয়েছে, তখন আমাদের উচিৎ, পিতা-মাতার সাথে (তারা চাই যেমনই হোক) ভালো ব্যবহার করা, যেন জান্নাত লাভের উপযুক্ত হতে পারি। পিতা-মাতাকে সর্বদা সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা করা। তাঁদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এমন কোন কাজ না করা, যার দ্বারা তারা অসন্তুষ্ট হয়। বিশেষ করে বৃদ্ধ হওয়ার কারণে যখন তাদের মেজায খিটখিটে হয়ে যায়, তখন তাদের প্রতি খুব লক্ষ্য রাখা। সে সময়ে তাদের আরামের প্রতি লক্ষ্য রাখাই হলো প্রকৃত খেদমত।

## একটি গুরুত্বপূর্ণ নসিহত

দীনি মজলিসে যে সকল ভাইয়েরা এই ভেবে পেছনে বসেন, আওয়াজ তো এখানেও পৌঁছে, তাই এখানে বসেই শুনি। তাদের ভালোভাবে বুঝা উচিৎ যে, ফেরেশতারা আওয়াজকে বেষ্টন করে না এবং আওয়াজের উপর ক্ষমার ওয়াদাও করা হয়নি। অতএব দূরে বসে যেন নিজেদের ক্ষতি না করি। মজলিসে মিলেমিশে বসবে।

**বর্তমান বিশ্বে চারটি বড় জামাআত দীনি কাজ আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছে।**

১. দাওয়াত ও তাবলিগের জামাত।

২. উলামা ও তলাবার জামাত।

৩. পীর-মাশায়েখের জামাত।

৪. দীনি কিতাবাদী লেখকদের জামাত।

এই চারটি দীনি খেদমতের নাম হলো, তাবলিগ, তাদরিস, তাযকিয়া ও তাসনিফ। নিম্নে এই চারটি নামের ব্যাখ্যা করা হলো :

* তাবলিগ অর্থাৎ মানুষকে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করা।
* তাদরিস অর্থাৎ একাডেমীক পন্থা।
* তাযকিয়া অর্থাৎ কোন হক্বপন্থী পীরের কাছে নিজের ভুল-ভ্রান্তির সংশোধন করা।
* তাসনিফ অর্থাৎ লেখা-লেখির মাধ্যমে দ্বীনের প্রচার প্রসার করা।

চারটি নামের শুরুতেই 'তা' অক্ষর আছে। যা উক্ত চারটি খেদমতের ঐক্যের প্রতি ইঙ্গিত করে। দ্বিতীয়তঃ 'তা' এর নুকতা দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করে যে, উক্ত চারটি পদ্বতির মাঝে যদি ঐক্য প্রতিষ্টিত হয়, তাহলে পুরো উম্মত অন্যদের উপরে থাকবে। যেমন 'তা' এর নুকতা উপরে থাকে। ঐক্য সৃষ্টি করার জন্য 'তাকওয়া' (আল্লাহর ভয়) এবং 'তাআউন' (সাহায্য) এই দুই 'তা' কেও নিজের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। যা আল্লাহ ওয়ালাদের সাহচর্য থেকে অর্জন করতে হবে। যেমন, সাহাবায়ে কেরাম যা কিছুই শিখেছেন, রাসূল সা.-এর সংস্পর্শে থেকে শিখেছেন। মুরীদরা পীরের সংস্পর্শে থেকেই পীর হয়ে থাকেন। অতঃপর তার বরকতে উম্মতগণ উপকৃত হয়। আল্লাহ তাআলা এই চারটি পন্থাকে একে অপরের মূল্যায়ন, ভালোবাসা ও সম্মান করার তাওফিক দান করুন।। পরস্পর হিংসা-বিদ্ধেষ (যা এখলাস না থাকার বড় নিদর্শন) থেকে এ চার দীনি মূল্যবান কাজকে হেফাজত করুন। আমীন ॥

## হযরত ইবরাহিম আ. ও নমরুদের মধ্যে বিতর্ক

হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম রা. বলেন, হযরত ইবরাহিম আ. এর যুগে একবার খুব দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। লোকজন নমরুদের কাছ থেকে খাদ্যশস্য আনত। হযরত ইবরাহিম আ.-ও শস্য আনতে গেলেন। সেখানে উভয়ের মাঝে বিতর্ক হয়ে গেল। হতভাগা নমরুদ ইবরাহিম আ.-কে শস্য দিল না। তিনি খালি হাতে ফিরে এলেন। বাড়ির কাছাকাছি এসে দুই বস্তা বালু ভরে নিলেন যেন ঘরের লোকজন বুঝে নেয়, কিছু নিয়ে এসেছেন। ঘরে এসে বস্তা রেখে শুয়ে পড়লেন। বিবি হযরত সারা রা. উঠে বস্তা খুলে দেখলেন উভয়

বস্তা উন্নতমানের শস্যে ভরপুর। খাবার তৈরী করলেন। ইবরাহিম আ. চোখ খুলে দেখলেন খাবার প্রস্তুত। জিজ্ঞেস করলেন, শস্য আসলো কোথেকে? তিনি বললেন, আপনি যে দুটি বস্তা ভরে নিয়ে এসেছেন তাতেই এ শস্য পেয়েছি। ইবরাহিম আ. বুঝলেন এটা মহান রব্বুল আলামিনের রহমত।

এদিকে আল্লাহ তাআলা নমরুদের নিকট একজন ফেরেশতা পাঠালেন। তিনি এসে তাকে আল্লাহর একত্ববাদের দাওয়াত দিলেন। কিন্তু সে অস্বীকার করল। দ্বিতীয়বার আবার দাওয়াত দিলেন, অস্বীকার করল। তৃতীয়বার আবার দাওয়াত দিলেন। এবারও সে অস্বীকার করল। এভাবে বারবার অস্বীকার করার পর ফেরেশতা বললেন, আচ্ছা! তুমি তোমার সৈন্য তৈরি করো। আমিও আমার সৈন্য নিয়ে আসছি। নমরুদ বিশাল সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করে খুব সকালে ময়দানে এসে মহড়া দিতে লাগল। এদিকে আল্লাহ তাআলা ঝাকে ঝকে মশা পাঠালেন। বড় বড় মশা এত বিপুল পরিমাণে আসলো যে, মানুষ সূর্য দেখতে পাচ্ছিল না। আল্লাহর এ সৈন্য নমরুদের সৈন্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। মুহূর্তের মধ্যে সকলের রক্ত-গোশ্ত খেয়ে নমরুদের সৈন্যদেরকে ধ্বংস করে দিল। শুধু হাড্ডির খোসাগুলো পড়ে রইল। এদের থেকে একটি মশা নমরুদের নাকের ছিদ্রে প্রবেশ করল। আর চারশ বছর পর্যন্ত সেই মশা নমরুদের মগজ ভক্ষণ করল। যার ফলে সে এমন কঠিন শাস্তি অনুভব করল যে, মৃত্যুই এর চেয়ে ভালো ছিল। নমরুদ তার মাথাকে পাথর, দেয়াল ইত্যাদিতে আঘাত করত। এভাবে দলিত-মথিত হতে হতে সেই হতভাগা নমরুদ ধ্বংস হলো। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে হেফাজত করুন।[৮] আমীন!

## গুরুত্বপূর্ণ পাঁচটি নসিহত

১. ছোট থেকে ছোট পেশাও ভিক্ষা করার চেয়ে উত্তম।

২. প্রত্যেক ভালো কাজ প্রথমে অসম্ভব মনে হয়।

৩. প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ করো না, ধ্বংস হয়ে যাবে।

৪. যে নিয়ামতের মূল্যায়ন করা হয় না, তা শেষ হয়ে যায়।

৫. এমন রাস্তায় চলো যা বান্দাকে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে দেয়।

---

৮. তাফসীর ইবনে কাসীর: ১/৩৫৬।

## আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম রা.-এর আশ্চর্য স্বপ্ন

মুসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বলের এক হাদিসে আছে, হযরত কায়েস ইবনে উবাদাহ রা. বলেন, আমি মসজিদে নববীতে ছিলাম। এক ব্যক্তি আসলো, যার চেহারায় আল্লাহর ভয় ছিল। হালকা করে দুই রাকাত নামায আদায় করল। লোকেরা তাঁকে দেখে বলতে লাগল, এই ব্যক্তি জান্নাতি। যখন তিনি মসজিদ থেকে বের হলেন আমিও তাঁর পিছু নিলাম এবং কথা বলতে লাগলাম। যখন তিনি আমার দিকে মনোযোগী হলেন তখন আমি বললাম, আপনি যখন মসজিদে তাশরীফ আনলেন তখন লোকেরা আপনার সম্পর্কে এই কথা বলছিল। তিনি বললেন, সুবহানাল্লাহ! কারো এমন বিষয়ে কিছু বলা উচিৎ নয়, যে বিষয়ে তার জ্ঞান নেই। তবে হ্যাঁ, এতটুকু সত্য যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবদ্দশায় আমি একটি স্বপ্ন দেখছিলাম। স্বপ্নটি হলো, আমি প্রস্ফুটিত এক সবুজ শ্যামল বাগানে অবস্থান করছি। বাগানের ঠিক মধ্যখানে একটি লোহার স্তম্ভ। যা সেখান থেকে আসমান পর্যন্ত চলে গেছে। তার চূড়ায় রয়েছে একটি লোহার আংটা। আমাকে বলা হলো, এই স্তম্ভে উঠে পড়। বললাম, আমি তো উঠতে পারি না। এরপর এক ব্যক্তি আমাকে সাহায্য করল। ফলে আমি সহজেই উঠে গেলাম এবং সেই লোহার আংটা ধরে ফেললাম। আর সে আমাকে বলতে লাগল, শক্তভাবে ধরে রেখো। এ অবস্থায় আমার চোখ খুলে গেলো। তখন আঙ্কটাটা আমার হাতেই ছিল। আমি রাসূলে আকরাম সা.-এর নিকট এ স্বপ্ন বললাম। তিনি এর ব্যখ্যা করলেন, বাগানটি হলো ইসলাম। স্তম্ভটি হলো দীন, আর আংটা হলো"عروة الوثقى" তুমি মৃত্যু পর্যন্ত ইসলামের উপর অটল থাকবে। এই ব্যক্তি হলেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম রা.।

হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম উভয় কিতাবে বর্ণিত হয়েছে।[৯]

## দীনারকে দীনার বলার কারণ

ইবনে আবি হাতেমে হযরত মালেক ইবনে দীনার র.-এর কথা বর্ণিত আছে, দীনারকে এই জন্য দীনার বলা হয় যে, এটা দীন (دين) তথা ঈমান এবং নার (نار) তথা আগুনও। উদ্দেশ্য হলো, একে ন্যায়ের সাথে রাখলে তো দীন, অন্যায়ের সাথে রাখলে আগুন, অর্থাৎ দোযখ।[১০]

---

৯. তাফসীর ইবনে কাসীর: ১/৩৪৪।

১০. তাফসীর ইবনে কাসীর: ১/৪২৩।

## বান্দার নিয়ত অনুযায়ী আল্লাহর আচরণ

নিম্নের ঘটনাটি বুখারী শরীফের সাত স্থানে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হয়েছে।

মুসনাদে আহমাদে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তি থেকে এক হাজার দীনার ঋণ চাইলো। সে বলল, সাক্ষী আনো! উত্তর দিল, আল্লাহ তাআলাই সাক্ষী হিসেবে যথেষ্ট। সে বলল, তাহলে জামানত আনো! উত্তর দিল, আল্লাহ তাআলার জামানতই যথেষ্ট। সে বলল, তুমি সত্য বলেছ। পরিশোধের দিন-তারিখ ধার্য করা হলো। সে তাকে এক হাজার দীনার ঋণ দিয়ে দিল। ঋণ নিয়ে সে সমুদ্রে ভ্রমণ করল। যখন ঋণ পরিশোধ করার সময় ঘনিয়ে আসলো। তখন সে সমুদ্রের তীরে আসলো। এই উদ্দেশে যে, কোন জাহাজ পেয়ে গেলে তাতে চড়ে ঋণ পরিশোধ করে আসবে। কিন্তু কোন জাহাজ পেল না। যখন সে বুঝল, সময় মতো পৌঁছাতে পারবে না। তখন একটি কাষ্ঠখন্ড নিয়ে মাঝখানে ছিদ্র করে তাতে এক হাজার দীনার রেখে দিলো সাথে একটি চিঠিসহ। এরপর মুখ বন্ধ করে আল্লাহর নিকট দোয়া করল "হে পরওয়ার দেগার! তুমি তো খুব ভালো করে জানো, আমি অমুক ব্যক্তি থেকে এক হাজার দীনার ঋণ নিয়েছিলাম। সে আমার থেকে জামানাত চেয়েছিল। আমি তোমাকে জামিন বানিয়েছিলাম। সে সাক্ষী চেয়েছিল। আমি তোমাকেই সাক্ষী রেখেছিলাম। এতে সে খুশি হয়ে গিয়েছিল। এখন নির্দিষ্ট সময় শেষ হতে চলেছে। আমি সাধ্যমতো জাহাজ তালাশ করেছি। আমি আমার ঋণ পরিশোধ করব। কিন্তু কোন জাহাজ পাইনি। এখন আমি এই দীনারগুলো তোমার হাতে অর্পন করে সমুদ্রে ভাসিয়ে দিচ্ছি। আর তোমার কাছে এই কামনা করছি, তুমি এই দীনারগুলো তার কাছে পৌঁছে দেবে। অতঃপর দীনার ভর্তি কষ্ঠখন্ডটি সমুদ্রে ভাসিয়ে দিল। তারপরও লোকটি জাহাজের সন্ধানে ছিলো, যদি পেয়ে যায় এই আশায়।

ওদিকে সেই ঋণ দাতা যখন দেখল, সময় শেষ হয়ে গেছে এবং আজই ঋণ পরিশোধের জন্য তার এসে যাওয়া উচিত। তখন সেও সমুদ্রতীরে চলে আসলো। হয় সে আসবে নতুবা কারো হাতে পাঠিয়ে আমার ঋণ পরিশোধ করবে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলেও কোন জাহাজ এদিকে আসলো না। সে ফিরে যাচ্ছিল। হঠাৎ তীরে একটি কাষ্ঠখন্ড দেখতে পেল। লোকটি জ্বালানি হিসেবে কাষ্ঠখন্ডটি নিয়ে নিল, ঘরে পৌঁছে কাঠটি

চিড়তেই ঝনঝন করে অনেকগুলো দীনার বের হলো। গুনে দেখলো পুরো এক হাজার দীনার ও সাথে একটি চিঠি। সে চিঠিটি তুলে পড়ে নিল।

হঠাৎ একদিন ঋণ গ্রহীতা ঋণদাতার কাছে এসে হাজির। এক হাজার দীনার পেশ করে বলল, এই নিন আপনার দীনার। আমাকে মাফ করবেন। অনেক চেষ্টা করেছি, যাতে ওয়াদা ভঙ্গ না হয়। কিন্তু জাহাজ না পাওয়ার কারণে অপারগ হয়ে গেছি, তাই দেরী হয়ে গেল। আজ জাহাজ পেয়েছি বলে আপনার দীনার নিয়ে উপস্থিত হতে পেরেছি। সে জিজ্ঞেস করল, আপনি কি আমার পাওনা পাঠিয়ে দেননি? উত্তর দিলো, আমি তো বলেছি, জাহাজ পাইনি। সে বলল, আপনার এই দীনার আপনি ফেরৎ নিয়ে খুশি মনে চলে যান। আপনি যে দীনার কাঠে ভরে আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা করে সমুদ্রে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন, আল্লাহ তাআলা সেটাকে আমার কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। আমি আমার পাওনা বুঝে পেয়েছি।[১১]

## খেয়ানত কারীর ভয়াবহ পরিণাম

১। ইবনে জারীর রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিকে আমি চিনি, যে কিয়ামতের দিন চিৎকার করে বকরীর পাল নিয়ে উঠবে আর আমার নাম ধরে ডাকতে থাকবে। তখন আমি বলব, আল্লাহ তাআলার কাছে আমি তোমার কোন কাজে আসব না। আমি তো দুনিয়াতেই তোমার কাছে সত্যের বাণী পৌঁছে দিয়েছি।

২। ঐ ব্যক্তিকেও আমি চিনি, যে উট নিয়ে ওঠবে, আর হে মুহাম্মাদ! হে মুহাম্মদ! বলে ডাকতে থাকবে। তখন আমি তাকে বলব, আল্লাহ তাআলার কাছে আমি তোমার কোন উপকার করতে পারব না। আমি তো তোমাদের কাছে সত্যের বাণী পৌঁছে দিয়েছি।

৩। আমি ঐ ব্যক্তিকেও চিনি, যে ঘোড়া নিয়ে ওঠবে। ঘোড়া আওয়াজ করতে থাকবে। আর সেও আমাকে ডাকতে থাকবে। তখন আমি বলব, আমি তো পূর্বেই তোমাদেরকে বলে দিয়েছি। আজ আমি কিছুই করতে পারব না।

---

[১১]. তাফসীরে ইবনে কাসীরঃ ১/৩৭৭।

৪। আমি ঐ ব্যক্তিকেও চিনি, যে চামড়া নিয়ে উপস্থিত হবে। আর হে মুহাম্মাদ! বলে আমাকে ডাকতে থাকবে। তখন আমি তাকে বলব, আল্লাহ তাআলার দরবারে তোমার কোন উপকার করার অধিকার রাখি না। কারণ আমি তো পূর্বেই তোমাকে সতর্ক করেছি।[১২]

## প্রকৃত জ্ঞানী কে?

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيٰتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ.

"নিশ্চয়ই আসমানসমূহ ও জমীনের সৃষ্টিতে, দিন ও রাতের পরিবর্তনে বোধশক্তিসম্পন্ন লোকদের জন্য রয়েছে নিদর্শন।

আয়াতের উদ্দেশ্য হলো, আসমান হলো উঁচু ও প্রশস্ত সৃষ্টি আর জমিন সর্মতল ও খুব বিস্তৃত। অতঃপর আসমানে রয়েছে বড় বড় নিদর্শন। যেমনঃ চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র। কিছু বিচরণশীল আর কিছু স্থির। আর পৃথিবীতে রয়েছে বড় বড় সৃষ্টি। যেমনঃ বন-জঙ্গল, পাহাড়-পর্বত, গাছ-পালা, তরু-লতা, ক্ষেত-খামার, ভিন্ন ভিন্ন স্বাদের ফল-মূল ও বিভিন্ন প্রজাতীর প্রাণী ইত্যাদি। এসব নিদর্শন কি একজন বুদ্ধিমান মানুষকে আল্লাহ তাআলার দিকে পথ প্রদর্শন করতে পারে না, নাকি আরো নিদর্শন দেখার প্রয়োজন আছে? তাছাড়া রাত দিনের পরিবর্তন এবং রাত ছোট হওয়া, দিন বড় হওয়া ও রাত-দিন সমান হওয়া এসবই মহাজ্ঞানী আল্লাহ তাআলার পরিপূর্ণ ক্ষমতার নিদর্শন। এজন্য আয়াতের শেষে বলা হয়েছে, বুদ্ধিমানদের জন্য রয়েছে যথেষ্ট নিদর্শন। পবিত্র নফস সমস্ত জিনিসের বাস্ত বতার উপর চিন্তা-ভাবনা করতে অভ্যস্ত, নির্বোধদের মতো অন্ধ ও বধির না। নির্বোধদের কথা অন্য আয়াতে বলা হয়েছে। তাদের অবস্থা হলো আসমান জমীনের অনেক নিদর্শনকে পদদলিত করে চলে, চিন্তা-ভাবনা করে না। আল্লাহ তাআলাকে মানা সত্ত্বেও তারা আল্লাহর সাথে শরিক করাকে ছাড়তে পারে না।

## জ্ঞানীদের গুণাবলি

১. প্রকৃত জ্ঞানীরা উঠতে বসতে আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করে। বুখারী ও মুসলিম শরীফের একটি হাদীস, রাসূলে আকদাস সাল্লাল্লাহু

---

[১২]. তাফসীরে ইবনে কাসীরঃ ১/৪৭৩।

আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন রা.-কে অসিয়ত করলেন, দাঁড়িয়ে নামায পড়বে। যদি শক্তি না থাকে তবে বসে পড়বে। তাও যদি না পারো তাহলে হেলান দিয়ে বা শুয়ে শুয়েই পড়বে। অর্থাৎ কোন অবস্থাতেই আল্লাহ্ তাআলার স্মরণ থেকে উদাসীন হবে না। অন্তরে ও মুখে আল্লাহর জিকির করতে থাকবে। এমন লোক আসমান ও জমিনের সৃষ্টিকে নিয়ে চিন্তা করে এবং তাঁর সৃষ্টির রহস্যকে নিয়ে গবেষণা করে। যা ঐ এক সৃষ্টি কর্তার বড়ত্ত্ব ও মহত্ত্ব, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা, রহমত ও অসীম ক্ষমতার প্রমাণ বহন করে।

২. হযরত শায়েখ সুলায়মান দারানী র. বলেন, ঘর থেকে বের হওয়ার পর যেই জিনিসের উপরই আমার দৃষ্টি যায়, আমি লক্ষ্য করি, তার মধ্যেই আল্লাহ্ তাআলার নেয়ামত রয়েছে। আর সেটা আমার জন্য শিক্ষণীয় বিষয়।

৩. হযরত হাসান বসরী র. বলেন, এক মুহূর্ত চিন্তা-ভাবনা করা রাতভর নফল নামায পড়ার চেয়ে উত্তম।

৪. হযরত ফুযাইল র. হযরত হাসান র.-এর কথা বর্ণনা করে বলেন, চিন্তা ভাবনা এবং ধ্যান এমন একটি আয়না যা তোমার সামনে তোমার ভালো-মন্দ সব স্পষ্ট করে দেবে।

৫. হযরত সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা র. বলেন, চিন্তা-ভাবনা এমন এক নূর যা তোমার অন্তরে প্রতিচ্ছায়া সৃষ্টি করবে। অধিকাংশ সময়ে তিনি এ প্রসঙ্গে এই কবিতাটি আবৃতি করতেন-

اِذَا الْمَرْءُ كَانَتْ لَهُ فِكْرَةٌ فَفِيْ كُلِّ شَيْءٍ لَّهُ عِبْرَةٌ

"যে ব্যক্তির সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও চিন্তা-ভাবনার অভ্যাস হয়ে গেছে, সে প্রত্যেক বস্তুর মধ্যেই শিক্ষণীয় বিষয় দেখতে পায়।"

৬. হযরত ঈসা আ. বলেন, সৌভাগ্যবান ঐ ব্যক্তি, যার কথা হয় জিকির ও নসিহত, যার চুপ থাকা হয় চিন্তা-ফিকির এবং যার দেখা হয় শিক্ষা গ্রহণ ও সতর্কতার উদ্দেশ্যে।

৭. হযরত লুকমান হাকীম আ.-এর একটি প্রজ্ঞাপূর্ণ উক্তিও স্মরণ রাখবে। একাকি নিরিবিলি যত বেশি হবে ততো বেশি চিন্তা-ফিকির এবং ফলাফল দেখতে পাবে। আর ইহা যত বেশী হবে, মানুষের জান্নাতে পৌছার রাস্তা ততবেশী খুলতে থাকবে।

৮. হযরত ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ র. বলেন, "মুরাক্বাবা (ধ্যান) যতো বেশি হবে, বোধশক্তি ততো প্রখর হবে। বোধশক্তি যতো প্রখর হবে, ইলমের সৌভাগ্য ততো বেশি হবে। আর ইলমের সৌভাগ্য যত বেশি হবে, নেক আমলও ততো বেশি হবে।"

৯. হযরত উমর ইবনে আব্দুল আজিজ র. বলেন, "আল্লাহ তাআলার জিকিরে জবানকে লিপ্ত রাখা অনেক উত্তম কাজ এবং আল্লাহর নেয়ামতের চিন্তা-ফিকির করা উত্তম ইবাদত।"

১০. হযরত মুগীছ আসওয়াদ র. একবার মজলিসে বসে লোকদেরকে উদ্দেশ করে বলছিলেন, "হে লোক সকল! প্রতিদিন কবরস্থানে যাবে। এতে তোমাদের মধ্যে পরিনতির কথা স্মরণ হবে। অতঃপর নিজের অন্তরে এ দৃশ্যকে উপস্থিত করো যে, তুমি আল্লাহ তাআলার সামনেই দাঁড়িয়ে আছ। এক দলকে জাহান্নামে যাওয়ার আদেশ করা হচ্ছে আরেক দলকে জান্নাতে। নিজেদের অন্তরকে এ অবস্থায় বিভোর করে রাখো এবং নিজের শরীরকে সেখানেই উপস্থিত মনে করো। জাহান্নামকে একেবারে নিজের সামনে অনুভব করো। জাহান্নামের হাতুড়ি, আগুনের বন্দীশালাকে নিজের সামনে নিয়ে আসো"। এতটুকু বলেই তিনি হাউমাউ করে কাঁদতে লাগলেন। এরপর বেহুঁশ হয়ে গেলেন।

১১. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক র. বলেন, এক ব্যক্তি পাদ্রির সাথে একটি কবরস্থান ও একটি ডাস্টবিনের কাছাকাছি জায়গায় সাক্ষাৎ করল। সে পাদ্রিকে বলল, হে পাদ্রি! তোমার কাছে এখন দু'টি ভাণ্ড রয়েছে। একটি হলো মানুষের ভাণ্ড, অর্থাৎ কবরস্থান। আরেকটি হলো ময়লার ভাণ্ড অর্থাৎ ডাস্টবিন।

১২. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. মাঝে মধ্যে বিরান জনপদে যেতেন এবং কোন ভাঙ্গাচুরা দরজায় দাঁড়িয়ে অত্যন্ত আফসোসের সাথে জোরে শব্দ করে বলতেন, "হে বিরান ঘর! আজ তোমার বাসীন্দারা কোথায়? এরপর নিজেই বলতেন, "সবাই মাটির নীচে চলে গেছে, সবাই ধ্বংস হয়ে গেছে। শুধু আল্লাহ তাআলার সত্তাই সর্বদা বাকি থাকবে"।

১৩. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, দুই রাকাত নামায যা একাগ্রতার সাথে আদায় করা হয়, তা ঐ সমস্ত নামায থেকে উত্তম,

যে নামাযের মধ্যে সারারাত অতিবাহিত করেছে কিন্তু অন্তরে নামাযের প্রতি আগ্রহ ছিল না।

১৪. খাজা হাসান বসরী র. বলেন, "হে আদম সন্তান! পেটের এক তৃতীয়াংশ আহার করো, এক তৃতীয়াংশ পানি পান কর, আর এক তৃতীয়াংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য রেখে দাও। যাতে আখেরাতের কথার উপর নিজের কৃতকর্ম ও শেষ পরিণতি সম্পর্কে চিন্তা-ফিকির করতে পারো"।

কোন কোন পণ্ডিত বলেন, যে ব্যক্তি দুনিয়ার সমস্ত বস্তুকে দেখল, কিন্তু তার থেকে কোন শিক্ষা গ্রহণ করতে পারল না, এই অমনোযোগিতার কারণে তার অন্তরচক্ষু দুর্বল হয়ে পড়ে।

১৫. হযরত বিশর ইবনে হারেছ হাফি র. বলেন, কেউ যদি সর্বদা আল্লাহ তাআলার বড়ত্বের কথা খেয়াল করে তাহলে তার থেকে কখনো নাফরমানী প্রকাশ পাবে না।

১৬. হযরত আমের ইবনে আবদে কায়েস র. বলেন, আমি অনেক সাহাবী থেকে শুনেছি, ঈমানের আলো হলো চিন্তা-ফিকির ও মুরাকাবা তথা ধ্যান-সাধনা।

১৭. হযরত ঈসা ইবনে মারয়াম আ. বলেন, "হে আদম সন্তান! হে দুর্বল বান্দা! যেখানেই থাকো আল্লাহ তাআলাকে ভয় করতে থাকো। দুনিয়াতে সাদাসিধা জীবন যাপন কর। নিজেদের ঘরকে মসজিদ বানাও। চোখকে কাঁদতে শেখাও। শরীরকে ধৈর্যে অভ্যস্ত কর। স্বীয় মস্তিস্ককে চিন্তাশীল বানাও! আগামী দিনের রিজিকের চিন্তা আজকে করো না।"

১৮. হযরত উমর ইবনে আব্দুল আজিজ র. একবার মজলিসে বসে কেঁদে ফেললেন। লোকেরা কারণ জিজ্ঞেস করলে, তিনি বলেন, আমি দুনিয়ার স্বাদ ও তার চাহিদা ইত্যাদি বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করি এবং শিক্ষা গ্রহণ করি। যখন তার চূড়ান্ত ফলাফল দেখি, তখন আমার সব আশা-আকাঙ্ক্ষা নিঃশেষ হয়ে যায়।

বাস্তবতা হলো, প্রত্যেক মানুষের জন্যই এর মধ্যে শিক্ষণীয় উপদেশ ও নসিহত রয়েছে।[১৩]

---

[১৩]. তাফসীরে ইবনে কাসীর: ১/৪৯২-৪৯৩।

## রাসূল সা.-এর মোজায় সাপের ঘটনা

কাপড় পরিধান করার পূর্বে অবশ্যই তা ঝেড়ে নেয়া উচিৎ। তার মধ্যে ক্ষতিকারক কোন প্রাণী থাকতে পারে। আল্লাহ্ না করুক! সেটা কোন ক্ষতিও করতে পারে।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার এক জঙ্গলে নিজের মোজা পরিধান করছিলেন। একটি মোজা পরিধান করে যখন দ্বিতীয়টি পরিধান করার ইচ্ছা করলেন তখন একটি কাক এসে মোজাটি ছোঁ মেরে নিয়ে গেল। বেশ উপরে নিয়ে সেটাকে ছেড়ে দিল। মোজাটি উপর থেকে নীচে পড়তেই তার মধ্য থেকে একটি সাপ বেরিয়ে গেল। এটা দেখে রাসূল সা. আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে বললেন, প্রত্যেক মুসলমানের উচিৎ, যখন মোজা পরার ইচ্ছা করবে, তখন যেন মোজাটিকে ঝেড়ে নেয়।[১৪]

## জান্নাতি চাদর পরিধান করার নববী পদ্ধতি

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সা. বলেন, যে ব্যক্তি এমন কোন মহিলার সমবেদনা জ্ঞাপন করে যার বাচ্চা মারা গেছে, তাহলে ঐ ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে এবং জান্নাতি চাদর পরিধান করানো হবে।[১৫]

## পরামর্শের ক্ষেত্রে আমানতদারী থাকা চাই

তিরমিযী শরীফের এক হাদিসে আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মানুষের খোঁজ-খবর নেওয়া এবং দোষত্রুটি গোপন রাখার জন্য আল্লাহ্ আমাকে আদেশ করেছেন। যেভাবে ফরজসমূহের প্রতি যত্নবান হতে আদেশ করেছেন।

কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- সুতরাং আপনি তাদেরকে মাফ করে দিন, তাদের মাগফিরাতের জন্য দোয়া করুন এবং কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুন। এ জন্য রাসূল সা.-এর অভ্যাস ছিল, লোকদেরকে খুশি করার জন্য ব্যক্তিগত কাজেও তাদের সাথে পরামর্শ করতেন।

---

১৪. তাবরানী, আদাবে যিন্দেগী: পৃ. ২৯-৩০।

১৫. তিরমিযী, আদাবে যিন্দেগী: পৃ. ৬২।

**পরামর্শের কয়েকটি উদাহরণ:**

১. বদর যুদ্ধের সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শত্রুপক্ষের দিকে অগ্রসর হওয়ার ব্যাপারে সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করলেন। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনি যদি সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে আমাদেরকে আদেশ করেন সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে সাঁতরিয়ে ওপারে যাওয়ার জন্য, আমরা আপনার আদেশ অমান্য করব না। আর যদি আমাদেরকে 'বারকুল গামাদ' (একটি জায়গার নাম) পর্যন্ত নিয়ে যেতে চান তাহলেও আমরা আপনার সাথে থাকব। আমরা তো মুসা আ.-এর উম্মতের মতো নই যে, বলে দেব, 'তুমি আর তোমার রব গিয়ে যুদ্ধ করো! আমরা এখানে বসলাম'। বরং আমরা আপনার ডানে-বামে একাগ্রতার সাথে কাতারবদ্ধ হয়ে শত্রুদের মুকাবেলা করব।" এমনিভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই পরামর্শও করলেন যে, মুসলমানদের অবস্থান কোথায় হবে? হযরত মুনযির ইবনে আমর রা. পরামর্শ দিলেন, কাফেরদের থেকে আগে বেঁড়ে তাদের সামনা-সামনি অবস্থান করা হোক।

২. উহুদ যুদ্ধের সময়ও তিনি সাহাবীদের সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শ করেছেন, যুদ্ধ মদিনার ভিতরে থেকে করা হবে নাকি মদিনার বাইরে গিয়ে করা হবে? সমস্ত সাহাবাদের মতামত ছিল, মদিনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করা হোক। সুতরাং রাসূল সা. এমনটিই করেছিলেন।

৩. রাসূল আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহযাব যুদ্ধের সময়ও সাহাবাদের সাথে পরামর্শ করেছেন। মদিনার উৎপাদিত ফসলের এক তৃতীয়াংশ দেয়ার শর্তে শত্রুপক্ষের সাথে সন্ধি করা হবে কি না। হযরত সা'আদ ইবনে উবাদা রা. এটার ভিন্ন মত পোষণ করলেন। রাসূল তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী সন্ধি করলেন না।

৪. এমনিভাবে রাসূল সা. হুদাইবিয়ার দিন পরামর্শ করলেন, মুশরিকদেরকে তাদের ঘরের দিকে ধাওয়া করা হবে কি না? হযরত সিদ্দীকে আকবার রা. বলেন, আমরা কারো সাথে যুদ্ধের জন্য আসিনি আমাদের উদ্দেশ্য শুধু উমরা পালন করা। সুতরাং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করলেন।

৫. এমনিভাবে যখন মুনাফেকরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিবি উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা.-এর উপর অপবাদ দিলো। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে মুসলামানগণ! তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও! যারা আমার পরিবারের লোকদের ব্যাপারে অপবাদ দেয় তাদেরকে আমি কী করব? আল্লাহর কসম! আমার জানা মতে আমার পরিবারের লোকদের মধ্যে কোন দোষ-ত্রুটি নেই। আর যে ব্যক্তির সাথে অপবাদ লাগানো হচ্ছে, আল্লাহর কসম! সেও আমার কাছে ভালো মানুষ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা.-এর ব্যাপারে হযরত আলী ও উসামা রা.-এর সাথে পরামর্শ করলেন।

মোটকথা, যুদ্ধের বিষয় হোক বা অন্যান্য কাজের ব্যাপারে হোক তিনি সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করতেন। অন্য এক হাদিসে এসেছে, তোমাদের মধ্যে যখন কেউ একে অপরের সাথে পরামর্শ করে, তখন তার উচিৎ ভালো পরামর্শ দেওয়া।[১৬]

## বাতাসও পরস্পরে কথা বলে

হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, খন্দক যুদ্ধের সময় এক রাতে পূবের হাওয়া উত্তরের হাওয়াকে বলল, চলো! আমরা রাসূলের সাহায্য করি। উত্তরের হাওয়া বলল স্বাধীন ভদ্র মহিলা রাতে চলাচল করে না। অতএব আমিও বের হবো না। সুতরাং যেই হাওয়ার মাধ্যমে রাসূলকে সাহায্য করা হয়েছে সেটা ছিল পূবালি হাওয়া।[১৭]

## সন্তানের প্রতি লোকমান আ.-এর নসিহত

বায়হাকী শরীফে কিতাবুল ঈমান অধ্যায়ে হযরত হাসান রা. হতে বর্ণিত আছে, হযরত লোকমান আ. নিজ সন্তানকে নসিহত করেন:

হে প্রিয় বৎস! আমি পাথর, লোহা সব ধরনের ভারী জিনিস বহন করেছি, কিন্তু প্রতিবেশির চেয়ে ভারী কোন জিনিস আমি পাইনি। সকল তিক্ততা ও অপ্রীতিকর স্বাদ আমি আস্বাদন করেছি, কিন্তু দরিদ্রতার মতো তিক্ত কোনো জিনিস আমি পাইনি।

---

[১৬]. তাফসীরে ইবন কাসীর: ১/৪৭৩।

[১৭]. হায়াতুস সাহাবা: ৩/৬২২।

হে বৎস! মূর্খ ব্যক্তিকে কখনো নিজের প্রতিনিধি বানাবে না। যদি প্রতিনিধিত্বের জন্য যোগ্য ও বুদ্ধিমান কাউকে না পাও তাহলে নিজেই নিজের প্রতিনিধিত্ব করবে।

হে বৎস! মিথ্যা থেকে নিজেকে বিরত রাখ। মিথ্যা চড়ুইয়ের গোশতের মতো অত্যন্ত পছন্দনীয়। সামান্য মিথ্যাও মানুষকে জ্বালিয়ে দেয়।

হে বৎস! জানাজায় শরীক হবে। বিবাহ-শাদীর অনুষ্ঠানে শরীক হবে না। কেননা, জানাজায় শরীক হওয়া তোমাকে আখেরাতের কথা স্মরণ করাবে। আর বিবাহ-শাদীর অনুষ্ঠানে শরীক হওয়া তোমার প্রবৃত্তির চাহিদাকে বৃদ্ধি করবে। একবার পরিতৃপ্ত হয়ে খাওয়ার পর দ্বিতীয়বার পরিতৃপ্ত হয়ে খাবে না। কেননা এমতাবস্থায় খাওয়া থেকে কুকুরকে দিয়ে দেওয়া উত্তম। বৎস! এত মিষ্টি মুখ হয়ো না যে, লোকেরা তোমাকে গিলে ফেলে। আবার এত কটূভাষীও হয়ো না যে, লোকেরা তোমাকে থুঁক দেয়।[১৮]

## হযরত সুফিয়ান সাওরী র.-এর বেদনাবিধুর চিঠি

ইমাম ইবনে বালয়ান ও ইমাম গাযালী প্রমুখ বুযূর্গ উল্লেখ করেছেন, হারুনুর রশীদ যখন খলীফাতুল মুসলিমীন হলেন তখন সকল ওলামায়ে কেরাম মোবারকবাদ দেওয়ার জন্য তার কাছে গেলেন। কিন্তু সুফিয়ান সাওরী র. যাননি। অথচ সুফিয়ান সাওরী ও হারুনুর রশীদ একে অপরের সঙ্গী ও বন্ধু ছিলেন। সুফিয়ান সাওরী র. না আসায় হারুনুর রশীদ মনে বড় ব্যথা পেলেন এবং সুফিয়ান সাওরী র.-এর কাছে একটি চিঠি লিখলেন। যার ভাষ্য ছিল এই– পরম করুনাময় আল্লাহর নামে শুরু করছি।

আমীরুল মু'মিনীন আব্দুল্লাহ হারুন-এর পক্ষ থেকে বন্ধু সুফিয়ান সাওরীর প্রতি।

হামদ্ ও সালামের পর আপনি অবগত আছেন, আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে নিঃস্বার্থ ভলোবাসা ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সৃষ্টি করে রেখেছেন। সুতরাং আমিও আপনার সাথে এমন ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্ব তৈরি করেছি, এখন আমি তা ভাঙ্গতেও পারব না এবং এর থেকে দূরেও

---

১৮. হায়াতুল হায়ওয়ানঃ ৩/১৫৩।

থাকতে পারব না। খেলাফতের দায়িত্ব আল্লাহ তাআলা আমার উপর অর্পণ করেছেন। যদি এ দয়িত্ব আমার উপর না থাকত তাহলে কেবল ভালোবাসার তাগিদে আমি আপনার সাথে সাক্ষাৎ করতাম। এমনকি যদি পায়ে চলতে অক্ষম হয়ে যেতাম তাহলে হেঁচড়ে হলেও উপস্থিত হতাম। সুতরাং যখন আমি খলিফা হয়েছি তখন আমার সকল বন্ধু-বান্ধব আমাকে মোবারকবাদ দেওয়ার জন্য এসেছে। আমি তাদের জন্য আমার ধন ভাণ্ডার খুলে দিয়েছি। দামী দামী জিনিস তাদেরকে হাদিয়া দিয়ে নিজেও পরিতৃপ্ত হয়েছি এবং তাদের চোখকে শীতল করেছি।

কিন্তু আপনি আসেননি, অথচ আমি আপনার প্রতিক্ষায় ছিলাম। অত্যন্ত আগ্রহ ও ভালোবাসার সাথে এই চিঠি লিখেছি।

হে আবু আব্দুল্লাহ! (সুফিয়ান সাওরীর উপনাম) মুমিন বান্দার সাক্ষাৎ ও সম্পর্ক রক্ষার ফজিলত আপনি ভালোভাবেই জানেন। অতএব আপনার কাছে আমার আবেদন হলো, এই চিঠি আপনার কাছে পৌছার পর যতো দ্রুত সম্ভব আমার কাছে তাশরীফ আনবেন।

বাদশাহ হারুনুর রশীদ আব্বাদ তালিকানী নামক এক ব্যক্তিকে দিয়ে এই চিঠি হযরত সুফিয়ান সাওরীর কাছে পাঠালেন এবং তাকে বিশেষভাবে বলে দিলেন, সে যেন এই চিঠি স্বয়ং সুফিয়ান সাওরীর হাতে দেয় আর সুফিয়ান সাওরী যেই জবাব দেয় তা মনোযোগ সহকারে শোনে এবং তার সকল অবস্থা ভালোভাবে আমাকে অবগত করায়। আব্বাদ বলেন, আমি এই চিঠি নিয়ে কুফার উদ্দেশে রওনা হলাম এবং সেখানে গিয়ে দেখি তিনি মসজিদে। তিনি আমাকে দূর থেকে দেখে দাঁড়িয়ে গেলেন আর বলতে লাগলেন-

"اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ وَاَعُوْذُبِكَ اَللّٰهُمَّ مِنْ طَارِقٍ يَّطْرُقُ اِلَّا بِخَيْرٍ"

"আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ আল্লাহ তাআলার কাছে আশ্রয় চাই এবং ঐ বক্তি থেকেও আশ্রয় চাই যে কোন প্রকার কল্যাণ ছাড়া রাতে আগমন করে।"

আব্বাদ আরো বলেন, যখন আমি মসজিদের গেটে ঘোড়া থেকে নামলাম তখন দেখলাম, হযরত সুফিয়ান সাওরী র. নামাযে দাঁড়িয়ে

গেলেন। অথচ তখন নামাযের সময় ছিল না। এরপর আমি তাঁর মজলিসে উপস্থিত হলাম। সেখানে উপস্থিত লোকদেরকে সালাম করলাম। কিন্তু তারা আমার সালামের উত্তর দিল না। আমাকে বসার জন্যও বলল না। এমনকি আমার দিকে চোখ তুলেও তাকাল না। এ অবস্থা দেখে আমার মধ্যে কম্পন সৃষ্টি হয়ে গেল। আমি অনুভূতিহীন হয়ে চিঠিটা সুফিয়ান সাওরীর দিকে ছুঁড়ে মারলাম। হযরত সুফিয়ান সাওরী চিঠি পেয়ে ভয় পেয়ে গেলেন এবং দূরে সরে গেলেন যেন সেটা বিষাক্ত সাপ। কিছুক্ষণ পর তিনি কাপড়ের কিনারা দিয়ে চিঠিটা ধরে পেছনে বসা কোন এক ব্যক্তির দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললেন তোমরা কেউ এটাকে পড়। কেননা আমি এমন জিনিস স্পর্শ করা থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাই, যে জিনিস কোন জালেম স্পর্শ করেছে।

সুতরাং উপস্থিত লোকদের কেউ একজন চিঠিটা খুলে পড়ল, ঐ অবস্থায় আশ্চার্যান্বিত ব্যক্তির ন্যায় হাসল। তখন সুফিয়ান সাওরী র. বললেন, এর উল্টো পিঠে উত্তর লিখে দাও। মজলিসের অপর একজন সুফিয়ান সাওরীকে লক্ষ্য করে বলল, চিঠির প্রেরক হলেন একজন বাদশাহ। অতএব একটা পরিষ্কার কাগজে উত্তর লিখলে ভালো হয়। হযরত সুফিয়ান সাওরী র. বললেন, না, এই চিঠির উল্টো পিঠেই উত্তর লিখে দাও। এই জন্য যে, যদি তার কাগজটি হালাল উপার্জন থেকে হয়, তাহলে এর দ্বারা তার বদলা দেয়া হবে। আর যদি হারাম উপার্জন থেকে হয় তাহলে অচিরেই তাকে শাস্তি পেতে হবে। তা ছাড়া আমাদের কাছে এমন কোন জিনিস থাকা উচিৎ নয় যে জিনিস কোনো জালেম স্পর্শ করেছে। কেননা, এ ধরণের জিনিস দীন নষ্টের কারণ হয়।

এরপর হযরত সুফিয়ান সাওরী র. বললেন, লেখ! দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি। সুফিয়ানের পক্ষ থেকে এমন ব্যক্তির প্রতি যার থেকে ঈমানের স্বাদ ও কুরআন তেলাওয়াতের দৌলত ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে।

সালামের পর! এই চিঠি আমি তোমার কাছে এই জন্য লিখছি, যাতে তুমি জেনে নাও, আমি তোমার সাথে সব ধরনের সম্পর্ক ছিন্ন করলাম। আরো একটি বিষয়ের প্রতি তোমাকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, তা হলো তুমি চিঠিতে উল্লেখ করেছ, তোমার বন্ধু-বান্ধবের জন্য রাজকীয় ভাণ্ডার খুলে দিয়েছ। তাহলে তো তুমি মুসলমানদের বাইতুল মালের অবৈধ ব্যবহার

করছ এবং মুসলমানদের অনুমতি ছাড়াই সেই মাল খরচ করছ। এরপরও আশা করছ, আমি তোমার কাছে যাব। কিন্তু স্মরণ রাখবে, আমি কখনোই এ কাজকে সমর্থন করব না। আমি এবং আমার মজলিসের লোকেরা যারা তোমার চিঠি শুনেছে, ইনশাআল্লাহ! সবাই কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলার দরবারে তোমার বিরুদ্ধে এই সাক্ষ্য দেবে যে, তুমি মুসলামানদের মাল অনুপোযুক্ত লোকদের মাঝে খরচ করেছ।

হে হারুন! তুমি জেনে নাও! তোমার এই কাজের উপর আলেম সম্প্রদায়, কুরআনের খাদেম, এতীম, বিধবা মহিলা, মুজাহিদ ও জনসাধারণ সবাই কি সন্তুষ্ট ছিল? আমি তো মনে করি যারা হকদার, আর যারা হকদার না সবার অনুমতি প্রয়োজন।

হে হারুন! তুমি তোমার কর্মের জবাবদিহিতার প্রস্তুতি নাও। অচিরেই তোমাকে আল্লাহর আদালতে দন্ডায়মান হতে হবে।

হে হারুন! এখন তুমি সিংহাসনে বসো। রেশমী কাপড় পরিধান করো। তুমি মন্ত্রীসভা গঠন করেছ এমন লোকদের দ্বারা যারা প্রজাদের উপর জুলুম করে আর তুমি নিজেও ইনসাফ করো না। তোমার মন্ত্রিরা মদপান করে আর তুমি শাস্তি দাও অন্যদেরকে। তারা চুরি করে আর তুমি হাত কাট নিরাপরাধ ব্যক্তিদের। তারা ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ চালায় আর তুমি চুপ করে তামাশা দেখ।

হে হারুন! কাল হাশরের ময়দান কেমন হবে? যখন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ঘোষণাকারী ঘোষণা দেবে, জালেম ও তার সাথিদেরকে উপস্থিত করো। তখন তুমি সামনে অগ্রসর হবে। ঐ অবস্থায় যে, তোমার দুই হাত ঘাড়ে বাধা থাকবে। তোমার চারপাশে থাকবে জালেম সাহায্য কারীরা। ফলে তুমি জালেমদের সর্দার হয়ে জাহান্নামের দিকে যাবে। সেদিন তুমি তোমার নেক-আমল তালাশ করবে। কিন্তু তোমার নেক-আমল থাকবে অন্যের পাল্লায়। আর তোমার পাল্লায় থাকবে কেবল পাপ কাজ। এ ছাড়া তুমি কিছুই দেখবে না। চতুর্দিকে দেখবে শুধু অন্ধকার আর অন্ধকার।

অতএব এখনো সময় আছে সংশোধন হও। প্রজাদের সাথে ইনসাফ কর, আর মনে রেখো! এই রাজত্ব তোমার হাতে সর্বদা থাকবে না। নিশ্চয়ই একদিন তা অন্যের হাতে চলে যাবে। সুতরাং এটা এমন এক রাজত্ব, কেউ তো এর দ্বারা দুনিয়া ও আখেরাত সু-সজ্জিত করে আবার কেউ দুনিয়া ও আখেরাত ধ্বংস করে। পরিশেষে একটা কথা মনযোগ

দিয়ে শোনো! ভবিষ্যতে আর আমার কাছে চিঠি লিখবে না। কখনো লিখলেও উত্তরের আশা করবে না।.... ওয়াস্‌সালাম।

হযরত সুফিয়ান সাওরী র. চিঠি সম্পূর্ণ করে বার্তা বাহকের দিকে ছুঁড়ে মারলেন। নিজে স্পর্শও করলেন না। মহরও মারলেন না। বার্তাবাহক আব্বাদ বলেন, চিঠির ভাষ্য শুনে আমার অবস্থা পরিবর্তন হয়ে গেল এবং আমি দুনিয়া বিমুখ হতে লাগলাম।

যা হোক, আমি চিঠিটা নিয়ে কূফার বাজারে এসে চিৎকার করে ঘোষণা করলাম, কে আছো এই অধমকে খরীদ করবে? যে আল্লাহর দিকে যাচ্ছে। তখন লোকজন আমার কাছে দিরহাম ও দিনার নিয়ে আসলো। আমি তাদেরকে বললাম আমার ধন-সম্পদের প্রয়োজন নেই। আমি একটি জুব্বা চাই। কথামতো লোকেরা তা ব্যবস্থা করে দিল। আমি আমার পরিহিত মূল্যবান পোষাকটি খুলে ফেললাম যা আমি হারুনের দরবারে পরতাম, তারপর ঘোড়াকেও ছেড়ে দিলাম। অতঃপর সেই জুব্বা পরিধান করে খালি মাথায়, নগ্ন পায়ে হেটে হেটে হারুনুর রশীদের রাজ দরবারে পৌছলাম। প্রধান ফটকে লোকেরা আমাকে দেখে বিদ্রুপ করল। আমি অনুমতি নিয়ে ভিতরে গেলাম। হারুনুর রশীদ আমাকে দেখামাত্র দাঁড়িয়ে গেলেন এবং নিজের মাথায় হাত মারতে মারতে বলতে লাগলেন হায় ধ্বংস! হায় ধ্বংস! বার্তা বাহক আবাদ হয়ে গেছে আর প্রেরক বরবাদ হয়ে গেছে। এখন তার দুনিয়ার কি প্রয়োজন? এরপর হারুনুর রশীদ দ্রুত আমার কাছে চিঠির উত্তর চাইলেন। সুফিয়ান সাওরী যেভাবে আমার দিকে চিঠি ছুঁড়ে মেরেছেন, আমিও হারুনুর রশীদের দিকে সেভাবে চিঠিটা ছুঁড়ে মারলাম। হারুনুর রশীদ সাথে সাথে ঝুকে আদবের সাথে চিঠিটা উঠিয়ে পড়তে শুরু করল। পড়তে পড়তে হারুনুর রশীদের কপাল অশ্রুতে ভিজে গেল। এক পর্যায়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে-কাঁদতে তার হেচকী এসে গেল।

খলীফা হারুনুর রশীদের এ অবস্থা দেখে মন্ত্রিসভার কোন একজন বলল, আমিরুল মু'মিনীন সুফিয়ান সাওরীর এত বড় দুঃসাহস! সে আপনার কাছে এমনটা লিখতে পারল? আপনি হুকুম করুন! আমরা এখনি তাকে বন্দী করে নিয়ে আসছি, যেন তাঁর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হয়।

হারুনুর রশীদ উত্তর দিলেন, হে অহংকারী! দুনিয়ার গোলাম! সুফিয়ান র.-কে কিছু বলবে না। তাঁকে আপন অবস্থায় থাকতে দাও। আল্লাহর

কসম! দুনিয়া আমাদেরকে ধোঁকা দিয়েছে, হতভাগা বানিয়েছে। তোমাদের ব্যাপারে আমার পরামর্শ হলো, তোমরা সুফিয়ান র.-এর মজলিসে বসবে। কেননা বর্তমান সময়ে সুফিয়ান র.-ই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রকৃত উম্মত।[১৯]

বার্তাবাহক আব্বাদ বলেন, এরপর খলীফা হারুনুর রশীদ সুফিয়ান সাওরীর এই চিঠিটা সর্বাবস্থায় নিজের সাথে রাখতেন এবং প্রত্যেক নামাযের পর পড়তেন ও খুব কাঁদতেন। মৃত্যু পর্যন্ত তিনি এমনটি করেছেন।

## প্রতিটি সন্তান ইসলামের ভিত্তির উপর জন্ম নেয়

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, প্রতেক সন্তান ইসলামি ফিতরাত (স্বভাব) নিয়ে জন্ম নেয়। তারপর পিতা-মাতা তাকে ইহুদি, খ্রিস্টান বা অগ্নিপূজক বানায়।

(বুখারী শরীফ)

ফিতরাত দ্বারা উদ্দেশ হলো আল্লাহ পাকের একত্ববাদ ও ইসলামের উচ্চপদ অর্জন ও মৌলিক বিষয়। কেননা, এই দীন মানুষের মানবিক স্বভাব ও সুস্থ বিবেকের পুরোপুরি অনুকূলে। উল্লেখিত হাদীস থেকে বুঝা গেল, প্রতেক সন্তান দীনি বিশ্বাস ও কাজের মানসিকতা নিয়েই দুনিয়াতে আসে। যদি পিতা-মাতা তাকে ভালোভাবে লালন-পালন করে দীনি মানসিকতায় গড়ে তোলে, তাহলে সে উন্নত গুনাবলিতে গড়ে ওঠে এবং একজন সৎ মুসলমান হয়ে সমাজের আদর্শ ব্যক্তিতে পরিণত হয়। কিন্তু যদি অবস্থা ঠিক এর বিপরীত হয় তাহলে পিতা-মাতার ভুল লালন-পালনের কারণে ও নোংড়া পরিবেশের প্রভাবে তার চিন্তা-চেতনা ও আমল-আখলাকও অবনতির দিকে যেতে থাকে। যেমন বাস্তবে আমরা দেখি, কোন মুসলমান সন্তানকে যদি খ্রিস্টান মিশনারী বা অন্য কোন ধর্মাবলম্বীদের স্কুলে পড়ানো হয় তাহলে সেই মুসলমান সন্তান তাদের কৃষ্টি কালচারেই গড়ে ওঠে। ইসলামি স্বভাব ও আমল-আখলাককে সে একেবারে ভুলে যায়। সন্তানের ভিতরগত ও চারিত্রিক অবস্থা ধ্বংস এবং নষ্ট করার

---

[১৯]. হায়াতুল হাওয়ান: ৩/২২৬-২২৯।

ক্ষেত্রে মা-বাবা সমানভাবে অংশীদার। অতএব আমাদের উচিৎ, আমাদের সন্তানদেরকে ইসলামি শিক্ষায় গড়ে তোলা, যাতে তারা উন্নত আদর্শ ও উদাহরণ দেওয়ার মতো মুসলমান হতে পারে।

## নবজাতকের কানে আযান ও একামত দেওয়া সুন্নত

সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পর একটি সুন্নত হলো, তার ডান কানে আযান ও বাম কানে একামত দেওয়া। এ সম্পর্কে বর্ণিত কয়েকটি হাদীস নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১. হযরত হাসান ইবনে আলী রা. হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, যে বাচ্চার ডান কানে আযান আর বাম কানে একামত দেওয়া হয়; সে বাচ্চা জলবসন্ত থেকে নিরাপদ থাকে। -সুনানে বায়হাকী।

২. হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, হযরত হাসান ইবনে আলী রা. যখন জন্ম নেন তখন স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ডান কানে আযান ও বাম কানে একামাত দেন। -বায়াহাকী।

৩. হযরত আবু রাফে রা. বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি হযরত ফাতেমা রা.-এর ঘরে হযরত হাসান রা.-এর জন্ম হলে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কানে আযান দিলেন। (আবু দাউদ, তিরমিযী)

আল্লামা ইবনে কাইয়ুম র. লিখেন, এই আযান ও একামতের হেকমত হলো, নবজাতকের কানে সর্বপ্রথম যে আওয়াজ পৌঁছানো হয় তা হলো আল্লাহ পাকের বড়ত্ব ও মহত্বের সম্মানিত শব্দ সমূহ। যে শব্দগুলো দ্বারা মানুষ ইসলামে প্রবেশ করে। যেন তার দুনিয়াতে আগমন মাত্রই ইসলাম ও আল্লাহর একত্ববাদের চর্চা করা হলো। যার প্রভাব অবশ্যই বাচ্চার দিল-দেমাগ, অন্তর ও মস্তিষ্কে পড়বে। যদিও সে তার প্রভাব এখন বুঝে না।

আরো একটি হেকমত হলো, শয়তান মানুষের চিরশত্রু, আযান দ্বারা সে পলায়ন করে। সুতরাং দুনিয়ায় পা রাখতেই যেন শয়তানের আক্রমন না হয় এবং শত্রু প্রথমেই পিছপা হয়ে ভেগে যায়।

এটা এমন যে, সাধারণ কোন নামাযের জন্য আযান দেওয়া হলো এবং প্রস্তুতির জন্য কিছু সময় বিরতি, তারপর নামায পড়া হলো। এর দ্বারা সকল

মানুষকে এটা বুঝানো উদ্দেশ্য যে, জন্মের পরই আযান হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ পরই তোমার নামায (জানাজার নামায) খুব শিঘ্রই পড়া হবে। অতএব এই সংক্ষিপ্ত সময়ে আখেরাতের প্রস্তুতি গ্রহণ করো। যেন মৃত্যুর পরে আফসোস করতে না হয়।

জনৈক কবি বলেছেন–

আসার বেলায় আযান, যাওয়ার বেলায় নামায
এটুকু সময়ের ঝগড়া, জীবন তো এরই নাম।

## তাহ্নিক করা সুন্নত

তাহনিকের অর্থ হলো, খেজুর বা খুরমা মুখে চিবিয়ে তার কিছু অংশ আঙ্গুলে করে নবজাতক বাচ্চার মুখে দেওয়া। এরপর আস্তে আস্তে আঙ্গুল দ্বারা ডানে-বামে নাড়া-চাড়া করা। যেন চিবানো জিনিসটা বাচ্চার পুরো মুখে পৌঁছে যায়। এ কাজটি করা সুন্নত। নিম্ন বর্ণিত হাদিসে এর প্রমাণ পাওয়া যায়।

হযরত আসমা বিনতে আবু বকর রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, অব্দুল্লাহ্ ইবনে যুবায়ের যখন আমার গর্ভে এবং গর্ভ ধারনের সময়ও পূর্ণ হয়ে গেল। তখন আমি মদীনায় হিজরত করে কুবায় অবস্থান করলাম আর সেখানেই আব্দুল্লাহ্ ভূমিষ্ট হলো। আমি তাঁকে নিয়ে রাসূল সা.-এর কাছে গেলাম। রাসূলের কোলে তাঁকে রেখে দিলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি খোরমা চাইলেন। তিনি সেটাকে চিবিয়ে আব্দুল্লাহ্ ইবনে জুবায়েরের মুখে দিলেন। সর্ব প্রথম আব্দুল্লাহ্ ইবনে যুবায়েরের পেটে যে জিনিস পৌঁছল তা হলো রাসূল সা.-এর লালা মোবারক। এরপর রাসূল সা. তাঁর জন্য বরকতের দোয়া করলেন। (হিজরতের পর) সেই ছিল ইসলামের প্রথম নবজাতক।[২০]

হযরত আবু মূসা রা. বর্ণনা করেন, আমার এখানে এক শিশু ভুমিষ্ট হলো। আমি তাকে নবী কারীম সা.-এর কাছে নিয়ে গেলাম। তিনি তার নাম রাখলেন ইবরাহিম। খেজুর চিবিয়ে তার মুখের তালুতে লাগিয়ে দিলেন এবং তার জন্য বরকতের দোয়া করলেন। এরপর বাচ্চাটি আমার হাতে তুলে দিলেন।[২১]

---

[২০]. বুখারী শরীফ: ২/৫৭৫।

[২১]. বুখারী শরীফ-২/২৯৯।

তাহনিকের হেকমত পূর্বোক্ত হাদীসের ভাষ্য দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেছে। অর্থাৎ এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো বরকত হাসিল করা। যেমন হযরত আসমা রা. বলেন, সর্বপ্রথম যে জিনিস আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের পেটে পৌঁছল তা ছিল রাসূল সা.-এর লালা মোবারক। সুবহানাল্লাহ!

## এই বরকত যে পেয়েছে সে ধন্য হয়েছে

আজ আমাদের মধ্যে রাসূলে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নেই। কিন্তু তাঁর সুন্নত বিদ্যমান। অতএব কোন বুযূর্গ ব্যক্তি দিয়ে তাহনিকের সুন্নত পালন করা উচিৎ। চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও তাহনিক একটি উপকারী আমল। কেননা, তার মুখ ভুমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত বন্ধ থাকার কারণে এখনই খুলতে অভ্যস্ত না। তাই তাহনিকের আমল দ্বারা তার চোয়াল খুলে যায় এবং মায়ের দুধ গ্রহণ করার জন্য তার মুখ তৈরী হয়ে যায়। তাছাড়া খেজুরের রস তো খুব বলবর্ধক খাদ্য।

## জন্মের পর বাচ্চার মাথা মুণ্ডানো

নবজাতক শিশুর ক্ষেত্রে ইসলামের বিধান হলো, জন্মের সপ্তম দিন বাচ্চার মাথা মুণ্ডিয়ে চুলের ওজন বরাবর রূপা ফকীর মিসকীনদেরকে দান করা। নিম্নবর্ণিত হাসিদগুলোতে এর প্রমাণ পাওয়া যায়।

১. হযরত আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত, হাসান ও হুসাইন রা.-এর জন্মের সপ্তম দিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের মাথা মুণ্ডানোর আদেশ করলেন। তাঁদের মাথা মুণ্ডিয়ে চুল সমপরিমাণ রূপা সদকা করা হলো।[২২]

২. মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে হুসাইন রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত হুসাইন রা.-এর পক্ষ থেকে আকীকার জন্য একটি বকরী জবাই করলেন। এরপর হযরত ফাতেমা রা.-কে বললেন, হে ফাতেমা! হুসাইনের মাথা মুণ্ডিয়ে তাঁর চুল সমপরিমাণ রূপা সদকা করো। হযরত ফাতেমা রা. ওজন করে দেখলেন এক দিরহাম বা তার চেয়ে কিছু কম ছিল।

---

২২. তুহফাতুল মাওদুদ কি আহমামিল মাওদুদ- পৃ. ৫৮।

৩. হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব রা. বলেন, রাসূল সা. বলেছেন, প্রত্যেক শিশু আকীকা পর্যন্ত বাঁধা অবস্থায় থাকে। সপ্তম দিনে তার পক্ষ থেকে বকরী জবাই করবে, মাথা মুণ্ডাবে এবং তার নাম রাখবে।[২৩]

মাসআলার দৃষ্টিকোণ থেকে ছেলে সন্তান মেয়ে সন্তান উভয়ের চুল মুণ্ডানো এবং চুল বরাবর রূপা সদকা করা উচিৎ। কেননা ছেলে সন্তান ও মেয়ে সন্তান উভয়েই আল্লাহ তাআলার নেয়ামত। মাথা মুণ্ডানোর হেকমত উভয়ের সাথে সম্পৃক্ত। মাথা মুণ্ডানোর ক্ষেত্রে খুব লক্ষ্য রাখবে যেন পুরা মাথা-ই মুণ্ডানো হয়। কেননা, চুল মুণ্ডানোর ক্ষেত্রে একটা ভুল প্রচলন আছে যে, কিছু মুণ্ডানো হয় আর কিছু রেখে দেওয়া হয়। এটাকে আরবীতে বলে ক্বযাউন (قزع)। এটা নিষিদ্ধ।

৪. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্বযাআ করতে নিষেধ করেছেন।

-বুখারী ও মুসলিম।

## নবজাতকের মাথা মুণ্ডানোর হিকমত

**প্রথমত:** বাচ্চা গর্ভে থাকা অবস্থায় তার যে চুলগুলো থাকে, তা মায়ের পেটে নাড়ী-ভুড়ীর সাথে মিশে দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে যায়। এই দুর্গন্ধযুক্ত চুল দূর করে পবিত্রতা হাসিল করা হয়।

**দ্বিতীয়ত:** জন্মের পূর্বের চুলগুলো অনেক দুর্বল হয়, এগুলো মুণ্ডানোর পর মজবুত চুল গজায়।

**তৃতীয়ত:** জন্মের চুল ফেলে দেওয়ার দ্বারা মাথার লোমকূপ খুলে যায়। স্বাস্থ্যের উপর এর অনেক ভালো প্রভাব পড়ে। এছাড়াও মাথার চুল মুণ্ডানোর দ্বারা দৃষ্টি, শ্রবণ, ঘ্রাণ ও চিন্তা শক্তি বৃদ্ধি পায়।

এই সুন্নতের আরেকটি উপকার হলো চুল বরাবর রূপা সদকা করা। এর হেকমতও স্পষ্ট। সন্তান ভূমিষ্টের আনন্দে গরীব-মিসকীনদেরকেও শরীক করে নেওয়া। এভাবে এই আনন্দ কেবল এক ঘরেই সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং আশপাশের গরীব দুঃখিরাও এতে শরীক হয়ে যায়। সাথে সাথে

---

২৩. আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ।

আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সন্তান দানের নেয়ামতের উপর সদকা দেওয়াটা হলো এক প্রকার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ।[২৪]

**হে নবী সা. আপনার প্রতিই আমার দৃষ্টি**

ঔষধ পত্রের দ্বারা
আমার রোগ দূর হবে না,
আমার মন অস্থির,
কোথাও তার প্রশান্তি মিলছে না।
এই ব্যথা কেউ বুঝল না যে,
তা কেমন ব্যথা?
ঔষধ পত্রের দ্বারা কখনো
আমার শরীর সুস্থ্য হবে না।
তার এক মাত্র চিকিৎসা হলো,
মদিনা শরীফ দর্শন,
পবিত্র ভূমিতে আমার
আঁচল হবে অশ্রু সজল।
তাঁর দেশে আমার বাকি জীবন
হোক অতিবাহিত।
যেখানে রাসূল শায়িত
সেখানে আমার কবর হোক রচিত,
ব্যথিত অন্তরে অর্জিত সম্পদ
মিলেছে অনেক কষ্টে,
আল্লাহর অনুগ্রহ, আমার অবস্থা তো
এরকম ছিল না যে,
দিনে শান্তি নেই, রাতে ঘুম নেই,

---

২৪. মাসিক আল-মাহমুদ, ফেব্রুয়ারী-২০০৬।

অন্তরে সুখ নেই, হৃদয় আমার ব্যাকুল।
আমি জন্মেছি এ চিন্তার জন্যই, আমি শান্তি চাই,
এমন জিনিস চাই যা আমার ভাগ্যে নেই।
রাসূলের অবয়ব আমার অন্তরে আছে গেঁথে,
দৃষ্টি আমার যেখানেই থাকুক,
অন্তরে তিনি থাকেন সপে।
নির্জনে আপনার চিন্তায় থাকি উন্মাদ,
কারো সাথে কথা বলার ইচ্ছা নেই আমার।
কারো দর্শনে গর্বিত হওয়ার ইচ্ছা নেই,
তবে কেবল দর্শন পুরস্কারের প্রত্যাশী,
দৃষ্টি আমার শুধুই তোমার দিকে,
হে শাফিউল মুযনিবীন।

## ওলী হয়ে নবীর কাজ করেছ

হযরত সুলাইমান ইবনে ইয়াছার র. প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস। একবার হজের উদ্দেশে রওয়ানা হলেন। জঙ্গলে এক জায়গায় তাঁবু ফেললেন। তাঁর সফরের সাথি কোন এক কাজে শহরে গেলেন। তিনি ছিলেন তাঁবুতে একা। ইতোমধ্যে এক সুদর্শন মহিলা তাঁবুর কাছে এসে কিছু চাওয়ার ইঙ্গিত করল। সুলাইমান ইবনে ইয়াছার র. কিছু খাবার দিতে চাইলেন। তখন মহিলা খোলাখুলি বলে দিলো, আমি আপনার কাছে এমন কিছু চাই যা একজন মহিলা একজন পুরুষের কাছে চেয়ে থাকে। দেখো! তুমি একজন তাগড়া যুবক, আমিও অনিন্দ্য সুন্দরী। আমাদের দুইজনের মধ্যে ভালোবাসা বিনিময়ের জন্য নির্জনতাও বিদ্যমান।

হযরত সুলায়মান ইবনে ইয়াছার র. একথা শুনে বুঝে ফেললেন শয়তান আমার জীবনের সকল আমল নষ্ট করার জন্য এই মহিলাকে পাঠিয়েছে। তখন তিনি আল্লাহর ভয়ে খুব কাঁদতে লাগলেন। এই পরিমাণ কাঁদলেন যে, মহিলা লজ্জায় চলে গেল। হযরত সুলাইমান ইবনে ইয়াছার র. বিপদ থেকে বাঁচার ফলে আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করলেন। রাতে স্বপ্নে হযরত ইউসুফ আ.-এর সাথে সাক্ষাৎ হলো। হযরত ইউসুফ

আ. তাঁকে বলছেন, মোবারকবাদ তোমার জন্য! তুমি একজন ওলী হয়ে এমন কাজ করেছ, যা এক নবী করেছিলেন।

হযরত জুনায়েদ বোগদাদী র.-এর যমানায় এক ধনী ব্যক্তির স্ত্রী ছিল চাঁদের চেয়ে বেশি সুন্দরী ও পরীর মতো চেহারার অধিকারী। মহিলার নিজ সৌন্দর্যের উপর গর্বও করত। একবার সাজ-সজ্জা করে অহংকারের সাথে স্বামীকে বলল, এমন কেউ নেই যে আমাকে দেখে আকৃষ্ট হবে না।

স্বামী বলল, আমার বিশ্বাস যে, জুনায়েদ বোগদাদী তোমাকে কোন পাত্তাই দেবে না। স্ত্রী বলল, আমাকে অনুমতি দিন! আমি জুনায়েদ বোগদাদীকে পরীক্ষা করব। এটা কি কোন এমন কঠিন কাজ? দেখে নেব জুনায়েদ বোগদাদীর বুকের পাটা কত বড়। স্বামী তাকে অনুমতি দিল।

সে মহিলা অত্যন্ত পরিপাটি হয়ে ঢেকেঢুকে জুনায়েদ বোগদাদীর নিকট আসলো। একটি মাসআলা জিজ্ঞেস করার বাহানা করে চেহারা থেকে পর্দা খুলে ফেলল। জুনায়েদ বোগদাদীর দৃষ্টি তার উপর পড়তেই চিৎকার দিয়ে আল্লাহ তাআলার নাম উচ্চারণ করলেন। ঐ মহিলার অন্তরে আল্লাহর নাম পৌঁছে গেল। তার মনের অবস্থা পরিবর্তন হয়ে গেল। সোজা ঘরে চলে আসলো। সব সাজ-সজ্জা ছেড়ে দিল। জীবনের মোড় ঘুরে গেল। এরপর থেকে সেই মহিলা সারাদিন কুরআন তেলাওয়াত আর সারারাত জায়নামাযে দাঁড়িয়ে অতিবাহিত করত। আল্লাহ তাআলার ভয় আর ভালোবাসার কারণে চোখের পানিতে বুক ভাসত। সে মহিলার স্বামী বলতে লাগল, আমি জুনায়েদ বোগদাদীর এমন কী ক্ষতি করলাম যে, সে আমার স্ত্রীকে দুনিয়াবিরাগী বানিয়ে দিল। এখন সে আমার ডাকেও সাড়া দেয় না।

## কু-দৃষ্টির কারণে আমলের তাওফিক থেকে বঞ্চিত হয়

শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া র. বলতেন কু-দৃষ্টি ধ্বংসযোগ্য। এর বাস্তব অভিজ্ঞতা আমার অনেক সাথিদেরও হয়েছে। জিকির-আজকার ও অজিফা আদায়ের প্রাথমিক পর্যায়ে খুব স্বাদ ও অনেক আগ্রহের অবস্থা হতো। কিন্তু কু-দৃষ্টির কারণে ইবাদতের স্বাদ ও মজা নষ্ট হয়ে গেল। এরপর আস্তে আস্তে ইবাদত ছুটে যাওয়ার উপক্রম হতে লাগল।[২৫]

---

[২৫]. আপ্‌বীতী: ৬/৪১৮।

একটা দৃষ্টান্ত দিই। কোন সুস্থ্য সবল যুবক যদি জ্বরে আক্রান্ত হয় আর ভালো না হয় তাহলে সে আস্তে আস্তে দুর্বল হয়ে যাবে। চলা-ফেরা কঠিন হয়ে যাবে। কোন কাজ ভালো লাগবে না। শুধু শুয়ে থাকতে মন চাইবে। এমনিভাবে যে ব্যক্তি কু-দৃষ্টির ব্যাধিতে আক্রান্ত সেও আত্মিকভাবে দুর্বল হযে পড়বে। নেক-আমল করা তার জন্য কঠিন হয়ে যাবে। নেক আমলের তাওফিক তার থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হবে। নেক কাজের নিয়ত সে করবে ঠিক; কিন্তু কু-দৃষ্টির কারণে নিয়তের মধ্যেও দুর্বলতা চলে আসবে।

কবি বলেন:

জান্নাতি হুরের কথা শুনে নামাযের প্রস্তুতি নিলাম,
কিন্তু প্রেমিকার দীপ্তি দেখে নিয়ত পাল্টে গেল।

## কু-দৃষ্টির কারণে স্মৃতি শাক্তি লোপ পায়

হযরত মাওলানা খলিল আহমাদ সাহারানপুরী র. বলতেন, গায়রে মাহরাম মহিলা ও নাবালেগ সুশ্রী ছেলেদের প্রতি কু-দৃষ্টিতে তাকানোর কারণে স্মরণশক্তি দুর্বল হয়ে যায়। এই কথার সত্যতার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, কুদৃষ্টিতে অভ্যস্ত হাফেজদের মঞ্জিল স্মরণ থাকে না, আর যারা হেফয পড়ছে তাদের সবক মুখস্ত করা কঠিন হয়ে যায়। ইমাম শাফেয়ী র. তাঁর উস্তাদ ইমাম ওয়াকী র.-এর কাছে স্মরণশক্তি কমে যাওয়ার অভিযোগ করলে ওয়াকী র. গোনাহ থেকে বাঁচার অসিয়ত করেন। ইমাম শাফেয়ী র. এই কথাগুলোকে কবিতাকারে এভাবে বলেছেন,

شَكَوتُ إِلَى وَكِيعٍ سُوءَ حِفظِيْ # فَأَوصَانِيْ إِلَى تَرْكِ الْمَاصِيْ

فَإِنَّ الْعِلْمَ نُوْرٌ مِّنْ إِلَهِيْ # وَنُوْرُ اللهِ لَا يُعْطَى لِعَاصِيْ

"আমি ইমাম ওয়াকী র.-এর নিকট নিজের স্মৃতিশক্তি কমে যাওয়ার অভিযোগ করলাম। তখন তিনি আমাকে ওসিয়ত করলেন, হে তালেবে ইলম! গোনাহ থেকে বেঁচে থাকো। কেননা, ইলম হলো আল্লাহ তাআলার নূর। আর আল্লাহ তাআলার নূর কোন গোনাহগারকে দেওয়া হয় না।"

## অবিস্মরনীয় ঘটনা

কথিত আছে, বাদশাহ আওরঙ্গজেব আলমগীর র.-এর কাছে এক বহুরূপী ধোঁকাবাজ প্রায়ই আসত। একেক সময়ে একেক রূপে আসত। আওরঙ্গজেব

ছিলেন একজন অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ ব্যক্তি। যিনি বিশাল এই ভূখণ্ডের রাজত্ব পরিচালনা করছিলেন। তিনি ধোঁকাবাজকে বারবারই চিনে ফেলতেন। দেখার সাথে সাথে বলে দিতেন তুমি অমুক, আমি ভালোভাবেই জানি। ধোঁকাবাজ হেরে যেত। দ্বিতীয় দিন অন্য রূপে আসত। সেদিনও বাদশাহ তাকে চিনে ফেলতেন এবং বলে দিতেন আমি চিনে ফেলেছি তুমি অমুকের রূপ ধারণ করেছ। এবারও ধোঁকাবাজ অপারগ। পরিশেষে কিছু দিন চুপচাপ গা ঢাকা দিয়ে থাকল। বাদশাহর দরবারে আসল না। দু'এক বছর পর এই গুজব রটে গেল যে, শহরে একজন দরবেশের আগমন ঘটেছে এবং সে অমুক পাহাড়ের চূড়ায় নির্জনতা অবলম্বন করছে। সহজে মানুষের সাথে দেখা দেন না। অনেক কষ্টে তার সাক্ষাত পেতে হয়। তিনি যার সালাম বা হাদিয়া কবুল করতেন এবং সাক্ষাত দিতেন সে বড় সৌভাগ্যবান বিবেচিত হতো। দরবেশ একেবারেই চুপচাপ ও দুনিয়া থেকে আলাদা জীবন যাপন করতেন।

বাদশাহ আলমগীর হযরত মুজাদ্দিদে আলফে ছানী র.-এর বিপ্লবী পাঠশালার শিষ্য ছিলেন। সুন্নতের খুব পাবন্দ ছিলেন। তিনি খুব সহজে কারো ভক্ত হয়ে যাবেন এমন ছিলেন না। রাজদরবারের মন্ত্রিরা কয়েকবার আবেদন জানালো, জাহাঁপনা! কখনো আপনিও তাশরীফ নিয়ে চলুন। দরবেশের সাথে সাক্ষাৎ করে তার থেকে দোয়া নিন। প্রথমে তাদের কথাকে গুরুত্ব দেননি। দু' চারবার বলার পর বাদশা বললেন, আচ্ছা ভাই! চলো যাই। যদি আল্লাহ তাআলার কোন মুখলিস বান্দা হয় যে নির্জনবাস অবলম্বন করছে তাহলে তার সাক্ষাতে লাভ ছাড়া তো ক্ষতি নেই। বাদশাহ তার সাক্ষাতে গেলেন। দরবেশের সামনে আদবের সাথে বসলেন এবং দোয়ার জন্য দরখাস্ত করলেন ও হাদিয়া পেশ করলেন। দরবেশ হাদিয়া গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানাল। বাদশাহ সেখান থেকে চলে আসছিলেন। তখন দরবেশ দাঁড়িয়ে আদবের সাথে কুর্নিশ করে বলল, জাহাঁপনা! আমাকে চিনতে পারেননি। আমি সেই বহুরূপী, কয়েকবার আপনার কাছে যার মুখোশ উন্মোচন হয়ে গিয়েছিল। বাদশাহ বললেন, হ্যাঁ! তাইতো আমি তোমাকে চিনতে পারিনি। কিন্তু বলো দেখি যখন আমি তোমাকে এত বড় মোটা অংকের হাদিয়া দিলাম, যার জন্য তুমি এতসব কারিশমা দেখাতে, তুমি কেন তা গ্রহণ করলে না। সে উত্তর দিল, বাদশাহ! আমি যাদের পোশাক পরেছি এবং বেশ ধারণ করেছি, বাদশার হাদিয়া গ্রহণ করা তাদের স্বভাব নয়। এজন্য আমি আপনার হাদিয়া গ্রহণ করিনি।

এই ঘটনা থেকে অন্তরে দাগ লাগে, এক বহুরূপী ধোঁকাবাজ যদি এই কথা বলতে পারে? তাহলে যারা শিক্ষিত ভদ্র লোক, নবীর উম্মত, নবীর দাওয়াত কবুল করে, অথচ নবীর নির্দেশিত পথ অবলম্বন করে না। এটা বড়ই দুঃখের বিষয়। এই ঘটনা আমি কেবল হাসি কৌতুক নয়, বরং এর বাস্তব বিষয়কে একটু সহজভাবে বুঝানোর জন্য বলছি। আমরা সত্যের বাণীর প্রচারক, দীনের ব্যাখ্যাকার। আমাদের এই বিষয়টি লক্ষ্য রাখা উচিত যে, এই দীন আমরা নবীদের থেকে গ্রহণ করেছি। যদি নবীগণ এই দীন নিয়ে না আসতেন তাহলে এর বাতাসও আমরা পেতাম না।

## মহিলারা কেন আযান দিতে পারবে না

মহিলাদের আওয়াজ যদিও পর্দার অন্তর্ভূক্ত, তবে প্রয়োজনে তারা গায়রে মাহরামের সাথে কথা বলতে পারবে। কিন্তু কথার মধ্যেও একটা আকর্ষণ থাকে। এজন্য ফুকাহায়ে কেরাম মহিলাদেরকে আযান দিতে নিষেধ করেছেন, যেহেতু আযান সুন্দর আওয়াজে দেওয়া হয়। এতে ফেতনা সৃষ্টি হওয়ার ভয় আছে। তার প্রমাণ এ কথা থেকে পাওয়া যায় যে, রেডিওতে সংবাদ পাঠিকা মহিলারও অনেক অপরিচিত প্রেমিক থাকে। আওয়াজের যাদু তার প্রভাব বিস্তার করে। এ জন্যই গায়রে মাহরামের সাথে কথা বলার সময় কঠিন স্বরে কথা বলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যে মহিলারা অপারগতার কারণে ক্রয়-বিক্রয়, লেন-দেনের কাজ নিজেই করে থাকেন তাদের অনেক ভয়ে থাকতে হয়। দোকানদার, টেইলার্স, জুয়েলারী ও ডাক্তারের সাথে তাদের খুব সতর্কতার সাথে কথা বলা উচিত। পুরুষরা তো সর্বদা মহিলাদেরকে আয়ত্বে নেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকে। যদি কোনো মহিলা একটু অসতর্ক হয় তাহলে এ অবস্থা ভিন্নরূপ ধারণ করতে পারে। যেমন ধরুন–

জুয়েলারীর কাজ তো এমনিতেই সাজ-সজ্জার সাথে সম্পৃক্ত। এমন অনেক মহিলা আছে যারা আংটি, চুড়ি ইত্যাদি ক্রয় করে দোকানদারকে বলে, পরিয়ে দিন। যখন হাতেই হাত দিয়ে দিলো তখন পর্দার আর কী রইল?

কবি বলেন-

লক্ষ্য আমার সফল হলো, হেমন্তের পরে বসন্ত এলো,
তোমার হাতে আমার হাত, আগুন এবার জ্বলে উঠুক।

ডাক্তার বা হাকীমকে রোগ সম্পর্কে বর্ণনা দিতে হয়। তখন অনেক সাবধানতা অবলম্বন করবে। এমন যেন না হয় যে, শরীরের চিকিৎসা করতে করতে অন্তরের রোগ হয়ে যায়। কিছু ডাক্তার রোগীর চিকিৎসা করতে গিয়ে নিজেরই প্রেম রোগ হয়ে যায়।

অনেকে নিজের উপযুক্ত মেয়েকে প্রাইভেট পড়ার জন্য পুরুষ শিক্ষকের কাছে পাঠায় বা পুরুষ শিক্ষককে ঘরে নিয়ে আসে। উভয় অবস্থার ফলাফল খারাপ হয়। শরীয়ত থেকে উদাসীন হয়ে যে কাজই করা হয় তার ফলাফল সর্বদা খারাপই হয়। শিক্ষকের পাশে বসে শিক্ষার্থীর কথা বলার সুযোগ হয়। তখন শয়তান পরামর্শ দেয়, বই পড়ার সাথে সাথে একে অন্যের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কেও জেনে নাও। যখন ব্যক্তিগত কথা শুরু হয়ে যায় তখন হারাম কাজের রাস্তা খুলে যায়, টিউশন পড়ছিল তো টেনশনে পড়ে যায়।

পুরুষদেরও উচিত মহিলাদের সাথে কথা বলার সময়ে সতর্কতা অবলম্বন করা। আল্লামা জাযরী র. লেখেন,

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَّخْضَعَ الرَّجُلُ بِغَيْرِ امْرَأَةٍ اَنْ يَّلِيْنَ لَهَا بِالْقَوْلِ بِمَا يَطْمَعُهَا مِنْهُ.

"নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের স্ত্রী ব্যতিত অন্য মহিলার সামনে নরম ভাষায় কথা-বার্তা বলতে নিষেধ করেছেন। কেননা এর ফলে পুরুষের প্রতি নারীর আকর্ষণ সৃষ্টি হয়।"

কিছু কিছু মেয়ে "পরিস্থিতির শিকার" এ বাহানা করে বিভিন্ন অফিস-আদালত, কল-কারখানা ও গার্মেন্টসে পুরুষের কাধে কাধ মিলিয়ে কাজ করে। এ মেয়েদেরকে ব্যভিচারে লিপ্ত করা শয়তানের জন্য একেবারেই সাধারণ বিষয়। অনেক সময় তো অফিসাররাই ইজ্জত নষ্ট করে কখনো বা সহকর্মী ছেলেরাই মেলামেশা করার রাস্তা বের করে। কখনো পুরুষেরা এমন অবস্থা সৃষ্টি করে যে, মেয়েরা গোনাহে লিপ্ত হতে বাধ্য হয়। যেমন কোন অফিসার কোন মেয়ের সাথে কঠোরতা করল। বলল, তুমি ঠিক মতো কাজ করো না, অতএব তোমাকে ছাটাই করে দেওয়া হবে। মেয়ে তখন আতংকিত হয়ে যায়। অন্য অফিসার তার হিকাকাঙ্ক্ষী হয়ে বলে, কোন ভয় নেই, কিছু হবে না। আমি সাহায্য করব। কিছুদিন পর দেখা গেল সেই মেয়ে এই সাহায্যকারী অফিসারের ফাঁদে পড়ে যায়। অফিস-

আদালতে কাজ করে এমন মেয়েদের কম-বেশি এ ধরনের অপছন্দনীয় ঘটনার সম্মুখিন হতে হয়। পাঁচ আঙ্গুল সমান হয় না। এ ধরনের পেশাজীবি মেয়েদের মধ্যে খুব কমই আছে যারা কোন পুরুষের উপর নির্ভর করে না, কোন পুরুষের সাথে ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে মতবিনিময় করে না। শুধু কাজের দিকে মনোযোগী হয়। কোন পুরুষ যদি তাদের সাথে অনর্থক কথা বলতে চায়, তাহলে তাদের ধমক দিয়ে দেয়। যদিও তারা অফিসে প্রসিদ্ধ হয়ে যায় এমন আচরণের জন্য; কিন্তু তারা তাদের ইজ্জত তো বাঁচিয়ে নিল।

গায়রে মাহরামের সাথে কথা বলাও যিনার কারণসমূহের মধ্যে একটি বড় কারণ। এই জন্য কোরআনে কারীমে মহিলাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যদি কোন প্রয়োজনে গায়রে মাহরামের সাথে কথা বলতে হয় তাহলে কথার মধ্যে যেন নম্রতা ও মাধুর্যতা সৃষ্টি না হয়। সাজিয়ে গুছিয়ে সুন্দর করে কথা বলবে না। ইরশাদ হয়েছে–

فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِىْ فِىْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَّقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا.

"তোমরা কথা বলার সময় কোমলতা করো না। সেই ব্যক্তির মধ্যে কামনা বাসনা হতে পারে, যার অন্তরে ব্যধি রয়েছে। আর তোমরা ন্যায়সঙ্গত কথা বলবে।" (সূরা আহযাবঃ ৩২।)

মহিলাগণ পর্দার আড়ালে থেকেও যদি কথা বলে, তখনও মিষ্টি আওয়াজ ও আকর্ষণ সৃষ্টিকারী স্বরে কথা বলবে না, বরং কণ্ঠস্বর শুকনো রাখবে। এমন কোন কথা বলবে না যা শুনে পুরুষের উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। এ ব্যাপারে মহিলাদের সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি। কথা বলবে পরিষ্কার ভাষায় এবং সংক্ষিপ্ত ভাবে। যে কথা দুই বাক্যে বলা যায় তা এক বাক্যে বলতে পারলে ভালো। এতে করে পুরুষও শুধু শুধু এক কথাকে দ্বিতীয়বার বলার সাহস পাবে না।

যখন মহিলা এবং পুরুষ পরস্পরে নিঃসংকোচে কথা বলতে অভ্যস্ত হয়ে যায় তখন বিষয়টি অনেক দূর এগিয়ে যায়। অর্থাৎ একে অপরকে দেখতে চায়। তার প্রমাণ কুরআন মাজীদে পাওয়া যায়। যেমন-নবীগণ কম বেশি একলাখ চব্বিশ হাজার এসেছেন। কিন্তু তাদের কেউ দুনিয়ায় আল্লাহ তাআলাকে দেখার ইচ্ছা করে নি। শুধু মূসা আ. বললেন,

"رَبِّ اَرِنِیْ اَنْظُرْ اِلَیْكَ" "হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আপনার দীদার দিন।" (সূরা আ'রাফ: ১৪৩।)

মুফাসসিরীনগণ লেখেন, যেহেতু মূসা আ. তূর পর্বতে আল্লাহ্ তাআলার সাথে কথা বলার জন্য যেতেন। তাই কালীমুল্লাহ্ হওয়ার সুবাদে তাঁর অন্তরে প্রকৃত প্রেমিককে দেখার আগ্রহ জন্মালো। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কথায় কথা বাড়ে। প্রথমে কথা বলার সিদ্ধান্ত হয়। পরে দেখার সুযোগ হয়। দেখা হয়ে গেলে সাক্ষাতের আগ্রহ জন্মে। তখন অন্তরে বাজে–

তুমি খোদা না আর আমার প্রেম ফেরেশতাদের মতো না,
তুমিও মানুষ আমিও মানুষ তবে কেন এতো পর্দা।

যখন পর্দা উঠে যায় তখন মেলা-মেশার ধারাবাহিকতা শুরু হয়ে যায়। যার পরিণতি কেবলই অপমান আর বে-ইজ্জতী।

## কু-দৃষ্টির তিনটি বড় ক্ষতি

কু-দৃষ্টির মাধ্যমে মানুষের মধ্যে নফছানি খাহেশাতের বন্যা বয়ে যায়। আর মানুষ সেই বন্যার স্রোতে ভেসে যায়। কু-দৃষ্টির প্রধানত তিনটি বড় ক্ষতি হয়।

১। কু-দৃষ্টির কারণে মানুষের অন্তরে এক কাল্পনিক প্রেমিক-প্রেমিকার কল্পনা সৃষ্টি হয়। কাল্পনিক প্রেমিকার সুশ্রী মুখাবয়ব তার অন্তর ও মস্তিষ্কে চেপে বসে। তখন ঐ ব্যক্তি একাকিত্বে তার কল্পনার স্বাদ অনুভব করে। কখনও তো ঘণ্টার পর ঘণ্টা কল্পনার দুনিয়ায় তার সাথে কথা বলে। অবস্থা এমন হয়ে যায় যে,

যখন কেউ থাকে না কাছে
তখন তুমি থাকো পাশে।

কু-দৃষ্টির সাথে সাথে শয়তান মানুষের অন্তর ও মস্তিষ্কে চড়ে বসে। সে তাকে শয়তানী কাজ করার জন্য তাড়া করতে থাকে। যেমনিভাবে খালি ময়দানে ঝড়ো হাওয়া বয়ে গেলে তার নিদর্শন রেখে যায়, শয়তানও তেমনি সেই ব্যক্তির অন্তরে নিজের স্মৃতি রেখে দেয়। দেখা সেই আকৃতিকে আরো সুন্দর ও সুসজ্জিত করে তার সামনে উপস্থাপন করে। কাল্পনিক এক আকর্ষণীয় ভাস্কর্য তৈরী করে দেয়। আর সে ব্যক্তির মন দিনরাত সেই ভাস্কর্যের পূঁজা করতে থাকে। সে কেবল কিছু মিথ্যা আশা-

আকাঙ্ক্ষায় ফেঁসে যায়। এর নামই হলো রিপু ও নফসের পূঁজা, খাহেশাতের পূঁজা। ইরশাদ হয়েছে–

وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا.

অর্থ: 'আর এমন ব্যক্তির কথায় কর্ণপাত করবেন না, যার অন্তরকে আমি আমার স্মরণ থেকে গাফেল রেখেছি। ফলে সে তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং তার কার্যক্রম হচ্ছে সীমা অতিক্রম করা।'

-সূরা কাহ্‌ফ: ২৮।

কাল্পনিক এই সত্তা থেকে জান বাঁচানো ব্যতিত না ঈমানের স্বাদ ভাগ্যে জুটবে আর না আল্লাহর নৈকট্য হাসিল হবে। কবি বলেন–

بتو کو توڑ تخیل کے ہوں کہ پتھر کے

২। কু-দৃষ্টির দ্বিতীয় ক্ষতি হলো, মানুষের অন্তর ও মস্তিষ্ক এলোমেলো হয়ে যায়। ফলে সে নিজের কল্যাণকর ও অকল্যাণকর কাজকেও ভুলে যায়। ঘরে সুন্দরী, সুশ্রী, নেককার ও বাধ্য স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও তার অন্তর বিবির প্রতি আকৃষ্ট হয় না, স্ত্রীকে ভালো লাগে না। ছোট ছোট বিষয়ে তার সাথে ঝগড়া লেগে যায়। ঘরের পরিবেশে সে অস্বস্তি বোধ করে। অথচ এই ব্যক্তিই বেপর্দা ঘুরাফেরা করে এমন মহিলাদের দিকে লোভাতুর দৃষ্টিতে তাকায়। যেভাবে শিকারী কুকুর তার শিকারের প্রতি তাকায়। অধিকাংশ সময় এ ধরনের ব্যক্তির মন কোন কাজে বসে না। যদি ছাত্র হয় তবে তার পড়া-লেখা ছাড়া সবই ভালো লাগে। যদি ব্যবসায়ী হয় তাহলে ব্যবসায় তার মন বসে না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুয়ে থাকে কিন্তু ঘুম তো আর আসে না। কেউ দেখলে মনে করবে সে ঘুমিয়ে আছে। অথচ সে কাল্পনিক প্রেমিকার চিন্তায় মগ্ন।

৩। কু-দৃষ্টির তৃতীয় বড় ক্ষতি হলো, অন্তর ন্যায়-অন্যায় ও সুন্নত-বিদআতের পার্থক্য করতে অক্ষম হয়ে যায়। দূরদর্শিতার শক্তি হারিয়ে ফেলে। দীনি ইলম ও তার গভীরতা থেকে বঞ্চিত হতে থাকে। গোনাহর কাজকে গোনাহ মনে হয় না। তখন শয়তান দীন সম্পর্কে তাকে সন্দেহে লিপ্ত করে দেয়। সে দীনদার ও নেককার ব্যক্তিদের সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য করতে থাকে। এক পর্যায়ে তাদেরকে ঘৃণা করে। নিজে নিজেকে হকের উপর আছে বলে মনে করে। পরিশেষে

ঈমান থেকে বঞ্চিত হয়ে জাহান্নামের পথে চলে যায়। আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সকলকে হেফাজত করুন। আমীন!

## কু-দৃষ্টি থেকে বাঁচার বিশেষ পুরস্কার

যে ব্যক্তি দৃষ্টিকে হেফাজত করবে আখেরাতে সে দুটি নেয়ামত লাভ করবে।

১. প্রত্যেকবার দৃষ্টিকে হেফাজতের প্রতিদানস্বরূপ আল্লাহ্ তাআলার দীদার নসিব হবে।

২. এমন চোখ কিয়ামতের দিন ক্রন্দন করা থেকে মুক্ত থাকবে।

হাদিসে এসেছে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, প্রত্যেক চোখ কিয়ামতের দিন কাঁদবে। তবে তিন প্রকারের চোখ কাঁদবে না। যথা:-১) যে চোখ হারাম বস্তু দেখা থেকে বিরত থাকবে, ২) আল্লাহর রাস্তায় জাগ্রত থাকবে ৩) এবং আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করবে। যদিও মাছির মাথা সমপরিমান অশ্রু বের হয়। এ তিন প্রকারের চোখ কিয়ামতের দিন কাঁদবে না।

## আব্দুল্লাহ্ ইবনে মোবারক র.-এর জীবনী

### হযরত আব্দুল্লাহ্ র.-এর পিতার ঘটনা

অনেক দিন আগের কথা। হাররান শহরে এক তুর্কি ব্যবসায়ী বসবাস করত। সে ছিল প্রচুর ধন-সম্পদের মালিক। আপেল, আঙ্গুর, আনার ইত্যাদির বড় বড় বাগান ছিল। জাঁকজমকপুর্ণ বাসভবন ছিল। অঢেল সম্পদ ছিল। আরাম-আয়েশের কোনো কমতি ছিল না। লোকেরা তার জীবন দেখে ঈর্ষা করত। কিন্তু তার এক চিন্তা ছিল, সবসময় তাকে সে চিন্তায় বিভোর রাখত। বন্ধু-বান্ধবদের সাথে পরামর্শ করত। কিন্তু কোনো মিমাংশা করতে পারছিল না!

বিষয়টি ছিল, তার ছিল এক যুবতী মেয়ে। খুবই সুন্দরী, সৎ ও রুচিশীল। সভ্য-ভদ্র, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দীনদারীর মতো সকল গুণই আল্লাহ তাকে দিয়েছেন। বিভিন্ন ঘর থেকে তার বিবাহের প্রস্তাব আসছিল। যেহেতু তিনি উঁচু ও সম্ভ্রান্ত বংশের লোক সাথে সাথে আল্লাহ্ তাকে অনেক ধন-সম্পদও দিয়েছেন। অত্যন্ত সৎ ও নেক বান্দা ছিলেন। এজন্য প্রত্যেকেই কামনা করত তার মেয়েকে বিবাহ করতে।

কিন্তু তুর্কি এই ব্যবসায়ীর কোন ছেলেকেই পছন্দ হচ্ছিল না। উঁচু বংশ থেকেও তার মেয়ের জন্য প্রস্তাব আসে; কিন্তু মেয়ের পিতা সবাইকে না বলে দেন। তিনি যে ধরনের ছেলের সাথে নিজ আদরের কন্যাকে বিয়ে দিতে চাচ্ছিলেন ঐ ধরনের ছেলে তিনি পাচ্ছিলেন না।

**হযরত মোবারক র.-এর সততা :** তুর্কি ব্যবসায়ীর বাগান যিনি দেখা-শোনা করতেন, তার নাম ছিল মোবারক। বাস্তবেও তিনি মোবারক। অত্যন্ত সৎ ও ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন। তুর্কি ব্যবসায়ী অন্তর থেকে তাকে সম্মান করতো এবং সব কাজে তার উপর নির্ভর করতো।

একদিন হঠাৎ এই তুর্কি ব্যবসায়ী নিজের বাগানে গেলেন। মোবারক বাগানে কাজে ব্যস্ত ছিলেন। মালিককে দেখে চট করে চলে আসলেন। সালাম করলেন। কিছু কথাবার্তা হলো। কিছুক্ষণ পর মালিক বললেন, মোবারক! যাও একটা মিষ্টি আনার ছিড়ে আনো। মোবারক বাগানে গিয়ে বড় দেখে সুন্দর একটা আনার নিয়ে আসলেন। মালিক আনারটি ভেঙে কিছু দানা মুখে দিলেন। বললেন, আরে বেটা! এটা তো অনেক টক, তুমি কেমন আনার নিয়ে আসলে?

-মালিক: বিরক্ত হয়ে বললেন। যাও আরেকটা নিয়ে আসো।

-মোবারক: আরেকটা আনব? হুজুর!

মালিক: হ্যাঁ, একটু মিষ্টি দেখে নিয়ে আসো। এতোদিন হয়ে গেল, এখন পর্যন্ত তোমার জানা নেই, কোন গাছের আনার মিঠা।

মোবারক: হুজুর আমি কিভাবে জানবো? আপনি আমাকে কোন আনারটি মিষ্টি আর কোনটি টক তা দেখার জন্য তো রাখেন নি। আমার কাজ তো শুধু বাগান দেখা-শোনা করা। কোন্ গাছের আনার মিষ্টি আর কোন্ গাছের আনার টক তার সাথে আমার কী সম্পর্ক?

মোবারকের এই কথা শুনে মালিক খুব খুশি হলেন। মনে মনে বলতে লাগলেন, মোবারক কত দীনদার ব্যক্তি! এ তো মানুষ নয় কোন ফেরেশতা হবে। এমন ব্যক্তির কাজ কি বাগান পরিচর্যা করা? এ ব্যক্তি তো সব সময় আমার সাথে থাকার উপযুক্ত। আমি প্রত্যেক কাজে তার সাথে পরামর্শ করব এবং তার সংস্পর্শে থেকে দীনি বিষয়াদি শেখব।

এই মনে করে তিনি মোবারককে বললেন, ভাই! তুমি আমার সাথে আমার বাড়িতে চলো। আজ থেকে তুমি আমার বাড়িতে আমার সাথে থাকবে। বাগান

পরিচর্যা করার জন্য আমি অন্য লোক রাখব। মোবারক খুশি খুশি মালিকের সাথে বাড়িতে গেলেন এবং আরাম আয়েশের সাথে থাকতে লাগলেন। মালিক অধিকাংশ সময় মোবারকের সৎ সংস্পর্শে বসতেন। দীনি ও ঈমানী কথা-বার্তা শুনতেন। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আলোচনা শুনে খুশি হতেন।

একদিন মোবারক দেখলেন, মালিক কিছু ভাবছেন। মনে হয় বড় কোন পেরেশানি হবে। জিজ্ঞেস করলেন, ভাই! কি অবস্থা? আজ আপনাকে বড় চিন্তিত মনে হচ্ছে। মালিক যেন এই প্রশ্নেরই অপেক্ষা করছিলেন। মালিক তার পেরেশানির কাহিনী শোনালেন।

মালিক: মোবারক! তুমি বলো, আমি এখন কি করব? অসংখ্য প্রস্তাব। কাকে কথা দেব আর কাকে না করব ভেবে পাচ্ছি না। রাতদিন এই চিন্তায় হাবুডুবু খাচ্ছি। কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারছি না।

মোবারক: নিঃস্বন্দেহে এটা চিন্তার বিষয় যুবতী মেয়ে যখন ঘরে থাকে, তখন মা-বাবা চিন্তিত থাকেন। যদি উপযুক্ত সম্বন্ধ মিলে যায় তাহলে জীবন ভর সুখ ও শান্তি। আর আল্লাহ না করুক! যদি কোন খারাপ সম্বন্ধ ভাগ্যে জুটে তাহলে সারা জীবনের কান্না।

মালিক: অতএব তুমি কোন পরামর্শ দাও।

মোবারক: হুজুর! তবে আমার মতে এটা এমন কোন বিষয় নয় যে, রাতদিন চিন্তায় মগ্ন থেকে নিজের স্বাস্থ্য নষ্ট করবেন। আল্লাহ তাআলার শোকর! আমরা মুসলমান। জীবনের প্রতিটি কাজে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন-চরিত্রই আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ। যখন আমরা সেই আদর্শ অনুযায়ী আমল করব, ইনশাআল্লাহ! আমাদের সামনে ভালোই আসবে। মোবারক পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে বলে গেলেন।

মালিক: আচ্ছা! তাহলে বলো! রাসূল সা.-এর আদর্শের আলোকে এখন আমার কী করা উচিত? এটা তো বাস্তব, যখন কোন মুসলমান এমন উত্তম আদর্শ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে সেই লাঞ্ছিত হবে।

মোবারক: দেখেন! ইসলামের পূর্বে লোকজন যশ-খ্যাতি আর বংশীয় ঐতিহ্য তালাশ করত। কিন্তু রাসূল সা. মুসলমানদেরকে সর্বদা তাগিদ দিতেন, সম্বন্ধ করার সময় তোমরা ধার্মিকতা ও দীনদারী দেখবে। মালিক এ কথা শুনে খুশিতে আত্মহারা হয়ে বললেন, মোবারক! আল্লাহ তাআলার কসম! তুমি আমার সব চিন্তা দূর করে দিয়েছ। এখন আমার কোন চিন্তাই নেই।

**মোবারকের বিবাহ :** মালিক খুশিতে ঘরে গেলেন। বিবিকে পুরো ঘটনা শোনালেন। সেও খুশি হলো। মোবারকের সততা ও জ্ঞান-গরীমার প্রশংসা করতে লাগলো। তুর্কি ব্যবসায়ী এটাকে উপযুক্ত সুযোগ মনে করে বিবিকে বললেন, তাহলে কেন আমরা আমাদের প্রিয় কন্যার বিবাহ মোবারকের সাথে দেব না?

বিবি বলল, হায়! এটা কি বললেন? ঘরের কাজের লোকের সাথে? গোলামের সাথে! লোকেরা কি বলবে? স্ত্রী চিৎকার শুরু করল।

–মালিক: কাজের লোক হলে সমস্যা কী?

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা সম্পর্কের সময় সততা ও দীনদারী দেখবে। আল্লাহর কসম! আমার যাচাইয়ে পুরো হাররান শহরে মোবারকের চেয়ে সৎ ও দীনদার কাউকে আমি দেখিনি। সে অনেক জ্ঞানী ও আমানতদার। যদি প্রিয় নবী সত্য হয় আর তাঁর কথা মানার মধ্যে যদি আমাদের কল্যাণ থাকে তাহলে দুনিয়া থেকে বিমুখ হয়ে আমাদের কলিজার টুকরাকে মোবারকের হাতে তুলে দেওয়া উচিৎ। যদি আমরা এমনটা না করি তাহলে রাসূল সা.-এর কথাকে মিথ্যা আখ্যায়িত করা হবে। তুর্কি ব্যবসায়ী পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে বলে গেলেন। স্বামীর দৃঢ়তা দেখে এবং সহজ সরল সত্য কথা শুনে স্ত্রীও অন্তর থেকে রাজী হয়ে গেলেন। হাররান শহরের ধনী ব্যক্তির চাঁদের টুকরোর মতো কন্যার বিয়ে এমন এক গরীবের সাথে দিলেন। যার কাছে না ছিল পয়সা আর না ছিল ঘর, আর না কোন উচু বংশের লোকের সাথে সম্পর্ক। তার কাছে যা ছিল তা হলো ঈমান, ইসলাম, নেকী এবং তাকওয়ার মতো দৌলত। এটা ঐ মেয়ে ছিল যার জন্য হাররান শহরের বড় বড় ব্যবসায়ীও প্রস্তাব পাঠাত। সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলেরা প্রস্তাব পাঠাত। কিন্তু মোবারকের সততা আর তাকওয়ার কাছে সবাই হেরে গেল।

**হযরত আব্দুল্লাহ র.-এর জন্ম :** মোবারকের বিবাহ হয়ে গেল। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই আনন্দে দিন কাটাতে লাগল। মোবারক যেমন ছিলেন সৎ, তেমনি তার স্ত্রীও ছিলেন লাখে একজন। কিছুদিন পর আল্লাহ তাআলা তাদেরকে চাঁদের মতো একটা পুত্র সন্তান দিলেন। মা-বাবার খুশির অন্ত ছিল না। ছেলের নাম রাখলেন আব্দুল্লাহ এবং বাস্তবেও সে আব্দুল্লাহই প্রমাণিত হলো। এই সেই আব্দুল্লাহ, যাঁর ইলম ও তাকওয়ার প্রসিদ্ধি সারা দুনিয়া জুড়ে বিস্তৃত। যাঁকে পূর্ব পশ্চিমের আলেম বলা হয়। যিনি ছিলেন

প্রকৃতপক্ষে ইসলামের নমুনা। আব্দুর রহমান ইবনে মাহদী র. এবং আহমাদ ইবনে হাম্বল র.-এর মতো বুযূর্গরা ছিলেন যাঁর শিষ্য।

কিছুদিন পর তুর্কি ব্যবসায়ীর ইন্তেকাল হয়ে গেল। তার অঢেল ধন-সম্পদের এক বড় অংশ হযরত আব্দুল্লাহর পিতা হযরত মোবারক র. পেলেন। এই সমস্ত সম্পদ হযরত আব্দুল্লাহর কাজে আসলো। নেককার পিতা এই পুরো সম্পত্তি ছেলের শিক্ষা-দীক্ষায় ব্যয় করলেন। আর আল্লাহ তাআলারও ইচ্ছা ছিল, আব্দুল্লাহ র.-কে হাদীসের ইমাম বলা হোক।

**মাতৃভূমি :** হযরত আব্দুল্লাহ র.-এর মাতৃভূমি হলো 'মারু'। এইজন্য তাকে মারুযী বলা হয়। মারু খোরাসানের অন্তর্গত মুসলিম অধ্যুসিত অনেক পুরাতন শহর। এখানে কোন এক সময় ইসলামী শিক্ষা-দীক্ষা ও দীনদারীর স্বর্ণযুগ ছিল। চতুর্দিকে দীন ও ঈমানের চর্চা ছিল। বড় বড় আলেম ও বুযূর্গ এখানে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। যারা আল্লাহ তাআলার দীন ও রাসূল সা.-এর হাদীসের অনেক খেদমত করেছেন।

**শৈশব :** নেক মা-বাবা হযরত আব্দুল্লাহর শিক্ষা এবং লালন পালনে কোন প্রকার ত্রুটি করেননি। শুরু থেকেই তাঁকে যথেষ্ট আদর-ভালোবাসা দিয়ে লাল-পালন করেছেন। দীন ও চারিত্রিক গুণাবলি শিখিয়েছেন। নেক ও ভালো কাজের শিক্ষা দিয়েছেন। কুরআন শরীফ বুঝিয়ে বুঝিয়ে পড়িয়েছেন। রাসূলের হাদীস শিখিয়েছেন। যোগ্য মানুষ হিসাবে গড়ে তুলতে সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন। পিতা-মাতা নিজেরা নেককার ছিলেন। তাদের অন্তরের আকাঙ্ক্ষা ছিল, তাদের ছেলেও একজন ভালো মানুষ হবে এবং দুনিয়াতে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে।

কিন্তু প্রথম পর্যায়ে তাদের সমস্ত চেষ্টা বিফলে গেলো। আব্দুল্লাহ রাতদিন খেলাধুলায় মগ্ন থাকত। সমস্ত কাজেই উদাসীন। সর্বদা খারাপ কাজে জড়িয়ে থাকত। রাতদিন গান-বাদ্য, খেল-তামাশাই তাঁর প্রিয় বস্তু ছিল। আর যৌবন কালে তো বন্ধু-বান্ধবের সাথে মদ্যপান করতেও শুরু করে দিল। সারা রাত বন্ধুদের সাথে আড্ডায় কাটিয়ে দিত এবং সেখানে গান-বাজনা করা হতো।

**আল্লাহ তাআলার রহমত আব্দুল্লাহর হাত ধরল :** আব্দুল্লাহর এই উশৃঙ্খল জীবন দেখে পিতা-মাতা বেশ চিন্তিত থাকতেন। না খেতে ভালো লাগত না পান করতে। ভিতরে ভিতরে কষ্ট পেতেন এবং কাঁদতেন। ছেলের লালন-পালনের জন্য তারা কি না করেছিলেন? কিন্তু মানুষের সাধ্যে

কি আছে? অন্তরকে বদলে দেওয়ার ক্ষমতা তো আল্লাহ তাআলার হাতে। তাদের সাধ্যে যা ছিল তারা তা করছিলেন। মান্নত মানতেন, সদকা দিতেন এবং আল্লাহর কাছে কেঁদে কেঁদে দোয়া করতেন।

এক রাতে আব্দুল্লাহর বন্ধুরা একত্রিত হলো। গান-বাজনার আড্ডা খুব গরম ছিল। মদ্যপান চলছিল এবং সবাই নেশায় ছিল বিভোর। ঘটনাক্রমে আব্দুল্লাহ ঘুমিয়ে পড়ল এবং সে এক অদ্ভূত স্বপ্ন দেখল। সে দেখল!

"খুব প্রশস্ত ও সুন্দর বাগানের এক গাছের ডালের উপর একটি পাখি বসে আছে। সুন্দর সুমিষ্ট সুরে কুরআন শরীফের এই আয়াত তেলাওয়াত করছে, اَلَمْ يَاْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ.

"আল্লাহর জিকির শুনে মুমিন বান্দাদের অন্তর কেঁপে ওঠবে এবং বিগলিত হয়ে যাবে সে সময় কি এখনো হয়নি?" (সূরা হাদিঃ ১৬।)

হযরত আব্দুল্লাহ ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। তাঁর মুখে উচ্চারিত হচ্ছিল "আল্লাহ! সে সময় এসে গেছে"। তিনি উঠে মদের বোতল ছুড়ে ফেলে দিলেন। বাদ্যযন্ত্র ভেঙে চুরমার করে ফেললেন। রঙ্গীন কাপড় ছিড়ে ফেললেন এবং গোসল করে সত্যিকার অর্থে তওবা করে আল্লাহ তাআলার সাথে দৃঢ় অঙ্গীকার করলেন, আর কখনো তোমার অবাধ্য হবো না। আর কখনো কোন খারাপ কাজের কাছেও যাব না। গোনাহ থেকে এমন পবিত্র হয়ে গেলেন, যেন কখনো গোনাহই করেন নি। সত্যিকার অর্থে তওবা এমনই জিনিস। মানুষ যদি আন্তরিকভাবে আল্লাহর সাথে ওয়াদা করে এবং খারাপ কাজ থেকে বাঁচার দৃঢ়ভাবে ইচ্ছা করে তাহলে আল্লাহ তাআলা বান্দাকে সাহায্য করেন। নেক কাজের রাস্তা খুলে দেন। অতঃপর ঐ রাস্তার উপর চলা তার জন্য সহজ হয়ে যায়। তখন খারাপ রাস্তায় যাওয়া এতই কঠিন হয়ে যায়, যেমন কঠিন জ্বলন্ত আগুনে ঝাপ দেওয়া। আমাদের কখনো আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ না হওয়া চাই। একটা সময় ছিল, যখন আব্দুল্লাহ সমস্ত রাত গোনাহে লিপ্ত থাকত। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করত। প্রত্যেকে তাঁর এ নষ্ট জীবনকে ঘৃণা করত। কিন্তু যখন সে সত্যিকার অর্থে তওবা করল, নিজের কৃতকর্মের উপর লজ্জিত হলো এবং আল্লাহ তাআলার সাথে কখনো খারাপ কাজে না যাওয়ার দৃঢ় অঙ্গিকার করল তখন আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁর হাত ধরল। তিনি ভালো পথে চলতে লাগলেন। তিনি এমন নেককার হয়ে গেলেন, নিজ যুগের সমস্ত আলেম তাঁকে সর্দার মেনে নিলেন। হাদীসের ইমাম বলতে

লাগলেন এবং আজও পর্যন্ত দুনিয়ার মানুষ তাঁর নেককর্ম ও ইলম থেকে উপকৃত হচ্ছে।

**তৎকালিন যুগের শিক্ষা ব্যবস্থা :** হযরত আব্দুল্লাহ র. ১১৮ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮১ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। এটা ছিল সে সময়, যখন শিক্ষার এত ব্যাপক ব্যবস্থাপনা ছিল না। না আধুনিক বিজ্ঞানের গবেষণা শুরু হয়েছিল। না এত বিষয় আবিষ্কার হয়েছিল। না নিয়মতান্ত্রিকভাবে স্কুল-কলেজ ছিল। আর না ছিল বড় বড় ইউনিভার্সিটি। তবে বিভিন্ন জায়গায় দীনের কিছু আলেম ছিলেন। যাঁরা কুরআন-হাদিসে ছিলেন বিজ্ঞ। ছিলেন দীনের গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী। কোন ধরনের বিনিময় ছাড়াই লোকদেরকে আল্লাহর দীন শেখাতেন। দূর-দূরান্ত থেকে ছাত্র এসে তাদের কাছ থেকে ইলম অর্জন করতেন। ঐ সময় ইলম না দুনিয়ার ধন-দৌলত উপার্জন করার জন্য না পাওয়ার জন্য অর্জন করত। মানুষ নিজেদের আগ্রহে পড়ত। নিজের সব সম্পদ ব্যয় করে ইলম শিখত এবং কোন বিনিময় ছাড়াই অন্যকে শেখাত। দীন অন্য ব্যক্তি পর্যন্ত পৌঁছানো এবং দীনের কথা শেখানোকে নিজের দীনি দায়িত্ব বলে মনে করত।

এ সকল লোক ভালো ভাবেই জানেন, দীনি ইলম অর্জন করা এবং প্রচার করা মুসলমানদের উপর ফরজ। আল্লাহ তাআলার কাছে সবচেয়ে ভালো ও পছন্দনীয় কাজ এটাই যে, মানুষ ইলমের আলো অর্জন করে মূর্খতার অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসবে। নিজেও ইলমের আলো জ্বালিয়ে পথ চলবে এবং অন্যকেও চালাবে। আল্লাহর দীন শিখে অন্যকে শেখাবে। মানুষের কাছে বিনিময় চাইবে না। বিনিময় শুধু আল্লাহর কাছ থেকে চাইবে। এমন পবিত্র নিয়ত নিয়ে এ সকল লোক নিজে ইলম অর্জন করতেন এবং অন্যকেও এমন নিয়ত নিয়েই শেখাতেন।

সে যুগে লোকেরা কুরআন, হাদীস, ফিকহ, আদব, শের ও নাহু-ছরফ ইত্যাদি ইলম শিক্ষা করতেন। বিশেষভাবে হাদীসের বেশ চর্চা ছিল। প্রিয় নবী সা.-এর হাদীস জানা, এগুলোকে একত্রিত করা, বুঝা এবং মুখস্থ করার প্রতি সবাই মনোযোগী হতেন এবং একে সবচেয়ে বড় কাজ মনে করতেন। বাস্তবতাও এই যে, তা অনেক বড় ইলমী ও দীনি কাজ ছিল যা ঐ যুগের বুযূর্গরা পরিচালনা করেছিলেন।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের পবিত্র জীবনে যা কিছু করেছেন ও বলেছেন, সাহাবায়ে কেরাম রা. সেগুলোকে দেখে-শুনে তার উপর আমল করেছেন এর নামই হাদীস।

সাহাবায়ে কেরাম রা. যেহেতু দীনের প্রচার-প্রসারের জন্য বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে পড়েছিলেন এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার জন্য দেশে দেশে ঘুরেছেন, এজন্য হাদীসের পিপাসুরা তাঁদের অবস্থা জেনে দূর-দূরান্ত থেকে সফর করে তাঁদের কাছে পৌঁছতেন। তাঁদের থেকে হাদীস শুনতেন, লিখতেন এবং মুখস্থ করতেন। সাহাবাদেরকে যারা দেখেছেন তাদেরকে তাবেয়ী বলে। রাসূলের প্রিয় সাহাবাগণ যখন দুনিয়া থেকে চলে গেলেন তখন তাবেয়ীনদের যুগ আসলো। এরা সেই লোক যারা সাহাবাদের থেকে হাদীস শুনেছেন, বুঝেছেন এবং স্বচক্ষে তাঁদেরকে দেখেছেন। যাঁদের জীবন ছিল রাসূলের হাদীসের বাস্তব চিত্র।

যাহোক, এরপর তাবেয়ীরা বিভিন্ন দেশে ও শহরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়লেন। বিভিন্ন জায়গায় তাঁদের ইলমের বাতি প্রজ্জ্বলিত হতে লাগল। হাদীসের শিক্ষার্থীরা দূর-দূরান্ত থেকে ভ্রমণের কষ্ট সহ্য করে তাঁদের নিকট পৌঁছতো। তাঁদের দর্শন লাভ করে চোখ শীতল করত। প্রিয় রাসূলের প্রিয় হাদীস শুনতেন। এর আলো ঘরে ঘরে পৌঁছানোর দৃঢ় অঙ্গিকার নিয়ে ফিরে যেতেন। এদেরকে বলে "তাবে তাবেয়ীন"।

তাবেয়ীন ও তাবে তাবেয়ীন কুরআন হাদীস বুঝার জন্য নিজেদের সমস্ত জীবন কুরবান করে দিয়েছিলেন। কুরআন হাদীসের সূক্ষ্ম বিষয় গুলো ভালো ভাবে বুঝেছেন। কুরআন হাদীসের ইলমের গভীরতা অর্জন করেছেন এবং তার শিকড়ে পৌঁছার জন্য পুরো জীবন অতিবাহিত করেছেন। কিন্তু কুরআন ও হাদিসে মানুষের প্রয়োজনীয় ছোট বড় সমস্ত মাসআলা বর্ণনা করা হয়নি। তবে তাতে মৌলিক নিয়ম-কানুন বয়ান করা হয়েছে। এই জন্য এ সকল মনীষিদের অন্যতম কাজ ছিল, জ্ঞানের এক নতুন দিগন্ত আবিষ্কার করে কুরআন হাদীসের উপর আমল করার রাস্তা সহজ করা।

আমাদের জীবনের অসংখ্য প্রয়োজন রয়েছে। প্রতিটি পদে পদে আমাদের জানা প্রয়োজন, এই ক্ষেত্রে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধান কি? শরীয়তের মাসআলা কি? কোন রাস্তা ইসলামের অনূকুলে আর কোন রাস্তা ইসলাম পরিপন্থী। এ সকল মনীষীরা আমাদের প্রতিটি প্রয়োজনকে সামনে রেখে কুরআন ও হাদীস থেকে শরীয়তের মাসআলা ও তার হুকুম বুঝার মূলনীতি নির্ধারণ করেছেন এবং বিস্তারিতভাবে সে সকল মাসআলা ও তার হুকুম আহকামকে কিতাবে একত্রিত করেছেন। এরই নাম "ফিকাহ"। ফিকহের শাব্দিক অর্থ হলো বুঝা। এই ইলমকে ফিকাহ এই জন্য বলা হয়,

কুরআন ও হাদীসের উৎস বুঝা অনেক চিন্তা-ভাবনার কাজ। এর জন্য দীনের গভীর জ্ঞান ও চূড়ান্ত পর্যায়ের বোধ শাক্তির প্রয়োজন। যারা ফিকাহ্ জানে এবং কুরআন ও হাদীসের নির্দেশাবলি জানে তাদেরকে ফকীহ্ বলে।

আমাদের উপর এ সকল মনীষীদের অনেক বড় অনুগ্রহ। তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও চেষ্টার ফলে আজ আমরা সবচেয়ে সহজ ও সাবলীলভাবে দীনের উপর আমল করতে পারছি। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ অনুযায়ী চলতে পারছি এবং দীন ও দুনিয়া অনুযায়ী সফল জীবন যাপন করতে পারছি। কিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানরা তাঁদের কর্মের সুফল ভোগ করবে। তাঁদের সম্মান করবে। তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে এবং তাঁদের নামে গর্ব করবে।

**মোবারক র.-এর চোখে আনন্দাশ্রু:** হযরত আব্দুল্লাহ্ র.-এর মাতৃভূমি খোরাসানের অন্তর্গত মারু নামক এক প্রসিদ্ধ ইলমী শহর। যেখানে বড় বড় আলেম ছিলেন। চতুর্দিকে ইলমের চর্চা ছিল। তাঁর পিতা-মাতার খুব ইচ্ছা ছিল তাঁদের প্রিয় সন্তান ইলমের আকাশে সূর্য হয়ে চমকাতে থাকুক। এই জন্য প্রথম থেকেই তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা ও লালন-পালনে বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখেছেন এবং যুগের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী তাঁকে লেখা-পড়া করার জন্য পরিপূর্ণ চেষ্টা করেছেন। তবে ইলমের প্রতি তাঁর আগ্রহ জন্মেছে যৌবনে। কত বরকতময় ছিল সেই মুহূর্ত যখন হযরত আব্দুল্লাহ্ র.-কে আল্লাহ্ তাআলা তাওবার তাওফিক দান করলেন এবং তাঁর জীবনে এক পবিত্র বিপ্লব আসলো। ফলে তিনি দুনিয়া থেকে পরিপূর্ণভাবে মুখ ফিরিয়ে পূর্ণ একাগ্রতার সাথে ইলমে দীন শিক্ষায় মনোনিবেশ করলেন। এরপর তাঁর আগ্রহের এমন অবস্থা হলো যে, নিজের সব কিছু ইলমের রাস্তায় বিসর্জন দিয়ে দিলেন। একবার আব্দুল্লাহ্র পিতা ব্যবসার জন্য তাঁকে পঞ্চাশ হাজার দিরহাম দিলেন। আব্দুল্লাহ্ সেই দিরহাম নিয়ে ভ্রমণে বেরিয়ে পড়লেন। অনেক দূর দেশ সফর করলেন। বড় বড় আলেমের খেদমতে গিয়ে তাঁদের ফয়েজ হাসিল করলেন এবং রাসূলের হাদীসের বিশাল ভাণ্ডার জমা করে ঘরে ফিরলেন।

হযরত মোবারক র. সন্তানের আগমনের সংবাদ শুনে সংবর্ধনা জানানোর জন্য গেলেন। জিজ্ঞেস করলেন বলো দেখি! বানিজ্যিক সফর কেমন হলো? কিছু ব্যবসা হয়েছে কি? হযরত আব্দুল্লাহ্ র. অত্যন্ত শান্তভাবে ও গাম্ভীর্যপূর্ণ উত্তর দিলেন, আব্বজান! আল্লাহ্ তাআলার শোকর! আমি

অনেক কিছু উপার্জন করেছি। মানুষ তো এমন ব্যবসায় টাকা লাগায় যার লাভ কেবল দুনিয়ার জীবনেই পায়। কিন্তু আমি আমার পুঁজি এমন এক ব্যবসায় লাগিয়েছি যার লাভ উভয় জগতে পাওয়া যাবে। হযরত মোবারক র. ছেলের কথা শুনে খুব খুশি হলেন। জিজ্ঞেস করলেন, সেটা কোন ব্যবসা যার লাভ উভয় জগতে পাওয়া যাবে? খুলে বলত! কী উপার্জন করেছ? হযরত আব্দুল্লাহ হাদীসের ভাণ্ডারের দিকে ইশারা করে বললেন, এই হলো উভয় জগতের উপকারী সম্পদ। প্রিয় রাসূলের ইলমের ভাণ্ডার। আমি এই ভাণ্ডার অর্জন করতে নিজের সমস্ত অর্থ ব্যয় করেছি। হযরত মোবারক র.-এর চেহারা আনন্দে নেচে উঠল। চোখে আনন্দের অশ্রু বইতে লাগল। ছেলেকে জড়িয়ে ধরলেন। দোয়া করলেন। আল্লাহ তাআলার শোকর আদায় করলেন। ছেলেকে ঘরে নিয়ে আরো ত্রিশ হাজার দিরহাম দিয়ে বললেন, এটা নাও! যদি তোমার এই ব্যবসার মধ্যে কোন ঘাটতি থেকে থাকে তাহলে তা পূরণ করে নাও। আল্লাহ তাআলা তোমার ব্যবসায় বরকত দিন এবং এর লাভ দ্বারা উভয় জাহান ভরপুর করে দিন। আমীন!

**ইলমের জন্য ভ্রমণ :** হযরত আব্দুল্লাহ র. রাসূলের হাদীস সংকলন করার জন্য দূরদূরান্ত ভ্রমণ করেছেন। বিভিন্ন শহরে ঘুরেছেন ও বিভিন্ন দেশের ধূলা গায়ে লাগিয়েছেন। যেখানেই বড় কোন আলেমের কথা শুনেছেন সেখানেই যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেছেন। সর্বদা রাসূল সা.-এর হাদীস দ্বারা নিজের আঁচল ভরার চেষ্টা করেছেন। ইলমের আগ্রহে তিনি শাম, মিসর, কূফা, বসরা, ইয়েমেন ও হিজাযসহ আরো অনেক দেশ ভ্রমন করেছেন। ইলমের জন্য বিপদে অনেক ধৈর্য ধরেছেন। কেননা, সে যুগে এখনকার মতো দ্রুত ভ্রমণ করা যেত না যে, কয়েক ঘন্টার মধ্যে কোথাথেকে কোথায় পৌঁছে যায়। ঐ যুগে মানুষ হেটে চলত বা উট, গাধা-খচ্চর ইত্যাদিতে ভ্রমন করত। এক শহর থেকে অন্য শহরে পৌঁছতে মাসের পর মাস লেগে যেত। কিন্তু হযরত আব্দুল্লাহ র. হাদীসের আগ্রহে এ সকল কষ্টের কারণে কখনো ঘাবড়াতেন না। রাস্তার শত বিপদ কখনো পথচলায় বাঁধা সৃষ্টি করতে পারে নি। তিনি সমকালের বড় বড় প্রসিদ্ধ আলেমের নিকট যেতেন এবং রাসূল সা.-এর হাদীসের জীবন্ত ফোয়ারা থেকে ইলমের পিপাসা নিবারণ করতেন। হযরতের প্রসিদ্ধ ছাত্র ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল র. বলেন, ইলম অর্জনের জন্য হযরত আব্দুল্লাহর চেয়ে বেশি সফরকারী সে যুগে আর কেউ ছিল না।

হযরত আব্দুল্লাহ র. নিজে বর্ণনা করেন, আমি চার হাজার উস্তাদ থেকে ইলম অর্জন করেছি। এই চার হাজার উস্তাদ তো আর এক শহরে ছিলেন না। এই সকল উস্তাদের কাছে পৌঁছার জন্য তিনি দীর্ঘ ভ্রমণ করেছেন এবং বছরের পর বছর কষ্ট সহ্য করেছেন। একবার কেউ তাঁকে জিজ্ঞেস করল, আপনি কত দিন পর্যন্ত ইলম অর্জন করতে থাকবেন? তিনি বললেন, মৃত্যু পর্যন্ত। হতে পারে এখনও এমন কিছু বিষয় আমার জানা হয়নি যা আমার কাজে আসবে।

**প্রসিদ্ধ শিক্ষকগণ:** হযরতের উন্নতির পেছনে সে সকল মুখলেস শিক্ষকদের এখলাছ, মেহনত ও সাহচর্যের অনেক বড় অবদান ছিল। তম্মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন ইমাম আবু হানিফা র.-কে। ইমাম সাহেব থেকেই তিনি অনেক কিছু অর্জন করেছেন। ফিকাহ, ইমাম সাহেবের বিশেষ বিষয়বস্তু ছিল। হযরত আব্দুল্লাহ র. ইমাম সাহেবের সাহচর্য থেকে ফিকায় (মাসায়েল সম্বন্ধে) অনেক পাণ্ডিত্য অর্জন করেছেন। ইমাম মালেক র. তো তাঁকে খোরাসানের ফকিহ বলতেন। তাঁর একজন উস্তাদ ছিলেন হযরত সূফিয়ান সাওরী র.। তাঁর সাহচর্যে থেকেও তিনি অনেক উপকৃত হয়েছেন। তিনি নিজে বলতেন, আল্লাহ তাআলা যদি আমাকে ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম সুফিয়ান সাওরী র.-এর থেকে ইলমিভাবে উপকৃত হওয়ার সুযোগ না দিতেন, তাহলে আমি অন্য সাধারণদের মতো থেকে যেতাম।

ইমাম আবু হানিফা র.-এর ইন্তেকাল হয়ে গেলে তিনি মদিনা শরীফে চলে যান। সেখানে ইমাম মালেক র.-এর কাছে থাকতে শুরু করেন। ইমাম মালেক র. তাঁকে অনেক মান্য করতেন এবং তিনিও ইমাম মালেক র.-কে অনেক সম্মান করতেন। এ ছাড়াও তাঁর অনেক প্রসিদ্ধ উস্তাদ আছেন, যাঁদের থেকে তিনি ইলম অর্জন করেছেন।

**হাদীসের প্রতি আগ্রহ :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক র. সমস্ত ইলম সম্পর্কেতো অবগত ছিলেনই তথাপি ইলমে হাদীসের সাথে তাঁর গভীর সম্পর্ক ছিল। হাদীস জানা, মুখস্থ করা ও সংকলন করার প্রতি তাঁর যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। একারণে তিনি প্রচুর হাদীস সংকলন করেছেন। ফলে তাঁকে হাদীসের ইমাম বলা হত। হজ, জিহাদ ও ইবাদতের পর যে সময়টুকু থাকত সে সময়টুকু ইলমে হাদীস অর্জন করার জন্য ব্যয় করতেন। কখনো কখনো

এমন হত, ঘর থেকে বের-ই হতেন না। একবার কেউ তাঁকে জিজ্ঞেস করল, আপনি ঘরে একাকী থাকেন আপনার মন কি ঘাবড়ায় না? এই প্রশ্নে তিনি অবাক হলেন। বললেন, আশ্চর্য! ঘরে প্রতিটি মুহূর্ত আমার প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও প্রিয় সাহাবা রা.-এর সাহচর্য অর্জন হয়, তাই ঘাবড়াব কেন? কখনো তো এমন হত যে, রাতে যদি একবার রাসূল সা.-এর হাদীসের আলোচনা উঠত তখন পুরো রাত জাগ্রত অবস্থায় কেটে যেত। আলী ইবনে হাসান র. তাঁব যুগের এক প্রসিদ্ধ আলেম ছিলেন। তিনি একদিনের ঘটনা শোনাচ্ছিলেন, ইশার নামায পড়ে এই দু'জন বুযূর্গ দরজা দিয়ে বের হচ্ছিলেন। মসজিদের দরজায় এসে হযরত আলী ইবনে হাসান র.-কোন হাদীস সম্পর্কে আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক র.-কে জিজ্ঞেস করলেন। তখন হযরত আব্দুল্লাহ র. যেন তাঁর ইলমের সাগর প্রবাহিত করতে শুরু করলেন। রাতভর এই অবস্থায়ই কাটিয়ে দিলেন। মুয়াজ্জিন যখন ফজরের আযান দিলো তখন তাঁরা বুঝতে পারলেন যে, ভোর হয়ে গেছে। মসজিদের দরজায় দাঁড়িয়ে সারা রাত অতিবাহিত করে দিলেন।

তিনি ছিলেন খুব কষ্ট সহিষ্ণু। কখনো হজে তো কখনো জিহাদের ময়দানে। কখনো মিসরে তো কখনো হিজাযে। কখনো বাগদাদে তো কখনো রোকায়। মোটকথা এক জায়গায় কখনো বসে থাকতেন না। কিন্তু যেখানেই যেতেন এমন আগ্রহ নিয়েই পৌঁছতেন। হাজার হাজার ইলম পিপাসু তাঁর প্রবহমান ঝর্ণা থেকে একটু তৃপ্ত হওয়ার জন্য একত্রিত হতো। তাঁর থেকে উপকৃত হয়েছে, এমন লোকের সংখ্যা গণনা করে শেষ করা যাবে না।

**প্রসিদ্ধি :** দূরদূরান্তের লোক তাঁর ইলম দ্বারা উপকৃত হতো। সব জায়গায় তাঁর ইলমের চর্চা হতে লাগলো। বড় বড় আলেমগণ তাঁকে দেখার জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকতেন। চতুর্দিকে তাঁর বুযূর্গী ও কৃতিত্বের আলোচনা হত। তাঁর ইলমের অনেক মর্যাদা ছিল।

হযরত সুফিয়ান সাওরী র. যদিও তাঁর উস্তাদ ছিলেন এবং হযরত আব্দুল্লাহ র.-ও তাঁকে খুব মান্য করতেন, তা সত্ত্বেও সুফিয়ান ছাওরীও তাঁর ইলম ও কৃতিত্বে অনেক প্রভাবান্বিত ছিলেন। একবার খোরাসানের এক ব্যক্তি হযরত সুফিয়ান সাওরী র.-এর কাছে কোন মাসআলা জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, ভাই! আমাকে কেন জিজ্ঞেস করো? তোমাদের ওখানেই তো পূর্ব-পশ্চিমের সবচেয়ে বড় আলেম বিদ্যমান। তাঁর কাছে জিজ্ঞেস করো। তিনি থাকা অবস্থায় আমাদেরকে জিজ্ঞেস করার কি প্রয়োজন?

হযরত সুফিয়ান সাওরী র.-এর আরো একটি ঘটনা। একবার কেউ হযরত আব্দুল্লাহকে "পূর্বদিকের আলেম" বলাতে তিনি রেগে গেলেন এবং তাকে ধমক দিয়ে বললেন, আব্দুল্লাহকে "পূর্ব ও পশ্চিমের আলেম" বলো। তাঁর প্রসিদ্ধি দূরদূরান্তে ছড়িয়ে পড়েছে। তাকে দেখেনি এমন লোকও তাঁর প্রতি আস্থা রাখত।

একবার তিনি হযরত হাম্মাদ ইবনে যায়েদ র.-এর নিকট গেলেন। হযরত হাম্মাদ ইবনে যায়েদ সে সময়ের বড় মুহাদ্দিস ছিলেন। তাঁকে ইরাকের শায়েখ মানা হত। হযরত আব্দুল্লাহ তাঁর কাছে পৌঁছলে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কোথা থেকে এসেছেন? হযরত আব্দুল্লাহ র. বললেন, খোরাসান থেকে। ইরাকের শায়েখ বললেন, খোরাসান তো অনেক বড় দেশ। খোরাসানের কোন্ শহর থেকে এসেছেন? হযরত বললেন, মারু থেকে। মারুর নাম শুনতেই ইরাকের শায়েখ জিজ্ঞেস করলেন। তাহলে তো আপনি হযরত আব্দুল্লাহকে চিনেন। হযরত আব্দুল্লাহ বললেন, তিনি আপনার খেদমতে হাজির। ইরাকের শায়েখ হযরত হাম্মাদ ইবনে যায়েদের দৃষ্টি সম্মানে অবনত হয়ে গেল। উঠে হযরত আব্দুল্লাহ র.-এর গলার সাথে গলা মিলালেন এবং অত্যন্ত ইজ্জত ও সম্মান করলেন।

**গ্রহণযোগ্যতা :** প্রসিদ্ধির সাথে সাথে আল্লাহ তাআলা তাঁর গ্রহণ যোগ্যতাও দান করেছেন, যেখানেই যেতেন মানুষ তাঁকে বুকে জড়িয়ে নিতো। সম্মান ও মহব্বতে রাস্তায় তাঁর জন্য গালিচা বিছিয়ে দিতো এবং তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে ঈমানের সজিবতা অনুভব করত। এমন কোন এলাকা ছিল না যেখানে লোকেরা তাঁকে অন্তর থেকে না চাই তো এবং তাঁকে ভালো না বাসত।

একবার তিনি "রোকা" শহরে গেলেন। খলীফা হারুনুর রশীদও সেখানে অবস্থান করছিলেন। শহরের চতুর্দিকে তাঁর আগমনের আলোচনা শুরু হয়ে গেল। সংবর্ধনার জন্য সবাই প্রস্তুতি নিচ্ছিল। মানুষ আগ্রহ নিয়ে হযরত আব্দুল্লাহকে দেখার জন্য এবং তাঁর দর্শনে চোখ শীতল করার জন্য দলে দলে আসছিল। চতুর্দিকে মানুষের চেহারা চমকাচ্ছিল। প্রত্যেকে যেন মনের কোন অজানা অকর্ষণ নিয়ে চলে আসছিল।

শাহী মহলের উপর থেকে হারুনুর রশীদের এক বাদী বসে এই দৃশ্য দেখছিল। তা দেখে খুব পেরেশান হয়ে গেল। এমন কোন ব্যক্তি যাঁকে দেখার জন্য, যাঁর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য লোকেরা এত ব্যাকুল হয়ে

দৌড়ে আসছে। জিজ্ঞেস করলে লোকেরা উত্তর দিল, পূর্ব ও পশ্চিমের আলেম হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক র. আগমন করছেন। তাঁকে দেখার জন্য লোকেরা দৌড়ে আসছে। তখন বাদী বলতে লাগল, সত্যিকারের বাদশাহী তো হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক-ই অর্জন করেছেন। লোকেরা নিজ উদ্দোগে, আগ্রহের সাথে ও মনের টানে চলে আসছে। আর হারুনুর রশীদের বাদশাহী, যেখানে লোকদেরকে সৈন্য ও লাঠির ভয় দেখিয়ে নিয়ে আসা হয় এবং শাস্তির ভয়ে একত্রিত হয়।

যখন মুসিলের নিকট "হাইয়াত" নামক এলাকায় হযরতের ইন্তিকাল হয় তখন মানুষের এত ভীড় হলো যে, হাইয়াতের বাদশাহ অস্থির হয়ে ও ভয় পেয়ে রাজধানী বাগদাদে এ সম্পর্কে খবর পাঠালেন।

**ইমাম মালেক র. এর আসনে আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক র. :** একবার হযরত আব্দুল্লাহ র. মদিনা শরীফে গেলেন। সেখানে ইমাম মালেক র.-এর সাথে সাক্ষাত করলেন। ইমাম মালেক র. অত্যন্ত শান-শওকতের সাথে ছাত্রদেরকে হাদীস পড়াতে ব্যস্ত ছিলেন। যেই না তিনি হযরত আব্দুল্লাহকে দেখলেন ততক্ষনাৎ নিজের আসন থেকে উঠে তাঁর সাথে গলা মিলালেন এবং অত্যন্ত সম্মানের সাথে নিজ আসনে বসালেন। ইতোপূর্বে ইমাম মালেক র. কারো জন্যই নিজ আসন থেকে ওঠেননি এবং কাউকে সম্মানার্থে নিজের কাছে বসান নি। ছাত্ররা এই ঘটনা দেখে খুব আশ্চর্য হলো। ইমাম মালেক র.-ও ছাত্রদের এই আশ্চর্য হওয়াটা অনুভব করলেন এবং বুঝিয়ে বললেন, প্রিয় ছাত্ররা! ইনি হলেন খোরাসানের ফকীহ।

**চিন্তার বিষয় :** লোকেরা কেন হযরত আব্দুল্লাহ র.-কে মনে প্রাণে ভালবাসত এবং কেন তাঁর উপর জান উৎসর্গ করে দিত? আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারীমে বলেন,

"যারা নিষ্ঠার সাথে ঈমান আনে এবং নেক আমল করে আল্লাহ তাআলা মানুষের অন্তরে তাদের প্রতি মহব্বত সৃষ্টি করে দেন।"

হযরত আব্দুল্লাহ র.-এর জীবন ছিল এই আয়াতের প্রতিচ্ছবি। বাস্তবতা হলো, যদি কেউ সত্য দিলে ঈমান এনে নেক আমল দ্বারা জীবনকে সাজায়, তাহলে বাস্তবেই সে উভয় জগতে সম্মানিত হওয়ার যোগ্য। হযরতের জীবনের বৈশিষ্ট্য যখন আমরা অধ্যায়ন করি তখন জানতে পারি, তাঁব জীবন ছিল ঈমান ও আমালে সালেহার জীবন্ত নমুনা। তিনি ছিলেন ইসলামের এক

আলোক বর্তিকা। লোকেরা তাঁর থেকে সর্বদা দিক নির্দেশনা গ্রহণ করত। এমনিতেই তাঁর জীবন আপাদমস্তক নেক কাজ ও উত্তম স্বভাবে ছিল ভরপুর। কিন্তু কিছু বিশেষ গুণ তাঁর মধ্যে বিদ্যমান ছিল। হযরতের নাম শুনতেই সেই গুণগুলো চোখের সামনে ভেসে ওঠে। যথা– ১. আল্লাহ তাআলার ভয় ২. দীনের সঠিক বুঝ ৩. ইবাদত ৪. রাসূলের হাদীসের প্রতি ভালোবাসা ৫. ধনাঢ্যদের থেকে অমুখাপেক্ষিতা ৬. বিনয় ও নম্রতা ৭. মাখলুকের সাথে উত্তম আচরণ ৮. দীনের প্রচার প্রসার ৯. জিহাদের আগ্রহ।

**আল্লাহ তাআলার ভয় :** আল্লাহ তাআলার ভয় সকল ভালো কাজের মূল। যার মধ্যে আল্লাহ তাআলার ভয় নেই তার থেকে কোন ভালো কাজের আশা করা যায় না। খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকা, ভালো কাজে অগ্রসর হওয়া, মানুষের হকের প্রতি খেয়াল রাখা, দায়িত্ব পালনের অনুভূতি, গরীবদের সাথে লেন-দেনে সততা ও আমানত দারিতা।

মোটকথা প্রতিটি নেক কাজের মূল হলো আল্লাহ তাআলার ভয়। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলার সামনে দাঁড়াতে হবে। তিনি আমাদের প্রতিটি মুহূর্তের হিসাব নেবেন। আমরা প্রতিটি কাজের জন্য জিজ্ঞাসিত হবো। এই বিশ্বাস নেক কাজের উদ্দীপক। এই বিশ্বাস যার থাকবে সে কখনো কাউকে ধোকা দেবেনা, কোন খারাপ কাজের কাছে যাবে না, দায়িত্বে অবহেলা করবে না, কারো হক নষ্ট করবে না, কাউকে কষ্ট দেবে না। প্রত্যেকে তার থেকে ভালোর আশা রাখবে। সর্বদা সে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। আল্লাহকে যারা ভয় করে, বড় থেকে বড় বিপদেও তারা নিরাপদ থাকে। ঐ ব্যক্তির ঈমান নেই, যার মধ্যে আল্লাহ তাআলার ভয় নেই।

মদিনা শরীফের প্রসিদ্ধ আলেম হযরত কাসেম ইবনে আহমদ র. অধিকাংশ সফরে হযরত আব্দুল্লাহ র.-এর সাথে থাকতেন। একবার তিনি বলেন, আমি অনেক সময় ভাবতাম যে, হযরত আব্দুল্লাহ র.-এর মধ্যে এমন কোন গুণ আছে, যার কারণে তাঁর এত সম্মান। নামায তিনিও পড়েন, আমরাও পড়ি। রোযা তিনিও রাখেন, আমরাও রাখি। হজ তিনিও করেন, আমরাও করি। তিনিও আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেন, আমরাও জিহাদে শরীক হই। কোন বিষয়ে আমরা তাঁর থেকে পিছিয়ে? কিন্তু তবুও যেখানেই যাই, লোকদের মুখে শুধু তাঁরই নাম উচ্চারিত হয় এবং তাঁকেই সম্মান করা হয়।

একবার আমরা শামের সফরে ছিলাম। রাস্তায় রাত হয়ে গেলে এক জায়গায় অবস্থান করলাম। খাওয়ার জন্য যখন সবাই দস্তরখানে বসলাম, তখন এমনিতেই বাতি নিভে গেল। এক ব্যক্তি উঠে বাতি জ্বালালো। বাতি আলোকিত হলে আমরা দেখলাম হযরত আব্দুল্লাহ র.-এর দাড়ি অশ্রুতে ভেজা। বাতি নিভে যাওয়ার কারণে ঘাবড়িয়ে ছিলাম তো আমরাও। কিন্তু হযরত আব্দুল্লাহ র. অন্য কোন জগতে চলে গিয়েছিলেন। কবরের অন্ধকারের কথা স্মরণ হলো আর তাঁর অন্তর ব্যাকুল হয়ে গেল। আমার বিশ্বাস হয়ে গেল যে, এটা আল্লাহ তাআলার ভয় এবং আল্লাহর সম্মুখীন হওয়ার ভয়। এটাই হযরত আব্দুল্লাহ র.-কে উচ্চ আসনে পৌঁছে দিয়েছে। আর এই বিষয়ে আমরা তাঁর থেকে অনেক পিছিয়ে।

হযরত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল র. বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ র. এর মর্যাদা এতো উচ্চ আসন লাভ করার একমাত্র কারণ, আল্লাহ তাআলার ভয়।

দায়িত্বের অনুভূতি এত বেশী ছিল, একবার শামে থাকা অবস্থায় কারো কাছ থেকে একটা কলম নিয়েছিলেন। কিন্তু ফেরত দিতে ভুলে যান। যখন নিজের গন্তব্যে আসলেন তখন স্মরণ হলো। ভয় পেয়ে গেলেন। সাথে সাথে সফরের ইচ্ছা করলেন। মারু থেকে শাম কয়েক হাজার মাইরেল দূরত্ব। সফরের কষ্ট সহ্য করে শামে পৌঁছলেন। যখন সেই ব্যক্তিকে কলমটি ফেরৎ দিলেন তখন স্বস্তির শ্বাস নিলেন। তিনি বলতেন, যদি ভুলে তোমার কাছে কারো এক দিরহাম থেকে যায় তাহলে সেটা ফিরিয়ে দেওয়া লাখ টাকা সদকা করার চেয়ে বেশি উত্তম। তাঁরই একটি কবিতা-

مَنْ رَّقَّبَ اللهُ رَجَعَ عَنْ سُوْءٍ مَاكَانَ مَنَعَ

"যার মধ্যে আল্লাহ তাআলার ভয় আছে সে কোন খারাপ কাজের নিকটবর্তী হয় না।"

দুনিয়ার প্রতি অনাগ্রহ ও দুনিয়া বিমুখতার উপর তিনি একটি কিতাব লিখেছেন। যার নাম দিয়েছেন "কিতাবুয যুহদ"। তিনি যখন ছাত্রদেরকে এই কিতাব পড়াতেন তখন তাঁর অন্তর ভারী হয়ে আসত। চোখ থেকে অশ্রু বেয়ে পড়ত এবং আওয়াজ অস্পষ্ট হয়ে আসত।

**দীনের সঠিক বুঝ :** নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তাআলা যার কল্যাণ চান তাকে দীনের সঠিক বুঝ দান করেন। দীনের সঠিক বুঝ আল্লাহ তাআলার অনেক বড় নেয়ামত।

যদি কেউ দীনের সঠিক বুঝ থেকে বঞ্চিত হয় তাহলে সে কখনো দীনের উপর সঠিকভাবে আমল করতে পারে না। দেখা যাবে জীবন চলার পথে দীনের চাহিদা থাকবে একরকম আর সে করবে অন্য রকম। এভাবেই সে দীন থেকে উপকৃত না হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অনেক বিষয়কে সে দীনদারী মনে করে গ্রহণ করবে অথচ সেটা দীনের পরিপন্থী।

আল্লাহ তাআলার দীন এক প্রকৃতিগত ধর্ম। সেই দীন মানুষের প্রয়োজন ও অনুভূতির প্রতি লক্ষ্য রাখে এবং প্রত্যেক বিষয়ে মধ্যম পন্থা অবলম্বনে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। দীন মানুষকে আল্লাহর হক ও বান্দার হকের ভিন্নতার পথ দেখায়। এমন সুন্দর দিক নির্দেশনা দেয়, যদি কেউ সেই দিক নির্দেশনার উপর পরিপূর্ণরূপে আমল করে তাহলে সে দুনিয়ার জন্য রহমতের ছায়া হয়ে যাবে। দুনিয়ার ব্যপারে সে সচ্ছতা অবলম্বন করবে। কখনো কারো হক নষ্ট করবে না।

**একটা দৃষ্টান্ত :** আপনি ভেবে দেখুন, এক ব্যক্তি কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করতে করতে জঙ্গলে সফর করছে। সাথে একজন সঙ্গীও আছে। এই ব্যক্তি অত্যন্ত একাগ্রতার সাথে কুরআন তেলাওয়াতে লিপ্ত। সামনে এক নদী আসলো। মনে হলো নদীতে পানি কম। তার সাথি ওপারে যাওয়ার জন্য নির্বিঘ্নে লাফিয়ে পড়ল। ঘটনাক্রমে যেখানে লাফিয়ে পড়ল সেখানে গভীর গর্ত ছিল। সে হাবুডুবু খেয়ে কোনমতে বেঁচে আসলো। সে ফিরে এসে সঙ্গীকে বলল, আপনি তো অধিকাংশ সময় এই রাস্তায় সফর করেন। তাহলে কেন আমাকে বলেন নি? উত্তরে বললেন, আল্লাহ ভালো করেছেন যে, তুমি বেঁচে এসেছ। আমি তোমাকে কিভাবে সাবধান করব, আমি তো কুরআন তেলাওয়াত করছিলাম। আর সূরাও শেষ হয়নি।

আপনিই চিন্তা করুন! এই ব্যক্তির এই আমলটি কেমন? নিঃসন্দেহে কুরআন তেলাওয়াত অনেক নেকীর কাজ। কিন্তু যখন এক ব্যক্তির জান যাচ্ছিল, তখন কি তাকে সতর্ক না করে কুরআন পড়তে থাকা জায়েজ? দীনের সঠিক বুঝ থেকে বঞ্চিত হওয়ার ফলাফল এমনই হয়ে থাকে।

আরেকটি চিন্তার বিষয়! এক ব্যক্তি সর্বদা আল্লাহর ইবাদতে লিপ্ত থাকে। সব সময় নফল পড়ছে, তাসবিহ জপছে, কুরআন তেলাওয়াত করছে এবং লোকদেরকে দীনের কথাও বুঝাচ্ছে। কিন্তু তার সন্তান অধিকাংশ সময় ক্ষুধার্ত থাকে এবং তার শরীরে কাপড়ও থাকে না। তারা

ক্ষুধায় অস্থির হয়ে পাড়া-প্রতিবেশির নিকট চাইতে থাকে। যখন এই ব্যক্তিকে বলা হয়, আরে ভাই তুমি! দিন-রাত শুধু অজিফা পড়ো আর তেলাওয়াতে লিপ্ত থাকো। অথচ কাজ-কর্ম কেন করো না? তোমার সন্তানের এই অবস্থা। সে খুব গর্বের সাথে বলে, আরে... আল্লাহর দরবার থেকে তো অবসর পাচ্ছি না। আল্লাহ তাআলার অনেক মেহেরবানী, অধিকাংশ সময় তাঁর ইবাদতেই অতিবাহিত হয়ে যায়। উপার্জন করা আর দুনিয়া অর্জন করা তো দুনিয়াদারদের কাজ। মুমিনকে তো আল্লাহ তাআলা ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন।

এখন বলুন! এই ব্যক্তির উক্ত আমল দীনের হেদায়েতের দৃষ্টিতে কতটুক সঠিক? কিন্তু সে ভাবছে, আমি দীনদার। সন্তানকে ক্ষুধার্ত রেখে নফল ইবাদত করা অনেক বড় দীনদারী!

বাস্তব কথা হলো, কেউ যদি দীনের সঠিক বুঝ থেকে বঞ্চিত থাকে তাহলে সে কখনো সঠিক দীনের উপর আমল করতে পারে না। তাকে দেখে সর্বদা দীন সম্পর্কে ভুল ধারণা তৈরী হয়। যদি তার দীনের সঠিক বুঝ থাকতো তাহলে সে কখনো এমনটা করতে পারত না। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার বলেন, আমি নামায পড়ানোর জন্য দাঁড়ালাম আর ভাবলাম, লম্বা নামায পড়াব। এরই মধ্যে কোন বাচ্চার কান্নার আওয়াজ আসলো। তখনই আমি নামায সংক্ষিপ্ত করে ফেলি।

**আশ্চর্য ধরনের হজ :** হযরত আব্দুল্লাহ র. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের পণ্ডিত ছিলেন। নবী কারীম সা.-এর মানসিকতা ও দীনের বাস্তবতা তিনি ভালোভাবে বুঝতেন। তিনি জানতেন সঠিক দীনদারী কাকে বলে?

একবার তিনি হজে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে এক জায়গায় এক মেয়েকে দেখলেন ময়লা-আবর্জনা থেকে কিছু কুড়াচ্ছে। আরো একটু কাছে গিয়ে তিনি দেখতে পেলেন বেচারী একটি মৃত পাখিকে দ্রুত একটি কাপড়ে পেচাচ্ছে। হযরত এখানেই থেমে গেলেন এবং বিশ্ময় ও দরদভরা কণ্ঠে মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলেন, বেটী! তুমি এই মৃত পাখি দিয়ে কি করবে? মেয়েটি তার ছিড়া-ফাড়া পুরাতন কাপড় ঠিক করতে করতে চোখে পানি চলে আসলো। সে স্পষ্ট আওয়াজে বলল, চাচা জান! আমাদের পিতাকে দুষ্কৃতকারীরা মেরে ফেলেছে। আমাদের সব মাল ছিনিয়ে নিয়েছে। সকল

সম্পদ গ্রাস করেছে। এখন আমি আর আমার এক ভাই আছি। আল্লাহ ছাড়া আমাদের আর কোন আশ্রয় নেই। বর্তমানে আমাদের কাছে খাবার-পানীয় এবং পরিধান করার মতো কিছু নেই। প্রায় সময়ই আমাদের এভাবে অতিবাহিত হয়। এখনো আমরা ছয় বেলা অনাহারে আছি। ভাই ঘরে ক্ষুধায় নিস্তেজ হয়ে পড়ে আছে। আমি বের হয়েছি কিছু পাওয়ার আশায়। এখানে এসে এই মৃত পাখি পেলাম। আমাদের জন্য এটাও অনেক বড় নেয়ামত। এ কথা বলে ক্ষুধায় মেয়েটি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

হযরতের অন্তর ভারাক্রান্ত হয়ে গেল। মেয়েটির মাথায় স্নেহের হাত বুলালেন। নিজেও কাঁদতে লাগলেন। কোষাধ্যক্ষকে জিজ্ঞেস করলেন, এই মুহূর্তে তোমার কাছে কত দীনার আছে? সে উত্তর দিল, হযরত! এক হাজার দীনার আছে। হযরত বললেন, আমার ধারণা মতে এখান থেকে 'মারু' পর্যন্ত পৌঁছতে বিশ দীনারই যথেষ্ট হবে। কোষাধ্যক্ষ উত্তর দিলো, জ্বী হযরত! ঘর পর্যন্ত পৌঁছতে বিশ দীনারই যথেষ্ট। হযরত সিদ্ধান্ত দিয়ে দিলেন, তাহলে তুমি বিশ দীনার রেখে বাকি সব দীনার এই মেয়েকে দিয়ে দাও। এই বছর আমরা হজ্বে যাবো না। এই হজ্ব কা'বার হজ থেকে অনেক বড়। হযরত নির্দেশের ভঙ্গিতে বললেন।

কোষাধ্যক্ষ বিশ দীনার রেখে বাকি সব দীনার মেয়েকে দিয়ে দিল। মেয়েটির মলীন চেহারা উজ্জল হয়ে গেল এবং চোখ দিয়ে অনন্দাশ্রু বইতে লাগল। দ্রুত পায়ে হেটে খুশি খুশি নিজের ঘরে ফিরে গেল।

হযরত র. আল্লাহ তাআলার শোকর আদায় করলেন এবং কোষাধ্যক্ষকে বললেন, চলো আমারা এখান থেকেই ঘরে ফিরে যাই। আল্লাহ তাআলা এখানেই আমাদের হজ কবুল করেছেন।

**ইবাদত :** ইবাদতের আগ্রহ থাকা মুমিনের পরিচয়। মুমিন সর্বদা ব্যাকুল থাকে, যেন আল্লাহর নৈকট্য লাভের সুযোগ করতে পারে এবং তাঁর দরবারে উপস্থিত হয়ে তাঁর সম্মুখে মাথা অবনত করার সম্মান পায়। ইবাদতের মাধ্যমেই বান্দা আল্লাহ তাআলার নিকটবর্তী হয়। ইবাদত করেই দুনিয়ায় আল্লাহ তাআলার সাক্ষাতের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করে।

হযরত আব্দুল্লাহ র. ইবাদতের ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরাম রা.-এর বাস্তব নমুনা ছিলেন। ইবাদত-বন্দেগী ও রাত্রি জাগরণে ছিলেন অতুলনীয়। হযরত সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা র. মক্কার অনেক বড় আলেম ও মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি বলতেন, যখন সাহাবায়ে কেরাম রা.-এর জীবনী পড়ি,

তখন চিন্তা করে দেখি হযরত আব্দুল্লাহ র.-কে তাঁদের থেকে কোন দিক দিয়ে কম মনে হয় না। সাহাবায়ে কেরামের শান ছিল সমস্ত রাত নামাযে অতিবাহিত করা এবং দিনে জিহাদের ময়দানে অতিবাহিত করা। ঠিক এই অবস্থা হযরত আব্দুল্লাহ র.-এরও। তবে হ্যাঁ, একটা বিষয় এমন, যা হযরত আব্দুল্লাহ র.-এর অর্জন হয়নি। সেটা হলো, প্রিয় নবী সা.-এর সংস্পর্শ। এই কথা স্পষ্ট যে, সাহাবাদের এই ফজিলত কে পেতে পারে? এটা তো আল্লাহ তাআলার এমন এক নেয়ামত, কিয়ামত পর্যন্ত আর কেউ তাঁদের সমপর্যায়ের হতে পারবে না। আর এ কারণেই উম্মতের মধ্যে সাহাবাদের স্তরে কেউ পৌঁছতে পারবে না।

হযরত আব্দুল্লাহ র.-এর ইবাদত বন্দেগী ও বুযূর্গী এমন ছিল যে, তাঁর যুগের বড় বড় আবেদ ও বুযূর্গ তাঁকে নিজেদের সর্দার মনে করতেন। আর তাঁকে এই জন্য ভালোবাসতেন যেন আল্লাহর নৈকট্য হাসিল করা যায়।

হযরত যাহাবী র. একজন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও অনেক বড় আবেদ ছিলেন। তিনি বলতেন, হযরত আব্দুল্লাহ র.-এর মধ্যে এমন কোন্ গুণটা ছিল না! আল্লাহভীতি, ইবাদত, এখলাস, জিহাদ, ইলম, দীনদারি, উত্তম আচরণ ও সাহসিকতা ইত্যাদি সব গুণই ছিল। আল্লাহর কসম! আমি তাঁকে ভালোবাসি এবং তাঁর ভালোবাসা দ্বারা আমি কল্যাণ কামনা করি।

হজের আগ্রহ তাঁর মধ্যে এই পরিমাণ ছিল যে, বছরকে তিন ভাগে ভাগ করতেন। চার মাস হাদীস পড়তেন ও পড়াতেন। চার মাস জিহাদে থাকতেন। আর চার মাস হজ্বের সফরে থাকতেন।

হযরত সুফিয়ান সাওরী র. বলতেন, আমি অনেক চেষ্টা করেছি, অন্তত একটি বছর হযরত আব্দুল্লাহ র.-এর মতো কাটাব। কিন্তু কখনো সফলকাম হতে পারিনি। কখনো তিনি বলতেন, হায়! যদি আমার পুরো জীবন হযরত আব্দুল্লাহ র.-এর তিনদিনের সমান হতো।

**রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের প্রতি ভালোবাসা :** ঐ ব্যক্তি প্রকৃত মুমিনই নয় যার অন্তরে আল্লাহর রাসূল সা.-এর মহব্বত নেই। আজ আমাদের মাঝে রাসূল সা. বিদ্যমান নেই। কিন্তু তাঁর জীবন্ত প্রতিচ্ছবি হাদিসে বিদ্যমান। তাঁর ওঠা-বসা, চলা-ফেরা, জীবন-যাপন, নামায-রোযা, ওয়াজ-নসিহত সবকিছু হাদিসে বিদ্যমান। রাসূল সা.-কে ভালোবাসে এমন কে আছে(?) যে রাসূল সা.-এর হাদীস পড়া ও

পড়ানোকে নিজের জীবনের সবচেয়ে সৌভাগ্য বলে মনে করবে না এবং দিন-রাত সেই আয়নায় প্রিয় রাসূলের প্রতিচ্ছবি দেখার আগ্রহী হবে না?

হযরত আব্দুল্লাহ র.-এর অবস্থা এমন ছিল যে, ঘর থেকেই বের হতেন না। সর্বদা ঘরে হাদীস নিয়ে একাকী ব্যস্ত থাকতেন। লোকেরা জিজ্ঞেস করত, হযরত! একাকী ঘরে বসে থাকতে আপনার মন কী ঘাবড়ায় না? তিনি উত্তর দিতেন, ভালো বলেছ! আমি তো সর্বদা প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর প্রিয় সাহাবাদের মজলিসেই থাকি। তাঁদের দর্শনে চোখ ঠাণ্ডা করি এবং তাঁদের সাথে কথাবার্তায় লিপ্ত থাকি। তাহলে কেন ঘাবড়াব? হাদীসের প্রসিদ্ধ কিতাবে আব্দুল্লাহ র.-এর বর্ণনা করা হাদীস প্রায় একুশ হাজার এবং হাদীসের আলেমগণ তাঁকে ইলমে হাদীসের ক্ষেত্রে আমিরুল মু'মিনীন তথা মুসলমানদের ইমাম বলে থাকেন।

হযরত ফুজালাহ র. বলেন, যখন কোন হাদীস সম্পর্কে আলেমদের মাঝে মতবিরোধ হতো তখন তারা বলতেন, চলো! হাদীসের রোগ চিনে এমন একজন হাদীসের ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করি। হযরত আব্দুল্লাহ র. ছিলেন সেই হাদীসের ডাক্তার।

যেমনিভাবে হাদীসের প্রতি তাঁর ভলোবাসা ছিল তেমনিভাবে তিনি হাদীসের আদবও রক্ষা করতেন। যদি কখনো কারো মুখ থেকে বে-আদবী মূলক কথা শুনতেন অথবা কাউকে বেয়াদবী করতে দেখতেন, তখন রাগে তাঁর চেহারা লাল হয়ে যেত। পথে মানুষ কোন আলেমকে দাঁড় করিয়ে মাসআলা জিজ্ঞেস করাকে তিনি খুব অপছন্দ করতেন। একবার রাস্তায় কেউ তাঁকে হাদীস সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করলে তিনি রাগে চুপ হয়ে গেলেন এবং এই বলে চলে গেলেন, "এটা কী রাসূলের হাদীস জিজ্ঞেস করার জায়গা"?

উদ্দেশ্য হলো, হাদীস অলি-গলিতে জিজ্ঞেস করার জিনিস নয়। যদি তোমাদের হাদীস জানার আগ্রহ থাকে তবে কোন মুহাদ্দিসের কাছে গিয়ে আদবের সাথে জিজ্ঞেস করো। বস্তুত: যে ব্যক্তি ইলমের আদব রক্ষা করতে জানে না তার ইলমও অর্জন হয় না।

**ধনাঢ্য ব্যক্তিদের থেকে অমুখাপেক্ষিতা :** হযরত আব্দুল্লাহ র. দুনিয়ার বিত্তশালী ও রাজা-বাদশাদের থেকে সর্বদা দূরে থাকতেন। তাদের কাছে যাওয়াকে তিনি ইলমের অসম্মান মনে করতেন। যাকে আল্লাহ তাআলা

ইলমের অফুরন্ত ভাণ্ডার দিয়েছেন তার কাছে দুনিয়ার এই নশ্বর সম্পদের কী মূল্য হতে পারে? অহংকারী বাদশাদের সর্বদা এই চেষ্টাই থাকে যে, আলেমরা তাদের খেদমতে উপস্থিত হোক এবং তাদের কথায় তাল মিলিয়ে চলুক। কিন্তু দীনের সঠিক আলেমরা কখনো তাদের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেন না। তাঁরা সর্বদা তাদের থেকে অমুখাপেক্ষী থাকেন। হাজারও কষ্ট সহ্য করেন কিন্তু কখনো তাদের কাছে ধরনা দেন না।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ র. বলতেন, যেভাবে উট তার আস্ত াবলে থাকে, রাজা বাদশাদের আঙ্গিনায় ফেতনা সেভাবে দণ্ডায়মাণ থাকে। আল্লাহর কসম! তাদের আঙ্গিনায় গিয়ে যে পরিমাণ দুনিয়া অর্জন করবে, তারা এর চেয়ে বেশি তোমার থেকে দীন ছিনিয়ে নেবে।

আরেক বুযূর্গ হযরত ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ র. বলতেন, সম্পদ জমা করা এবং রাজা-বাদাশাদের দরাবারে যাতায়াত করা। এদুটি বিষয় দ্বীনকে এমনভাবে নি:শেষ করে দেয়, যেভাবে হিংস্র দুটি বাঘকে বকরীর পালে ছেড়ে দিলে নি:শেষ করে দেয়।

হযরত কাতাদাহ রা. বলতেন, সবচেয়ে খারাপ শাসক সে, যে আলেমদের থেকে দূরে থাকে। আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট আলেম সে, যে শাসক ও মালদারদের পিছনে পিছনে ঘুরে।

হযরত আব্দুল্লাহ র. অহংকারী শাসক ও মালদারদের থেকে দূরে থাকতেন এবং বন্ধু-বান্ধবদেরকেও কঠিনভাবে বাধা দিতেন। খলীফা হারুনুর রশীদ অনেকবার হযরতের সাথে সাক্ষাত করতে চেয়েছেন, কিন্তু তিনি সর্বদা এড়িয়ে গেছেন।

ইসমাঈল ইবনে উলাইয়াহ র. হযরতের খুব প্রিয় বন্ধু ছিলেন, অনেক বড় আলেম ও মুহাদ্দিস ছিলেন। ব্যবসায়ও হযরতের সাতে সম্পৃক্ত ছিলেন। যখন তিনি সদকার মাল সংগ্রহ করার পদটি পেলেন। তখন বাদশাহ ও ধনীদের নিকট যাতায়াত করতে লাগলেন। একদিন সে হযরত আব্দুল্লাহর কাছে সাক্ষাত করতে আসলে তিনি তার দিকে ভ্রুক্ষেপও করেননি। এতে তিনি অনেক কষ্ট পান। ঘরে গেলেন এবং বেদনায় এক দীর্ঘ চিঠি নিজ শিক্ষক হযরত আব্দুল্লাহ র.-এর নিকট লিখলেন। সেই চিঠিতে নিজের দুঃখ-কষ্টের কথা প্রকাশ করেন। উত্তরে হযরত কয়েকটি কবিতা লিখে পাঠিয়ে দিলেন, যার মর্ম ছিল এই, তুমি দীনি ইলম বাদ দিয়ে দুনিয়ার পেছনে লেগে

গেছ। দুনিয়ার স্বাদের পেছনে পড়ে গেছ। এই স্বাদ তোমার দীনকে নিঃশেষ করে দেবে। তুমি তো ঐ হাদীস বর্ণনা করতে যাতে দুনিয়াদার বাদশাদের সাথে ওঠা-বসা করা থেকে সতর্ক করা হয়েছে। দেখো! দুনিয়াপূজক পাদ্রিদের মতো দীন দ্বারা দুনিয়া কামাবে না।

হযরত ইসমাঈল র. এই কবিতাগুলো পড়ে কাঁদতে লাগলেন। ততক্ষণাৎ তিনি নিজের পদ থেকে সরে দাঁড়ালেন। এরপর আর কখনো কোন শাসকের আঙ্গিনায়ও পা রাখেননি।

**বিনয় ও নম্রতা:** হযরত আব্দুল্লাহ র. একদিকে যেমন বড় বড় বাদশাদের দিকে ভ্রূক্ষেপ করতেন না অন্যদিকে সর্বদা লোকদের সেবায় নিয়োজিত থাকতেন। মানুষের প্রয়োজনের প্রতি খেয়াল রাখতেন। প্রত্যেকের সাথে নম্র ও বিনয়ের আচরণ করতেন। কখনো নিজের বড়ত্বের কথা প্রকাশ করতেন না। বলতেন, সর্বদা নিজের ক্ষতি থেকে বেঁচে থাকবে। অপ্রসিদ্ধির মধ্যেই কল্যাণ। তবে কাউকে এটা বুঝতে দেবে না যে, তুমি অপ্রসিদ্ধি পছন্দ করো। এ থেকেও অহংকার সৃষ্টি হতে পারে।

মারুতে তাঁর অনেক বড় একটি বাড়ি ছিল। সব সময় ভক্তবৃন্দ ও ছাত্রদের ভীড় লেগে থাকত। কিছুদিন পর্যন্ত তিনি ধৈর্যধারণ করলেন। যখন দেখলেন দিন দিন ভীড় বাড়ছে, তখন তিনি কূফায় চলে গেলেন এবং সেখানে একটি ছোট অন্ধকার ঘরে থাকতে লাগলেন। লোকেরা আন্তরিকতার সাথে বলল, হযরত! এই ছোট অন্ধকার ঘরে আপনার অন্তর বিচলিত হবে। এ কথা শুনে কিছুক্ষণ চুপ রইলেন, অতঃপর বললেন, মানুষ আস্থাভাজনদের ভীড়ে থাকতে পছন্দ করে। আর আমি এর থেকে দূরে থাকি। এই জন্যইতো মারু থেকে কূফায় চলে এসেছি।

একবার কোন এক সৈকতের কিনারায় পানি পান করতে গেলেন। সেখানে অনেক ভীড় ছিল। মানুষের ভীড়ের কারণে দূরে গিয়ে ছিটকে পড়লেন। ফেরার পথে নিজের সাথি হযরত হাসান র.-কে বললেন, জীবন এমনই হোক যে, না আমাকে কেউ চিনবে এবং না আমাকে কেউ বড় কিছু মনে করবে।

একবার লোকেরা তাঁকে জিজ্ঞেস করল, হযরত! বিনয় কাকে বলে? তিনি বললেন, বিনয় হলো, তোমার ব্যক্তিত্ব তোমাকে ধনীদের থেকে দূরে রাখবে।

**সৃষ্টিজীবের সাথে আচরণ:** কারো ভদ্রতা এবং দীনদারী সঠিকভাবে বুঝার উপায় হলো মানুষের সাথে তার আচরণ থেকে। হযরত আব্দুল্লাহ র.

প্রত্যেকের উপকার করতেন এবং সবার প্রতি সুন্দর আচরণ করতেন এমনকি যারা আপনজন নয় তাদের প্রতিও। তিনি অন্যদেরকে যেভাবে সম্পদ বিলিয়ে দিতেন, কেউ নিজের আপনজনদেরকেও এভাবে বিলাতেন না।

হজের জন্য তো প্রতি বছরই যেতেন। অনেক লোক তাঁর সঙ্গী হয়ে যেত। সফরে যাওয়ার সময় তিনি শুধু নিজের খাবারের ব্যবস্থাই করতেন না, বরং সাথিদের খাবারের ব্যবস্থাও করতেন। এক বছর তো তিনি দুই উট বোঝাই করে শুধু ভূনা মুরগী নিয়েছিলেন। হজের উদ্দেশে রওয়ানা হওয়ার আগে সাথিদেরকে বললেন, তোমরা তোমাদের টাকা-পয়সাগুলো আমার কাছে জমা করো। সবার টাকা-পয়সা নিয়ে পৃথক পৃথক ব্যাগে প্রত্যেকের নাম ও টাকার পরিমাণ লিখে রাখলেন। এরপর সারা পথ নিজের থেকে খরচ করলেন। হজ শেষে মদিনায় পৌঁছে সাথিদেরকে বললেন, পরিবারের জন্য প্রয়োজনীয় কোন জিনিস নিতে চাইলে নিয়ে নাও। সবাই নিশ্চিন্তে পরিবারের জন্য কেনাকাটা করল। হজ থেকে ফিরে এসে আপন সঙ্গীদেরকে দাওয়াত করলেন, অতঃপর প্রত্যেকের টাকাসহ ব্যাগ ফেরৎ দিলেন।

তখন কেউ জিজ্ঞেস করল, রাস্তায় আপনি তো বলেননি যে, নিজ থেকে খরচ করবেন। তিনি বললেন, যদি আগেই সবাইকে বলে দিতাম, আমি নিজ থেকে খরচ করবো, তাহলে কে এমন সহজ ভাবে মেনে নেবে যে, সারা রাস্তায় আমার টাকা থেকে খাবে এবং পরিবারের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিস কিনবে! আমি এই কৌশল এ জন্য অবলম্বন করছি যেন ঐ লোকদের পেছনে খরচ করার সৌভাগ্য হয়, যারা আল্লাহর ঘর জিয়ারতের জন্য নিজ ঘর থেকে বের হয়।

তিনি সর্বদা মেহমান নিয়ে খাবার খেতেন এবং সব সময় তাঁর দস্তরখানে কোন না কোন মেহমান অবশ্যই থাকত। তিনি বলতেন, মেহমানের সাথে যে খাবার খাওয়া হয় তার হিসাব নেওয়া হয় না। অর্থ দিয়েও প্রত্যেককে সাহায্য করতেন। যেখানেই শুনতেন কোন ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত হয়ে গেছে এবং ঋণ দাতা তাকে পেরেশান করছে তখন তিনি অস্থির হয়ে যেতেন এবং যথাসম্ভব তাকে তার ঋণের বোঝা থেকে মুক্ত করে দিতেন।

তিনি অধিকাংশ সময় শাম সফরে যেতেন। পথিমধ্যে রুক্কা নামক স্থানে একটা মেহমানখানা পড়ত। সর্বদা সেখানেই অবস্থান করতেন। মেহমানখানায় এক যুবক ছিল। সে আন্তরিকতার সাথে তাঁর খেদমত

করত এবং তাঁর থেকে প্রিয় রাসূল সা.-এর হাদীস খুব আগ্রহ নিয়ে শিখত। তিনিও খুব মহব্বতের সাথে শেখাতেন ও খুশি হতেন।

একবার তিনি মেহমানখানায় গিয়ে সেই যুবককে দেখলেন না। তিনি চিন্তিত হলেন। জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন তাকে আটক করা হয়েছে। তিনি বড় ব্যথা পেলেন। কারণ জানতে চাইলে লোকেরা বলল, সে এক ব্যক্তির নিকট ঋণগ্রস্ত ছিল, ঋণের পরিমাণও অনেক বেশি ছিল। পাওনাদার বারবার চাওয়া সত্ত্বেও সে দিতে পারেনি। এই জন্য সেই ব্যক্তি তাকে ধরে নিয়ে গেছে। তিনি অনেক সন্ধান করে ঋনদাতাকে খুঁজে বের করলেন। তাকে আড়ালে নিয়ে বললেন, তোমার পাওনা কত? তোমার পাওনার সমস্ত অর্থ আমার কাছ থেকে নিয়ে নাও এবং ঐ যুবককে ছেড়ে দাও। সাথে সাথে তিনি তার থেকে কসম নিলেন, সে যেন কাউকে একথা না বলে। সে ব্যক্তি খুশি খুশি রাজী হয়ে গেল। তিনি তার সমস্ত পাওনা দিয়ে দিলেন এবং ততক্ষনাৎ সেখান থেকে চলে গেলেন। যখন সেই যুবক ছাড়া পেয়ে মেহমানখানায় আসলো তখন সে জানতে পারল হযরত আব্দুল্লাহ র. এসেছিলেন এবং তার কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন। হযরতের সাথে যুবকের সাক্ষাৎ না হওয়ায় যুবক খুব আফসোস করল। সে মনে মনে স্থির করল, যেভাবেই হোক হযরতের সাথে সাক্ষাৎ করবে। সুতরাং সে ততক্ষনাৎ সেখান থেকে রওয়ানা হলো। খুঁজতে খুঁজতে কয়েকদিন পর হযরতের সাক্ষাৎ পেল। হযরত অত্যন্ত খুশী হলেন এবং তার অবস্থা জানতে চাইলেন। সেই যুবক তার সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করল, এও বলল, মেহমানখানায় আল্লাহর কোনো এক নেক বান্দা এসেছিলেন। তিনি গোপনে আমার সমস্ত ঋণ পরিশোধ করে দিয়েছেন। ফলে আমি ছাড়া পেয়ে গেছি। জানি না তিনি কে ছিলেন? আমার অন্তর থেকে সর্বদা তাঁর জন্য দোয়া আসে। হযরত বললেন, আল্লাহ তাআলার শোকর যে, তুমি বিপদ থেকে মুক্তি পেয়েছ। যখন হযরত র.-এর ইন্তেকাল হলো, তখন লোকেরা যুবককে বলল, যিনি তোমার ঋণ পরিশোধ করেছিলেন তিনি ছিলেন হযরত আব্দুল্লাহ র.।

কোন এক ব্যক্তি সাত শ' দিরহাম ঋণগ্রস্থ ছিল। বেচারা খুব পেরেশান ছিল। লোকেরা হযরত র.-এর নিকট আলোচনা করল। তিনি ততক্ষনাৎ নিজের ম্যানেজারকে চিরকুট লিখলেন যে, ঐ ব্যক্তিকে সাত হাজার দিরহাম দিয়ে দাও। চিরকুট নিয়ে সেই ব্যক্তি ম্যানেজারের নিকট গিয়ে বললেন আমি সাত শ' দিরহাম ঋণগ্রস্থ। ম্যানেজার বললেন, আপনি একটু অপেক্ষা

করুন। চিরকুটে একটু বেশি লেখা আছে। আমি একটু জেনে নেই। হযরতকে চিঠি লিখে পাঠালেন, এই ব্যক্তির সাত শ' দিরহাম প্রয়োজন। আপনি ভুল করে সাত হাজার লিখে ফেলেছেন। হযরত উত্তরে লিখলেন, তাকে এক্ষুণি চৌদ্দ হাজার দিয়ে দাও। ম্যানেজার হযরতের ভালো ভেবে আবারো চিঠি লিখে পাঠালেন। আপনি যদি এভাবে সম্পদ বিলিয়ে দিতে থাকেন তাহলে কিছু দিনের মধ্যেই সমস্ত ধন-ভাণ্ডার শেষ হয়ে যাবে।

হযরত ম্যানেজারের এই কথায় বিচলিত হলেন এবং লিখে পাঠালেন, দুনিয়ার সম্পদ বিলিয়ে আখেরাতের সম্পদ জমা করার চিন্তা করো। তোমার কি রাসূলের এই কথা মনে নেই, যদি কেউ মুসলমান ভাইকে হঠাৎ খুশি করে দেয় যার আকাঙ্ক্ষা সে করেনি, তাহলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেবেন। বলো দেখি চৌদ্দ হাজার দিয়ে এই ব্যবসা কি তোমার ক্ষতি হয়ে যাবে?

হযরত দ্বিতীয়বার সাত হাজারের স্থলে চৌদ্দ হাজার এজন্য লিখেছিলেন যে, সাত হাজারের কথা তো তার জানা হয়ে গিয়েছিল, এখন যদি তাকে সাত হাজার দেওয়া হত, তাহলে তার আশা তো এমনই ছিল। আশা থেকে বেশি হলো না। এইজন্য তিনি চৌদ্দ হাজারের নির্দেশ দিয়েছেন। আকাঙ্ক্ষার চেয়েও বেশি। হঠাৎ এতোগুলো দিরহাম দেখে সে যেন খুশি হয়ে যায়।

**দীনের প্রচার:** যখন আমরা প্রিয় সাহাবীদের জীবনী পড়ি তখন এমন মনে হতো যে, তাঁদের শুধু একটাই চিন্তা ছিল আল্লাহর দীন যেন ঘরে ঘরে পৌঁছে যায় এবং প্রত্যেকে দীনদার হয়ে যায়।

হযরত আব্দুল্লাহ র. তাঁদের সত্যিকারের অনুসারী ছিলেন। তাঁর জীবনের একটা মুহূর্তও এই চিন্তা-ভাবনা থেকে অবসর ছিল না। ঘরে থাকলে দীন শেখানোর কাজে ব্যস্ত থাকতেন। সফরে গেলেও এই চিন্তাই থাকত। সম্পদ উপার্জন করতেনও এই জন্য যে, তিনি সেগুলো আল্লাহর দীন প্রচারে খরচ করবেন।

লোকদেরকে দীনি ইলম অর্জন করালে তিনি অনেক খুশি হতেন। সর্বাবস্থায় তাদের সঙ্গ দিতেন। খুঁজে খুঁজে এমন তালেবে ইলমদের সাহায্য করতেন যাদের ইলমে দীন শেখার আগ্রহ আছে কিন্তু অসচ্ছলতার কারণে শিখতে পারত না। অথবা যারা দীনি ইলম শেখানোর কাজে মগ্ন থাকার কারণে জীবিকা উপার্জনের জন্য এদিক সেদিক বের হওয়ার সুযোগ পেতেন না। তাদের জন্য হাজার হাজার টাকা পাঠিয়ে দিতেন এবং বলতেন টাকা খরচ করার এর চেয়ে উত্তম সুযোগ আর হতে পারে না।

একবার তিনি বলেন, আমি আমার টাকা পয়সা ঐ সমস্ত লোকদের পেছনে খরচ করি যারা দীনি ইলম অর্জন করার মধ্যে এমন ভাবে মগ্ন থাকে যে, তারা পরিবারের জন্য জীবিকা উপার্জন করার সময় পান না। আর যদি তারা জীবিকা উপার্জনে লেগে যায় তাহলে ইলমে দীন শেষ হয়ে যাবে। আমি তাদের সাহায্য এই জন্য করি, তাদের দ্বারা ইলমে দীন প্রচার হয়। আর নবুওয়াত খতম হয়ে যাওয়ার পর নেকী কামানোর সবচেয়ে বড় কাজ হলো, দীনি ইলমের প্রসার করা। এই কাজের জন্য তিনি শহরে যেতেন। সবার সাথে মিশতেন। তাদেরকে সংশোধন করার চেষ্টা করতেন এবং অনেক কৌশলের সাথে ঐ কাজগুলো সমাধান দিতেন।

তিনি বলতেন, যখন উম্মতের বড় দায়িত্বশীল লোক পথ ভ্রষ্ট হয়ে যায় তখন পুরো উম্মতের মধ্যে খারাবী এসে যায়। পাঁচ প্রকার লোকের মাঝে খারাবী এসে গেলে পুরো সমাজই ধ্বংস হয়ে যায়। যথা:-

১। আলেম: তারা নবীদের ওয়ারিস। আম্বিয়ায়ে কেরাম যে ইলম নিয়ে এসেছিলেন তাদের নিকট সেই ইলম আছে। এই লোকেরাই যদি দুনিয়ার লালসায় ফেঁসে যায় তাহলে সাধারণ লোকেরা কাদের নিকট দীন শিখবে এবং কাকে নিজের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করবে?

২। ব্যবসায়ী: এই লোকেরাই যদি খেয়ানত করতে থাকে, দীনদারী ছেড়ে দেয় এবং অসৎ লোকদের মতো সম্পদ অর্জনের পিছনে মত্ত হয়ে যায়। তাহলে লোকেরা কাদের উপর ভরসা করবে? আর কাদেরকে আমানাতদার মনে করবে?

৩। জাহেদ: তথা দুনিয়া বিরাগী। তাঁদের জীবনাচার দেখে লোকেরা দীনের উপর আমল করে। যদি তাঁরাই পথভ্রষ্ট হয়ে যায় তাহলে লোকেরা কাদের অনুসরণ করবে?

৪। মুজাহিদ: গনিমতের মাল জমা করাই যখন তাদের উদ্দেশ হয়। রাষ্ট্রীয় শান-শওকত অর্জন করার উদ্দেশেই যদি তাঁরা যুদ্ধ করে। তাহলে দীন প্রচার হবে কিভাবে এবং ইসলামের বিজয় হবে কিভাবে?

৫। শাসক: শাসকের দৃষ্টান্ত হলো রাখালের মতো, রাখাল মেষপালকে চরায় তাদেরকে দেখাশোনা করে ও বিপদাপদ থেকে রক্ষা করে। কিন্তু যদি রাখাল নিজেই বাঘ হয়ে যায় তাহলে মেষপালকে সংরক্ষণ কে করবে?

সারকথা হলো, উম্মতের সংশোধন তখনি হতে পারে যখন বড়রা ও দায়িত্বশীল লোকেরা সংশোধন হয়ে যাবে। তাদের চাল-চলন সংশোধন হয়ে গেলে সবার চাল-চলনই সংশোধন হয়ে যাবে। তাদের ভ্রষ্টতা দূর হয়ে গেলে পুরো উম্মতের জীবনে একটি ভালো এবং সুন্দর বিপ্লব আসবে। যাকে দেখার জন্য আজ সমস্ত মঙ্গলকামীদের চোখ নিষ্পলক তাকিয়ে আছে।

**জিহাদের আগ্রহঃ** কুফর ও শিরকের কোমর ভেঙে ইসলাম প্রচারের জন্য কখনো কখনো যুদ্ধের ময়দানে অবতীর্ন হওয়ার প্রয়োজন হয়। মুসলমানদের সবচেয়ে বড় চাওয়া-পাওয়া এটাই যে, তার জান-মাল আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় হবে। হযরত আব্দুল্লাহ র.-এর সবচেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষা এটাই ছিল, তিনি প্রতিটি নেক কাজে আগে থাকতেন। সমস্ত রাত আল্লাহর স্মরণে কাটাতেন। হাদীস পড়ানোর মধ্যে দিনরাত অতিবাহিত করতেন। ধন-সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় খরচ করতেন এবং জিহাদের সুযোগ আসলে যুদ্ধের ময়দানে বীরত্বের কারিশমা দেখাতেন।

এটা ছিল সেই যামানা, যখন মুসলমান ও রোমের কাফেরদের মধ্যে যুদ্ধ, মারামারি ও কাটা-কাটি চলতে থাকত। হযরত আব্দুল্লাহ র. অধিকাংশ সময় এ ধরণের যুদ্ধে শরীক হতেন। একবার মুসলমান এবং কাফের সৈন্যরা মুখোমুখি হলো। সেদিন যুদ্ধের পরিস্থিতি ছিল খুবই ভয়াবহ। এক কাফের খুব গর্ব করে ময়দানে নামলো এবং মুসলমান সিপাহীদেরকে মোকাবেলার জন্য আহ্বান জানালো। মুসলমানদের মধ্যে থেকে এক মুজাহিদ বাঘের মতো গর্জন করে তার উপর ঝাপিয়ে পড়ল এবং এক আঘাতেই তাকে শেষ করে দিল। এরপর আরেকজন কাফের আসলো, মুজাহিদ তাকেও এক আঘাতেই পরাস্ত করল। এভাবে কয়েকজন কাফেরকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিল।

এই মর্দে মুজাহিদের বিরত্ব দেখে মুসলমানরা খুশি হয়ে গেলো। তাঁকে দেখার জন্য অগ্রসর হলো। আল্লাহর এই সৈনিক মানুষের প্রশংসা থেকে বাঁচার জন্য মুখ কাপড়ে ঢেকে নিলেন। কাপড় সরানো হলে দেখা গেল তিনি হলেন হযরত আব্দুল্লাহ র.।

**ব্যবসা :** সম্পদের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত ভালোবাসা সৃষ্টি হয় সম্পদ জমা করার কারণে। তার জন্য উঠে পড়ে লাগা নিঃসন্দেহে খারাপ কাজ। ইসলামি জীবনের

সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। তবে হ্যাঁ! ভালো কাজে খরচ করার জন্য সম্পদ উপার্জন করা একটি পছন্দনীয় কাজ। ইসলাম তাকে সমর্থন করে।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রা.-কে বললেন, তোমার পরিবারকে স্বচ্ছল অবস্থায় রেখে যাওয়া উত্তম অসচ্ছল অবস্থায় রেখে যাওয়ার চেয়ে; তোমার পরে তারা ভিক্ষাবৃত্তি করবে না।

হযরত কায়েস র. নিজ ছেলে হযরত হাকেম র.-কে বলতেন, সম্পদ জমা করো! কেননা, সম্পদ দ্বারা ভদ্রলোকদের মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং সে অভদ্রলোকদেরকে ভ্রূক্ষেপ করে না।

হযরত সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব র. বলতেন, আল্লাহর কসম! ঐ ব্যক্তি কোনো কাজের নয়, যে নিজের সম্মান রক্ষার জন্য সম্পদ জমা করে না।

হযরত আবু কিলাবা র. বলতেন, বাজারে মনোযোগ দিয়ে ব্যবসা করো। তুমি দীনের উপর মজবুতভাবে জমে থাকতে পারবে। আর লোকদের থেকে অমুখাপেক্ষী হয়ে যাবে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলতেন, যদি আমার কাছে উহুদ পাহাড় সমপরিমাণ স্বর্ণ থাকে এবং আমি তার যাকাত আদায় করি তবে আমার ঐ সম্পদে বিপদের আশংকা করি না।

বুযূর্গদের এই সকল কথা থেকে বোঝা যায়, সম্পদ উপার্জন করা এমন কোনো খারাপ কাজ নয় যে, তাকে ঘৃণা করতে হবে। সত্যিকারর্থে খারাপ বিষয় হলো, সম্পদের মোহেপড়ে দীন থেকে উদাসীন হয়ে যাওয়া। আখেরাতকে ভুলে বিলাসী জীবন-যাপন করা।

আমাদের বুযূর্গরা দীনের অনেক বড় বড় খেদমত করে গেছেন। তারা সবসময় নিজের জীবিকা নিজেই উপার্জন করতেন। ব্যবসা অথবা অন্য কোন কাজ করতেন। অন্যের উপর নির্ভর করে কখনো জীবন-যাপন করতেন না।

হযরত আব্দুল্লাহ র. অনেক বড় ব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁর ব্যবসা অনেক উঁচু স্তরের ছিল। খোরাসান থেকে মূল্যবান মালামাল এনে হেজাযে বিক্রি করতেন। আল্লাহ তাঁর ব্যবসায় অনেক বরকত দিয়েছিলেন। তিনি বছরে একলাখ দিরহাম গরীব-মিসকীনদের মাঝে দান করতেন।

**ব্যবসা কি জন্য :** একবার হযরতের প্রসিদ্ধ ছাত্র হযরত ফুযাইল র. তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা হযরত! আপনি লোকদেরকে উপদেশ

দেন, দুনিয়া থেকে দূরে থাকো। আখেরাতের চিন্তা করো! ইত্যাদি। অথচ আপনি নিজে দামী দামী জিনিসের ব্যবসা করেন?

উত্তর দিলেন, ফুযাইল! তুমি কি এটাও চিন্তা করেছ, আমি কেন ব্যবসা করি? আমি তো ব্যবসা শুধু এই জন্য করি, যেন বিপদ থেকে বাঁচতে পারি, নিজের মান-সম্মান রক্ষা করতে পারি, নিজের এবং প্রতিবেশীদের যে হক আমার উপর আছে তা ভালোভাবে আদায় করতে পারি এবং নিশ্চিন্তে আল্লাহ তাআলার ইবাদত বন্দেগী করতে পারি।

**মূল্যবান মুক্তা :** হযরত আব্দুল্লাহ র.-এর অনেক মূল্যবান বাণী কিতাবে পাওয়া যায়। সেগুলো আমাদের সব সময় মনে রাখা উচিত। তা হলো এই:

১. প্রতিটি কাজে ভদ্রতা ও শিষ্টাচারের প্রতি লক্ষ্য রাখবে। দীনের দুইটা অংশ। এক. ভদ্রতা। দুই. শিষ্টাচার।

২. 'আল্লাহভীরু' ব্যক্তি বাদশাহ থেকেও বেশি সম্মানিত। বাদশাহ রাজত্বের প্রভাব খাটিয়ে মানুষদেরকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করে। আর আল্লাহভীরু ব্যক্তি লোকদের থেকে লুকিয়ে থাকতে চায় কিন্তু লোকেরা তার পিছু ছাড়ে না।

৩. হকের উপর অটল থাকা সবচেয়ে বড় জিহাদ।

৪. গর্ব ও অহংকার হলো অন্যকে তুচ্ছ ভাবা এবং এই ধারণা করা যে, যা আমার আছে তা অন্যের নেই।

৫. ঐ ব্যক্তি কিছুতেই আলেম হতে পারে না, যার অন্তরে আল্লাহ তাআলার ভয় নেই এবং সে দুনিয়ার লোভ-লালসায় আবদ্ধ।

৬. দুনিয়ার সম্পদের উপর কখনো অহংকার করতে নেই।

৭. শুধু আল্লাহর জন্য মহব্বত করে এমন বন্ধু পাওয়া দুষ্কর।

৮. এমন জিনিস দ্বারা ক্ষুধা নিবারণ করো যা একজন মুমিনের পেট পছন্দ করে।

৯. তালেবে ইলমের জন্য পাঁচটি বিষয় অতি জরুরি- ১. ভালো নিয়ত ২. উস্তাদের কথা মনযোগসহ শ্রবণ ৩. উস্তাদের কথার উপর চিন্তা-ভাবনা করা ৪. উস্তাদের কথাকে স্মরণ রাখা ৫. উস্তাদের কথাকে ভালো লোকদের মাঝে প্রচার করা।

১০. সুন্দর চরিত্র হলো মানুষের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করা, আল্লাহ তাআলার অভাবী বান্দাদের উপর মাল খরচ করা এবং কাউকে কষ্ট না দেওয়া।

**কয়েকটি কবিতা :** হযরত আব্দুল্লাহ র. কবিও ছিলেন। একটি কবিতা তিনি অধিকাংশ সময় গুণগুণ করে বলতেন এবং কবিতাটিও ছিল বারবার পড়ার মতো-

اَرٰی اُنَاسًا بِاَدْنَی الدِّیْنِ قَدْ قَنَعُوْا

'দীনের বিষয়ে তো মানুষ অল্পকেই অনেক বেশি মনে করে।'

وَلَا اَرٰهُمْ رَضُوْا فِی الْعَیْشِ بِالدُّوْنِ

'কিন্তু দুনিয়ার সাজ-সরঞ্জামের বেলায় অল্পতে সন্তুষ্ট থাকে,
এমন লোকতো দেখা যায় না।'

'দুনিয়ার স্বল্পতায় কাঁদছে, আবার দীন অল্প পেয়েও খুশি হয়ে যাচ্ছে।'

হযরতের শানে অনেকেই কবিতা রচনা করেছে। এক কবিতার প্রসিদ্ধ দুইটি পংক্তি।

اِذَا سَارَ عَبْدُ اللهِ مِنْ مَّرْوَ لَیْلَةً

একরাতে যখন আব্দুল্লাহ মারু থেকে রওয়ানা হলেন,

فَقَدْ سَارَ عَنْهَا نُوْرُهَا وَجَمَالُهَا

তো মারুর সকল আলো ও উজ্জলতা চলে যেতে লাগল।

اِذَا ذُكِرَ الْاَخْیَارُ فِیْ كُلِّ بَلْدَةٍ

যখন কোন শহরে নেক আলেমদের আলোচনা হয় তখন মনে হয়,

فَهُمْ اَنْجُمٌ فِیْهَا وَاَنْتَ هِلَالُهَا

সকলে হলেন আকাশের তারা আর তিনি তাদের মধ্যে উজ্জল চাঁদতুল্য।

**একটি শান্ত সূর্য অস্তমিত হলো :** জিহাদের জন্য তো হযরত প্রতি বছরই রেব হতেন। ১৮১ হিজরীতে জিহাদ থেকে ফিরছিলেন। 'মউসূলের' নিকবর্তী হাইয়াত নামক এক এলাকায় পৌঁছলেন, তখন তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটল। তিনি বুঝে ফেললেন এটা অন্তিম মুহূর্ত। তাই তিনি বললেন, আমাকে বিছানা থেকে নামিয়ে নিচে রাখো। হযরত নযর র. তাঁকে নিচে তো রাখলেন; কিন্তু দয়ালু মনিবের এই অবস্থা দেখে অনিচ্ছায় কাঁদতে লাগলেন। হযরত জিজ্ঞেস করলেন, কেন কাঁদছ? নযর র. বললেন, হযরত! একটি সময় ছিল যখন প্রচুর সম্পদ ছিল। শানশওকাত ও প্রভাব-প্রতিপত্তির

জীবন ছিল। আর এখন আপনি সফরে। বন্ধু-বান্ধব এবং আত্মীয়-স্বজন থেকে দূরে। অস্বচ্ছলতা ও নিঃস্বতার জীবন। তার উপর আপনি মাটিতে পড়ে আছেন। এই সব দেখে আমার অন্তর ভারী হয়ে আসলো এবং অনিচ্ছায় চোখ থেকে অশ্রু ঝরতে লাগল। হযরত আব্দুল্লাহ র. বললেন, নযর! বিচলিত হওয়ার কিছু নেই। আমি সর্বদা আল্লাহ তাআলার কাছে এই দোয়া-ই করেছি, হে আল্লাহ! জীবন দান করিও ধনীদের মতো। যেন কারো নিকট মুখাপেক্ষী হতে না হয় এবং মুক্ত হস্তে তোমার রাস্তায় সম্পদ খরচ করতে পারি। আর আমার মৃত্যু প্রদান করিও গরীব অসহায়দের মতো। তোমার কাছে গরিব ও অসহায় হয়ে উপস্থিত হতে পারি, যেন আমার প্রতি তোমার দয়া হয়। আল্লাহর শোকর! আল্লাহ তাআলা আমার দোয়া কবুল করেছেন।

**ইন্তেকাল :** রমযানুল মোবারক মাস। ইবনে মোবারক র. ঈমান আমলের উপঢৌকন নিয়ে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হলেন। চিরদিনের জন্য এই সূর্য অস্তমিত হলো। যিনি ৬৩ বছর বয়স পর্যন্ত মিসর, শাম, কূফা, বসরা, ইয়েমেন ও হিজাযকে নিজের ইলমের আলোতে আলোকিত করেছেন। কিন্তু এটা একটি ভিন্নরূপী সূর্য ছিল যা অস্তমিত হলো। তবে তাঁর কিছু আলো অন্যত্র ছড়িয়ে গেল। আজো সমস্ত পৃথিবী এই আলোতে আলোকিত হচ্ছে এবং যতদিন পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা চাইবেন তা চমকাতে থাকবে। আল্লাহ তাআলার হাজার হাজার রহমত ও নেয়ামত বর্ষিত হোক তাঁর উপর। আর আল্লাহ আমাদেরকেও তাওফিক দান করুন, তিনি যে আলোয় আলোকিত করে গেছেন সে পথে যেন চলতে পারি। আমীন!

## ইংরেজ বিচারকের রায়ে মুসলমান হারলো ইসলাম জিতলো

কান্ধলায় একবার এক খণ্ড জমি নিয়ে মুসলমান ও হিন্দুদের মাঝে ঝগড়া চলছিল। মুসলমানরা বলছিল এই জমি আমাদের। হিন্দুরাও বলছিল এই জমি আমাদের। সুতরাং মামলা চলে গেল ইংরেজের আদালতে। যখন মামলা চলছিল তখন মুসলমানগণ ঘোষণা দিল, যদি এই জমি আমরা পেয়ে যাই তাহলে মসজিদ বানাব। হিন্দুরা যখন শুনল তখন তারাও রাগে ঘোষণা দিল যদি এই জমি আমরা পেয়ে যাই তাহলে মন্দির বানাব। এতক্ষণ পর্যন্ত কথাবার্তা চলছিল দুই পক্ষের দুই ব্যক্তির মাঝে একাকি। কিন্তু এখন এ কথার সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ল সবার মাঝে। এমনকি একদিকে

সমস্ত মুসলমান একত্রিত হয়ে গেল, অপর দিকে হিন্দু সম্প্রদায়ও একত্রিত হলো। মামলাটি এক বিশেষ রূপ ধারণ করল। পুরো শহরে হট্টগোল ও মারামারির অবস্থা বিরাজ করছে। তাই মানুষও পেরেশান ছিল, ফলাফল কি দাঁড়ায়? ইংরেজ বিচারকও খুব পেরেশান মামলার একটি গ্রহণযোগ্য মিমাংসার পথ বের করা জন্য। এমন যেন না হয়, আগুন জ্বলে ওঠবে আর তা নিভানো খুব কঠিন হয়ে যাবে।

বিচারক মামলা শোনার পরিবর্তে একটি প্রস্তাব পেশ করল, এমন কোন পদ্ধতি আছে কি? উভয় পক্ষ পরস্পরে আলাপ-আলোচনা করে সমস্যার সমাধান করবেন। হিন্দুরা বলল, আমরা আপনার নিকট নির্জনে মুসলমানদের মধ্য থেকে একজনের নাম বলব। আপনি পরবর্তী শুনানিতে তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করবেন। তিনি যদি বলেন, এটা মুসলমানদের জমি, তাহলে তাদেরকে দিয়ে দেবেন। আর যদি বলেন, এটা হিন্দুদের জমি, তাহলে আমাদেরকে দিয়ে দেবেন। বিচারক উভয় পক্ষকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞেস করলে উভয় পক্ষ সন্তুষ্টি প্রকাশ করল। মুসলমানরা ভাবল প্রস্তাবিত ব্যক্তি যেই হোক, সে যেহেতু মুসলমান তাই তার সাথে মসজিদ বানানোর কথা আলোচনা করলে অবশ্যই সে আমাদের পক্ষে মত দিবে। সুতরাং ইংরেজ বিচারক ঘোষণা দিল অমুক তারিখে শুনানি হবে আপনারা সেদিন আসবেন। সেদিন আমি সেই বৃদ্ধ মুসলমান লোকটিকেও ডেকে আনব। মুসলমানরা যখন বিচারালয় থেকে বেরিয়ে আসলো তখন তারা খুব প্রফুল্ল ছিল। সবাই খুশিতে লাফাচ্ছিল। হিন্দুরা তাদের লোককে জিজ্ঞেস করল, তুমি তাদেরকে কি বলেছ? সে বলল, আমি একজন মুসলমান আলেমকে ফয়সালা মেনে নিয়েছি। তিনি পরবর্তী শুনানিতে যা বলবেন সে অনুযায়ী মিমাংসা হবে। তখন হিন্দুদের মন ভেঙে গেল। সকলেই অপেক্ষায় ছিল পরবর্তী শুনানিতে কী হয় ?

সুতরাং হিন্দুরা মুফতি ইলাহী বখশ কান্ধলবী র.-এর নাম প্রস্তাব করল। তিনি ছিলেন শাহ আব্দুল আজিজ র.-এর শিষ্য। আল্লাহ তাআলা তাঁকে সততার জীবন দান করেছিলেন। মুসলমানগণ যখন দেখল মুফতি সাহেব র. তাশরীফ নিয়েছেন। তখন তারা ভাবতে লাগল, মুফতি সাহেব অবশ্যই মসজিদ বানানোর কথাই বলবেন।

অতএব ইংরেজ বিচারক জিজ্ঞেস করল, মুফতি সাহেব! বলুন, এই জমিনটি কাদের মালিকানায়? তিনি যেহেতু বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে অবগত ছিলেন। তাই তিনি উত্তর দিলেন, এই জমিন তো হিন্দুদের। যখন তিনি একথা বললেন, তখন ইংরেজ বিচারক পরবর্তী প্রশ্ন করল, তাহলে হিন্দুরা এই জমিতে মন্দির বানাতে পারবে? মুফতি সাহেব র. বললেন, মালিকানা যেহেতু তাদের এখন তারা যা খুশি করতে পারবে; ঘর বানাতে পারবে, মন্দির বানাতে পারবে। এটা তাদের ইচ্ছা। সুতরাং বিচারক রায় দিয়ে দিলেন, এই জমি হিন্দুদের। কিন্তু ইংরেজ বিচারক এ রায়ের কপিতে একটি অদ্ভুত কথা লিখে দিলেন। রায় দেওয়ার পর লিখলেন, "আজ এই মামলায় মুসলমান হেরে গেল; কিন্তু ইসলাম জিতে গেল।" যখন ইংরেজ একথা বললেন, তখন ঐ সময় হিন্দুরাও বলল, আপনি তো আপনার রায় দিয়েছেন। এবার আমাদের কথা শুনুন। আমরা এক্ষণি কালেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেলাম এবং আমরা এ ঘোষণাও দিচ্ছি যে, এখন আমরা নিজ হাতে এখানে মসজিদ বানাব। বিবেক বলছিল, মিথ্যা বললে মসজিদ হয়ে যাবে। কিন্তু মুফতি সাহেব সত্য বললেন ফলে সত্যের জয় হলো।

আল্লাহ এই জায়গায় সত্যিই মসজিদ বানিয়ে দেখালেন। শিক্ষণীয় যে, সত্যের রাস্তা সহজ। মিথ্যার রাস্তা কঠিন। এটা কাঁটা ভরা রাস্তা। আল্লাহ তাআলা মিথ্যাকে ঘৃণা করেন। মানুষও ঘৃণা করে। একটি মিথ্যা বলার জন্য অনেক মিথ্যা বলতে হয়। অতএব মিথ্যার জীবন ছেড়ে দিয়ে সততার জীবন অবলম্বন করুন। সত্যের উপর আল্লাহ তাআলা সাহায্য করে থাকেন।

## ভালোবাসা দিয়ে স্ত্রীর মন জয় করুন

যে স্বামী ভালোবাসা দিয়ে স্ত্রীর মন জয় করতে পারে না সে তলোয়ার দিয়ে কখনোই স্ত্রীর মন জয় করতে পারবে না। পক্ষান্তরে যে মহিলা নিজের স্বামীকে ভালোবাসা দিয়ে গ্রহণ করতে পারে না সে তলোয়ার দিয়েও স্বামীকে আপন করতে পারবে না। কখনো মহিলারা এমন চিন্তা করে, ভাইকে বললে, সে স্বামীকে শাসিয়ে দেবে। আব্বুকে বললে, সে স্বামীকে সংশোধন করে দেবে। এধরনের মহিলারা খুবই নির্বোধ।

এটা কি করে সম্ভব যে, আপনার ভাই অথবা আপনার বাবা শাসাবে, আর আপনার স্বামী ঠিক হয়ে যাবে? স্বামী-স্ত্রীর মাঝে তৃতীয় ব্যক্তিকে মধ্যস্থতায় আনলে শুধু দূরত্বই বাড়বে। আপনি যখন আপনার ও স্বামীর বিষয়ে পিতা-মাতাকে মধ্যস্থ করলেন, তখন আপনি তৃতীয় ব্যক্তিকে আপনাদের মাঝে দাঁড় করিয়ে নিজেই নিজেদের দূরত্ব সৃষ্টি করলেন। এখন বলুন! নিজেই যখন স্বামীর মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করলেন, তাহলে ঘনিষ্টতা হবে কি করে? এই জন্য ঘরের বিষয় ঘরেই সমাধান করতে হয়।

## নিজের সংসার নিজেরই

স্বামীর ঘরে যদি আপনি ক্ষুধার্থও থাকেন তাহলে আল্লাহ তাআলা এর দ্বারা আপনার মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন। নিজ বাবার ঘরের আরাম ও স্বচ্ছলতার কথা স্মরণ করবেন না। এমন তো হয় না যে, মেয়েরা সর্বদা মা-বাবার ঘরেই থাকে। শেষ পর্যন্ত তাকে নিজ সংসার গড়তে হয়। আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে যাকে নির্বাচিত করা হয় তাকেই গ্রহণ করতে হয়। এতে যদি স্বামীর ঘরে জীবিকার সল্পতা থাকে বা স্বামীর কোন স্বভাব এমন হয় যা আপনার পছন্দ নয়, তাহলে ধৈর্যের সাথে সংশোধনের চিন্তা করবেন। চিন্তা ভাবনা করে কথা বলবেন। খেদমতের মাধ্যমে স্বামীর মন জয় করবেন। তখন আপনার সব কথা স্বামী শুনবে।

## ঘরে নিরাপদ থাকার আমল

সকল মহিলাদেরকে একটি আমলের অনুমতি দেয়া হচ্ছে। আমলটি করা শুরু করে দিন। যে সকল মহিলা বিবাহিতা তারা অবশ্যই পড়বেন। আর যে সমস্ত মেয়ে প্রাপ্তা বয়স্কা ও বিবেকবান তারাও পড়বেন। ইনশাআল্লাহ! বিবাহের পর আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সুখে-শান্তিতে রাখবেন। আমলটা হলো, আপনি যখনই নামায পড়বেন তা ফরজ, ওয়াযিব বা নফলই হোক; শেষ বৈঠকে দোয়ায়ে মাছুরার পর সালাম ফিরানোর আগে এই দোয়া পড়বেন-

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا.

(سورۃ فرقان:)

এই দোয়া পড়ার দ্বারা আল্লাহ তাআলা আপনার ঘরের সকল সদস্যকে আপনার জন্য চোখ শীতলকারী বানিয়ে দিবেন। আল্লাহ তাআলা আপনাদের জীবনে বরকত দান করুন এবং আপনাদের ঘরকে শান্তিময় করুন। আমীন!

## মুখ ফসকে যাওয়া পা পিছলে যাওয়া অপেক্ষা ভয়াবহ

চুপ থাকা বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞানী ব্যক্তির পরিচয়। অতিরিক্ত কথা বলা নির্বুদ্ধিতার পরিচয়। মনে রাখবে, মুখ ফসকে যাওয়া পা পিছলে যাওয়ার চেয়ে অনেক বেশি ভয়াবহ। পা পিছলে গেলে তো উঠে দাঁড়াতে পারবে, কিন্তু যদি মুখ ফসকে যায় তাহলে বের হওয়া শব্দ আর ফেরত নেওয়া যাবে না। এই জন্য যার মুখ নিয়ন্ত্রণে নেই তার মৃত্যুর ফয়সালা সে নিজেই করে।

নদীর সরবতা থেকে সমুদ্রের নীরবতা পর্যন্ত সবাই বলে,
জ্ঞানী ব্যক্তি তার জ্ঞান অনুযায়ী নীরবতা অবলম্বন করে।

## নেক বিবিগণ স্বামীদেরকে নেক কাজ করায়

হাতেমতাঈ একজন নেককার, দীনদার ও সম্পদশালী লোক ছিলেন। তার বাসস্থান ঘেষে একটি সাধারণ রাস্তা চলে গেছে। গ্রামের লোকজন পায়ে হেটে এই সড়কে আসতো। অতঃপর এখান থেকে শহরে যেত। কখনো গ্রাম থেকে লোকদের এখানে পৌঁছতে অনেক রাত হয়ে যেত। যার দরূন মুসাফিরদের এখানেই অবস্থান করতে হতো। সেখানে বসার মতো ভালো কোন জায়গাও ছিল না। হাতেমতাই এর স্ত্রী ছিল নেককার ও পরহেজগার একজন মহিলা। সে তার স্বামীর নিকট এই প্রস্তাব পেশ করল, আমরা মুসাফিরদের জন্য ছোট্র একটি মেহমানখানা বানিয়ে দেই। যদি অসময়ে কেউ এখানে চলে আসে এবং বাহন না পায়, তাহলে তারা মেহমানখানায় রাত কাটাতে পারবে। স্বামী মেহমানখানা বানিয়ে দিলেন। লোকদের খুব উপকার হলো। যখনই কেউ আসত এখানে বসে একটু বিশ্রাম করে নিত। কিছুদিন পর ঐ নেক মহিলা মনে মনে ভাবল, মুসাফিরদের জন্য সামান্য চা-পানির ব্যবস্থা করলে কেমন হয়? সুতরাং নিজের হাত খরচের টাকা দিয়ে মুসাফিরদের জন্য চা-পানির ব্যবস্থা করে দিল। মুসাফিররা আরো খুশি হলো এবং তার জন্য আন্তরিকভাবে দোয়া করতে লাগল। দিন দিন লোকদের কাছে এই কাজ খুব পছন্দ হতে লাগল যে, আল্লাহর এক বান্দী লোকদের কষ্ট দূর করেছে। সে একদিন তাঁর স্বামীকে বলল, আল্লাহ

তাআলা আমাদেরকে অনেক সম্পদ দিয়েছেন। আমরা যদি খাবারের সময় মুসাফিরদের জন্য খাওয়ার ব্যবস্থা করি তাহলে আমাদের কোন ক্ষতি হবে না। আল্লাহ তাআলার দেওয়া সম্পদ থেকেই আমরা খরচ করব। তার কথায় স্বামী রাজী হয়ে গেল।

নেককার স্ত্রীরা স্বামীদের দিয়ে নেক কাজ করায়। এমন তো না যে, তাজমহল আর আরামদায়ক বাগিচা বানিয়েছে। এমনটা তো বোকামী। এটা কি এমন স্মরণীয় হয়ে থাকার মতো যে, আমরা দুনিয়াবী জিনিস বানিয়ে ফেললাম। স্মরণীয় তো হলো, যুবায়দা খাতুন যা করে গেছেন। যেই ঝর্ণা থেকে লাখো মানুষ পানি পান করছে আর তার আমলনামায় এর প্রতিদান লেখা হচ্ছে। সুতরাং স্বামী মুসাফিরদের জন্য খাবারের ব্যবস্থাও করে দিলেন। মুসফিররা যখন খাবারও পেতে লাগল তখন অনেক মুসাফির রাতে এখানে থেকে যেত এবং পরদিন ভোরে বাড়ির উদ্দেশে যাত্রা করত। এমনকি এখানে পঞ্চাশ থেকে একশ জন পর্যন্ত মুসাফির থাকতে লাগল। খাবার পাকানো হতো। লোকেরা খেয়ে দোয়া করত।

কিছু লোক তো প্রয়োজনের বেশি হিতাকাঙ্ক্ষী হয়। যারা ভালো রূপ নিয়ে এসে মন্দ করে যায়। বন্ধুত্বের বেশে এসে শত্রুতা করে থাকে। অতএব এই ধরনের লোকদের মধ্য হতে দু'একজন ঐ মহিলার স্বামীকে বোঝাল, তোমার স্ত্রী তো অপব্যয় করছে। প্রতিদিন পঞ্চাশ একশ' জনের খাবার পাক করছে। বেকার ও অলস প্রকৃতির লোকেরা এখানে পড়ে-পড়ে খাচ্ছে। তোমাদের কি নিজের সম্পদের প্রতি কোনই ভ্রূক্ষেপ নেই? এটা তো তোমাদেরকে ডুবিয়ে ছাড়বে। তাদের এ সমস্ত কথার পর স্বামী বলল, আচ্ছা! এখন থেকে আমরা শুধু চা-পানির ব্যবস্থা করব, খাবার বন্ধ করে দেব।

অতএব খাবার বন্ধ করে দেওয়া হলো। যখন তার স্ত্রী জানতে পারল তখন সে মনে খুব কষ্ট পেল। মহিলা ছিল খুব বুদ্ধিমতি। সে ভালো করে জানত, সুযোগ বুঝে কথা বললে অসাধ্য কাজকে সাধ্য করা যায়। এই জন্য ভাবল, এখন স্বামীকে বিভ্রান্ত করা যাবে না, সুযোগ বুঝে কথা বলব। যেন কথা বললে আমার স্বামীর সে কথা বুঝে আসে। সুতরাং সে কিছুদিন চুপ রইল।

একদিন স্ত্রী চুপচাপ বসে ছিল। স্বামী জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপার কী? চুপ করে বসে আছ কেন? স্ত্রী বলল, অনেক দিন হয়ে গেল ঘরে বসে আছি, ভাবছিলাম আমাদের জমিনগুলো দেখে আসি। যেখানে কূপ আছে,

টিউবয়েল আছে, বাগান আছে। স্বামী বলল, খুব ভালো কথা, আমি তোমাকে নিয়ে যাব।

কথা মতো স্বামী স্ত্রীকে নিয়ে জমি দেখতে গেল। যেখানে বাগান ছিল, ফল-ফুল ছিল, টিউবয়েল ছিল। স্ত্রী তো প্রথমে কিছুক্ষণ ফুলের বাগানে, কিছুক্ষণ ফলের বাগানে ঘুরে ঘুরে ফল-ফুল ছিড়তে লাগল। এরপর এক কূয়ার কাছে বসল এবং কূয়ার ভিতরে দেখতে লাগল। স্বামী ভাবল, হয়তো স্ত্রী এমনিতেই কুয়ার পানি বের হওয়ার দৃশ্য দেখছিল এবং পানির আওয়াজ শুনছিল। বেশ কিছুক্ষণ হয়ে গেলে স্বামী বলল, হে নেককার মহিলা! চলো! ঘরে যাই! স্ত্রী বলল, হ্যাঁ, এইতো আসছি। একথা বলে বসে থাকল। কিছুক্ষণ পর স্বামী আবার বলল, চলো! ঘরে যাই। স্ত্রী বলল, হ্যাঁ, এইতো আসছি। তারপরও বসে রইল। তৃতীয়বার স্বামী আবার বলল, আমার দেরী হয়ে যাচ্ছে। আমার অনেক কাজ রয়ে গেছে। চলো! ঘরে যাই। স্ত্রী জ্বি! হ্যাঁ, আসছি বলে আবার কুয়া দেখতে থাকল। স্বামী কাছে এসে জিজ্ঞেস করল কি ব্যাপার? তুমি কুয়ায় কি দেখছ? স্ত্রী বলল, আমি দেখছি, যতগুলো বালতি কুয়ায় যাচ্ছে সবগুলোই ভরে আসছে, কিন্তু পানি যেমন ছিল তেমনি আছে একটুও কমেনি। স্বামী হেসে বলতে লাগল, আরে আল্লাহর বান্দী! কুয়ার পানি কি কখনো কমে? এটাতো এমন সারাদিন ও সারারাত যদি পানি বালতি ভরে উঠানো হয় তবুও কমবে না। আল্লাহ তাআলা নিচ থেকে পানি পাঠাতে থাকেন। যখন স্বামী এই কথা বলল, তখন বুদ্ধিমতী স্ত্রী উত্তরে বলল। আচ্ছা! এভাবে বালতি ভর্তি পানি আসতে থাকবে, পানিও আগের মতোই থাকবে, নিচ থেকে আরো পানি আসতে থাকবে? স্বামী বলল, এটা কি তুমি জানো না? স্ত্রী বলল, আমার অন্তরে একটি কথা বার-বার ঘুরপাক খাচ্ছে যে, আল্লাহ তাআলা নেকীর এক কুয়া আমাদের এখানেও প্রবাহিত করেছিলেন-মেহমানখানার আকৃতিতে। লোকেরা আসছিল আর বালতি ভরে-ভরে নিয়ে যাচ্ছিল। এতে কি এমন আশংকা হলো যে, পানি শেষ হয়ে যাবে, আল্লাহ তাআলা আর পাঠাবেন না?

স্ত্রীর কথাটি স্বামীর অন্তরে রেখাপাত করল। স্বামী বলতে বাধ্য হলো, সত্যিই তুমি যর্থাথই বলেছ। সুতরাং স্বামী ফিরে এসে পুনরায় মুসাফিরখানার খাবারের ব্যবস্থা করে দিলেন। স্বামী-স্ত্রী যত দিন জীবিত ছিল ততদিন মুসাফিরখানার মুসাফিরদেরকে খাবার অব্যহত ছিল।

এ ঘটনা থেকে বুঝে আসলো, নেক বিবিরা স্বামীর কথার উত্তর সাথে সাথে দেয় না; বরং কথা শুনে চুপ থাকে অতঃপর চিন্তা করে উত্তর দেয়। পরিণাম সামনে রেখে কথা বলে। সুযোগ বুঝে কথা বলে। অনেক সময় দেখা যায় স্বামী রাগের সাথে কোন কথা বললেও অন্য সময় সে নিজেই নিজের ভুল বুঝতে পেরে দুঃখ প্রকাশ করে এবং ভুল স্বীকার করে। অতএব কোন সময় যদি স্বামী বলে আমি এ কাজটি কখনো করব না তখন স্ত্রীর উচিত, চুপ হয়ে যাওয়া। দেখা যাবে অন্য সময় সে আনন্দের সাথে সে কথা মেনে নেবে। প্রতিটি কথার উত্তর দেওয়ার মতো ভুল কখনো করবে না। এই ভুলের কারণে ছোট কথায়ও অনেক বড় কিছু ঘটে যায়। স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদের মত ঘটনা ঘটে যায়। এজন্য বুদ্ধিমান মহিলারা প্রথমে চিন্তা করবে অতঃপর বলবে। কারণ, সুযোগ বুঝে কথা বললে, ফলাফল ভালই হয়।

## বিবি ভালো হোক মন্দ হোক উপকারেই আসে

মুহতারাম,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

**প্রশ্নঃ** সালামের পর আরয এই যে, আমি একজন যুবক। বিয়ের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও মন সায় দিচ্ছে না। বিয়ে করতে ভয় হয়। জানি না ভাগ্যে কি আছে? সৎ চরিত্রবান বিবি মিলবে নাকি দুশ্চরিত্রবান? মন প্রশান্ত হয় এমন উত্তর দিয়ে বাধিত করবেন।

**উত্তরঃ** অবস্থা যা-ই হোক আপনি বিয়ে করুন। এক যুবক বিয়ে করতে ইতস্তত বোধ করছিল। দার্শনিক তাকে নসিহত করে বললেন, তোমার অবস্থা যা-ই হোক তুমি বিয়ে করো। যদি তোমার বিবি নেক হয় তাহলে তো সুখে শান্তিতেই থাকবে। আর যদি তোমার ভাগ্যে দুশ্চরিত্রা বিবি লেখা থাকে তাহলে তোমার মধ্যে জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা চলে আসবে। আর এ দু'টোই মানুষের জন্য উপকারী।

## আমার অর্ধেক জীবন শেষ; কিন্তু তোমাদের পূর্ণ জীবনই শেষ

একবার কিছু ছাত্র নৌকা ভ্রমণে বের হলো। মনে খুশির ঢেউ খেলছিল। সময় ও পরিবেশ অনুকূলে ছিল। বাতাস ছিল আরামদায়ক। অবসরে সময় কাটছে

না, তাই ঘুরতে বের হলো। নৌকায় উঠল। উঠতি বয়সের ছেলেরা চুপ-চাপ বসে থাকতে পারে না। ফলে মূর্খ মাঝি তাদের হাসি-ঠাট্টার পাত্র হয়ে গেল। তার সাথে তারা ঠাট্টা-মস্করায় লিপ্ত হলো। দুষ্ট প্রকৃতির এক ছাত্র, মাঝিকে উদ্দেশ করে বলল, চাচা! আপনি কোন বিষয়ে লেখা-পড়া করেছেন?

-মাঝিঃ আরে! আমি তো পড়া-শোনা কিছুই করিনি।

-ছাত্রঃ আপনি কি সাইন্স পড়েন নি?

-মাঝিঃ আমি তো এর নামও শুনিনি।

-আরেক ছাত্রঃ জিওম্যট্রি ও আলজ্যাবরা তো অবশ্যই পড়েছেন?

এ সময় তৃতীয় আরেক ছাত্র ব্যাঙ্গ করে বলল, কিন্তু ভৌগোলিক বিদ্যা ও হিস্টোরী তো আপনি পড়েছেনই?

-মাঝিঃ হিস্টোরী কি কোন মানুষের নাম নাকি শহরের নাম?

মাঝির এই উত্তর শুনে ছাত্ররা আর হাসি ধরে রাখতে পারল না। সবাই অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। এরপর তারা জিজ্ঞেস করল, চাচা মিয়া! আপনার বয়স কত হবে? মাঝি বলল, এইতো চল্লিশ বছর হবে। ছেলেরা বলল, আপনি অর্ধেক জীবন তো নষ্ট করে ফেলেছেন, অথচ কোন লেখা-পড়া করেন নি।

মাঝি বেচারা লজ্জা পেয়ে স্তব্ধ হয়ে গেল। কুদরতের খেলা দেখো। নৌকাটি কিছু দূর যেতেই নদীতে ঝড় শুরু হলো। দানবের মতো হাঁ করে ঢেউ আসছিল। নৌকাও দোল খাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, এই বুঝি ডুবে যাবে। ছাত্রদের নদীপথে ভ্রমণের এটা ছিল প্রথম অভিজ্ঞতা। আতংকে তাদের চেহারা মলিন হয়ে গেল।

এবার মূর্খ মাঝির পালা শুরু হলো। মাঝি তার চেহারা গম্ভীর করে জিজ্ঞেস করল, বাবারা! তোমরা কোন কোন বিদ্যা পড়েছ? ছাত্ররা মাঝির সহজ সরল উদ্দেশ বুঝে উঠতে পারে নি। তারা কলেজ ও মাদরাসায় পড়ানো হয়, এমন সব বিদ্যার লম্বা এক তালিকা শোনাতে শুরু করল। যখন তারা কঠিন কঠিন নামগুলো বলা শেষ করল, মাঝি মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করল, ঠিক আছে! এই সব তো তোমরা পড়েছ। কিন্তু তোমরা কি সাঁতার শিখেছ? আল্লাহ না করুক, যদি নৌকা উল্টে যায় তাহলে তীরে পৌঁছবে কি করে?

ছাত্রদের সাঁতার জানা ছিল না। তারা খুব আফসোসের সাথে জবাব দিল, চাচা জান! এই একটা বিদ্যাই আমাদের রয়ে গেছে। যা আমরা শিখি নি।

ছাত্রদের এই উত্তর শুনে মাঝি জোরে হেসে বলল, মিয়ারা...! আমি তো অর্ধেক জীবন নষ্ট করেছি। তোমাদের পুরো জীবনই তো আজ ব্যর্থ হয়ে যাবে। এই ঝড়ের মধ্যে তোমাদের লেখা-পড়া কোন কাজে আসবে না। আজ সাঁতারই তোমাদের জীবন বাঁচাতে পারে। আর এটাই তোমরা জান না।

আজও দুনিয়ার বড় বড় উন্নত দেশগুলোতে, বাহ্যত দৃষ্টিতে যারা ভাগ্য নিয়ন্ত্রক বনে বসে আছে, অবস্থা হলো এই যে, তাদের জীবনতরী ঘুরপাক খাচ্ছে। সমুদ্রের ঢেউগুলো ভয়ঙ্কর রূপে ধেয়ে আসছে। তীর অনেক দূরে। বিপদ সন্নিকটে। কিন্তু নৌকার যাত্রীদের সবকিছুই জানা আছে সাঁতার ছাড়া। অন্য ভাষায় বলা যায়, তারা সব কিছু শিখেছে কিন্তু সভ্যতা-ভদ্রতা, সততা-মানবতা ও বন্ধুত্বপূর্ণ জীবন যাপনের বিদ্যা শেখেনি। কবি ইকবাল তাঁর কবিতায় ভয়ানক অবস্থা ও দুঃখজনক সমাজচিত্রের ছবি অঙ্কন করেছেন। বিংশ শতাব্দীর 'শিক্ষিত' ব্যক্তি ও 'সমাজ' আজ এ দুঃখজনক পরিস্থিতির শিকার হয়ে আছে।

মহাকাশ ভ্রমণ করে গ্রহ-নক্ষত্রের কক্ষপথ যারা খুঁজে বের করেছে,
হায়! চিন্তার জগতে তারা দু'কদমও অগ্রসর হয়নি।
আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের গোলক ধাঁধাঁয় তারা এমন ভাবে নিমজ্জিত,
নিজেদের লাভ-ক্ষতির পথ এখনো খুঁজে পায়নি।
বিজ্ঞানের বলে সূর্যের রশ্মি যাদের হাতের মুঠোয়,
হাঁটার পথ পেরিয়ে এখনো তারা আলোর দিশা পায়নি।

## দুনিয়ার আশ্চর্য উদাহরণ

ইমাম গাযালী র. দুনিয়ার খুব সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। এক ব্যক্তি কোথাও যাচ্ছিল। একটি বাঘ তার পিছু নিল। তার আশেপাশে কোন গাছ ছিল না যার উপর উঠে সে আত্মরক্ষা করবে। সে একটি কুয়া দেখতে পেল। ভাবল, আমি কুয়ায়ই ঝাঁপ দেব। যখন বাঘ চলে যাবে তখন উপরে উঠে আসব। যখন নিচে ঝাঁপ দেওয়ার জন্য কুয়ার দিকে তাকাল তখন সে দেখতে পেল পানির উপর একটা বিষাক্ত সাপ সাঁতরাচ্ছে। এখন তার

পিছে বাঘ আর নিচে কুয়ার মধ্যে বিষাক্ত সাপ। সে আরো পেরেশান হয়ে ভাবতে লাগল, এখন কী করব? এরই মধ্যে কুয়ার দেয়ালে একটি ছোট গাছ দেখতে পেল, তখন সে ভাবল আমি গাছ ধরে ঝুলে থাকব। উপরে থাকলে বাঘে খাবে। আর নিচে গেলে সাপে দংশন করবে। আমি মধ্যখানেই ঝুলে থাকব। যখন বাঘ চলে যাবে তখন উপরে উঠে আসব। কিছুক্ষণ পর সে দেখল, যেই গাছ ধরে সে ঝুলে ছিল, একটা সাদা ইঁদুর ও একটা কালো ইঁদুর সেই গাছটি কাটছে। এখন তার পেরেশানির মাত্রা আরো বেড়ে গেল। এই পেরেশানির মধ্যেই যখন সে এদিক সেদিক তাকালো তখন কাছেই একটি মৌচাক দেখতে পেল। মৌমাছি নেই শুধু মধুতে ভরপুর। ভাবল, দেখি কেমন মধু। এক হাতে গাছ ধরল আর অন্য হাতের আঙ্গুল দ্বারা মধুর স্বাদ গ্রহণ করতে লাগল। সে মধু চাটতে শুরু করল। এখন না তার বাঘের কথা মনে রইল, না বিষাক্ত সাপের কথা, আর না ইঁদুরের কথা। ভেবে দেখুন! এর পরিণতি কি হবে?

এই উদাহরণ দেওয়ার পর ইমাম গাযালী র. বলেন "হে বন্ধু! তোমার উদাহরণ এই ব্যক্তির মতোই। মালাকুল মউত বাঘের ন্যায় তোমার পেছনে লেগে আছে। কবরের শাস্তি সাপের আকৃতিতে তোমার অপেক্ষা করছে। সাদা-কালো ইঁদুর হলো তোমরা জীবনের দিন-রাত। গাছ হলো তোমার জীবন। যাকে ইঁদুর কাটছে। আর এই মধুর চাক হলো দুনিয়ার স্বাদ। যার স্বাদ ডুবে গিয়ে তুমি সব কিছুই ভুলে গেছ। একটু ভেবে দেখো, তোমার পরিণাম কেমন হবে"।

মানুষ দুনিয়ার মোহে পড়ে নিজের সৃষ্টিকর্তাকে অসন্তুষ্ট করে ফেলে। কেউ খাবার-দাবারের মজায় ফেসে গিয়ে, কেউ পদ ও যশ-খ্যাতির মোহে আটকে গিয়ে আল্লাহ তাআলাকে ভুলে থাকে। এই সমস্ত আকর্ষণ মানুষকে আখেরাত থেকে উদাসীন করে রাখে। এই জন্য যখন দুনিয়া ত্যাগ করার কথা বলা হয় তখন এর অর্থ হলো দুনিয়ার মোহ ত্যাগ করা।

## সাপের বাচ্চা বিশ্বস্ত হয় না

অসৎ লোকের সাথে বন্ধুত্ব করবে না এবং নিজ বংশকে কলঙ্কিত করবে না। তিক্ত কুয়া কখনো মিঠা হবে না, যদিও তুমি তার মধ্যে লক্ষ মণ গুড় ঢেলে দাও। কাকের বাচ্চা কখনোও হাঁস হবে না, যদিও তুমি তাকে মুক্তার

খাবার খাওয়াও। সাপের বাচ্চা কখনো বিশ্বস্ত হবে না, যদিও তুমি তাকে অঞ্জলী (হাতের মুষ্টি) ভরে দুধ পান করাও। মাকাল ফল কখনো তরমুজ হবে না, যদিও তুমি তা মক্কায় নিয়ে যাও।

## স্ত্রীকে আদর করে ভিন্ন নামে ডাকাও সুন্নত

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লাম নিজ পরিবারের সাথে অত্যন্ত হৃদ্যতা ও ভালোবাসাপূর্ণ আচরণ করতেন। তিনি বলেন, اَنَا خَيْرُكُمْ لِاَهْلِىْ 'আমি তোমাদের মধ্য নিজ পরিবারের জন্য সর্বোত্তম।'

একবার নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে আসলেন। তখন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. পেয়ালা দ্বারা পানি পান করছিলেন। রাসূল সা. দূর থেকে বললেন, হুমায়রা আমার জন্যও একটু পানি পাঠিয়ে দিও। তাঁর নাম তো ছিল আয়েশা, কিন্তু রাসূল সা. ভালোবাসার কারণে তাঁকে হুমায়রা বলে ডাক দিলেন। এ হাদীস থেকে বুঝা গেলো, প্রত্যেক স্বামীর উচিৎ স্ত্রীর একটি মহব্বতের নাম রাখা। যা স্বামী-স্ত্রী উভয়ের পছন্দ। এমন নাম ভালোবাসার নিদর্শন। যখন ঐ নামে স্বামী তার বিবিকে ডাকে, তখন তাকে খুব আপন অনুভব করে। এটা সুন্নত।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বললেন, হুমায়রা! আমার জন্যও একটু পানি পাঠিয়ে দাও। তখন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. কিছু পানি পান করলেন ও কিছু পানি অবশিষ্ট রেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পেশ করলেন। হাদিসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেয়ালাটি হাতে নিয়ে পানি পান করতে যাবেন তখন হযরত আয়েশা রা.-কে জিজ্ঞেস করলেন, হুমায়রা! তুমি কোন জায়গায় মুখ লাগিয়ে পানি পান করেছিলে? আয়েশা রা. দেখিয়ে বললেন, এ জায়গা দিয়ে পান করেছি। হাদিসে এসেছে, রাসূল সা. পেয়ালাটি ঘুরিয়ে ঠিক সেই জায়গায় নিজের ঠোঁট মোবারক লাগিয়ে পানি পান করলেন। যদি স্বামী স্ত্রীকে এভাবে ভালোবাসে তাহলে স্ত্রী কেন সংসারের উন্নতি করবে না!

এখন চিন্তা করে দেখুন! হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোজাহানের বাদশা হয়েও স্ত্রীর অবশিষ্ট পানি পান করেছেন। হওয়ার কথা ছিল এমন যে, রাসূল সা.-এর অবশিষ্ট পানি আয়েশা রা. পান করবেন; কিন্তু এ সবই ভালোবাসার কারণে।

## স্ত্রী থেকে ভালোবাসার কথা শুনবে

একবার নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে আসলেন। তিনি হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা.-কে বললেন, হুমায়রা! তুমি আমার কাছে খেজুরের সাথে মাখন মিশিয়ে খাওয়ার চেয়েও বেশি প্রিয়। আয়েশা রা. মুচকি হেসে বললেন, হে আল্লাহর নবী! আপনি আমার কাছে মাখনের সাথে মধু মিশিয়ে খাওয়ার চেয়েও বেশি প্রিয়। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকি হেসে বললেন, তোমার উত্তর আমার উত্তরের চেয়ে অনেক উত্তম।

নবী কারীম সা.-এর অন্তরে আল্লাহ তাআলার ভয় এত বেশি ছিল যে, তা অনুমান করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিবারের সাথে আন্তরিকতাপূর্ণ ভালোবাসা প্রকাশ করতেন। আল্লাহ তাআলাও এটাকে পছন্দ করতেন।

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রা. বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই ঘরে আসতেন হাস্যোজ্জ্বল চেহারা নিয়ে আসতেন। এ হাদীসের আয়নায় আমরা আমাদের চেহারা একটু দেখে নিই। আমরা যখন ঘরে আসি আমাদের দৃষ্টি ভঙ্গি কোন ধরনের হয়।

## মনের সব চাহিদা পূরণ হয় না

এক বাদশাহর ছেলে ছিল না। সে তার মন্ত্রীকে বলল, ভাই! মাঝে মধ্যে তোমার ছেলেকে নিয়ে আসিও। পরের দিন মন্ত্রী ছেলেকে নিয়ে আসলো। বাদশাহ তাকে খুব আদর করলো। এক পর্যায়ে বাদশা বলল, আজকের পর থেকে এই বাচ্চাকে কখনো কাঁদতে দেবে না। মন্ত্রী বলল, বাদশাহ নামদার! তার সব ইচ্ছা কি পূরণ করা সম্ভব? বাদশাহ বলল, এটা এমন কি ব্যাপার যা পূরণ করা যাবে না? আমি সবাইকে বলে দিচ্ছি, সে যা চাবে তাই যেন তাকে দেওয়া হয়। তবুও তাকে কাঁদতে দেওয়া যাবে না।

মন্ত্রী বলল, ঠিক আছে। তাহলে এখন আপনি তাকে জিজ্ঞেস করুন! সে কি চায়? সুতরাং বাদশাহ বাচ্চাকে জিজ্ঞেস করল, তুমি কি চাও? বাচ্চা বলল, আমি হাতি চাই। বাদশাহ বলল, এটাতো খুব সহজ আবদার। সে এক লোককে আদেশ করল, একটি হাতি এনে বাচ্চাকে

দেখিয়ে দাও। হাতি নিয়ে আসা হলো। বাচ্চা কিছুক্ষণ তো খেলল। তারপর কাঁদতে শুরু করল। বাদশাহ জিজ্ঞেস করল, এখন কেন কাঁদছ? ছেলেটি বলল, একটা সুঁই চাই। বাদশাহ বলল, এটাও তো তেমন কিছু নয়। একটা সুঁই এনে তাকে দেওয়া হলো। সুঁই নিয়ে কিছুক্ষণ খেলার পর আবার কাঁদতে শুরু করল। বাদশাহ বলল, আরে! এখন আবার কাঁদছ কেন? সে বলল, হাতিকে এই সুঁইয়ের ছিদ্র দিয়ে অতিক্রম করতে হবে। যেমনিভাবে বাচ্চার সব চাহিদা পূরণ করা সম্ভব নয়। তেমনিভাবে মনের সব চাহিদাও পূরণ করা সম্ভব নয়।

এখন প্রশ্ন জাগে, তাহলে এর চিকিৎসা কি? এর চিকিৎসা হলো মনের চাহিদাকে সংশোধন করতে হবে।

## এক লোভীর ঘটনা

মুফতি তকী উসমানী দা. বা. 'তারাশে' নামক কিতাবে 'আশআ'ব তামে' নামক এক ব্যক্তি সম্পর্কে লিখেছেন, সে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জুবায়ের রা.-এর গোলাম ছিল। তার মধ্যে অনেক লোভ ছিল। যুগের নামকরা লোভী। তার লোভের অবস্থা এমন ছিল যে, তার সামনে কেউ শরীর চুলকালে সে ভাবত, হয়তো এ ব্যক্তি দিনার বের করছে তাকে হাদিয়া দেওয়ার জন্যে। সে নিজেই বলত যখন দুই বন্ধুকে কানা-ঘুষা করতে দেখতাম, তখন সর্বদা আমি এটাই ভাবতাম, তাদের মধ্য থেকে কেউ এই ওসিয়ত করছে যে, আমার মৃত্যুর পর আমার মিরাস 'আশআব'কে দিয়ে দেবে।

কখনো বাজার দিয়ে অতিক্রম করার সময় মিষ্টি প্রস্তুতকারীদেরকে দেখলে বলত, লাড্ডু বড় বড় করে বানাও! তখন তারা বলত, লাড্ডু বড় বড় করে বানালে তোমার কি লাভ ? সে বলত, হয়তো কেউ এগুলো কিনে আমাকে হাদিয়া দেবে।

একবার ছেলেরা তাকে এমনভাবে ঘিরে ধরল যে, সেখান থেকে ছুটে আসা মুশকিল হয়ে পড়ল। শেষ পর্যন্ত সে একটা কৌশল অবলম্বন করল। সে ছেলেদেরকে বলল, সালেম বিন আব্দুল্লাহ মিষ্টি বিতরণ করছে। তোমরা সেখানে যাও, হয়তো কিছু পাবে। ছেলেরা সালেম বিন আব্দুল্লাহ র.-এর দিকে ছুটে গেলে সেও তাদের পিছনে-পিছনে ছুটল।

সালেম বিন আব্দুল্লাহর কাছে গিয়ে দেখল সে কিছুই বিতরণ করছে না। ছেলেরা আশআ'বকে বলল, আপনি আমাদেরকে ধোঁকা দিলেন কেন? আশআ'ব বলল, আরে আমি তো তোমাদের হাত থেকে বাঁচার কৌশল করছিলাম। ছেলেরা বলল, তাহলে আপনিও কেন আমাদের পেছনে-পেছনে আসলেন? আশআ'ব বলল, মনে মনে ভাবলাম, হয়তো সে সত্যিই কিছু বণ্টন করছে।

## এক ইহুদির সাথে উসমান রা.-এর হেকমতপূর্ণ আচরণ

হযরত উসমান রা.-কে আল্লাহ তাআলা অনেক সম্পদ দিয়েছিলেন। তবে তাঁর অন্তরে সম্পদের মহব্বত ছিল না। আল্লাহর রাস্তায় সম্পদ খরচ করতে কখনো কার্পণ্য করতেন না। জনৈক ইহুদির মালিকানাধীন "বীরে রুমাহ" নামে একটি কুপ ছিল। ঐ সময় মুসলমানদের পানি পেতে যথেষ্ট কষ্ট হতো। উক্ত ইহুদি থেকে পানি কিনে নিতে হত। হযরত উসমান রা. যখন দেখলেন, মুসলমানদের পানি পেতে খুব কষ্ট হচ্ছে, তখন তিনি সেই ইহুদির কাছে গিয়ে বললেন, তোমার কুয়াটা আমার কাছে বিক্রি করে দাও। সে বলল, এর দ্বারা আমার অনেক উপার্জন হয়, আমি এটা বিক্রি করব না। ইহুদির উত্তর শুনে হযরত উসমান রা. বললেন, তাহলে অর্ধেক বিক্রি করে দাও এবং মূল্য পুরোটারই নিয়ে নাও। সেই ইহুদি ব্যাপারটি বুঝতে পারেনি। আল্লাহওয়ালারা দূরদৃষ্টি সম্পন্ন হয়ে থাকেন। ইহুদি বলল, আচ্ছা, ঠিক আছে। অর্ধেকের হক দেব আর পুরোটার মূল্য নেব।

সুতরাং সে পুরোটার মুল্য নিয়ে অর্ধেক দিয়ে দিলো আর বলল, একদিন আপনি পানি উঠাবেন আর একদিন আমি পানি উঠাব।

যখন হযরত উসমান রা. তার মূল্য দিয়ে দিলেন। তখন তিনি ঘোষণা করে দিলেন, আমার পানি উঠানোর দিন সমস্ত মুসলমান ও কাফের বিনা মূল্যে আল্লাহর ওয়াস্তে পানি ব্যবহার করতে পারবে। লোকেরা যখন একদিন বিনামূল্যে পানি পেতে শুরু করল তখন দ্বিতীয় দিন পানি কেনার মতো কেউ রইল না। কয়েক মাস পর সেই ইহুদি এসে বলল, আপনি আমার থেকে অবশিষ্ট অর্ধেকও কিনে নিন। হযরত উসমান রা. বাকি অর্ধেকও কিনে আল্লাহর রাস্তায় ওয়াক্ফ করে দিলেন।[১]

---

[১]. খুতুবাতে ফকীর: ৯/৩৭।

## বিপদের সময় ভাগ্যের উপর নির্ভর করা আদম আ.-এর সুন্নত

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, একবার হযরত আদম আ. ও মূসা আ.-এর মাঝে আল্লাহর সামনে পরস্পর কথোপকথন চলছিল। এতে হযরত আদম আ. মূসা আ.-এর উপর জিতে গেলেন।

হযরত মূসা আ. বললেন, আপনি তো ঐ আদম যাঁকে আল্লাহ তাআলা নিজের কুদরতী হাতে সৃষ্টি করেছেন এবং আপনার মধ্যে আল্লাহর বিশেষ রূহ ঢেলে দিয়েছেন। আপনাকে ফেরেশতাদের দ্বারা সেজদা করিয়েছেন এবং আপনাকে জান্নাতে বসবাস করিয়েছেন। অথচ আপনার একটি ভুলের কারণে আপনার সন্তানদেরকে পৃথিবীতে নিক্ষিপ্ত হতে হয়েছে। হযরত আদম আ. বলেন, আচ্ছা...! তুমি তো ঐ মূসা যাঁকে আল্লাহ রিসালাত ও কথোপকথনের সম্মানে সম্মানিত করেছেন। আর তোমাকে তাওরাতের ফলক দান করেছেন যাতে প্রতিটি বিষয় বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ ছিল। এ ছাড়া তিনি তোমাকে গোপনে আলোচনার জন্য নিজের কাছে ডেকে নিয়েছেন।

আচ্ছা! বলত দেখি, আল্লাহ আমাকে সৃষ্টি করার কত বছর পূর্বে তাওরাত লিখেছেন? হযরত মূসা আ. বললেন, চল্লিশ বছর পূর্বে। হযরত আদম আ. বললেন, তুমি কি তার মধ্যে আল্লাহর এ বাণী লেখা পাওনি,

وَعَصٰى اٰدَمُ رَبَّهٗ فَغَوٰى

"হযরত আদম আ. তাঁর সৃষ্টিকর্তার আদেশ লঙ্ঘন করেছে এবং ধোকা খেয়েছে।" -সূরা ত্বা-হাঃ আয়াত-১২১।

হযরত মূসা আ. বললেন, জ্বি হ্যাঁ, পেয়েছি। অতঃপর হযরত আদম আ. বললেন, তাহলে এমন একটি বিষয়ের জন্য তুমি আমাকে কিভাবে তিরস্কার করো যে বিষয়টা আল্লাহ তাআলা আমার সৃষ্টির চল্লিশ বছর পূর্বেই লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। রাসূল সা. বলেন, এ বিতর্কে হযরত আদম আ. মূসা আ.-এর উপর বিজয়ী হলেন। (মুসলিম শরীফ)

**ব্যাখ্যাঃ** সৃষ্টিকর্তা দুনিয়া সৃষ্টি করে দুনিয়ার সমস্ত সমস্যাকে নিষ্পত্তি করে লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন। তার সাথে সাথে মানব জাতির শিক্ষা গ্রহণের জন্য তাকদীরের একটি ঘটনাও উল্লেখ করেছেন। সেটা হলো এই, আল্লাহর ইচ্ছা ছিল তিনি পৃথিবীতে একজন প্রতিনিধি বানাবেন। এ জন্য

তিনি আদমকে সৃষ্টি করে তাঁকে গন্ধম খেতে নিষেধ করেন। তারপর তাঁকে সুযোগ দিয়ে তাঁর মাধ্যমে সেই কাজটি করিয়ে নিয়েছেন। পরবর্তীতে আবার তিনি আদম আ.-কে সম্বোধন করে এই প্রশ্ন করেছেন, 'হে আদম! আমি তোমাকে এ গাছের আশে-পাশে ঘুরাফেরা করতে মানা করেছিলাম। আর এ বিষয়েও কি তোমাকে সতর্ক করেছিলাম না যে, শয়তান তোমার বড় ও বিচক্ষণ শত্রু? তার কথায় যেন ফেসে না যাও। অতঃপর তুমি ঐ সব কথাকে ভুলে গিয়ে কেন গন্ধম খেয়েছ?"

এখন মানব জাতিকে খুব ভাল করে শুনে রাখা উচিত, ঐ কথার উত্তরে হযরত আদম আ. যে উত্তর দিয়েছেন তা ছিল শুধুমাত্র কান্নাকাটি। এছাড়া একটি শব্দও তাঁর মুখ থেকে বের হয়নি। এস্তেগফার শব্দটিও ঐ সময় পর্যন্ত বলার সাহস করেন নি যতক্ষণ না আল্লাহ্ তাআলা তাঁর অন্তরে তা ঢেলে দিয়েছেন। এ ঘটনা থেকে শিক্ষা হলো, যিনি সৃষ্টিকর্তা এবং মালিক, তাঁকে প্রশ্ন করার অধিকার কারো নেই। এ অধিকার শুধুমাত্র তাঁরই আছে। তিনি তাঁর সৃষ্টিকে প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারেন।

কারো মনে এমন প্রশ্ন জাগতে পারে যে, তখন হয়তো হযরত আদম আ.-এর অন্তরে কোন উত্তর আসছিল না। এ জন্য অদৃশ্য জগতে এ জটিল প্রশ্নের সমাধানের জন্য কথোপকথনের এক মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে। (আর অদৃশ্য জগতের গোপন রহস্য উদঘাটনের জন্য এটাও একটা পদ্ধতি। এক কথার ভিতরে অন্য কথার ছলে সমস্যার বাস্তবতা স্পষ্ট করে দেওয়া হলো।) আর আল্লাহর ইচ্ছায় হযরত আদম আ.-এর সাথে কথোপকথনের জন্য তাঁর সন্তানদের মধ্য থেকে এমন একজনকে নির্বাচন করা হয়েছে যিনি স্বভাবগতভাবে গরম মেজাযের এবং রাজকীয় পরিবেশে লালিত পালিত হয়েছেন। যেন তিনি কথোপকথনের সময় সবকিছু ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে নিতে পারেন। আবার তাদের সামনে প্রশ্ন উত্তরের জন্য তাকদীরের এ বিষয়টিকে বিষয়বস্তু রাখা হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, আদম আ.-এর কাছে তো উত্তর ছিলই এবং এমন উত্তর ছিল যে মূসা আ.-এর মতো দৃঢ়চেতা পয়গম্বরও তার উত্তর দিতে অক্ষম হয়ে গেছে। (ওয়াস ওয়াসার সম্ভাবনার উত্তর হলো)

এটি হলো মাখলুকের সামনে মাখলুকের প্রশ্ন উত্তর। (তাই এমন উত্তর এসেছে।) কিন্তু এই প্রশ্নের বিষয়টি যখন সৃষ্টিকর্তার সামনে আসলো,

তখন আদম আ. এমন নিরুত্তর হয়ে গিয়েছিলেন, কান্নাকাটি ছাড়া তাঁর আর কোন উত্তর ছিল না।

যে প্রশ্ন হযরত মূসা আ.-এর পক্ষ থেকে হযরত আদম আ.-এর সামনে রাখা হয়েছিল, সেটা এমন ছিল না যে, আপনি গন্ধম কেন খেয়েছেন? বরং প্রশ্ন এমন ছিল, আপনি আমাদেরকে এই কষ্টের দুনিয়ায় থাকার মতো মসিবতে কেন ফেলেছেন। যেহেতু দুনিয়াতে আসাটা গন্ধম খাওয়ার ফলে হয়েছিল, তাই প্রসঙ্গগত তার আলোচনা চলে এসেছে।

ওলামায়ে কেরাম লিখেছেন, বিপদ থেকে বাঁচার জন্য তাকদীরকে ওজুহাত বানানো কারো জন্য জায়েয নয়, এমনকি নবীর জন্যও নয়। অন্যথায় পুরো শরিয়তই বিশৃঙ্খলার সম্মুখিন হয়ে যাবে। দুনিয়াবাসী নিজের সকল অপরাধের জন্য ভাগ্যকে দায়ী করে নিজেকে দোষ মুক্ত করতে চেষ্টা করবে। সুতরাং আদম আ. নিজের বিপদের জন্য তাকদীরকে উজর বানান-নি; বরং দুনিয়ায় আসার যেই মসিবত তাঁর সন্তানদের সম্মুখিন হতে হয়েছে, সেই সান্ত্বনার জন্য করেছিলেন। উদ্দেশ্য হলো, এ বিপদ তোমাদের জন্য পূর্বেই নির্ধারিত করা হয়েছিল। তাই যে বিষয় পূর্ব থেকেই নির্ধারিত ছিল তার কারণ হয়েছি আমিই। কিন্তু এর জন্য আমাকে তিরস্কার করা ঠিক নয়।

বিপদের সময় তাকদিরের কথা উল্লেখ করা 'আল্লাহর ফায়সালার উপর সন্তুষ্টির' আলামত। আর গোনাহের সময় তাকদিরের আড়াল গ্রহণ করা চূড়ান্ত পর্যায়ের দুঃসাহসিকতা। আজও দুনিয়ায় এ ধরনের অবস্থায় ভাগ্যকেই মানুষ শান্তনা স্বরূপ বেছে নেয়। উদাহরণ স্বরূপ যদি কোন ব্যক্তি এক ধরনের ব্যবসা ছেড়ে অন্য ব্যবসা অবলম্বন করে এতে তার অনেক ক্ষতি হয়। তাহলে যদি মানুষ তার এই পরিবর্তনের কারণে তিরস্কার করে তখন সে তিরস্কার থেকে বাঁচার জন্য এবং নিজের সান্ত্বনা লাভের জন্য ভাগ্যকেই দায়ী করে থাকে। সে বলে, এটি আমার ভাগ্যের লিখন ছিল। ক্ষতি হওয়ার ছিল তাই হয়ে গেছে।

হাফেয ইবনে কাইয়্যিম র. নিজের বিভিন্ন লেখনিতে ঐ ঘটনার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাই এটাই সবচেয়ে সুন্দর এবং সহজ সমাধান। তবে তার পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা হাফেয ইবনে কাইয়্যিম র. বলেছেন। ঐগুলো ছাড়া আরো

অনেক সমাধান ওলামায়ে কেরাম দিয়েছেন। কিন্তু সেগুলো লৌকিকতাপূর্ণ মনে হয়। হাফেয ইবনে কাইয়্যিম র. সেগুলো প্রত্যাখ্যান করেছেন।[২]

## এক সময় কবরের জমিও দামী হয়ে যাবে

হযরত আবু যর রা. বলেন, একবার রাসূল সা. গাধার উপর সওয়ার হয়ে আমাকে তাঁর পেছনে বসালেন। অতঃপর বললেন,

১. যদি কোন সময় ভীষণ দুর্ভিক্ষ ও ক্ষুৎ-পিপাসার কষ্টে নিপতিত হও এবং ক্ষুধার কারণে তুমি নিজ বিছানা থেকে উঠে নামাযের জায়গায়ও যেতে না পারো, ঐ সময় তুমি কী করবে? তিনি বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সা. এ সম্পর্কে ভালো জানেন। তখন রাসূল সা. বললেন, 'সে সময়ও কারো দ্বারস্থ হবে না।'

২. আচ্ছা! আবু যর, যদি মানুষের মাঝে মৃত্যু ব্যাপকভাবে হতে থাকে, একটি কবরের মূল্য একজন গোলামের মূল্যের সমপরিমাণ হয়ে যায়, তখন তুমি কী করবে? তিনি বললেন, আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল সা. ভালো জানেন। রাসূল সা. বললেন, 'তখন ধৈর্য ধারণ করবে।'

৩. যদি মানুষের মাঝে এরকম ভাবে খুন-খারাবি হয় যে, 'হেজার যিত' (নামক স্থান) পর্যন্ত রক্ত বয়ে যায়, তখন তুমি কী করবে? তিনি উত্তর দিলেন, এ সম্পর্কে আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল সা. ভালো জানেন। রাসূল সা. বললেন, তখন তুমি নিজের ঘরে অবস্থান করবে এবং ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দেবে।' তিনি বললেন, 'যদি তার পরেও রেহাই না পাই।' রাসূল সা. বললেন, তবে তুমি যেই গোত্রের, সেখানে চলে যাবে।

সাহাবী বললেন, যদি আমিও আমার অস্ত্র উঠিয়ে নিই। রাসূল সা. বললেন, তখন বুঝাতে হবে তুমিও তাদের সাথে ফেতনায় জড়িয়ে গেছ। এজন্য কখনই সঙ্গ দেবে না। আর যদি তোমার ভয় হয় যে, তরবারী তোমাকে ভীত-স্বন্ত্রস্ত করে দেবে, তাহলে চাদর দিয়ে নিজের মুখ ঢেকে

---

২. দেখুন, শিফাউল আলীল: পৃ. ১৮। আক্বীদাতুত ত্বহাবীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ: পৃ. ৭৯। আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১/৮৫। তরজুমানুস সুন্নাহ: ৩/৬৯: হাদীস নং-৯১৪।

নেবে এবং তোমার মৃত্যু হয়ে যাওয়া পছন্দ করবে। তাহলে তোমার সমস্ত গোনাহ হত্যাকারীর উপর বর্তাবে।[৩]

## পরীক্ষিত আমল

**তাহাজ্জুদের সময় নিম্নবর্ণিত কালেমাগুলো দশবার করে পড়বে**

اَللّٰهُ اَكْبَرُ (আল্লাহু আকবার) দশবার

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ (আল হামদুলিল্লাহ) দশবার

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ (সুবহানাল্লা-হি ওয়াবী হামদিহী) দশবার

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ (সুবহানাল মালিকিল কুদ্দুস) দশবার

اَسْتَغْفِرُ اللّٰه (আস্তাগ ফিরুল্লাহ) দশবার

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰه (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ) দশবার

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ ضِيْقِ الدُّنْيَا وَضِيْقِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

(আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযু বিকা মিন যীক্বিদ্দুনইয়া ওয়াযীক্বি ইয়াওমিল কিয়ামাতি) দশবার[৪]

## আত্মার ব্যাধি দূর করার পরিক্ষীত আমল

"يَا قَوِيُّ الْقَادِرُ الْمُقْتَدِرُ قَوِّنِيْ وَقَلْبِيْ"

প্রত্যেক নামাজের পর সাতবার। ডান হাত কলবের উপর রেখে পড়বে।

দ্বিতীয়টা পড়তে চাইলে পড়বে-

"يَا قَوِيُّ الْقَادِرُ الْمُقْتَدِرُ قَوِّ قَلْبِيْ"

---

৩. ইবনে হিব্বান, তারজুমানে সুন্নাহঃ ৪/২৭৪।

৪. আবু দাউদঃ ২/৬৯৪, ইবনুস সুন্নীঃ পৃ. ৭৬১।

## সকল প্রয়োজন পূরণের জন্য পরীক্ষিত আমল

"يَااَللّٰهُ يَارَحْمٰنُ يَارَحِيْمُ"

বেশি বেশি পড়বে। সংখ্যা নির্ধারিত নেই।

## সূরা ফালাকের উপর আমল

হিংসুকের হিংসা থেকে বাঁচার পরীক্ষিত আমল। সূরা ফালাক ৩৬০ বার পড়ে পানিতে দম করে পান করবে। ঘরে এবং দোকানে ছিটিয়ে দেবে। এতে যদি না হয় তাহলে ২৪০ বার পড়বে। তাতেও না হয়। তাহলে ১২০ বার পড়বে। কয়েকজন লোক মিলে পড়তে পারবে। তিন ভাগে ভাগ করেও পড়তে পারবে।

## রোগী দেখার সময় রোগ থেকে মুক্তির দোয়া

"اَسْأَلُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَنْ يَّشْفِيَكَ"

সাতবার পড়ার দ্বারা অসুস্থ ব্যক্তি সুস্থ হয়ে যাবে। (মেশকাত শরীফ: ১৩৫)

## রিজিকে বরকত ও প্রাচুর্য লাভের পরীক্ষিত আমল

যে কোন সময় يَامُغْنِى (ইয়া মুগনী) পড়বে। (১১১১) এগারশত এগার বার। তার আগে এবং পরে ১১ বার করে দরূদ শরীফ নিয়মিত পড়বে।

## দুশমনের অনিষ্টতা থেকে বাঁচার পরীক্ষিত আমল

সূরা ইখলাস, ফালাক এবং সূরা নাস তিন বার করে ফজর ও মাগরিব নামাজের পর পড়া খুবই উপকারী।

## অসুস্থতা থেকে মুক্তি লাভের পরীক্ষিত ব্যবস্থাপত্র

يَاسَلَامُ ১৪২ বার প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় পড়বে। প্রথমে এবং শেষে তিন বার দরূদ শরীফ পড়বে। বিভিন্ন সময় যতটুকু সম্ভব পড়বে।

## বিরোধীতার অনিষ্টতা থেকে বাঁচার আমল

"اَللّٰهُمَّ اَكْفِنَاهُ بِمَاشِئْتَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَجْعَلُكَ فِىْ نُحُوْرِهِمْ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ"

প্রত্যেক নামাজের পর ১১বার পড়বে।

## ফেতনার অনিষ্টতা থেকে বাঁচার পরীক্ষিত আমল

তিন বার দরূদ শরীফ, তিন বার সূরা ফাতিহা, তিন বার আয়াতুল কুরসী, তিন বার সূরা এখলাস, তিনবার সূরা ফালাক এবং তিন বার সূরা নাস পড়ে শরীরে দম করবে। আর যে পড়তে পারে না তার উপর অন্য কেউ দম করে দেবে এবং পানিতে দম করে পান করাবে। প্রত্যেক নামাযের পর অথবা প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যা এগারবার পড়া উত্তম।

## সহজ ও দ্রুত বিবাহ এবং উপযুক্ত আত্মীয় পাওয়ার জন্য

১। পিতা-মাতা অথবা মুরুব্বীদের কেউ يَالَطِيْفُ يَا وَدُوْدُ দোয়াটি প্রত্যেক এশার নামাযের পর এগারশ এগারবার (১১১১) পাঠ করবে।

প্রথমে এবং শেষে এগারবার করে দরূদ শরীফ পড়বে।

২। পাত্র বা পাত্রী يَاجَامِعُ দোয়াটি (১১১১) এগার শ' এগার বার পাঠ করবে। শুরুতে এবং শেষে এগার বার করে দরূদ শরীফ পড়বে।

## সর্বপ্রকার রোগ থেকে মুক্তির জন্য

'আলহামদুলিল্লাহ' শরীফ দৈনিক এগার বার করে পড়ে পানিতে দম করে পান করবে। ধারাবাহিকভাবে এ আমল চালিয়ে যাবে। সূরা ফালাক এবং সূরা নাস তিন-তিন বার করে সংযুক্ত করে নিলে অনেক ভালো।

## শত্রুর অনিষ্টতা থেকে বাঁচা এবং বিজয় লাভের জন্য

اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِيْنَ.

পারা. ১৪: সূরা হিজর, আয়াত-৯৫।

প্রতিদিন এশার নামাজের পর (১০০০) একহাজার বার করে এগার দিন পড়বে। অতঃপর (১০০) একশত বার একদিন পড়বে। বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলে এগার দিন থেকে বেশি পড়া ভাল।

## কাজের পূর্ণতা এবং সহজ হওয়ার জন্য

يَا سُبُّوْحُ يَاقُدُّوْسُ يَاغَفُوْرُ يَاوَدُوْدُ

বাদশাহর সামনে বা যার সাথে কাজ তার সামনে অথবা যে তোমাকে পেরেশান করে এমন ব্যক্তির সামনে যাওয়ার পর তার সাথে কথোপথনের মাঝে চুপে চুপে পড়বে। সংখ্যা গণনা ব্যতীত পড়তে থাকবে।

## বিশেষ অজিফা

শুরুতে এবং শেষে এগার বার করে দরূদ শরীফ পড়বে। তারপর নিম্নোক্ত দোয়াটি পড়বে, حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ.

১. ফেতনা-ফাসাদ ও অনিষ্টতা থেকে বাঁচার জন্য ৩৪১ বার পড়বে।

২. রিজিকের বৃদ্ধি এবং ঋণ আদায়ের জন্য ৩০৮ বার পড়বে।

৩. বিশেষ কাজ পূরণের জন্য ১১১ বার পড়বে।

৪. পেরেশানি এবং বিপদ থেকে মুক্তির জন্য ১৪০ বার পড়বে।

## অবস্থার সংশোধন এবং হক আদায়ের জন্য

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ وَالْاَبْصَارِ يَا خَالِقَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ يَا عَزِيْزُ يَا لَطِيْفُ يَا غَفَّارُ

যে কোন সময় ৪০ দিন পর্যন্ত ২০০ বার পড়বে। তারপর থেকে প্রতিদিন ২১ বার করে পড়বে। শুরুতে এবং শেষে ১১ বার করে দরূদ শরীফ পড়বে।

## শয়তানের গল্প শয়তানের মুখে

তার শুরুটা ভালো, কিন্তু শেষ পরিণাম থেকে আল্লাহর পানাহ! শয়তানের ধোঁকা সম্পর্কে হাদীস শরীফে অনেক আশ্চর্যকর ঘটনা বর্ণিত আছে। হযরত ইবনে আমের র. উবায়েদ ইবনে ইয়াসার থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত এই ঘটনার সনদ বর্ণনা করেছেন। এই ঘটনাটি 'তালবীসে ইবলিস' নামক গ্রন্থেও বর্ণনা করা হয়েছে।

বনী ইসরাঈলে বারসীসা নামক একজন ইহুদি পাদ্রি ছিল। তৎকালিন সময়ে বনী ইসরাঈলে তার মতো ইবাদতকারী আর কেউ ছিল না। সে একটি ইবাদতখানা বানিয়েছিল। তাতেই সে ইবাদত বন্দেগিতে লিপ্ত থাকত। মানুষের কাছে তার কোন চাওয়া পাওয়া ছিল না। সে কারো সাথে

সাক্ষাত করত না এবং কারো কাছে কোন কিছু চাইত না। শয়তান তাকে পথভ্রষ্ট করার ইচ্ছা করল।

বারসীসা তার ঘর থেকে বেরই হতো না। সে এত ইবাদতগোজার ছিল যে, সে কখনো তার সময় নষ্ট করত না। শয়তান দেখল, যখন দিনের কিছু সময় ক্লান্ত হত, তখন কখনো কখনো নিজের জানালা দিয়ে বাইরে উঁকি দিয়ে তাকাত। তার আশেপাশে কোন জনবসতি ছিল না। শুধু ছিল ক্ষেত খামার আর বাগ-বাগিচা। শয়তান যখন দেখল, সে দিনের বেলায় দু'এক বার জানালা দিয়ে বাইরে তাকায়, তখন শয়তান মানুষের আকৃতিতে এসে জানালার সামনে নামাযের নিয়ত বাধল। সে নামায আর কি পড়বে, শুধু নামাযীর রূপধরে দাঁড়িয়ে থাকত। যে যেমন শয়তান তাকে তার মতো করেই পথভ্রষ্ট করার কৌশল অবলম্বন করে।

পাদ্রি যখন জানালা দিয়ে বাইরে উঁকি দিল, তখন সে একজন মানুষকে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখতে পেল। যখন দিনের অন্য সময় দ্বিতীয়বার বাইরের দিকে তাকাল তখন তাকে রুকু অবস্থায় দেখতে পেল। অনেক লম্বা রুকু করল। তৃতীয়বার সিজদা অবস্থায় দেখতে পেল। কয়েকদিন পর্যন্ত এভাবেই চলতে থাকল। ধীরে ধীরে বারসীসার অন্তরে এ বিশ্বাস হতে লাগল যে, সে তো অনেক বড় বুযূর্গ মানুষ। শয়তান কয়েক মাস পর্যন্ত এমন আকৃতিতেই কিয়াম, রুকু ও সিজদা করতে থাকল। অবশেষে বরসীসার অন্তরে তার পরিচয় জানার আগ্রহ আসল।

বারসীসার অন্তরে যখন এ খেয়াল আসলো তখন শয়তান জানালার নিকট জায়নামায বিছাতে শুরু করল। বারসীসা জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে শয়তানকে জিজ্ঞেস করল তুমি কে? সে উত্তর দিল, আমার সাথে আপনার কি প্রয়োজন? আমি আমার কাজে ব্যস্ত। আমাকে বিরক্ত করবেন না। বারসীসা চিন্তা করতে লাগল, আশ্চর্য..! কারো কোন কথাই তো সে শুনতে পছন্দ করছে না। দ্বিতীয় দিন বারসীসা আবার জিজ্ঞেস করল, আপনি আপনার পরিচয়টা বলুন। সে উত্তর দিল আমাকে আমার কাজ করতে দিন।

একদিন বৃষ্টি হলো। বৃষ্টির মধ্যেও সে নামাযে দাঁড়িয়ে গেল। বারসী-সার অন্তরে একথা আসলো, যেহেতু এই ব্যক্তি এত এবাদতকারী যে, সে বৃষ্টিকেও ভ্রুক্ষেপ করে না। তাহলেতো তার সাথে ভাল ব্যবহার করা

দরকার। সুতরাং তার মুখোমুখি হয়ে বলল, বাইরে তো বৃষ্টি হচ্ছে, ভিতরে চলে আসুন। উত্তরে শয়তান বলল, ঠিক আছে। এক মু'মিন আরেক মু'মিনের দাওয়াত কবুল করা উচিত। অতএব আমি আপনার দাওয়াত কবুল করে নিলাম, শয়তান তো এটাই চেয়ে ছিল। সুতরাং সে কামরায় এসে নামাযের নিয়ত বেঁধে ফেলল। সে কয়েক মাস যাবৎ ইবাদতের ভান করে যেতে লাগল। সে মূলতঃ ইবাদত করছিল না, বরং নামাযীর রূপ ধারণ করেছিল মাত্র। কিন্তু বারসীসা মনে করছিল সে নামায পড়ছে। শয়তান নামায পড়বে কেন? সে তো তার মিশন বাস্তবায়ন করছিল।

যখন কয়েক মাস অতিবাহিত হয়ে গেল। তখন বারসীসা তাকে বাস্তবেই অনেক বড় আল্লাহ ওয়ালা মনে করতে শুরু করল। তার অন্তরে শয়তানের প্রতি ভাল ধারণা জন্মাতে শুরু করল। এক দিন শয়তান বারসীসাকে বলল, এখন আমার বছর পূর্ণ হয়েছে। অতএব আমি এখান থেকে চলে যাব। আমার বাড়ি তো অন্য জায়গায়। বিদায় বেলা এমনিতেই অন্তর নরম হয়ে থাকে। শয়তান বারসীসাকে বলল, আচ্ছা ঠিক আছে! আমি বিদায় কালে আপনাকে একটি উপহার দিতে চাই, যা আমি আমার বড়দের কাছ থেকে পেয়েছিলাম। সেই উপহারটি হলো, আপনার কাছে কোন রোগী এলে আপনি এই দোয়া পড়ে ফূ দেবেন। সে ভালো হয়ে যাবে। স্মরণ রাখবেন, একজন লোক এসেছিল সে আমাকে এই হাদিয়া দিয়েগেছে। বারসীসা বলল, এটা আমার দরকার নেই। শয়তান বলল, আমার এই নেয়ামত দীর্ঘ সাধনার পর পেয়েছি, আমি সে নেয়ামত আপনাকে হাদিয়া স্বরূপ দিচ্ছি আর আপনি তা প্রত্যাখ্যান করছেন! আপনি তো খুব অযোগ্য মানুষ। একথা শুনে বারসীসা বলল, ঠিক আছে, আমাকে শিখিয়ে দাও। ফলে শয়তান তাকে শিখিয়ে দিল। একথা বলে বিদায় নিল–আবার কখনো সাক্ষাৎ হবে।

শয়তান সেখান থেকে সোজা বাদশার কাছে চলে গেল। বাদশার তিন ছেলে ও এক মেয়ে ছিল। শয়তান গিয়ে মেয়ের উপর প্রভাব ফেলল। যার ফলে সে পাগলের মত হয়ে গেল। সে খুব সুন্দরী এবং শিক্ষিতা ছিল। কিন্তু শয়তানের কারণে সে বার বার বেহুশ হতে লাগল। বাদশাহ তার চিকিৎসার জন্য হাকীম ও ডাক্তার ডাকল। কিছু দিন যাবত তার চিকিৎসা করতে থাকল কিন্তু কোনো কাজ হলো না।

যখন ডাক্তার-হাকীম দ্বারা চিকিৎসা করায়েও সুস্থ হলো না, তখন শয়তান বাদশার অন্তরে একথা ঢেলে দিল, বড় বড় হাকীম ও ডাক্তারদের দ্বারা তো চিকিৎসা করিয়েছি, এখন কবিরাজের দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করিয়ে দেখি। এ কথা মনে হতেই ভাবলেন-হ্যাঁ, কবিরাজের দ্বারা ঝাড়ানো উচিত। তাই বাদশাহ তার সরকারী লোক পাঠিয়ে খোঁজ নিলেন, সে সময়কার সবচেয়ে নেককার লোক কে? সবাই বলল, বর্তমানের সবচেয়ে নেককার ব্যক্তি হলো বারসীসা। কিন্তু সে তো কারো সাথে সাক্ষাত করে না। বাদশাহ বললেন, সে যদি কারো সাথে সাক্ষাত না করে তাহলে তার নিকট গিয়ে আমার পক্ষ থেকে অনুরোধ করো, আমি তার কাছে যাবো।

কিছু লোক বারসীসার নিকট গেল। সে তাদের দেখে বলল, তোমরা আমাকে বিরক্ত করার জন্য কেন এসেছ? তারা বলল, বাদশার মেয়ে অসুস্থ। হাকীম ও ডাক্তারদের দ্বারা অনেক চিকিৎসা করিয়েছে, কিন্তু কোন উপকার হয়নি। বাদশাহ ইচ্ছা করছেন যে, আপনি এখানেই থাকেন যেন আপনার ইবাদতে বিঘ্নতা সৃষ্টি না হয়, আমরা আপনার কাছে বাদশার মেয়েকে নিয়ে আসব। আপনি তাকে ঝেড়ে দেবেন। আমাদের বিশ্বাস, আপনি দম করলে সে সুস্থ হয়ে যাবে। বারসীসার মনে মনে ভাবল, হ্যাঁ, আমি তো একটি দম শিখেছিলাম। সে দম পরীক্ষা করার এটাই সুবর্ণ সুযোগ। বারসীসা বাদশার মেয়েকে নিয়ে আসার জন্য অনুমতি দিল।

বাদশাহ নিজের মেয়েকে নিয়ে বারসীসার কাছে আসলো। সে যেই না দম করল ততক্ষনাৎ মেয়ে সুস্থ হয়ে গেল। শয়তান তাকে ছেড়ে চলে গেল। বাদশার পূর্ণ বিশ্বাস হলো যে তার দমের কারণেই মেয়ে সুস্থ হয়েছে।

এক দেড় মাস পর আবার শয়তান বাদশার মেয়ের উপর ভর করল। মেয়েকে আবার বারসীসার কাছে নিয়ে আসলো। বারসীসা দম করা মাত্রই শয়তান মেয়েকে ছেড়ে চলে গেল। এরপর থেকে দু-চার দিন পরপরই মেয়েটি অসুস্থ হতো আর বারসীসার ঝাড়-ফুঁকে ভাল হয়ে যেত। বাদশার পূর্ণ বিশ্বাস হয়ে গেল যে, আমার মেয়ের চিকিৎসা তার ঝাড়-ফুঁকের মধ্যেই রয়েছে। সারাদেশে একথা প্রসিদ্ধ হয়ে গেল যে, বারসীসার ঝাড়-ফুঁকের দ্বারা বাদশার মেয়ে সুস্থ হয়ে যায়।

কিছুদিন পর বাদশার রাজত্বের উপর শত্রুরা আক্রমণ করল। তিনি তার ছেলেদেরকে সঙ্গে নিয়ে শত্রুদের মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ

করলেন। কিন্তু বাদশাহ চিন্তায় পড়ে গেলেন, যদি যুদ্ধে যাই তাহলে মেয়েকে কার কাছে রেখে যাব? কেউ পরামর্শ দিল কোন মন্ত্রির কাছে রেখে যেতে এবং কেউ অন্য পরামর্শ দিল। বাদশাহ বললেন, যদি সে আবার অসুস্থ হয়ে যায়, তাহলে কী হবে? বারসীসা তো কারো কথাই শুনবে না। বাদশা বললেন, আমি নিজেই আমার মেয়েকে বারসীসার কাছে রেখে যাব।

বাদশাহ নিজের তিন ছেলে ও মেয়েকে নিয়ে বারসীসার কাছে গেল। বলল, আমরা যুদ্ধে যাচ্ছি। হায়াত মওতের কোন ভরসা নেই। আমার এই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি বিশ্বাস আপনার উপর। আমার মেয়ের চিকিৎসাও আপনার কাছেই। অতএব আমি চাই এই মেয়ে আপনার কাছেই থাকবে। বারসীসা বলল, তওবা-তওবা। আমি এই কাজ কিভাবে করতে পারি, সে একাকী কিভাবে আমার কাছে থাকবে? বাদশাহ বলল, এটা কোন ব্যাপার না। আপনি শুধু অনুমতি দিন। তার থাকার জন্য আমি আপনার ইবাদত খানার সামনে একটি বাড়ি বানিয়ে দিচ্ছি। মেয়ে সে বাড়িতেই থাকবে। একথা শুনে বারসীসা বলল, ঠিক আছে। সে যখন অনুমতি দিল বাদশাহ তার ইবাদতখানার সামনে একটি বাড়ি বানাল। তাতে মেয়েকে রেখে বাদশাহ যুদ্ধে চলে গেল।

এখন বারসীসার অন্তরে একথা আসলো, আমি তো নিজের খাবার নিজেই রান্না করি। যদি মেয়ের জন্য আমি খাবার রান্না করে দেই তাহলে সমস্যা কোথায়? কারণ সে তো একা। জানা নেই সে নিজের জন্য খাবার পাকাবে কি না..? তাই বারসীসা খাবার রান্না করত। অর্ধেক নিজে খেত আর বাকি অর্ধেক নিজের ইবাদত খানার দরজার বাহিরে রেখে দিত এবং নিজের দরজায় আওয়াজ দিত। এই আওয়াজ সে মেয়ের জন্য ইশারা হত যে, তোমার খাবার নিয়ে যাও। এভাবেই ঐ মেয়ে খাবার নিয়ে যেত। কয়েকমাস যাবৎ এভাবেই চলতে থাকল।

এরপর শয়তান তার অন্তরে একথা ঢেলে দিল, দেখো! সে মেয়ে তো একা থাকে। তুমি খাবার পাকিয়ে তোমার দরজার বাহিরে রেখে দাও আর মেয়েটিকে সেই খাবার উঠানোর জন্য রাস্তায় বেরিয়ে আসতে হয়। যদি কখনো কোন পুরুষ দেখে ফেলে, তখন তার ইজ্জত নষ্ট করে দেবে। তাই এটাই ভালো, খাবার রান্না করে তার ঘরের ভিতরে রেখে আসবে। যেন তাকে বাইরে আসতে না হয়। ফলে বারসীসা খাবার পাকিয়ে তার ঘরের

ভিতরে রেখে আসতে শুরু করল। সে খাবার রেখে কড়া নাড়ত আর মেয়ে খাবার নিয়ে যেত। এভাবে চলতে থাকল।

যখন আরো কয়েক মাস অতিবাহিত হয়ে গেল তখন শয়তান তার অন্তরে একথা ঢেলে দিল যে, তুমি নিজে তো ইবাদাতে মগ্ন থাক আর মেয়েটি একাকী থাকে। এমন যেন না হয়, একাকী থাকার কারণে আরো বেশি অসুস্থ হয়ে পড়ে। এজন্য এটাই ভালো হবে, তাকে কিছু নসিহত করবে। যেন সেও ইবাদত বন্দেগী করে। তার সময় নষ্ট না হয়। এ খেয়াল অন্তরে আসতেই সে বলল, হ্যাঁ, এটা ভালো কথা। কিন্তু এ কাজটি কোন্ পদ্ধতিতে হওয়া হবে? শয়তান তার অন্তরে এ প্রশ্নের উত্তরও ঢেলে দিল, তাকে বলে দেবে, সে যেন তার ঘরের ছাদের উপর আসে। আর তুমিও তোমার ঘরের ছাদের উপর বসবে। তারপর তাকে ওয়াজ নসিহত করবে। সুতরাং সে এ পদ্ধতি অবলম্বন করে ওয়াজ নসিহত শুরু করল। তার ওয়াজ মেয়ের উপর খুব প্রভাব ফেলল। মেয়ে নামায ও অজিফা আদায় করতে শুরু করল। এখন শয়তানও তার অন্তরে ভাব উদয় করল। দেখো, তোমার নসিহত তার উপর কত প্রভাব ফেলেছে। এমন নসিহত তো প্রতিদিন হওয়া উচিত। তাই সে প্রতিদিন নসিহত করতে শুরু করল।

এভাবে যখন আরো কিছুদিন অতিবাহিত হয়ে গেল তখন শয়তান তার অন্তরে আবার একথা ঢেলে দিল, তুমি তোমার ঘরের ছাদে বসো, আর মেয়েটি তার ঘরের ছাদে বসে, এতে রাস্তা অতিক্রমকারী ব্যক্তিরা কি মনে করবে? কারা কথা বলছে? এভাবে তো খুবই খারাপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে। তাই ভালো হয়, ছাদের উপর বসে জোরে আওয়াজ করে কথা বলার চেয়ে তুমি মেয়ের দরজার বাহিরে দাঁড়িয়ে ওয়াজ করবে। আর মেয়ে দরজার ভিতরে দাঁড়িয়ে শুনবে। এতে পর্দাও হয়ে যাবে। সুতরাং এখন এ পদ্ধতিতে ওয়াজ নসিহত চলতে লাগল। কয়েকদিন এভাবেই চলল।

এরপর শয়তান আবার বারসীসার অন্তরে একথা ঢেলে দিল, তুমি বাইরে দাঁড়িয়ে ওয়াজ কর, লোকজন দেখে কী বলবে? পাগলের মত এমনিতেই কথা বলছে। এই জন্য যদি ওয়াজ করতে হয়, তাহলে ভিতরে এক পাশে দাঁড়িয়ে ওয়াজ কর এবং মেয়েটি দূরে দাঁড়িয়ে শুনবে। যখন সে দরজার ভিতরে দাঁড়িয়ে ওয়াজ শুরু করল। তখন মেয়ে তাকে বলল, আমি এত নামায পড়ি, এত ইবাদত করি। এ কথা শুনে সে খুব খুশি

হলো। ভাবল, আমার কথায় তার উপর অনেক প্রভাব পড়েছে। এখন শুধু আমি একা ইবাদত করি না, বরং সেও ইবাদত করে। কয়েকদিন পর্যন্ত এভাবে চলতে থাকল।

অবশেষে শয়তান মেয়ের অন্তরে বারসীসার প্রতি মহব্বত সৃষ্টি করে দিল এবং বারসীসার অন্তরেও মেয়ের প্রতি মহব্বত ঢেলে দিল। তাই মেয়ে বলল, আপনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওয়াজ করেন, আমি আপনার জন্য বসার ব্যবস্থা করছি। আপনি তাতে বসে ওয়াজ করবেন আর আমি দূরে বসে শুনব। বারসীসা বলল, বেশ ভালো, মেয়ে দরজার কাছে বসার ব্যবস্থা করল। বারসীসা তাতে বসে নসিহত করতে থাকল। আর মেয়ে দূরে বসে শুনতে থাকল। ইতিমধ্যে শয়তান বারসীসার অন্তরে মেয়ের প্রতি আরো বেশি মায়া ও সহানুভুতি সৃষ্টি করে দিল। কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর শয়তান বারসীসার অন্তরে আবার একথা ঢেলে দিল, ওয়াজ তো শুধু মাত্র মেয়েকেই শুনাতে হয়। দূরে বসার কারণে জোরে বলতে হয়। তাতে পথচারীরাও শুনতে পায়। কতই না ভাল হবে! খাটটি একটু সামনে নিয়ে রাখলে এবং নিচু আওয়াজে আলোচনা করলে। সুতরাং বারসীসার খাট আর মেয়ের খাট কাছাকাছি হয়ে গেল। এভাবে ওয়াজ নসিহত চলতে থাকল।

কিছুদিন ঐভাবে অতিবাহিত হওয়ার পর শয়তান মেয়েটিকে সাজিয়ে-গুছিয়ে বারসীসার সামনে নিয়ে আসতে শুরু করল এবং বারসীসা এভাবেই সেই মেয়ের রূপের জালে ফাঁসতে লাগল। এখন শয়তান বারসীসার অন্তরে যৌন কামনা জাগ্রত করতে শুরু করল। ফলে বারসীসার মন ইবাদত খানার প্রতি অমনোযগী হয়ে গেল এবং তার অধিকাংশ সময় সেই মেয়ের সাথে কথা বার্তায় অতিবাহিত হতে লাগল। এভাবে এক বছর অতিবাহিত হয়ে গেল। একবার শাহাজাদাগণ শাহজাদিকে দেখতে এসে তাকে অনেক প্রফুল্ল দেখতে পেল। সে পাদ্রির অনেক প্রশংসা করল। শাহজাদাগণ পুনরায় যুদ্ধে যাওয়ার প্রয়োজন থাকায় তারা নিশ্চিন্ত মনে চলে গেল। শাহজাদারা যাওয়ার পর শয়তান তার প্রচেষ্টা তীব্রতর করল। সে বারসীসার অন্তরে মেয়ের প্রতি ভালবাসা তৈরী করে দিল। আর মেয়ের অন্তরে বারসীসার প্রতি ভালবাসা ভরে দিল। এমনকি দুই অন্তরেই প্রেমের আগুন প্রজ্জলিত হয়ে উঠল।

এখন যত সময় বারসীসা নসিহত করে ততক্ষণ তার দৃষ্টি শাহজাদীর চেহারার দিকে অপলক পড়ে থাকে। শয়তান মেয়েকে প্রেমের কৌশল ও ছলনা শিক্ষা দিল। মেয়েটি সাজ-সজ্জা ও অঙ্গ-ভঙ্গিমার দ্বারা বারসীসার অন্তরকে আকৃষ্ট করত এবং ফুসলাত। ফলে বারসীসা আলাদা খাটে বসার পরিবর্তে মেয়ের সাথে একই খাটে বসতে শুরু করল। বারসীসা নিজের যৌন চাহিদাকে আর সংযত রাখতে পারল না। সে শাহজাদির দিকে হাত বাড়াল। শাহজাদিও মুচকি হেসে তার উৎসাহকে স্বাগত জানাল। বারসীসা ব্যাভিচারে লিপ্ত হয়ে গেল। এরপর থেকে তারা স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের ন্যায় থাকতে লাগল। এরই মধ্যে শাহজাদী গর্ভবতী হয়ে গেল।

এখন বারসীসা চিন্তায় পড়ে গেল, যদি কেউ জেনে ফেলে তাহলে কি অবস্থা হবে? তখন শয়তান তার অন্তরে এই কথা ঢেলে দিলো যে, চিন্তার কোন কারণ নেই। যখন সন্তান ভূমিষ্ট হবে, তখন নবজাতকে জীবিত দাফন করে ফেলবে এবং মেয়েকে বুঝিয়ে দেবে, এতে তোমারও দোষ গোপন থাকবে আমারও দোষ গোপন থাকবে। এ খেয়াল আসতেই ভিতরের সমস্ত ভয় দূর হয়ে গেল এবং বারসীসা নির্ভয়ে ও নির্ভিঘ্নে ব্যাভিচারে লিপ্ত থাকল।

একদিন শাহজাদী সন্তান প্রসব করল। বাচ্চাকে যখন মা দুধ পান করাতে থাকল তখন শয়তান বারসীসার অন্তরে একথা ঢেলে দিল যে, এখন তো দেড়-দু'বছর হয়ে গেছে। বাদশাহ এবং তাঁর সঙ্গী সাথিরা যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার সময় হয়েছে। শাহজাদি বাদশাহকে সমস্ত ঘটনা বলে দেবে। তাই তুমি তার সন্তানকে কোন বাহানায় হত্যা করে ফেল। যেন অন্যায়ের কোন প্রমাণ না থাকে।

একবার শাহজাদি ঘুমিয়ে ছিল, তখন বারসীসা বাচ্চাকে নিয়ে হত্যা করে ফেলল এবং ঘরের আঙ্গিনায় পুঁতে রাখল। মা তো মা-ই। মা ঘুম থেকে উঠে বলল, আমার সন্তান কোথায়? সে বলল, আমার জানা নেই। এদিক সেদিক দেখল কিন্তু কোথাও কোন সন্ধান পেল না। সে বারসীসার উপর রাগ করতে লাগল। যখন মেয়েটি রাগ করতে লাগল তখন শয়তান বারসীসার অন্তরে কুমন্ত্রনা দিল। দেখো, সে হলো মা। সে তার ছেলেকে কখনো ভুলতে পারবে না। পূর্বের ঘটনা সম্পর্কে সন্দেহ ছিল সে বলে দেবে কি না? কিন্তু এখন যা ঘটল তা তো অবশ্যই সে বলে দেবে। অতএব

এখন একটি রাস্তাই খোলা আছে তা হলো, শাহজাদিকেও হত্যা করে ফেলো। "তাহলে মাথাও থাকবে না, মাথার ব্যাথাও থাকবে না।" যখন বাদশাহ এসে জিজ্ঞেস করবে, তখন বলে দেবে, সে অসুস্থ হয়ে মারা গেছে। যেই না তার অন্তরে একথা আসলো, তখন সে বলল, একদম ঠিক। সুতরাং সে শাহজাদিকেও হত্যা করে ফেলল এবং ছেলের সাথে মাকেও আঙ্গিনায় পুঁতে রাখল। এরপর সে তার ইবাদতে মশগুল হয়ে গেল।

কয়েকমাস পর বাদশাহ ফিরে আসলো। সে শাহজাদাদেরকে পাঠাল, যাও তোমাদের বোনকে নিয়ে আসো। তারা বারসীসার কাছে এসে বলল, আমাদের বোন আপনার কাছে ছিল তাকে নেওয়ার জন্য এসেছি। বারসীসা তাদের কথা শুনে কেঁদে ফেলল। বলতে লাগল, তোমাদের বোন অনেক ভালো ছিল, অনেক নেককার ছিল এবং এমন এমন ইবাদত করত। কিন্তু সে তো মারা গেছে। এ আঙ্গিনায় তার কবর আছে। ভাইয়েরা একথা শুনে কান্নাকাটি করে চলে গেল।

বাড়িতে পৌঁছে রাতে যখন তারা ঘুমিয়ে পড়ল। তখন শয়তান স্বপ্নে বড় ভাইয়ের কাছে গেল। তাকে জিজ্ঞেস করল, বলো দেখি তোমার বোনের কী খবর? উত্তরে ভাই বলতে লাগল, আমরা তাকে বারসীসার কাছে রেখে যুদ্ধের জন্য গিয়েছিলাম। এখন সে মারা গেছে। শয়তান বলল, সে মারা যায়নি। ভাই জিজ্ঞেস করল, তাহলে সে কোথায়? শয়তান উত্তর দিল, বারসীসা নিজেই এই নোংড়া কাজ করেছে এবং সে নিজেই তাকে হত্যা করেছে। আর অমুক জায়গায় পুঁতে রেখেছে। বাচ্চাকেও তার সাথে পুঁতে রেখেছে।

তারপর স্বপ্নের মধ্যেই শয়তান মেঝো ভাইয়ের কাছে গেল এবং তাকেও একথাগুলো বলল। অতঃপর ছোট ভাইয়ের কাছে গিয়েও এ ধরনের কথাই বলল। যখন সকালে তিন ভাই ঘুম থেকে উঠল, তখন এক ভাই বলল, আমি একটি স্বপ্ন দেখেছি। দ্বিতীয় ভাই বলল, আমি এই স্বপ্নটিই দেখেছি। তৃতীয় ভাই বলল, আমিও তো তা-ই দেখেছি। তারা পরস্পরে বলতে লাগল, আশ্চর্য ঘটনা! আমরা সবাই একই ধরনের স্বপ্ন দেখেছি। সবার ছোট ভাই বলল, এটা ঘটনাক্রমে হওয়ার বিষয় নয়, বরং আমি নিজে গিয়ে তার অনুসন্ধান করব। আরেক ভাই বলল, রাখো এসমস্ত কথা, কী লাভ? ছোট ভাই বলল, না। আমি অবশ্যই অনুসন্ধান করব।

সুতরাং ছোট ভাই রাগান্বিত হয়ে রওয়ানা হলো। তাকে দেখে বাকি দু'ভাইও তার সাথে রওয়ানা হলো। তারা গিয়ে যখন মাটি খুড়ল, তখন সেখানে তাদের বোনের হাড্ডি দেখতে পেল এবং সেই সাথে ছোট বাচ্চার হাড্ডির খোলও দেখতে পেল।

যখন প্রমাণ পাওয়া গেল তখন তারা বারসীসাকে গ্রেফতার করল। তাকে বিচারকের সামনে নিয়ে যাওয়া হলে সে বিচারকের সামনে দাঁড়িয়ে নিজের অপকর্মের কথা স্বীকার করল। বিচারক বারসীসার ফাঁসির রায় দিয়ে দিলো। বারসীসাকে ফাঁসির মঞ্চে নিয়ে যাওয়া হলো এবং তার গলায় ফাঁসির রশি লাগানো হলো। ফাঁসিতে ঝুলানোর সময় নিকটবর্তী হলো। ফাঁসি দেওয়ার দু'চার সেকেন্ড পূর্বে শয়তান তার নিকট ঐ ইবাদতকারীর রূপে আসলো এবং বারসীসাকে বলল। কি... আমাকে চিনতে পেরেছ, আমি কে? বারসীসা বলল, হ্যাঁ, আমি তোমাকে চিনি। তুমি তো সেই ইবাদতকারী যে আমাকে ঝাড়ফুঁক শিখিয়েছিলে। শয়তান বলল, হ্যাঁ! ঝাড়ফুঁক আমিই তোমাকে শিখিয়েছিলাম আর মেয়েটিকেও আমি নিজের প্রভাবে অসুস্থ করেছিলাম। তার হত্যাও তোমার দ্বারা আমিই করিয়েছিলাম। অতএব এখন যদি তুমি বাঁচতে চাও, তাহলে আমিই তোমাকে বাঁচাতে পারি। বারসীসা বলল, এখন তুমি আমাকে কীভাবে বাঁচাবে? শয়তান বলল, তুমি আমার একটি কথা স্বীকার করে নাও। তাহলে আমি তোমার এ কাজটিও করে দেব। সে জিজ্ঞেস করল, তোমার কোন কথা স্বীকার করতে হবে? শয়তান বলল, শুধুমাত্র এ কথা বলে দাও 'আল্লাহ নেই'। বারসীসা হতভম্ব হয়ে গেল। সে চিন্তা করল, ঠিক আছে, একবার বলে ফাঁসি থেকে বাঁচার পর পুনরায় স্বীকার করে নিলেইতো হয়ে যাবে। তখন বারসীসা বলে দিল 'আল্লাহ নেই'। ঠিক তখনই জল্লাদ রশি টান দিল। ফলে এই ইবাদতগোজার বান্দা কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল।

এখন চিন্তা করুন, শয়তান কত দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা করে মানুষের মাধ্যমে গুনাহ সংঘটিত করায়। তাই আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করা উচিত-

"اَللّٰهُمَّ احْفَظْنَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. رَبِّ اَعُوْذُبِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ وَاَعُوْذُبِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنِ"

"হে আল্লাহ! আমাদেরকে বিতাড়িত শয়তানের অনিষ্টতা থেকে রক্ষা করুন। আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই, যেন শয়তান আমার কাছে আসতে না পারে।"

## শয়তানের কুমন্ত্রণার দ্বারা দীনের কোন ক্ষতি হয় না

সম্মানিত মাওলানা সাহেব,

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

প্রশ্ন : সালামান্তে আমার আরজ হলো, বর্তমানে আমি কু-চিন্তার রুগী হয়ে গেছি। দিন দিন কু-চিন্তা শুধু বাড়ছে। যার কারণে অন্তরে খুব বেশী অস্থিরতা অনুভব হয়। মেহেরবানী করে আমার জন্য উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করবেন।

উত্তর : নিচের বিষয়গুলোর প্রতি গুরুত্ব প্রদান করবেন।

১. কু-চিন্তা দ্বারা দীনের কোন ক্ষতি হয় না। আশ্বস্ত থাকবেন।

২. দীনি বা দুনিয়াবী কোন কাজে ব্যস্ত হয়ে যাবেন।

৩. কু-চিন্তা দূর করার চিন্তা করবেন না। তাতে হিতে বিপরীত হতে পারে।

৪. কু-চিন্তার উদাহরণ, যেমন কুকুর ঘেউ ঘেউ করছে, তাকে তাড়ানোর চিন্তা না করা।

৫. কু-চিন্তা আসতেই امنت بالله ورسوله এই দোয়াটি পড়ে নেওয়াই যথেষ্ট। অর্থাৎ আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সা. এর উপর ঈমান এনেছি।

৬. لاحول ولا قوة الا بالله العلى العظيم এর জিকির বারবার করবেন।

৭. সকাল-সন্ধা এ দোয়া গুরুত্বসহ পড়বেন-

اَللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَّمَلِيْكَهٗ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهٖ وَاَنْ اَقْتَرِفَ عَلٰى نَفْسِىْ سُوْأً اَوْاَجُرَّهٗ اِلٰى مُسْلِمٍ .

৮. সকালে দশ বার পড়বেন- اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

৯. اَللّٰهُ اَحَدٌ اَللّٰهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ

"আল্লাহ এক, তিনি অমুখাপেক্ষী, তিনি কাউকে জন্ম দেন নি, কারো থেকে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন নি। তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।[৫]

## কেউ মালদার কেউ মালের চৌকিদার

কিছু লোক ধন-সম্পত্তির মালিক আর কিছু লোক এর চৌকিদার।

ধনবান সেই হয়, যার কাছে ধন-সম্পদ থাকে এবং আল্লাহর রাস্তায় খুব বেশি জড়িয়ে থাকে। আর মালের চৌকিদার হলো, যে প্রতিদিন ব্যাংক ব্যালেন্স চেক করে। সে হিসাব করতে থাকে কত হলো। যে বেচারা সম্পদের চৌকিদারী করে সে নিজে তো দুনিয়া ছেড়ে চলে যাবে আর তার সন্তানরা ভোগ বিলাস করবে।

## কুরআন, দুনিয়ার জীবনের উদাহরণ পানি দ্বারা দিয়েছে কেন?

আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَاءِ...

অর্থাৎ : আপনি তাদের বলে দিন, দুনিয়ার জীবনের উদাহরণ হলো, যেমন আমি আসমান থেকে পানি বর্ষণ করি...।

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা জীবনের উদাহরণ পানির সাথে দিয়েছেন। দুনিয়া এবং পানির মাঝে কিছু জিনিসের সামঞ্জস্য পাওয়া যায়। এ সম্পর্কে নিচে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হলো:

পানির প্রথম গুণ হলো, তা কখনো এক জায়গায় স্থির থাকে না। যেখানে প্রবাহিত হওয়ার সুযোগ থাকে সেখানেই প্রবাহিত হয়। তদ্রূপ দুনিয়াও এক জায়গায় স্থির থাকে না। যেখানে সুযোগ পায়, দুনিয়া সেখান থেকে বেরিয়ে পড়ে। যে ব্যক্তি এটা মনে করে, আমার কাছে দুনিয়া আছে, দুনিয়া তার থেকে প্রতিদিন দূরে সরতে থাকে। মনে রাখবে দুনিয়া আস্তে আস্তে সরে যায়। কারো নিকট থেকে পঞ্চাশ বছরের মধ্যে দূরে সরে যায়, কারো নিকট থেকে সত্তর বছরের মধ্যে দূরে সরে যায়, আবার কারো

---

৫. হিসনে হাসীন: পৃ.২২৫।

নিকট থেকে এক শ' বছরের মধ্যে দূরে সরে যায়। কিন্তু মানুষ বুঝতে পারে না। তা প্রত্যেকের কাছে যায় কিন্তু কারো নিকট স্থির থাকে না। দুনিয়া অনেককে বিবাহ করেছে। আবার তাদেরকে পদদলিতও করেছে।

এক বুযূর্গ ব্যক্তি একবার স্বপ্নে দুনিয়াকে একজন যুবতী মেয়ের ন্যায় দেখলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি লক্ষ লক্ষ বিয়ে করা সত্ত্বেও কুমারী-ই রয়ে গেছ? দুনিয়া বলল, যারা আমাকে বিবাহ করেছে তারা পুরুষ ছিল না, আর যারা পুরুষ ছিল তারা আমাকে বিয়ে করতে প্রস্তুত ছিল না।

এ জন্য আল্লাহ ওয়ালারা দুনিয়ার দিকে মহব্বতের দৃষ্টিতে তাকায় না। তাদের মূল উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তাআলাকে পাওয়া। তাই তাঁদের মনোযোগ সে দিকেই থাকে। তাঁরা আখেরাতের স্বাদ নিতে আগ্রহী হয়। যখন তাঁরা দুনিয়ার স্বাদ পায় তখন তাঁরা আতংকিত হয়। এমন যেন না হয় যে, আমার নেক আমলের বদলা আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়াতেই দেওয়া হয়ে যায়।

দ্বিতীয় গুণটি হলো এই, যে ব্যক্তিই পানিতে নামবে তাকে ভিজতেই হবে। তদ্রূপ দুনিয়াও এমনই, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে প্রবেশ করবে সে প্রভাবিত না হয়ে পারবে না।

তৃতীয় গুণ হলো, পানি যখন প্রয়োজন মতো হয় তখন সে পানির দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়। আর যখন প্রয়োজনের চেয়ে বেশি হয় তখন ক্ষতিকারক হয়। তদ্রূপ দুনিয়াও প্রয়োজন পরিমাণ হলে তা বান্দার জন্য উপকারী হয়, আর যখন প্রয়োজনের চেয়ে বেশি হয় তখন এই দুনিয়া ক্ষতি সাধন করতে শুরু করে। পানির স্রোত যখন আসে তখন বাঁধও ভেঙে যায়। কেননা তা প্রয়োজনের চেয়েও অতিরিক্ত।

অনুরূপভাবে যাদের কাছে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি ধন-সম্পদ থাকে তারা বিলাসিতা করে এবং শরীয়তের সীমা লঙ্ঘন করে। যে ব্যক্তি জুয়ার আসরে বাজি লাগায়, সে এক রাতে লাখ লাখ টাকা লেন-দেন করে তা সত্ত্বেও প্রয়োজন অপেক্ষা কমই মনে করে। কিন্তু সে সামান্য পরিমাণ ভ্রুক্ষেপও করে না।

## দুনিয়া অমুখাপেক্ষিকতার দ্বারা অর্জন হয়

আমাদের পূর্বসুরিদের বহু এমন ঘটনা রয়েছে যে, তাদের সমকালিন রাজা বাদশারা প্রচুর সম্পদ প্রদান করার প্রস্তাব করেছে। কিন্তু তারা তা

কখনো নিজের জন্য গ্রহণ করেন নি। হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রা.-এর নাতি হযরত সালেম র. একবার মক্কার হারাম শরীফে আসলেন। তৎকালীন বাদশা হিশাম ইবনে আব্দুল মালিক মাতাফে (তাওয়াফকালীন সময়) তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করল। হিশাম সালাম দিয়ে আরজ করল, হযরত! কোন কিছুর প্রয়োজন হলে নির্দেশ করুন। যেন আমি আপনার খেদমত করতে পারি। তিনি উত্তর দিলেন, হিশাম! আল্লাহর ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে নিজের প্রয়োজন পেশ করতে লজ্জা বোধ হয়। কারণ আল্লাহ তাআলার সামনে আদবের চাহিদা হলো এই, এখানে শুধু তাঁরই সামনে হাত প্রসারিত করা। হিশাম নিরুত্তর হয়ে গেল। যখন তিনি হারাম শরীফ থেকে বের হলেন, ঠিক সে সময়ে হিশামও বের হয়ে আসলেন। তাঁকে দেখে হিশাম আবার তাঁর কাছে এসে বলল, হযরত! এখন বলুন, আমি আপনার কী সেবা করতে পারি? হযরত সালেম র. উত্তর দিলেন, হিশাম! বলো দেখি, আমি তোমার কাছে কী চাইব? দীন নাকি দুনিয়া? হিশাম জানত, ধর্মীয় ক্ষেত্রে তিনি ততকালীন সময়ে সর্বোচ্চ পর্যায়ের বুযূর্গ ব্যক্তিদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। তাই হিশাম বলল, হযরত! আপনি আমার কাছে দুনিয়া চান। তিনি ততক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, "দুনিয়ার সৃষ্টিকর্তার কাছেই তো আমি কখনো দুনিয়া চাইনি, তাহলে বলো তোমার কাছে আমি তা কিভাবে চাইব?" একথা শুনতেই হিশামের চেহারা মলিন হয়ে গেল।

## শয়তান ঘুষ নেয় না

ইমাম গাযালী র. বলেন, শয়তান আমাদের এমন শত্রু যে, সে কখনো ঘুষ গ্রহণ করে না। অন্য শত্রুদেরকে ঘুষ, হাদিয়া-তোহফা প্রদান করলে অথবা তোষামোদ করলে অন্তর নরম হয়ে যায়, শত্রুতা ছেড়ে দেয়; কিন্তু শয়তানের ক্ষেত্রে একথা কেউ বলতে পারবে না যে, আমরা একদিন তাকে তোষামোদ করবো আর সে আমাদের পিছু ছেড়ে দিবে। সে কখনো ছাড়বে না কেননা সে ঈমানের ডাকাত। সর্বদা তার চিন্তা থাকে কিভাবে মানুষকে ঈমান হারা করা যায়।

## ওজুর ফরজের উপর সুন্নাতের প্রাদান্য কেন?

মুহতারাম, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

**প্রশ্নঃ** সালামান্তে, আমার ছাত্রসূলভ একটি প্রশ্ন। ওজুতে চেহারা ধোয়া ফরজ হওয়ার ভিত্তিতে তা জরুরি। এই ফরজকে আদায় করার পূর্বে হাত ধৌত করতে হয়, কুলি করতে হয় এবং নাকেও পানি দিতে হয়। এ সবই হলো সুন্নত। ওজুর ধারাবাহিকতায় উচিত ছিল, প্রথমে ফরজ হবে তারপর সুন্নত হবে। তাই আমার প্রশ্ন হলো, সুন্নতকে ফরজের আগে করার নির্দেশ দেওয়া হলো কেন?

**উত্তরঃ** ফোকাহায়ে কেরাম তার উত্তর দিয়েছেন, যখন কেউ ওজু করার ইচ্ছা করবে এবং পানি হাতে নিবে, তখন সে চোখ দ্বারা পানির রং দেখতে পাবে। যখন মুখে নিবে তখন তার স্বাধ বুঝতে পারবে। যখন নাকে দিবে তখন তার ঘ্রান অনুভব করতে পারবে। এভাবে যখন সে আশ্বস্ত হয়ে যাবে পানির রং, স্বাদ ও ঘ্রাণ সবই ঠিক আছে। তখন সে শরীয়তের আদেশ পালন করার জন্য চেহারা ধৌত করবে।

মুহতারাম, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

**প্রশ্নঃ** সালামান্তে আমার আরজ হলো আল্লাহ তাআলা কুরআন শরীফে দুনিয়াকে খেল-তামাশা কেন বলেছেন?

مَاهٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ. وَاِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ . لَوْكَانُوْا يَعْلَمُوْنَ.

'দুনিয়ার এ জীবন কেবলমাত্র খেল-তামাশা। আর আখেরাতের জীবন চিরস্থায়ী। হায়! যদি তারা জানত।' -সূরা আনকাবুতঃ ৬৪।

**উত্তর-১ঃ** দুনিয়াতে সবচেয়ে দ্রুত সম্পাদিত জিনিস হলো খেলাধুলা। যত খেলাই আছে সব খেলাই ক্ষণিক সময়ের জন্য হয়ে থাকে। পর্দায় যে খেলা দেখা হয় তাও অল্প সময়ের জন্য হয়, সার্কাস দেখ তাও অল্প সময়ের জন্য, বানরের খেলাও অল্প সময়ের জন্য হয়। তাই আল্লাহ তাআলাও দুনিয়াকে খেল-তামাশার সাথে তুলনা করেছেন, যেন মানুষ বুঝতে পারে দুনিয়া সামান্য সময়ের জন্য। কিয়ামতের দিন বলা হবেঃ مالبثوا غر ساعة 'তারা সামান্য সময় অবস্থান করেছিল।' -সূরা রূমঃ ৫৫।

এমনকি আল্লাহ তাআলা বলবেন-

لَمْ يَلْبَثُوْا اِلَّا عَشِيَّةً اَوْ ضُحٰهَا

"দুনিয়াতে তারা অবস্থান করেছিল সকালের কিছু সময় অথবা সন্ধ্যার কিছু সময়।" -সূরা নাযিয়াত: ৪৬।

শত বছরের জীবনও সামান্যই মনে হবে।

خواب تھا جو کچھ دیکھا جو سنا افسانہ تھا

যা কিছু দেখেছি স্বপ্ন ছিল, যা কিছু শুনেছি গল্প কাহিনী।

**উত্তর-২:** দুনিয়াকে খেলাধুলার সাথে তুলনা করার দ্বিতীয় কারণ হলো, সাধারণত: খেলাধুলা দেখার পর মানুষ আফসোসই করে। তারা বলে, টাকা-পয়সাও নষ্ট করলাম আবার সময়ও নষ্ট করলাম। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, যারা খেলা-ধুলা দেখে তারা পরবর্তীতে বলে, আমরা তো শুধু শুধুই চলে গিয়েছিলাম। আমাদের তো অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ রয়ে গেছে। দুনিয়ার বেলাও ঠিক এমনই অবস্থা হয়, নিজের মৃত্যুর সময় আফসোস করে বলবে, আমি তো আমার জীবন নষ্ট করে দিয়েছি।

**উত্তর-৩:** আরেকটি কারণ হলো, বর্তমানে খেলাধুলা সাধারণত ছায়ার মতো। পর্দায় দেখা যায়, মানুষ চলছে কিন্তু বাস্তবে তার ছায়া চলছে। যে ব্যক্তি তার পিছু ছুটল সে ছায়ার পিছু ছুটল। দুনিয়ার বিষয়টিও এরকম। যে ব্যক্তি দুনিয়ার পিছু ছুটল সেও ছায়ার পিছু ছুটল। এতে তার কিছুই অর্জন হয় না।

## উত্তম সম্পদ যা পকেটে থাকে

যে মাল পকেটে থাকে অন্তরে যায় না তা সর্বোত্তম মাল। আর যে মাল পকেটে থাকে না কিন্তু অন্তরে থাকে তা সর্ব নিকৃষ্ট মাল।

মালের দৃষ্টান্ত পানির মতো। নৌকা চলার জন্য পানির প্রয়োজন। কিন্তু নৌকা তখনই চলে যখন পানি নৌকার নিচে থাকে। যদি পানি নিচে থাকার পরিবর্তে নৌকার ভিতর ঢুকে পড়ে, তাহলে এ পানিই নৌকা ডুবানোর কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

এর দ্বারা বোঝা গেল, হে মুমিন! তোমার সম্পদ পানির মতো, আর তুমি হলে নৌকার মতো। সুতরাং এই সম্পদ যদি তোমার নিচে থাকে তাহলে তা সাঁতার কাটার মাধ্যম হবে। আর যদি এই সম্পদ তোমার অন্তরে ঢুকে পড়ে, তাহলে এই সম্পদই তোমাকে ডুবানোর কারণ হবে। এতে প্রমাণিত হলো, যদি সম্পদ পকেটে থাকে, তাহলে তা সর্বোত্তম। আর যদি অন্তরে ঢুকে যায়, তাহলে তা সর্বনিকৃষ্ট। (মালফুজাতে ওয়ালিদ সাহেব র.)

## স্বামী-স্ত্রীর মাঝে শয়তান দ্রুত ঝগড়া লাগিয়ে দেয়

শয়তান সুখী বৈবাহিক জীবনকে একেবারেই অপছন্দ করে। সে চায় স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ঝগড়া সৃষ্টি হোক, বৈবাহিক সম্পর্ক নষ্ট হোক। বিশেষ করে সে স্বামীর মেযাজে অনৈক্য সৃষ্টি করে। তাই স্বামী বাহিরে বন্ধু-বান্ধবদের মাঝে ফুটন্ত গোলাপের ন্যায় থাকে। আর ঘরে আসলেই তিক্ততা শুরু হয়ে যায়। আমাদের কাছে যুবক শ্রেণির লোকেরা এসে বলে, হযরত! কারণ জানি না, ঘরে আসলেই মেযাজ গরম হয়ে যায়। আসলে তা শয়তানই গরম করে, স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সে বিভেদ সৃষ্টি করতে চায়।

শয়তান প্রথমে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ঝগড়া সৃষ্টি করে, অতঃপর স্বামীর মুখ থেকে তালাকের শব্দ বের করে। পরবর্তীতে যখন তার হুঁশ আসে, তখন সে বলে, আমি তো রাগের বসে তালাক শব্দ বলেছিলাম। সুতরাং সে ঐ কথাকে গোপন করে স্বামী-স্ত্রীর ন্যায় বসবাস করতে থাকে। তারা যতদিন এ অবস্থায় একে অপরের সাথে মিলিত হবে ততদিন তাদের যিনার গোনাহ হবে। এখন লক্ষ্য করুন, শয়তান কত বড় গোনাহ করিয়ে দিল। সে এভাবে জঘন্য গোনাহে লিপ্ত করে দেয়।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, কিয়ামতের নিকটবর্তীতার আলামত হলো, স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দেবে, অতঃপর বিবাহ ছাড়াই পূর্বের ন্যায় বসবাস করতে থাকবে।

## শয়তানের অনিষ্টতা

একবার এক ব্যক্তি শয়তানকে দেখল। সে বলল, অভিশপ্ত বিতাড়িত শয়তান। তুই বড়ই বদমাইশ। তুই শুধুই বিশৃংখলা সৃষ্টি করিছ। যদি তুই শান্তিমতো কোন জায়গায় অবস্থান করতি তাহলে সমস্ত দুনিয়া নিরাপদ হয়ে যেত। বিতাড়িত শয়তান তার উত্তরে বলল, আমি তো কিছুই করি না। শুধু মাত্র আঙ্গুল দ্বারা স্পর্শ করি। সে জিজ্ঞেস করল, এর মানে কী? শয়তান তখন বলল, এখনই দেখ।

কাছেই একটি মিষ্টির দোকান ছিল। সেখানে কোন পাত্রে মিষ্টির শিরা পড়ে ছিল। শয়তান তার আঙ্গুল শিরায় ডুবিয়ে দেয়ালে লাগিয়ে দিল। এরপর মাছি এসে শিরার উপর বসল। সেই মাছিকে খাওয়ার জন্য একটি

টিকটিকি আসলো। কাছেই একজন মানুষ কাজ করছিল। সে ঐ টিকটিকিকে দেখে জুতা উঠিয়ে মারল। সে জুতা দেয়ালে লেগে মিষ্টির উপর পড়ল। যেই না জুতা মিষ্টির উপর পড়ল, সাথে সাথেই মিষ্টি বিক্রেতা রাগান্বিত হয়ে বলতে লাগল, দাঁড়াও! তুমি আমার মিষ্টির মধ্যে জুতা কেন মেরেছ? এখন তারা ঝগড়ায় লিপ্ত হলো। এদিকে মিষ্টি বিক্রেতার বন্ধরা চলে আসলো। অপর দিকে সে লোকের বন্ধুরাও চলে আসলো। অবশেষে এমন ঝগড়া লাগল যার থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাই।

এখন শয়তান ঐ ব্যক্তিকে বলল, দেখছ! আমি কি বলিনি? আমি শুধুমাত্র আঙ্গুল দ্বারা স্পর্শ করি। শয়তানের এক আঙ্গুলে যদি এত ফেতনা-ফাসাদ থাকে। তাহলে পুরো শয়তানের মধ্যে কি পরিমাণ অনিষ্ট থাকতে পারে?

(মালফুজাতে হযরত থানভী র.)

## হিংসা ও লোভ, আত্মার ভয়ংকর ব্যাধি

হযরত নূহ আ. যখন স্বীয় উম্মত নিয়ে নৌকায় আরোহণ করলেন, তখন নৌকায় একজন বৃদ্ধ লোক দেখা গেল। তাকে কেউ চিনত না। নূহ আ. প্রতিটি জিনিস জোড়ায় জোড়ায় উঠিয়েছেন; কিন্তু সে ছিল একা। লোকেরা তাকে ধরে নূহ আ. এর নিকট নিয়ে গেল। নূহ আ. বৃদ্ধকে জিজ্ঞেস করলেন, বলো তুমি কে? সে বলল, আমি শয়তান। নূহ আ. শুনে বললেন। তুই এত চালাক ও বদমাইশ যে নৌকায় চলে এসেছিস। সে বলল, হ্যাঁ! আমার ভুল হয়ে গেছে, এখন আপনি আমাকে ক্ষমা করে দেন। নূহ আ. বললেন, আমরা তোকে ততক্ষণ পর্যন্ত ছাড়ব না যতক্ষণ পর্যন্ত তুই আমাদেরকে একথা না বলবি, কোন্ জিনিসের দ্বারা মানুষকে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করিস। সে বলল, হ্যাঁ! আমি সত্য সত্য বলব। তবে শর্ত হলো আপনি অঙ্গীকার করেন যে, আমাকে ছেড়ে দেবেন। তিনি বললেন, ঠিক আছে, আমরা তোকে ছেড়ে দেব। শয়তান বলল, আমি দুইটি জিনিসের দ্বারা মানুষের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করি। তা হলো, হিংসা ও লোভ।

এরপর শয়তান বলতে লাগল, 'হিংসা' এমন এক জিনিস যার কারণে আমি নিজেই ধ্বংস হয়েছি। আর 'লোভ' এমন এক জিনিস যার কারণে আদম আ.-কে জান্নাত থেকে পৃথিবীতে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ জন্য আমি এ দুই জিনিসের দ্বারা মানুষকে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে থাকি।

বাস্তবে এ দু'টি এমন ভয়ানক রোগ যা সমস্ত রোগের উৎস। আজকের সমস্ত ঝগড়া-ফাসাদ হয়তো হিংসার কারণে হয় নতুবা লোভের কারণে হয়। হিংসুক নিজেই নিজের মধ্যে জ্বলতে থাকে। সে কাউকে ভালো অবস্থায় দেখতে পারে না। কারো উপর আল্লাহর অনুগ্রহ হলে হিংসুকের অন্তরে একথা ঘুরপাক খেতে থাকে যে, সে এমন ভাল অবস্থায় কেন?[৬]

## শয়তানের চালাকি

একবার হযরত মূসা আ.-এর সাথে শয়তানের সাক্ষাৎ হলো। তখন মূসা আ. জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে? উত্তরে সে বলল, আমি শয়তান। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি মানুষদেরকে পথভ্রষ্ট করার জন্য অনেক ফন্দি এঁটে থাকো। তোমার অভিজ্ঞতা থেকে কিছু কথা আমাকে বলো। সে বলল, আপনি তো অনেক আশ্চর্যজনক কথা জিজ্ঞেস করেছেন। এটা কিভাবে হতে পারে যে, আমি আমার পুরো জীবনের অভিজ্ঞতার কথা আপনাকে বলবো। মূসা আ. বললেন, কী হবে? বলে দাও! তখন শয়তান বলল, আমার অভিজ্ঞতার সারাংশ হলো তিনটি কথা। যথা:

প্রথম কথা হলো: আপনি দান-সদকার নিয়ত করলে সাথে সাথে দিয়ে দেবেন। কারণ বান্দা নিয়ত করার পর আমার চেষ্টা থাকে তাকে ভুলিয়ে দেয়া। আর আমি যখন ভুলিয়ে দেই তখন তার স্মরণই থাকে না যে, সে নিয়ত করেছিল!

দ্বিতীয় কথা হলো: আপনি যখন আল্লাহ তাআলার সাথে কোন অঙ্গীকার করবেন তখন সাথে সাথে তা পূর্ণ করে ফেলবেন। কারণ আমার চেষ্টা থাকে তার অঙ্গীকার ভেঙে দেয়ার।

যেমন, কেউ অঙ্গিকার করল, হে আল্লাহ! আমি অমুক গোনাহ করব না। তখন আমি আপ্রাণ চেষ্টা করি যেন সে উক্ত গোনাহে অবশ্যই লিপ্ত হয়।

তৃতীয় কথা হলো: কোন ব্যক্তি গায়রে মাহরাম মহিলার সাথে একাকিত্বে বসবে না। কারণ আমি মহিলার অন্তরে পুরুষের প্রতি আকর্ষণ এবং পুরুষের অন্তরে মহিলার প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করে দেই। এ কাজ আমি নিজেই সম্পাদন করি, আমার সহচরদের মাধ্যমে নয়। (তালবিছে ইবলিস)

---

৬. সূত্র: মালফুজাতে হযরত জী মাওলানা এনামুল হাসান সাহেব র.।

## মৃত্যু পথের যাত্রীকে বলতে নেই, আমাকে চেন?

অসুস্থ ব্যক্তি যদি একবার কালেমা পড়ে নেয়, তাহলে তার সাথে বার বার কথা বলবে না। তার শেষ কথা কালেমা পর্যন্তই থাকতে দাও। এমন যেন না হয়, কেউ এসে জিজ্ঞেস করল, আমাকে চেন আমি কে? ঐ সময় তাকে নিজের পরিচয় জিজ্ঞেস করবে না, বরং চুপ থাকবে। যেন তার পঠিত কালেমা আল্লাহর কাছে কবুল হয়ে যায়। এ সকল বিষয় আল্লাহওয়ালা লোকদের কাছে বসলে বুঝে আসে। অন্যথায় অধিকাংশ সময় আত্মীয় স্বজন তার উপর অন্যায় করে এবং সে কালেমা পড়া থেকে বঞ্চিত হয়।

আল্লাহর কাছে এই প্রার্থনা! মৃত্যুর সময় যেন কোন আল্লাহওয়ালা লোক কাছে উপস্থিত থাকেন, যিনি সে সময় কালেমা পড়তে সহায়তা করবেন। আমীন!

## শয়তান দু'দিকের কথা ভুলে গেছে তাই আমরা বেচে গেছি

শয়তান যখন বলল, হে আল্লাহ! আমি আদম সন্তানের ডানে-বামে, সামনে-পিছনে, চারদিক থেকে আক্রমণ করব। ফেরেশতাগণ একথা শুনে খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন। আল্লাহ তাআলা বললেন, হে আমার ফেরেশতারা তোমরা এত চিন্তিত কেন? ফেরেশতারা বলল, হে আল্লাহ! এখন তো আদম সন্তানের জন্য কঠিন হয়ে গেল। তারা তো এখন শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচতে পারবে না। আল্লাহ তাআলা বললেন, তোমরা এত চিন্তিত হয়ো না। কারণ শয়তান তো চার দিকের কথা উল্লেখ করেছে, উপর-নিচ, এই দু'দিকের কথা ভুলে গেছে। এ জন্য আমার গোনাহগার বান্দা যখন লজ্জিত হয়ে আমার দরবারে এসে নিজের হাত আমার জন্য ওঠাবে, তখন যেহেতু উপরের দিকে তার হাত ওঠাবে এবং শয়তানের শয়তানি উপরের দিকে প্রভাব ফেলতে পারবে না, তাই বান্দার হাত নিচে নামানোর পূর্বেই আমি তার সমস্ত গোনাহ মাফ করে দেব।

আর যদি কখনো বান্দা লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে আমার দরবারে এসে মাথা নত করে, তখন তার মাথা ওঠানোর আগেই আমি তার গোনাহ মাফ করে দেব। কারণ বান্দা মাথা নত করবে নিচের দিকে আর নিচের দিক থেকে শয়তান কোন প্রভাব ফেলতে পারে না।

আমার ভায়েরা! উপর ও নিচ, এই দুইদিক সুরক্ষিত। এজন্য আল্লাহর কাছে আপন গোনাহের ক্ষমা চেয়ে নাও। একাকিত্বে হাত উঠিয়ে মাফ

চাও। সেজদায় লুটিয়ে পড়ে মাফ চাও। এতে অসম্ভবের কি আছে যে, আমাদের মধ্য থেকে কোন এক বান্দার লজ্জিত হওয়াকে আল্লাহ তাআলা পছন্দ করে নেবেন এবং তার এখলাসের বরকতে সবার তওবা কবুল করে নেবেন। আল্লাহ তাআলা আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনে শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে রক্ষা করুন, মৃত্যুর সময় ঈমান রক্ষা করুন। (আমীন ছুম্মা আমীন)

## মৃত্যুর সময় কোন ডাক্তার ঘুমের ইঞ্জেকশন দেবে না

আপনি যদি দেখেন কারো মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এসেছে তাহলে তাকে ডাক্তার থেকে দূরে রাখুন। আল্লাহ সে সকল ডাক্তারদের হেদায়েত নসিব করুন, যারা মৃত্যুর আলামত প্রকাশ পাওয়ার পরও রোগীকে ঘুমের ইঞ্জেকশন দেয়। আর এই ইঞ্জেকশনের কারণে মুমূর্ষু ব্যক্তির কালেমা পড়ারই তাওফিক হয় না ফলে সে এভাবেই দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়।

এ জন্য যদি বুঝা যায় যে, মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হয়ে গেছে তাহলে ডাক্তারকে শক্তভাবে বলবে, সাবধান! তাকে ঘুমের ইঞ্জেকশন দেবেন না। কারণ আমরা মুসলমান। মুমিন সব সময় মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত। তাকে বলে দেবে, আপনি আপনার দায়িত্ব পালন করেছেন। এখন যেহেতু মৃত্যুর আলামত প্রকাশ পাচ্ছে, এখন তাকে আল্লাহর দরবারে পৌঁছার জন্য প্রস্তুত হতে দিন। তাকে সচেতন থাকতে দিন। যেন শেষ মুহূর্তে কালেমা পড়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে পারে।

## বাইতুল্লাহ গিয়ে এই কবিতা আবৃত্তি করবে

হে আল্লাহ! আপনার শুকরিয়া,
আমি এর উপযুক্ত ছিলাম না।
আপনি আপনার ঘরে ডেকেছেন,
আমি এর উপযুক্ত ছিলাম না।
আপনার আশেক বানিয়েছেন,
আমি এর উপযুক্ত ছিলাম না।
কা'বার পাশে ঘুরিয়েছেন,
আমি এর উপযুক্ত ছিলাম না।
আপনি দীর্ঘ দিনের তৃষ্ণা

নিবারণ করেছেন।
জমজমের পানি পান করিয়েছেন,
আমি এর উপযুক্ত ছিলাম না।
আপনি আমার অন্তর শীতল করে
আপনার সাথে মিলিয়েছেন,
আমি এর উপযুক্ত ছিলাম না।
আমার জীবন ইল্লাল্লাহর
জিকিরের টুকরা হয়ে গেছে,
এই শিক্ষা কে দিয়েছেন?
আমি এর উপযুক্ত ছিলাম না।
হে মাওলা! আপনি আমাকে শুধুমাত্র
আপনার দরবারেই রেখেছেন,
অন্যদের দরজায় ঘুরান নি,
আমি এর উপযুক্ত ছিলাম না।
আমার ত্রুটি হলো, আমি আপনার
স্মরণ থেকে উদাসীন ছিলাম
এখন আপনিই ডেকেছেন,
আমি এর উপযুক্ত ছিলাম না।
আমি পথহারা ছিলাম
আপনি আমার হাত ধরেছেন,
আমাকে আপনার দরবারে এনেছেন,
আমি এর উপযুক্ত ছিলাম না।
প্রথম দিন যে ওয়াদা করেছিলাম
তা স্মরণ আছে,
আমি এর উপযুক্ত ছিলাম না।
আপনার দয়া ও অনুগ্রহে
আমার ভাগ্যে জুটেছে

সবুজ গম্বুজের ছায়া,
আমি এর উপযুক্ত ছিলাম না।
আমি যা দেখেছি তা আল্লাহর
দরবার থেকেই দেখেছি,
আর যা পেয়েছি তা আল্লাহর
দরবার থেকেই পেয়েছি,
আমি এর উপযুক্ত ছিলাম না।

## আট মিনিটের তাহাজ্জুদ কঠিন মনে হয়

কত আশ্চর্যের কথা! দোকান বা অফিস, যেখানে কাজ করে মানুষ রিজিক অর্জন করে, সেখানে দৈনন্দিন আট ঘন্টা সময় অতিবাহিত করে। হে মানুষ! শোন! যাকে মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে রিজিক পাও তার পিছনে মেহনত করার জন্য আট ঘন্টা সময় দাও। আর সত্যিকারর্থে যিনি রিজিকদাতা তাঁর কাছে চাইতে তোমরা আট মিনিটও সময় পাওনা। কেউ কি কখনো তাহাজ্জুদের সময় আট মিনিটের জন্য আল্লাহর সামনে আঁচল বিছিয়ে দেয়? সেখানে তো মাধ্যম ছাড়া সরাসরি পাওয়া যায়। আরে! মাধ্যম অবলম্বন করে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে আট ঘণ্টা সময় দিতে পার অথচ যেখানে মাধ্যম ছাড়া অর্জন হয় সেখানে আট মিনিটও দিতে পার না।

নির্জনে আল্লাহর সামনে বসে নিজের সকল অবস্থা তাঁর সামনে বর্ণনা করা উচিত। কারণ আল্লাহ তাআলা এতে খুশি হন যে, বান্দা প্রতিটি জিনিস তাঁর কাছে চায় এবং সব সময় তাঁর কাছে চাইবে। নেয়ামত প্রাপ্তিতে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করবে।

## আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা অসম্ভব বলা, এটাই শুকরিয়া

একদা হযরত মূসা আ. আল্লাহর দরবারে আরজ করলেন, হে আল্লাহ! আমি কিভাবে আপনার শুকরিয়া আদায় করব? কারণ আপনার একেকটি নেয়ামত এমন যে, যদি আমি সারাজীবন ইবাদতে লিপ্ত থাকি তারপরও আমি শুধু একটি নেয়ামতের শুকরিয়াও আদায় করতে পারব না। আপনার নেয়ামত তো অসংখ্য, অগণিত। তাহলে আমি এ সকল নেয়ামতের শুকরিয়া কিভাবে আদায় করব। তাঁর একথা বলার সাথে সাথেই আল্লাহ তাআলা তাঁর উপর ওহী নাযিল করলেন, হে মূসা! যদি তোমার অন্তরে এমন ধারণা থাকে যে, 'সারাজীবন শুকরিয়া আদায় করেও আমার

নেয়ামতের শুকরিয়া শেষ করতে পারবে না তাহলে শুনে রাখো, তুমি আমার শুকরিয়া আদায় করার হক পূর্ণ করেছ। সুবহানাল্লাহ!

## আপনার সম্পদে অন্যের হক আছে

হে আমার বন্ধুরা! আল্লাহ তাআলা কোন কোন বান্দাকে প্রচুর পরিমাণে সম্পদ দেন। বস্তুতঃ ঐ সম্পদ তার নিজের নয়, বরং গরীব ও আল্লাহর উপযুক্ত বান্দাদের। আল্লাহ তাকে এ জন্য দিয়ে থাকেন যেন সে ঐ সম্পদ তাদের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়। কিন্তু যখন সে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে না এবং আল্লাহ তাআলার দেওয়া এ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করে না তখন তিনি তাকে বরখাস্ত করে দেন। আর ঐ জায়গায় অন্যকে মধ্যস্থ বানিয়ে দেন।

এ জন্য আল্লাহ তাআলা যখন কাউকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত দান করেন, তখন বুঝতে হবে এতে শুধু আমারই হক নয়; বরং নিম্নোক্ত আয়াতের ভাষ্য অনুযায়ী আল্লাহর অন্যান্য বান্দাদেরও হক রয়েছে। আয়াতটি হলোঃ

وَالَّذِيْنَ فِيْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ.

"তাদের সম্পদে ভিক্ষুক ও বঞ্চিত লোকদের জন্য রয়েছে নির্ধারিত হক।"

এটাও আল্লাহ তাআলার নেয়ামতের শুকরিয়া। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাঁর নেয়ামত সমূহের মূল্যায়ন করার তাওফিক দান করুন। আমাদেরকে হতভাগা লোকদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে বাঁচিয়ে রাখুন। কাফেরদের সামনে লজ্জিত ও অপমানিত হওয়া থেকে রক্ষা করুন। যেমনিভাবে আল্লাহ তাআলা আমাদের মাথাকে অন্যদের সামনে নত করা থেকে রক্ষা করেছেন তদ্রুপ আমাদের হাতকেও অন্যদের সামনে প্রসারিত করা থেকে রক্ষা করুন। (আমীন ছুম্মা আমীন)

## বান্দার প্রতি আল্লাহর একটি অভিযোগ

আতা ইবনে রাবাহ র. একজন প্রসিদ্ধ বুযূর্গ ছিলেন। তিনি বলতেন, একবার আল্লাহ তাআলা আমার অন্তরে একথা সঞ্চার করলেন, হে আতা! লোকদেরকে বলে দাও, যদি তাদের রিজিকে সামান্যতম সংকীর্ণতা দেখা দেয়, তাহলে সাথে সাথে তারা মজলিসে বসে আমার ব্যাপারে অভিযোগ

করতে শুরু করে, অথচ তাদের আমলনামা গোনাহে ভরপুর অবস্থায় আমার কাছে আসে। কিন্তু আমি ফেরেশতাদের মজলিসে তাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করি না।

## হযরত রাবেয়া বসরী র.-এর উপদেশ

হযরত রাবেয়া বসরী র. একবার কোথাও দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁর পাশ দিয়ে এক যুবক অতিক্রম করল। তার মাথায় পট্টি বাধা ছিল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে যুবক! তোমার কী হয়েছে? সে বলল, আম্মাজান! আমার মাথায় ব্যথা। এ কারণে পট্টি বেঁধেছি। ইতিপূর্বে কখনো ব্যথা হয়নি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে যুবক! তোমার বয়স কত? উত্তরে সে বলল, আমার বয়স ত্রিশ বছর। এ কথা শুনে তিনি তাকে বলতে লাগলেন, বেটা! ত্রিশ বছর পর্যন্ত তোমার মাথায় ব্যথা হয়নি, তুমি তো শুকরিয়া আদায়ের পট্টি কখনো বাঁধনি। এই প্রথম তোমার মাথায় ব্যথা হলো, আর তুমি সাথে সাথে অভিযোগের পট্টি মাথায় বেধে ফেলেছ?

আমাদের অবস্থাও এরকম। আমরা বছরকে বছর পর্যন্ত আল্লাহর নেয়ামত ভোগ করছি এবং শান্তির জীবন অতিবাহিত করছি। কিন্তু আমরা এর শুকরিয়া আদায় করছি না। আর সামান্য ব্যথা শুরু হলেই তৎক্ষণাৎ অভিযোগ করতে শুরু করি।

## নেয়ামত স্থায়ী থাকার সহজ পদ্ধতি

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ

"তোমরা যদি শুকরিয়া আদায় করো, তাহলে অবশ্যই আমি নেয়ামত বাড়িয়ে দেব।" -সূরা ইবরাহিম,৭।

শুকরিয়া এমন এক আমল যার কারণে নেয়ামত স্থায়ী হয় এবং বাড়তে থাকে।

ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے

আল্লাহর কাছে যে নিজেকে সঁপে দেয়

তার ভাঙ্গা সম্পর্কও আল্লাহ তাআলা জোড়া লাগিয়ে দেন।

اس کے لطف و کرم کا کیا کہنا لاکھ مانگو کڑوڑ دیتا ہے

তাঁর দয়া ও অনুগ্রহের কথা আর কী বলব,
লক্ষ চাইলে তিনি কোটি দিয়ে দেন।

এ কারণে যে ব্যক্তি সব সময় প্রার্থনা করে, সে প্রার্থনার ক্ষেত্রে নিজের ত্রুটির অভিযোগ করে। কারণ দাতার ভাণ্ডার তো বিশাল। আর প্রার্থনাকারীর ভাণ্ড ছোট যা দ্রুত ভরে যায়।

## আল্লাহর নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা উচিত

একবার সুলায়মান ইবনে হারব র. তৎকালীন বাদশাহ হারুনুর রশীদ-এর কাছে গেলেন। তিনি তার রাজদরবারে উপস্থিত ছিলেন। তখন বাদশাহ হারুনুর রশিদের পিপাসা পেল। তিনি তাঁর খাদেমকে বললেন, আমাকে পানি পান করাও। খাদেম এক গ্লাস ঠাণ্ডা পানি নিয়ে আসলো। যখন বাদশাহ হাতে গ্লাস নিলেন তখন সুলায়মান ইবনে হারব র. তাকে বললেন, বাদশাহ নামদার! পানি পান করা থেকে বিরত থাকুন। বাদশা বিরত রইলেন। তিনি বললেন, আমাকে একটি কথা বলুন, যেমন ধরুন, এখন আপনার যেভাবে পিপাসা পেয়েছে, এমনিভাবে কখনো আপনার পিপাসা পেল এবং সমস্ত পৃথিবী জুরে এই পানি ছাড়া আর কোন পানি পাওয়া গেল না।। তাহলে আপনি বলুন, এই এক পেয়ালা পানি কত মূল্যে ক্রয় করতে প্রস্তুত? বাদশাহ হারুনুর রশীদ উত্তর দিলেন আমি তো অর্ধেক রাজত্ব দিয়ে দেব।

অতঃপর সুলায়মান ইবনে হারব র. বললেন, যদি আপনি এই পানি পান করার পর আপনার প্রসাব বন্ধ হয়ে যায়, পানি বের হতে না পারে। আর সারা পৃথিবীতে শুধু একজন ডাক্তার বা হেকিম থাকে যিনি তা বের করতে পারবে। তাহলে বলুন, তা বের করার জন্য আপনি তাকে কত টাকা ফী দেবেন? চিন্তা করে বাদশাহ হারুনুর রশীদ বললেন, অবশিষ্ট অর্ধেক রাজত্বও তাকে দিয়ে দেব। তখন তিনি বাদশাহকে লক্ষ্য করে বললেন, হে বাদশা! আপনি এটা ভাবুন, আপনার সমস্ত রাজত্বের মূল্য হলো মাত্র এক পেয়ালা পানি পান করা এবং পেশাব হয়ে বের হয়ে যাওয়ার সমান।

এখন আমরা যদি আল্লাহ তাআলার নেয়ামত সম্বন্ধে চিন্তা করি, তাহলে অন্তর থেকে এই আওয়াজ বের হবে, আমাদের জন্য আল্লাহ

রাব্বুল আলামীনের অনেক বেশি শুকরিয়া আদায় করা উচিত। আমাদের উপর তো আল্লাহর অনেক বড় বড় নেয়ামত রয়েছে। বাস্তবে আমরা তাঁর শুকরিয়া আদায় করতে পারব না।

বস্তুগত দিক থেকে বর্তমান সময়ে আল্লাহ তাআলার যে পরিমাণ নেয়ামত বিদ্যমান রয়েছে, তা ইতিপূর্বে কখনো ছিল না। বর্তমান সময়ের একজন সাধারণ মানুষও পূর্বেকার সময়ের একজন রাজা-বাদশাহর চেয়ে উত্তম ও আয়েশি জীবন-যাপন করছে। পূর্বেকার সময়ের বাদশাদের ঘরে তেলের বাতি জ্বলত। আর আজকাল একজন গরীবের ঘরেও বৈদ্যুতিক বাতি জ্বলে। এ পরিমাণ আলো পূর্বেকার বাদশাদের ঘরেও জুটত না।

পূর্বেকার বাদশাদের খাদেমরা হাত পাখা দিয়ে বাতাস করত। আর আজকাল একজন গরিবেরও এত সহজ ব্যবস্থা হয়ে গেছে যা তখনকার রাজা-বাদশাদেরও ছিল না। পূর্বের বাদশাহগণ যদি সফর করত, তাহলে তারা ঘোড়ায় আরোহণ করে সফর করত। তাদের সফরে কয়েক মাস লেগে যেত। আপনি যদি ঘোড়ায় করে দিল্লী থেকে মুম্বাই যেতে চান তাহলে একমাস সময় লাগবে। কিন্তু বর্তমানে একজন সাধারণ মানুষ যদি রেলগাড়িতে করে মুম্বাই যায় তাহলে সে একদিনেই পৌঁছে যাবে। পূর্বেকার সময়ের বাদশারা শুধু মৌসুমী ফল পেতো। কিন্তু বর্তমানে একজন সাধারণ মানুষও অমৌসুমী ফল খেতে পারে।

পূর্বেকার সময়ে শুধু আঞ্চলিক ফলমূল খেতে পারত। কিন্তু বর্তমানে মানুষ অন্য দেশের ফলমূলও খেতে পারে। আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের দুর্বলতা দেখে তাঁর নেয়ামতকে ব্যাপক করে দিয়েছেন। বস্তুগত দিক থেকে বর্তমানে যে পরিমাণ নেয়ামতের প্রাচুর্য রয়েছে, তা ইতিপূর্বে এত ব্যাপক ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও বর্তমানে আল্লাহর নেয়ামতের এই পরিমাণ না শুকরিয়া করা হয় যা ইতিপূর্বে কখনো ছিল না। যার মুখ দিয়েই শুনবে, শুধু না শুকরির কথা। প্রত্যেক বান্দাই বলে কাজ-কারবার মন্দা, ঘরে নানান সমস্যা, শরীর ভাল না। হাজারে হয়তো এমন একজন লোক পাওয়া যাবে যার সাথে কথা বললে দেখবে সে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছে।

খাবার দাবারে প্রাচুর্যের অবস্থা এরূপ যে, আজকাল ভিক্ষুকরাও রুটি চায় না, বরং সে ধূমপান করার জন্য দুটো টাকা চায়। এর দ্বারা সে নেশা করবে। আবার অনেকে মোবাইলে বন্ধুর সাথে কথা বলবে এ জন্য ভিক্ষা করে।

একবারের ঘটনা, নাগপাড়ার এক ফকীরকে দু'টাকা দিয়েছিলাম। সে পকেট থেকে পাঁচ টাকা বের করে আমাকে দিয়ে বলল, বাচ্চাদেরকে চা পান করিয়ে দেবেন। এখন দু'টাকার যুগ নয়।

## একটি গুরুত্বপূর্ণ নসিহত

কিছু জিনিস ওজনে এত হালকা হয় যা পানির সাথে ভেসে যায়। যেমন: কাগজ, লাকড়ি, ঘাস ইত্যাদি। কিন্তু কিছু পাথরের টুকরো এমন রয়েছে যা পানিতে ভেসে যায় না, বরং তা পানির মোড় ঘুরিয়ে দেয়।

আমরা মুমিন। তাই আমরা ঘাস ও তৃণলতা না হয়ে, বরং আমরা পাথরের টিলা হব, যেন প্রবাহমান পানির মোড় পরিবর্তন করে দিতে পারি।

## সিররী সাক্বতী র.-কে গাছের উপদেশ

একবার হযরত সিররী সাক্বতী র.-কোথাও যাচ্ছিলেন। তখন দুপুর ছিল। তাঁর ঘুম আসল। তিনি বিশ্রামের নিয়তে এক গাছের নিচে শুয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর তাঁর চোখ খুললে তিনি একটি আওয়াজ শুনতে পেলেন। তিনি মনোযোগ দিয়ে বুঝতে পারলেন, গাছ থেকেই আওয়াজটি আসছে। আল্লাহ যখন ইচ্ছা করেন, তখন এরূপ ঘটনা দেখাতে পারেন। গাছ তাঁকে বলছে- يَا سِرِّيُّ! كُنْ مِثْلِيْ "হে সিররী! তুমি আমার মতো হয়ে যাও।" তিনি এই আওয়াজ শুনে খুব অস্থির হয়ে পড়লেন। তিনি যখন বুঝতে পারলেন আওয়াজটি গাছ থেকেই আসছে, তখন গাছকে জিজ্ঞেস করলেন, كَيْفَ اَكُوْنَ مِثْلَكَ হে গাছ! আমি কিভাবে তোমার মতো হব? গাছ উত্তর দিল, اِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَنِيْ بِالْاَحْجَارِ فَاَرْمِيْهِمْ بِالْاَثْمَارِ 'হে সিররী! যারা আমার দিকে পাথর নিক্ষেপ করে আমি তাদের দিকে ফল নিক্ষেপ করি।' এজন্য তুমিও আমার মতো হয়ে যাও।

তিনি গাছের কথা শুনে আরো বেশি অস্থির হয়ে পড়লেন। কিন্তু আল্লাহওয়ালারা অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন হোন। তাই তাঁর মাথায় সাথে সাথে এই খেয়াল আসলো, এই গাছ যদি এতই ভাল হয় যে, কেউ তার দিকে পাথর নিক্ষেপ করলে সে ফল নিক্ষেপ করে। তাহলে আল্লাহ তাআলা এই গাছের

লাকড়িকে আগুনের খোরাক কেন বানালেন? সাথে সাথে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে গাছ! তুমি যদি এতই ভাল হও ؟ فَكَيْفَ مَصِيْرُكَ اِلَى النَّارِ তাহলে বলো দেখি, আল্লাহ তাআলা তোমাকে কেন আগুনের খোরাক বানিয়েছেন? গাছ উত্তর দিল, হে সিররী! আমার মধ্যে বড় একটি গুণ আছে। কিন্তু এর সাথে সাথে বড় একটি ত্রুটিও আছে। এই ত্রুটিই আমার এতবড় গুণের সর্বনাশ করে দিয়েছে। আল্লাহ তাআলার কাছে আমার ঐ ত্রুটি এত অপছন্দীয় হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা আমাকে আগুনের খোরাক বানিয়ে দিয়েছেন।

সেই ত্রুটি হলো, "فَاَمْلَيْتُ بِالْهَوَا هٰكَذَا هٰكَذَا" যে দিক থেকে বাতাস আসে আমি সে দিকেই ঢলে পড়ি। অর্থাৎ আমার মধ্যে দৃঢ়তা নেই।

## অহংকারের শাস্তি দুনিয়াতেই পাওয়া যায়

একজন বড় জমিদার লোক ছিল। ইংরেজদের রাজত্ব তাকে এত সম্পত্তি দিয়েছিল যে, রেলগাড়ি চলার পর পরবর্তী স্টেশন তার জমিতে এসে থামত। আবার রেলগাড়ি চলার পর দ্বিতীয় ষ্টেশনও তার জমিতে এসে থামত। আবার রেলগাড়ি চলার পর তৃতীয় ষ্টেশনও তার জমিতেই এসে থামত। রেলগাড়ির তিন ষ্টেশনই তার জমিতে। অনেক সম্পদের অধিকারী। তার একটি বিলাস বহুল বাড়ি ছিল। খুব সুন্দরী বিবি ও একটি মাত্র ছেলে ছিল। সে অত্যন্ত জাঁক জমকপূর্ণ জীবন যাপন করছিল।

একবার সে তার বন্ধুদের সাথে শহরের এক চৌরাস্তায় দাঁড়িয়ে আইসক্রিম খাচ্ছিল। এরইমধ্যে তার এক বন্ধু বলল, বর্তমানে ব্যবসা ভালো যাচ্ছে না। কিছু পেরেশানি আছে, আর আমিও ব্যস্ত থাকি। ঐ ধনাঢ্য ব্যক্তি শুনে তার ভিতর অহংকারী ভাব আসল। বলতে লাগল দোস্ত! তোমার কি হলো যে, তুমি সব সময় চিন্তিত থাক যে, কোথেকে আসবে? কিন্তু আমি তো পেরেশান থাকি, এত টাকা কোথায় বিনিয়োগ ও খরচ করব। আমার একশতম বংশধরকেও কোন উপার্জন করতে হবে না। যখন গর্বকরে এই কথা বলল, তখন আল্লাহর কাছে তা খুবই অপছন্দ হলো। ফলাফল এই দাঁড়াল যে, ছয় মাসের মধ্যে সে মারা গেল।

## মূর্খতার যুগে মহিলাদের অবস্থান কি ছিল?

'বৈবাহিক জীবন'-এর প্রেক্ষাপট সম্পর্কে আলোচনা করার সময় এই পটভূমি স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, ইসলামের পূর্বে দুনিয়ার সভ্যতা, সংস্কৃতি এবং বিভিন্ন সমাজে মহিলাদের অবস্থান কি ছিল? পৃথিবীর ইতিহাস অধ্যয়ন করলে একথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইসলামের পূর্বে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মহিলারা তাদের মৌলিক অধিকার থেকে ছিল সম্পূর্ণ বঞ্চিত। যেমন:

১। ফ্রান্সে মহিলাদের ব্যাপারে ধারণা করা হত, তারা অসম্পূর্ণ মানুষ। আর পরিবেশ নষ্টের কারণ তারাই।

২। চীনে মহিলাদের ব্যাপারে ধারণা করা হত, তাদের মধ্যে শয়তানী আত্মা থাকে। এ জন্য তারা মানুষকে অকল্যাণের পথে আহ্বান করে।

৩। জাপানে মহিলাদের ব্যাপারে ধারণা করা হত, তাদেরকে নাপাক বস্তু দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। এজন্য উপাসনালয় থেকে তাদেরকে দূরে রাখা হত।

৪। হিন্দু সম্প্রদায়ে যে মহিলার স্বামী মারা যেত তার জীবিত থাকার অধিকার আছে বলে মনে করা হতো না। এজন্য সে স্বামীর লাশের সাথে জীবন্ত জ্বলে পুড়ে নিজেকে নিজে শেষ করে দিত। সে যদি এমন না করত তাহলে তাকে সমাজে সম্মানের চোখে দেখা হতো না।

৫। খ্রিস্টান জগতে মহিলাদেরকে আল্লাহর মা'রেফাতের পথে বাধা মনে করা হত। মহিলাদেরকে শিক্ষা দেওয়া হত, তোমরা কুমারী জীবন-যাপন করো। যেমন পুরুষদের জন্য পাদ্রি হয়ে থাকাকে সম্মানের মনে করা হত।

৬। আরব ভূখণ্ডে মেয়ের জন্মকে নিজের জন্য অপমানজনক মনে করা হত। এ জন্য মা-বাবা নিজ হাতে কন্যাকে জীবন্ত কবর দিত। মহিলাদের মর্যাদাকে এ পরিমাণ পদদলিত করা হয়েছিল যে, কোন ব্যক্তি মারা গেলে তার সম্পত্তি যেমনিভাবে সন্তানদের মাঝে বণ্টন করা হত তদ্রূপ স্ত্রীও তার সন্তানদের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হত।

৭। কোন মহিলার স্বামী মারা গেলে তাকে মক্কা মুকাররমার বাহিরে এক অন্ধকার কুটিরে দু'বছর রাখা হত। পবিত্রতার জন্য পানি

এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রও যথাযথভাবে দেওয়া হত না। দু'বছর কষ্ট সহ্য করে যদি মহিলা বেঁচে যেত তাহলে তার মুখে কালি লেপন করে মক্কা মুকাররমায় ঘুরাত। এরপর তাকে ঘরে থাকার অনুমতি দেওয়া হত।

এখন চিন্তা করে দেখুন, স্বামী তো মারা গেছে, কিন্তু এতে স্ত্রীর কী দোষ? কিন্তু জুলুম সহ্যকারিণী নারীজাতী এত অসহায় ছিল যে, নিজের অধিকারের ব্যাপারে কোন প্রতিবাদ করতে পারত না। এমন পরিবেশে যখন চতুর্দিক থেকে নারীর অধিকার পদদলিত করা হচ্ছিল। তখন আল্লাহ তাআলা প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইসলামের নেয়ামত দিয়ে পৃথিবীতে পাঠালেন। তিনি দুনিয়ায় এসে নারীদের অবস্থানকে সুদৃঢ় করলেন। বললেন, হে লোক সকল! কারো যদি কন্যা হয়, তাহলে তোমাদের জন্য সম্মানের কারণ। যদি বোন হয়, তাহলে তোমাদের প্রসিদ্ধির কারণ। যদি স্ত্রী হয়, তাহলে তোমাদের জীবন সঙ্গিনী। আর যদি মা হয়, তাহলে তাঁদের পায়ের নিচে তোমাদের বেহেশ্‌ত।

## পূণ্যবতী রমনীদের গুনাবলী

আল্লাহওয়ালারা বলেছেন, স্ত্রীর মধ্যে চারটি গুণ থাকা জরুরি। যথা:

১. তাদের চেহারা লাজুক প্রকৃতির হবে। তাদের মৌলিক অবস্থা তেমন হওয়াটাই বাঞ্ছণীয়। কারণ যে মহিলার চেহারায় লাজুকভাব থাকবে তার অন্তরও লজ্জায় পরিপূর্ণ থাকবে। প্রসিদ্ধ উদাহরণ হলো, 'চেহারা হলো মানুষের অন্তরের আয়না।' হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা.-এর বাণী- পুরুষদের মধ্যেও লজ্জা থাকা উত্তম, কিন্তু মহিলাদের ক্ষেত্রে তা অতি উত্তম।

২. তারা মিষ্টিভাষী হবে। অর্থাৎ যা বলে তাতে মাধুর্যতা ফুটে উঠবে। এমন যেন না হয়, সে সর্বদা স্বামীকে কর্কশ ভাষায় কথা শোনাবে অথবা বাচ্চাদেরকে কথায় কথায় ধমকাতে থাকবে।

৩. তাদের অন্তরে নেকী থাকবে।

৪. তার হাত কাজে ব্যস্ত থাকবে।

যে মহিলার মাঝে এই চারটি গুণ থাকবে। নিঃসন্দেহে সে অতি উত্তম স্ত্রীর মর্যাদায় জীবন-যাপন করতে পারবে।

## বদদীন মহিলার আচরণ

কটু ভাষী স্ত্রী নিজের স্বামীকে দ্রুত কবরে পৌছানোর জন্য যথেষ্ট। যার স্ত্রীর ভাষা কটু সে জীবনে কোন শান্তি পায় না। নারীদেরকে বলা হয়েছে, স্বামীর সাথে কথা বলার সময় কথায় নম্রতা ও মাধুর্যতা সৃষ্টি করবে এবং উত্তম ভঙ্গীতে কথা বলবে। এটা বাস্তব কথা, যদিও অনেক মিষ্টিভাষী মহিলা হয় তবুও তার মধ্যে কিছু তিক্তভাব হয়ে থাকে। কেননা সম্পর্কটাই এমন ধরনের। এতদসত্বেও মহিলাদের মুখে মাধুর্যতা থাকা উচিত। শরিয়ত নির্দেশ দিয়েছে নিজের স্বামীর সাথে নম্রভাবে কথা বলবে। আর পর পুরুষের সাথে কথা বলার প্রয়োজন পড়লে শক্তভাবে কথা বলবে। যেন অন্য কথা জিজ্ঞেস করার সাহস করতে না পারে। কিন্তু বর্তমানে মহিলাদের আচার-আচরণ এর বিপরীত। স্বামীর সাথে কথা বললে দুনিয়ার সমস্ত তিক্ততা নিয়ে কথা বলে। আর পর পুরুষের সাথে কথা বললে দুনিয়ার সব মধু তাতে ঢেলে দেয়।

বাস্তবতা হলো, তরবারী দ্বারা যে সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারে না, মুখের কথায় তা ছিন্ন হয়ে যায়। মহিলাদের যবান এমন এক তরবারী যাতে কখনো জং ধরে না। কোন কোন মহিলার ভাষা এত খারাপ হয় যে, সে যদি মহিলা না হয়ে পুরুষ হত তাহলে তাকে সহ্য করা যেত না। কিছু মহিলা তো খারাপ ভাষা ও খারাপ ধারণার কারণেই ঘর-সংসার নষ্ট করে দেয়।

শরীয়ত নির্দেশ দিয়েছে, মাহরাম পুরুষের সাথে কথা বললে নম্রভাবে কথা বলবে। আর গায়রে মাহরাম পুরুষের সাথে কথা বলার প্রয়োজন পড়লে কর্কশ ভাষায় কথা বলবে। এক জ্ঞানী ব্যক্তি বলেছেন, যদি মহিলারা সারা দিনে একবার নিজের স্বামীর সাথে নম্রভাবে কথা বলে যে রকম নম্রভাবে কথা বলে তার প্রতিবেশির সাথে তাহলে তার সংসার টিকে থাকবে। অনুরূপভাবে পুরুষ যদি সারাদিনে একবার তার স্ত্রীর প্রতি এমন মহব্বতের দৃষ্টিতে তাকায় যে দৃষ্টিতে তার প্রতিবেশি মহিলার দিকে তাকায়, তাহলে সংসার টিকে থাকবে।

নোট: শরিয়তের দৃষ্টিতে গায়রে মাহরাম মহিলাকে দেখা অথবা গায়রে মাহরাম পুরুষকে দেখা না জায়েজ।

## অবিবাহিত কন্যাদের ক্ষেত্রে আকাবিরদের আমল

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে সূরা 'নিসা' নামক একটি পূর্ণ সূরা নাযিল করেছেন। যেখানে নারী ও পুরুষের বৈবাহিক জীবনের সমস্ত হুকুম আহকাম বর্ণনা করেছেন। (সালফে সালেহীন) পূর্বসুরি আলেমদের অভ্যাস ছিল, তাঁরা নিজেদের কন্যাকে বিবাহের পূর্বে সূরা 'নিসা' ও সূরা 'আন নূর' অনুবাদসহ শিক্ষা দিতেন। আমাদেরও উচিত, যাদের কন্যা সন্তান আছে তাদের পক্ষে যদি পূর্ণ কুরআন শরীফ অর্থসহ পড়ানো সম্ভব না হয়, তাহলে অন্তত সূরা নিসা এবং সূরা আন নূর অর্থসহ শিক্ষা দেওয়া। যেন মেয়ে উত্তমভাবে বৈবাহিক জীবন-যাপন করতে পারে।

কোন কোন সালফে সালেহীনের তো অভ্যাস এমন ছিল, যখন তাঁদের মেয়েরা লেখাপড়া শিখে ফেলত এবং বিবাহ-শাদীর কোন ব্যবস্থা না হতো, তখন ঐ মেয়েকে দায়িত্ব দিত, তুমি নিজের জন্য এক কপি কুরআন শরীফ লিখে নাও। (তখন প্রিন্টিং প্রেস ছিল না) ফলে এই মেয়ে প্রতিদিন ওজুসহ সুন্দর করে কুরআন শরীফ লিখত। যখন কুরআন শরীফ সম্পূর্ণ লেখা হয়ে যেত। তখন সোনালী বর্ণের চামড়া দিয়ে বাধাই করে পিতা নিজ মেয়ের বিবাহের উপঢৌকন হিসাবে দিয়ে দিত। এটা প্রথম পর্যায়ের হাদিয়া হত। যেন তার স্বামী বুঝতে পারে, আমার স্ত্রী বিবাহের পূর্বে অবসর সময় কুরআন লিখে কাটিয়েছে।

## সংসার তৈরি হয় আন্তরিকতার কারণে

কেউ বলেছেন ঘর তৈরি হয় হাতের দ্বারা কিন্তু ঘর আবাদ হয় আন্ত রিকতার দ্বারা। এক ইটের সাথে আরেক ইট যুক্ত হয়ে ঘর তৈরি হয়। কিন্তু যখন অন্তরের সাথে অন্তর মিলে যায় তখন ঘর আবাদ হতে থাকে।

আসুন, আমরা নিজেদের অহংকার থেকে বের হয়ে আসি। আমরা মুসলমানদের বদনামের পরিবর্তে সুনামের মাধ্যম হই। বর্তমানে এ চিন্তা রাখার মত মানুষ এত কম যে, খুজে পাওয়াও মুশকিল।

সাধারণত লক্ষ্য করা যায়, স্বামী-স্ত্রী যখন কাছাকাছি থাকে তখন পরস্পরের মাঝে ঝগড়া হয়। কিন্তু যদি এমতবস্থায় স্বামী মারা যায় তাহলে

এই স্ত্রী-ই সারাজীবন স্বামীর কথা স্মরণ করে কান্নাকাটি করে, তিনি কত ভাল ছিলেন, তিনি তো আমার জন্য অনেক ভাল ছিলেন। আর যখন স্ত্রী মারা যায় তাখন এই স্বামী-ই সারাজীবন স্ত্রীর কথা স্মরণ করে কাঁদতে থাকে স্ত্রী এত ভাল ছিল। সে আমার প্রতি কত খেয়াল রাখত। আমাদের উচিত কাছে থাকা অবস্থায় পরস্পরের মূল্যায়ন করা। কখনো কখনো দেখা যায়, স্বামী-স্ত্রী পরস্পরে ঝগড়া করে একে অপরকে তালাক দিয়ে দেয়। কিন্তু যখন হুঁশ ফিরে আসে তখন স্বামী পাগল হয়ে ঘুরতে থাকে। আর স্ত্রীও পাগল হয়ে ঘুরতে থাকে। এরপর মৌলভি সাহেবের কাছে গিয়ে বলে, মৌলভি সাহেব! এমন কোন পন্থা আছে কি আমরা স্বামী-স্ত্রী হয়ে জীবন-যাপন করতে পারব? এমন অবস্থা কখনো হওয়া উচিত নয়। একে অন্যের প্রতি ক্ষমার দৃষ্টিভঙ্গি থাকা উচিত ও একে অপরকে বুঝা উচিত। একজন রাগ করলে অপরজনের উচিত তা মিটিয়ে ফেলা। কোন এক কবি কতই না সুন্দর কথা বলেছেন-

اتنے اچھے موسم میں روٹھنا نہیں اچھا
ھر جیت کی باتیں کل پہ ہم اٹھا رکھیں

"এত সুন্দর পরিবেশে অসন্তুষ্ট হওয়া উচিত নয়
জয়-পরাজয়ের বিষয়টি আগামীকালের জন্য রেখে দাও।"

এ বিষয়টিই অন্য এক কবি নতুন আঙ্গিকে আবৃত্তি করেছেন।

زندگی یوں ہی بہت کم ہے محبت کے لے
روٹھ کر وقت گنوانے کی ضرورت کیا ہے

"ভালোবাসা করে নাও সময় খুবই অল্প
রাগ করে কালক্ষেপন করার কী প্রয়োজন।"

## সর্বদা ওজু অবস্থায় থাকলে রুজিতে বরকত হয়

সব সময় ওজু অবস্থায় থাকলে রুজিতে বরকত হয়। হযরত ফজলে আলী কুরাইশি র. নিজ হাতে হাল চাষ করতেন, সেঁচ দিতেন ফসল কাটতেন এবং শস্য বের করতেন। অতঃপর গম ঘরে নিয়ে আসতেন। রাতে এশার পর স্বামী-স্ত্রী মিলে পিষতেন এবং সেই আটার তৈরি রুটি খানকায়

অবস্থানরত মুরীদদের খাওয়াতেন। আপনি চিন্তা করুন। হযরত র. এ সকল কাজ নিজেই করতেন। হযরত র.-এর অভ্যাস ছিল, তিনি সর্বদা ওজু অবস্থায় থাকতেন। পরিবারবর্গেরও এই অভ্যাস ছিল। একদিন হযরত খাবার পাকিয়ে খানকায় নিয়ে আসলেন। আল্লাহ্ আল্লাহ্ শেখার জন্য ভক্তরা এসেছেন। সেই খাবার হযরত র. তাদের সামনে রাখলেন। যখন তারা খাবার খাওয়া শুরু করল, তিনি তাদেরকে বললেন, হে ফকীর! (হযরত কুরাইশি র.-এর মুরীদদেরকে ফকীর বলা হত) তোমাদের সামনে যে রুটি উপস্থিত করা হয়েছে, তার জন্য হাল চাষ করা হয়েছে ওজু অবস্থায়, বীজ বপন করা হয়েছে ওজু অবস্থায়, তাতে পানি দেয়া হয়েছে ওজু অবস্থায়, তা কাটা হয়েছে ওজু অবস্থায়, গম থেকে ভূষি আলাদা করা হয়েছে ওজু অবস্থায়, গম পেষণ করা হয়েছে ওজু অবস্থায় এবং খামীরা তৈরি করা করা হয়েছে ওজু অবস্থায়, রুটি তৈরি করা হয়েছ ওজু অবস্থায়, অতঃপর তোমাদের সামনে রাখা হয়েছে তাও ওজু অবস্থায়। আহ! তোমরা যদি ওজু অবস্থায় খেতে।

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে সর্বদা ওজু অবস্থায় থাকলে রুজিতে বরকত হয়।

## নেয়ামত থাকতে কদর করা উচিত

বুখারী ও মুসলিম শরীফে নিম্নোক্ত হাদীসটি উল্লেখ আছে, বনি ইসরাঈলে তিনজন ব্যক্তি ছিল। তাদের একজন ছিল শ্বেত রোগী। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে পরীক্ষা করার ইচ্ছা করলেন। তাই একজন ফেরেশতাকে মানুষের আকৃতিতে তাদের কাছে প্রেরণ করলেন। ফেরেশতা এসে বলল, ভাই! আপনার কি কোন সমস্যা আছে? উত্তরে সে বলল, আমি আপনার কাছে কোন্ সমস্যার কথা বলব? একটি তো হলো আমি শ্বেত রোগী। যার কারণে মানুষ আমাকে দেখতেও অপছন্দ করে। দ্বিতীয় হলো রিজিকের বড় অভাব। আগন্তুক তাকে দোয়া করে বললেন, আল্লাহ তাআলা আপনার রোগ ভালো করে দিবেন এবং রিজিকেও বরকত দিবেন। আল্লাহ তাআলা তার রোগও দূর করে দিলেন। আগন্তুক তাকে একটি উটনী দান করলেন। উটনীর বংশ এত বৃদ্ধি পেল যে, সে হাজার হাজার উট ও উটনীর মালিক হয়ে গেল। যার কারণে সে বড় ধনী হয়ে গেল এবং বসবাসের জন্য বড় বড় অট্টালিকা নির্মাণ করল।

দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিল টাকমাথা বিশিষ্ট। আগন্তুক টাকমাথা বিশিষ্ট ব্যক্তির কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি কোন সমস্যা আছে? সে উত্তর দিল, জনাব! আমার মাথায় তো চুল নেই। যার কাছেই বসি সে আমাকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করে। যে কাজই করতে চাই তা ভালোভাবে করতে পারি না। আগন্তুক বললেন, ঠিক আছে। আল্লাহ তাআলা তোমার মাথায় সুন্দর চুল ও দেবেন এবং তোমাকে রিজিকও দেবেন। সুতরাং আল্লাহ তাআলা তাকে একটি গাভী দান করলেন। গাভীর বংশ এত বৃদ্ধি পেল যে, হাজার হাজার গাভীর মালিক হয়ে গেল। সেও অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ আলীশান প্রাসাদে জীবন যাপন করতে লাগল।

তৃতীয় ব্যক্তি ছিল অন্ধ। আগন্তুক অন্ধ ব্যক্তির কাছে গেলেন। তাকে জিজ্ঞেস করলেন, ভাই! আপনার কি কোন সমস্যা আছে? সে উত্তর দিল, জ্বি! আমি তো দরজায় দরজায় ঘুরে ফিরে খাই। মানুষের দ্বারে দ্বারে গিয়ে ভিক্ষা করি। আমার এটা কি কোন জীবন হলো, রুটির টুকরো চেয়ে চেয়ে খাই। আমি না আমার মাকে দেখতে পারি, আর না বাবাকে। তাছাড়া অভাব তো লেগেই থাকে। আগন্তুক তার চোখের দৃষ্টি ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য এবং রিজিক বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য দোয়া করলেন। আল্লাহ তাআলা তার চোখের দৃষ্টি দান করলেন এবং একটি বকরী দান করলেন। এই বকরীর পাল এত বৃদ্ধি পেল যে, সে হাজার হাজার বকরীর মালিক হয়ে গেল। এমনিভাবে সেও জাঁকজমকপূর্ণ বাড়িতে অত্যন্ত সম্মানের সাথে জীবন যাপন করতে লাগল। অতি অল্প সময়ে এ তিনজন তাদের যুগের সবচেয়ে বড় ব্যবসায়ী হয়ে গেল।

দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার পর সেই ফেরেশতা ছদ্মবেশে প্রথম ব্যক্তির কাছে এসে বললেন, ভাই আমি একজন অভাবী ব্যক্তি। আল্লাহর নামে চাওয়ার জন্য এসেছি। ঐ আল্লাহ যিনি আপনাকে সবকিছু দিয়েছেন। আপনার কাছে তো কিছুই ছিল না। আজ এত কিছুর মালিক হয়েছেন। আপনি তা থেকে আল্লাহর নামে আমাকে কিছু দান করুন। যখন সে ব্যক্তি শুনল যে, আপনার কাছে কিছুই ছিল না। তখন সে উত্তেজিত হয়ে গেল এবং বলতে লাগল, হীন প্রকৃতির মানুষ ভিক্ষা করার জন্য আসে। খবরদার! ভবিষ্যতে এরকম কথা আর বলবে না। আমি ধনী, আমার বাবা ছিলেন ধনী, আমার দাদা ছিলেন ধনী, আমার দাদার দাদাও ধনী ছিলেন।

আমরা দাদার আমল থেকেই ধনী। তুমি কে, আমাকে বলতে এসেছ- 'তোমার কাছে কিছুই ছিল না।' ওঠো! যাও এখান থেকে! না হয় জুতা পেটা করব। অতএব আগন্তুক বললেন, আচ্ছা ভাই! রাগ করবে না। তুমি যেমন ছিলে আল্লাহ তাআলা তোমাকে ঐ রকমই করে দিন। একথা বলে চলে যাওয়ার পর তার প্রাণীগুলোর মাঝে এক ধরনের রোগ দেখা দিল। ফলে তার সমস্ত প্রাণী মারা গেল। তার শ্বেত রোগ পুনরায় ফিরে এলো। সে পূর্বে যেমন ছিল, পুনরায় সেই অবস্থায় ফিরে গেল।

এরপর আগন্তুক দ্বিতীয় ব্যক্তির কাছে আসল। তার কাছে বলল, আমি অভাবী মানুষ। আমি তাঁর নামে আপনার কাছে চাইতে এসেছি যিনি আপনাকে এসব কিছু দিয়েছেন। আপনার কাছে তো কিছুই ছিল না। আজ আপনি এত কিছুর মালিক। এসব কথা শুনতেই সে রাগান্বিত হয়ে বলতে লাগল, তুমি তো ফ্রি খাও এজন্য এ কথা বলছ। আর আমরা কামাই করে এত কিছু বানিয়েছি। আমি অমুক জায়গায় ব্যবসা করেছি ফলে আমার এত লাভ হয়েছে। মানুষ আমাকে বড় ব্যবসায়ী বলে। এ সবকিছু আমার রক্ত ও ঘাম ঝরানো কামাই। এমনিতেই গাছে ধরে নি। আর না এগুলো চুরির মাল। তুমি এখান থেকে চলে যাও। নতুবা থাপ্পড় লাগাব। এই ধনী ব্যক্তি যখন খুব রূঢ় আচরণ করল, তখন আগন্তুক বললেন, ভাই! রাগ করো না। তুমি পূর্বে যেমন ছিলে আল্লাহ তাআলা তোমাকে তেমনই করে দেবেন। অতএব তার মাথার চুল সব পড়ে গেল। আল্লাহ তাআলা তার গাভীর মধ্যে এমন এক রোগ দিলেন, যার ফলে সমস্ত গাভী মারা গেল। এভাবেই সে পূর্বের অবস্থায় ফিরে গেল।

এরপর আগন্তুক তৃতীয় ব্যক্তির কাছে গেলেন। তাকে বললেন, ভাই! আমি একজন অভাবী মানুষ। আল্লাহর নামে ভিক্ষা করতে এসেছি। আপনার কাছে কিছুই ছিল না। আল্লাহ তাআলা আপনাকে সবকিছুই দিয়েছেন। এখন ঐ আল্লাহর নামেই আমাকে কিছু দান করুন। একথা শুনে তার চোখে পানি চলে আসল। সে বলতে লাগল, ভাই! তুমি একেবারে সত্য কথা বলেছ। আমি অন্ধ ছিলাম। অন্যান্য মানুষের জন্য তো শুধু রাতেই অন্ধকার নামত, আর আমার জন্য তো দিনও অন্ধকার হয়ে থাকত। আমি মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরতাম। মানুষের কাছে ভিক্ষা করে জীবন যাপন করতাম। আমার কি কোন অবস্থা ছিল? একবার আমার কাছে আল্লাহর কোন এক বান্দা এসেছিল। সে আমার জন্য দোয়া করল। ফলে আল্লাহ তাআলা আমার দৃষ্টি

শক্তি ফিরিয়ে দিলেন এবং এত রিজিক দিয়েছেন। আজ তুমি সে আল্লাহর নামে চাইতে এসেছ। তো ভাই! যাও! এ দুই পাহাড়ের মধ্যে হাজার হাজার বকরী ঘুরা ফেরা করছে, যত খুশি আল্লাহর নামে নিয়ে যাও। যখন ধনী ব্যক্তি একথা বলল, তখন আগন্তুক বলতে লাগল, আপনার সম্পদ আপনার জন্য মোবারক হোক। আমি তো আল্লাহর ফেরেশতা। আল্লাহ্ তাআলা আমাকে তিন ব্যক্তির কাছে পরীক্ষাস্বরূপ পাঠিয়েছেন। দু'জন নিজেদের পেছনের কথা ভুলে গেছে। কিন্তু আপনি আপনার পূর্বের অবস্থা স্মরণ রেখেছেন। আল্লাহ্ তাআলা আপনার মালের মধ্যে আরো বেশি বরকত দান করুন। সুতরাং বলা হয়, সে ব্যক্তি বনী ইসরাঈলের সবচেয়ে বড় ধনী ও বড় মনের অধিকারী ছিলেন।

এতে প্রমানিত হলো, বান্দা যদি নিজের পূর্বের অবস্থা স্মরণ রাখে তাহলে আল্লাহ্ তাআলা বরকত দান করেন। (এ ঘটনার শব্দগুলো লেখকের, কিন্তু বিষয়বস্তু বুখারী ও মুসলিম শরীফের)।

## যুবাইদার জান্নাত ক্রয়

বাদশাহ হারুনুর রশিদের সময়ে বাহলুল র. নামক একজন বুযূর্গ ছিলেন। তিনি আল্লাহর পাগল ও ভাবউন্মত্ত ছিলেন। বাদশা হারুনুর রশীদ তাঁকে খুব সম্মান করতেন। হারুনুর রশীদের বিবি যুবাইদা খাতুনও একজন নেককার ও পূণ্যবতী মহিলা ছিলেন। তিনি নিজ প্রাসাদে এমন এক হাজার মহিলা খাদেম রেখেছিলেন যারা কুরআনের হাফেজা ও ক্বারীয়া ছিলেন। তাদের কাজ বিভিন্ন শিফটে ভাগ করা ছিল। সুতরাং তাঁর প্রাসাদ থেকে চব্বিশ ঘণ্টাই বাচ্চাদের কুরআন পড়ার আওয়াজ আসতে থাকত। তাঁর মহলকে কুরআনের বাগান মনে হত।

একদিন বাদশাহ হারুনুর রশীদ বিবিকে নিয়ে সমুদ্রের তীরে পায়চারী করছিলেন। এক জায়গায় সেই বাহলুল র.-কে বসা দেখলেন। বাদশাহ সালাম দিলেন। বাহলুল র. তার সালামের উত্তর নিলেন। তারপর বাদশাহ জিজ্ঞেস করলেন, বাহলুল কি করছ? বাহলুল বললেন, আমি বালুর ঘর তৈরি করছি। জিজ্ঞেস করলেন কার জন্য তৈরি করছ? বাহলুল উত্তর দিলেন, যে ব্যক্তি তা ক্রয় করবে, আমি তার জন্য দোয়া করব, যেন তাকে এর বদলায় জান্নাতে একটি ঘর দান করা হয়। বাদশাহ জিজ্ঞেস করলেন, এই ঘরের মূল্য কত? তিনি উত্তর দিলেন এক দিনার। বাদশাহ মনে করলেন, এটা এক

পাগলের অনর্থক কথা। তাই তিনি চলে গেলেন। তাঁর পেছনেই যুবাইদা খাতুন আসলেন। তিনি বাহলুলকে সালাম দিলেন। এরপর জিজ্ঞেস করলেন, বাহলুল কি করছেন? তিনি বললেন আমি বালুর একটি ঘর তৈরি করছি। যুবাইদা জিজ্ঞেস করলেন কার জন্য? বাহলুল বললেন, যে ব্যক্তি তা ক্রয় করবে আমি তার জন্য দোয়া করব, হে আল্লাহ তাকে তুমি এর বদলায় জান্নাতে একটি ঘর দাও। যুবাইদা জিজ্ঞেস করলেন, বাহলুল এ ঘরের মূল্য কত? বাহলুল বললেন, এক দিনার। যুবাইদা খাতুন এক দিনার বের করে তাঁকে দিয়ে দিলেন আর বললেন, আমার জন্য দোয়া করবেন। তিনি দোয়া করে চলে গেলেন।

রাতে বাদশাহ হারুনুর রশীদ যখন ঘুমালেন তখন স্বপ্নে একটি জান্নাতের দৃশ্য দেখতে পেলেন। ঝর্ণা, মাঠ, ফল-ফুল ইত্যাদি ছাড়াও উঁচু সুদর্শন বালাখানাও দেখতে পেলেন। লাল ইয়াকুতে বানানো সেই বালাখানার উপর তিনি যুবাইদার নাম লেখা দেখলেন। হারুনুর রশীদ চিন্তা করলেন, আমি দেখতে চাই কেন এই বালাখানাটি আমার বিবির জন্য? তিনি যখন বালাখানায় প্রবেশ করতে চাইলেন, তখন দারোয়ান তাকে বাধা দিল। হারুনুর রশীদ বলতে লাগলেন, এই বালাখানার উপর আমার বিবির নাম লেখা। এই জন্য আমাকে ভিতরে যেতে হবে। দারোয়ান বলল, না! এখানকার নিয়ম ভিন্ন। যার নাম লেখা শুধু তিনিই ঢুকতে পারবেন। অন্য কারো ঢুকার অনুমতি নেই। এজন্য আপনার যাওয়ার অনুমতি নেই। অতএব আপনাকে ভিতরে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া যাবে না। যখন দারোয়ান বাদশাহকে পেছনে সরিয়ে দিল তখন তার ঘুম ভেঙে গেল।

জাগ্রত হতেই তার খেয়াল হলো, আমার তো মনে হয় বাহলুলের দোয়া যুবাইদার ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার কাছে কবুল হয়ে গেছে। এরপর নিজেই নিজের উপর আফসোস করলেন, হায়! যদি আমি একটি ঘর কিনে নিতাম তাহলে কতই না ভাল হত। তিনি সারারাত আফসোস করতে করতে পার্শ্ব পরিবর্তন করলেন। সকালে মনে মনে চিন্তা করলেন, আজকেও সমুদ্রের তীরে যাব। যদি বাহলুলকে পাই তাহলে একটি ঘর কিনে ফেলব।

সুতরাং তিনি বিকেল বেলায় বিবিকে সাথে নিয়ে চললেন। বাহলুলের খোঁজে এদিক সেদিক তাকাতে লাগলেন। দেখতে পেলেন, এক জায়গায় বাহলুল বসে অনুরূপভাবে ঘর নির্মাণ করছে। তিনি বললেন, 'আসসালামু আলাইকুম'। বাহলুল উত্তর দিল 'ওয়া আলাইকুম ওয়াস সালাম'। হারুনুর

রশীদ জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি করছ? বাহলুল বললেন, আমি ঘর বানাচ্ছি। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, কার জন্য? বাহলুল বললেন, যে ব্যক্তি এই ঘর ক্রয় করবে আমি তার জন্য দোয়া করব, যেন আল্লাহ তাআলা এর পরিবর্তে তাকে জান্নাতে একটি ঘর দান করেন। বাদশাহ জিজ্ঞেস করলেন এর মূল্য কত? বাহলুল বললেন, এর মূল্য সারা দুনিয়ার বাদশাহী। হারুনুর রশীদ বললেন, এত মূল্য তো আমি দিতে পারব না। গতকাল তো এক দিনারের বিনিময়ে দিতে রাজি ছিলে। আর আজ সারা দুনিয়ার বাদশাহী চাচ্ছ। বাহলুল বললেন, হে বাদশাহ! গতকালের ব্যবসা ছিল বিনা যাচাইয়ে, এজন্য সস্তায় পাওয়া গেছে। কিন্তু আজকের ব্যবসা তো হলো যাচাই করে। এজন্য তার মূল্য বেশি দিতে হবে।

আমাদের দৃষ্টান্তও অনুরূপ। আজ আমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সা.-কে না দেখে মেনে নিয়েছি। এজন্য জান্নাত অত্যন্ত সস্তা। কিন্তু মৃত্যুর সময় যখন আখেরাতের দৃশ্য সামনে আসবে, তখন আর জান্নাতের মূল্য আদায় করতে পারব না। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ. وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ. وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ. وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ.

"যদিও একে অপরকে দেখতে পাবে। সেদিন গোনাহগার ব্যক্তি পণস্বরূপ দিতে চাইবে তার সন্তান-সন্ততিকে, তার স্ত্রীকে, তার ভ্রাতাকে, তার গোষ্ঠীকে, যারা তাকে আশ্রয় দিত। আর পৃথিবীর সবকিছুকে, অতঃপর নিজেকে রক্ষা করতে চাইবে।" (সূরা মাআ'রেয, আয়াত: ১১-১৪।)

## চিন্তা থেকে মুক্তির উপায়

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ.

"আপনি ব্যতিত কোন উপাস্য নেই। আপনি পবিত্র। নিঃসন্দেহে আমি জালেমদের অন্তর্ভুক্ত।" (সূরা আম্বিয়া, আয়াত- ৮৭।)

ফজিলত: ১। হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রা. বলেন, আপনাকে আমি সংবাদ দিচ্ছি যে, রাসূল সা. আমাদের সামনে দোয়াটি বলা মাত্র এক গ্রাম্য লোক এসে রাসূল সা.-কে তার কথা নিয়ে ব্যস্ত করে ফেলল। অনেক সময় অতিবাহিত হয়ে গেল। রাসূল সা. সেখান থেকে

উঠে নিজের ঘরের দিকে চললেন, আমিও রাসূল সা.-এর পেছনে পেছনে চলতে লাগলাম। যখন রাসূল সা. ঘরের কাছে পৌঁছে গেলেন তখন আমি ভাবলাব, রাসূল সা. ঘরে চলে গেলে দোয়াটি শিখা হবে না। তাই আমি জোরে জোরে পা ফেলতে শুরু করলাম। আমার জুতার আওয়াজ শুনে রাসূল সা. আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, কে? আবু ইসহাক? আমি উত্তরে বললাম, জ্বি হ্যাঁ! ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি আবু ইসহাক। রাসূল সা. বললেন, কি ব্যাপার। আমি বললাম, আপনি প্রথমে দোয়ার কথা উল্লেখ করেছিলেন, এরপর ঐ গ্রাম্য ব্যক্তি চলে এসে আপনাকে ব্যস্ত করে ফেলেছিল। তখন রাসূল সা. বললেন, হ্যাঁ, সে দোয়া হলো হযরত ইউনূস আ.-এর দোয়া যা তিনি মাছের পেটে থাকাবস্থায় বলেছিলেন। তা হলো,

لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ.

শোন! কোন মুসলমান যখনই এ দোয়া পড়ে কোন বিষয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করবে আল্লাহ তাআলা তার দোয়া কবুল করবেন।

২। ইবনে আবি হাতেম নামক কিতাবে আছে, যে কেউ ইউনূস আ.-এর এই দোয়া পড়ে দোয়া করবে তার দোয়া অবশ্যই কবুল হবে।

৩। আবু সাঈদ র. বলেন, এই আয়াতের পরক্ষণেই আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি অনুরূপভাবে মুমিনদেরকে নাজাত দেই।

৪। ইবনে জারীর গ্রন্থে আছে, রাসূল সা. বর্ণনা করেন, হযরত ইউনুস আ.-এর দোয়ার মধ্যে আল্লাহ তাআলার এমন বরকতপূর্ণ নাম আছে, যেগুলো দ্বারা ডাকা হলে অবশ্যই কবুল করা হয় এবং চাওয়া হলে প্রদান করা হয়।

৫। হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রা. বর্ণনা করেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ঐ দোয়াটি হযরত ইউনূস আ.-এর জন্য নির্দিষ্ট ছিল নাকি সমস্ত মুসলমানদের জন্য? রাসূল সা. বললেন, তুমি কি কুরআনে পড়-নি, আমি তার দোয়া কবুল করেছি, তাকে চিন্তা মুক্ত করেছি, এমনিভাবে আমি মুমিনদেরকেও মুক্ত করে থাকি। সুতরাং যে কেউ এর দ্বারা দোয়া করবে, তার দোয়া আল্লাহ তাআলা কবুল করার ওয়াদা করেছেন।

৬। ইবনে আবি হাতেমে উল্লেখ আছে। কাছীর ইবনে সাঈদ র. বলেন, আমি ইমাম হাসান বসরী র.-এর কাছে জিজ্ঞেস করলাম, ঐ ইসমে আজম কোন্‌টি যার দ্বারা আল্লাহর কাছে দোয়া করা হলে কবুল করা হয়। যার দ্বারা কোন কিছু চাওয়া হলে দান করা হয়। উত্তরে তিনি বললেন, ভাতিজা! তুমি কি কুরআন শরীফে আল্লাহ তাআলার নির্দেশ পড়নি? এরপর তিনি এই দুই আয়াত তেলাওয়াত করেন এবং বলেন, ভাতিজা! এটিই হলো আল্লাহ তাআলার ঐ ইসমে আজম যার দ্বারা দোয়া করা হলে কবুল করা হয় এবং কোন কিছু চাওয়া হলে প্রদান করা হয়।[৭]

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, যে মুসলমান নিজের অসুস্থ অবস্থায় চল্লিশবার উল্লেখিত আয়াত পাঠ করবে, যদি তার এই রোগে মৃত্যু হয়ে যায়, তাহলে চল্লিশজন শহীদের সওয়াব পাবে, আর যদি সুস্থ হয়ে যায়, তাহলে তার সমস্ত গোনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।[৮]

## মাতা-পিতার হক আদায়ের দোয়া

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَرَبِّ الْاَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ لِلّٰهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَرَبِّ الْاَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَلَهُ الْعَظْمَةُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ هُوَ الْمَلِكُ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَرَبُّ الْاَرْضِ وَرَبُّ الْعَالَمِيْنَ وَلَهُ النُّوْرُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ.

আল্লামা আইনী র. বুখারী শরীফের ব্যখ্যাগ্রন্থে এক হাদিসে উল্লেখ করেন, যে ব্যক্তি একবার উল্লেখিত দোয়া পাঠ করে এই দোয়া করবে, হে আল্লাহ! এর সওয়াব আমার মাতা-পিতার কাছে পৌঁছে দিন। তাহলে সে ব্যক্তি তার মাতা-পিতার হক আদায় করে দিল। তিনবার قل هو الله তিনবার الحمد لله এবং তিনবার দরূদ শরীফ পাঠ করবে। তাহলে সে তার মাতা-পিতার বাধ্য সন্তান বলে গণ্য হবে। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছ, যদি কোন

---

৭. তাফসীরে ইবনে কাসীরঃ ৩/৩৯৫-৩৯৬।

৮. হিসনে হাসীনঃ পৃ.২৪১।

মানুষ নফল দান-সদকা করে তার সওয়াব পিতা-মাতাকে বখ্‌শে দেয়, তাহলে এতে সমস্যার কি আছে? তবে শর্ত হলো তাকে মুসলমান হতে হবে। এমতবস্থায় এর সওয়াব তাদের কাছে পৌঁছে যাবে। আর সদকাকারীর সওয়াবে কোন কমতি হবে না। (কানযুল উম্মাল)

নোট: ইমাম আওজায়ী র. বলেন, আমার কাছে এই কথা পৌঁছেছে, যে ব্যক্তি মাতা-পিতার জীবদ্দশায় অবাধ্য ছিল; কিন্তু তাদের মৃত্যুর পর তাদের জন্য ইস্তেগফার করে, ঋণ থাকলে আদায় করে দেয় এবং তাদের মন্দ বলে না। তা হলে সে মাতা-পিতার অনুগত সন্তান বলে বিবেচিত হবে। আর যে ব্যক্তি তাঁদের জীবদ্দশায় বাধ্য ছিল; কিন্তু মৃত্যুর পর তাদেরকে ভলো-মন্দ বলে, তাদের ঋণও আদায় করে না, তাদের জন্য ইস্তেগফারও করে না সে অবাধ্য সন্তান বলে বিবেচিত হবে। (দুররে মনসুর)

## হেকমত পূর্ণ কথা

হযরত লোকমান আ. আপন সন্তানকে নসিহত করতে গিয়ে বলেন,

* প্রিয় বৎস! তুমি নামাজের মধ্যে নিজ অন্তরকে হেফাজত কর।
* মানুষের সমাবেশে নিজের জবানকে।
* অন্যের ঘরে নিজের দৃষ্টিকে।
* দস্তরখানে নিজের পেটকে।

### দু' জিনিসকে ভুলে যাও

* তোমাদের সাথে অন্যদের মন্দ চাল-চলন।
* অন্যদের সাথে তোমাদের উত্তম আচরণ।

### দু'টি জিনিস সর্বদা স্মরণ রেখ

* আল্লাহর স্মরণ।
* মৃত্যুর প্রস্তুতি।

## আল্লাহর বাণী

১. আমি আমার সন্তুষ্টি মনের চাহিদার বিরুদ্ধে চলার মধ্যে রেখে দিয়েছি। আর মানুষ আমার সন্তুষ্টি মনের ইচ্ছা অনুযায়ী চলার মধ্যে তালাশ করে। কিভাবে সে পাবে ?

২. আমি আরাম-আয়েশকে জান্নাতে রেখে দিয়েছি, কিন্তু মানুষ তা দুনিয়াতে তালাশ করে। সুতরাং সে কিভাবে পাবে?

৩. আমি জ্ঞান ও প্রজ্ঞাকে ক্ষুধার মাঝে রেখে দিয়েছি, কিন্তু মানুষ একে ভুরি ভোজনের মধ্যে তালাশ করে। সুতরাং সে কিভাবে পাবে?

৪. আমি ধনাঢ্যতা অল্পে তুষ্টির মধ্যে রেখে দিয়েছি। আর মানুষ তাকে মালের মধ্যে তালাশ করে। সুতরাং সে কিভাবে পাবে?

৫. আমি সম্মান আমার আনুগত্যের মাঝে রেখে দিয়েছি। আর মানুষ তাকে রাজা-বাদশাদের দরজায় তালাশ করে। সুতরাং সে কিভাবে পাবে?

**আল্লাহ্ তাআলা বান্দাদেরকে বলেন–**

আমার দিকে এসে তুমি দেখ,
একনিষ্ঠ না হলে তখন বলবে।
আমার পথে চলে তুমি দেখ,
রাস্তা না খুলে দিলে তখন বলবে।
আমার জন্য বে-ইজ্জত হয়ে দেখ,
সম্মানের সীমা পার না করলে তখন বলবে।
আমার জন্য তিরস্কার সহ্য করে তুমি দেখ,
সম্মানের চুড়ান্ত সীমানায় না পৌঁছালে বলবে।
আমার জন্য শুয়ে তুমি দেখ,
রহমতের ভাণ্ডার খুলে না দিলে তুমি বলবে।
আমার পথে তুমি কথা বলে দেখ,
তোমাকে দামী না করে দিলে তুমি বলবে।
আমাকে তোমার রব বলে দেখ,
তোমাকে অমুখাপেক্ষী না করলে তুমি বলবে।
আমার ভয়ে চোখের পানি প্রবাহিত করে তুমি দেখ,
ক্ষমার সমুদ্র প্রবাহিত না করলে তুমি বলবে।
ওয়াদা পূরণ করে তুমি দেখ,

অনুগ্রহের সীমা না ছাড়িয়ে দিলে বলবে।
আমার নামের সম্মান করে তুমি দেখ,
সম্মানের চূড়ায় না উঠালে বলবে।
আমার পথে বের হয়ে তুমি দেখ,
গোপন রহস্য ভেদ না করে দিলে বলবে।
আমাকে চিরঞ্জীব মেনে তুমি দেখ,
চিরস্থায়ী জীবনের নিশ্চয়তা না দিলে বলবে।
নিজের অস্তিত্বকে বিলীন করে দেখ,
ওয়াদা পূরণের পেয়ালা দিয়ে
সম্মানিত না করলে বলবে।
পরিশেষে তুমি আমার হয়ে দেখ,
সবকিছু তোমার বানিয়ে না দিলে তখন তুমি বলবে।

## নিজের অভিজ্ঞতার দেখা

ধন প্রদর্শনকারী লোকদেরকে,
দরিদ্রতার কোলে দেখেছি।
ইলম প্রদর্শনকারী লোকদেরকে,
মূর্খদের মজলিস সাজাতে দেখেছি।
শক্তি প্রদর্শনকারী লোকদেরকে,
দুর্বল লোকদের গোলামী করতে দেখেছি।
ইবাদত প্রদর্শনকারী লোকদেরকে,
দীন থেকে বিমুখ হতে দেখেছি।
উদারতা প্রদর্শনকারী লোকদেরকে,
সদকার রুটি দ্বারা প্রতিপালিত হতে দেখেছি।
মানুষের অনুগ্রহে প্রতিপালিত লোকদেরকে,
সর্বদা গরিব ও অভাবী দেখেছি।

দীন দ্বারা দুনিয়া উপার্জনকারী লোকদেরকে,
চেহারা থেকে নূর উঠে যেতে দেখেছি।
ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ বান্দাদেরকে,
দুনিয়াতে সম্মানিত দেখেছি।
হিংসা-বিদ্বেষে পোড়া লোকদেরকে,
রিজিকের সংকীর্ণতায় দেখেছি।
মিথ্যুকদেরকে ঈমান থেকে দূর হতে দেখেছি।
রাগে নিমজ্জিত ব্যক্তিদেরকে,
জ্ঞান থেকে বঞ্চিত হতে দেখেছি।
মানুষের কাছ থেকে আকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিদেরকে,
নিরাশ ও পেরেশান দেখেছি।
মানুষের কাছে ভিক্ষাকারীদেরকে,
অসম্মানিত দেখেছি।
খাঁটি তওবা কারীদেরকে,
ইবাদত বন্দেগীতে স্বাদ পেতে দেখেছি।
গোনাহে লিপ্ত লোকদেরকে,
পেরেশানির দোলাচলে পিষতে দেখেছি।
বান্দার হক নষ্টকারীদেরকে,
নিজের হকের জন্য কাঁদতে দেখেছি।
অবৈধ উপার্জনে প্রতিপালিত ব্যক্তিদেরকে,
বিপদের জালে ফাঁসতে দেখেছি।
পিতা-মাতার অনুগত সন্তানদেরকে,
উন্নতির শিখরে উঠতে দেখেছি।
মাতা-পিতার অবাধ্য সন্তানদেরকে,
নিজ সন্তানের জুলুম ও অত্যাচার
সহ্য করতে দেখেছি।

জুলুমকারীদেরকে নির্যাতিতদের,
তোষামোদ করতে দেখেছি।
আল্লাহর হক আদায়কারীদেরকে,
নিজ তত্ত্বাবধানে ভয় করতে দেখেছি।
বান্দার হক আদায়কারীদেরকে,
দুনিয়ায় প্রসিদ্ধি লাভ করতে দেখেছি।

## মুসলিম নারীদের প্রতি ইসলামের দাবী

১। নিজের সৌন্দর্য পর পুরুষের সামনে প্রকাশ করবে না।

২। নিজের অলংকারের আওয়াজ পর পুরুষের কানে পৌঁছতে দেবে না।

৩। সুগন্ধি ও আতর ইত্যাদি ব্যবহার করে বাইরে যাবে না।

৪। পুরুষদের সাথে কথা বলার সময় ঠোঁট, ভঙ্গি ও আওয়াজে নম্রতা সৃষ্টি করবে না।

৫। রাস্তায় চলার সময় বা পুরুষদের সাথে কথা বলার সময় দৃষ্টি নিচু রাখবে।

৬। এমন রাস্তা দিয়ে চলবে না যেখানে পুরুষের আধিক্য থাকে, বরং কিনারা দিয়ে চলবে।

৭। ঘর থেকে বের হওয়ার পর নিজের চাল-চলনে লজ্জাবোধকে অগ্রগণ্য রাখবে।

৮। অন্য কোন মহিলার গুণাগুণ নিজ স্বামীর কাছে বর্ণনা করবে না।

৯। পর পুরুষের সাথে সফর করবে না, চাই হজ্বের সফর হোক না কেন।

১০। নিজের সতীত্ব রক্ষা করবে।

## নিজের বাস্তবতা

সমস্ত পৃথিবী যদি আমাদের প্রশংসা করে, তাহলে কোন লাভ হবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা কেয়ামতের দিন এ কথা না বলবেন, 'আমি তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছি।'

আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নদভী র. বলতেন, দুনিয়াতে যদি অনেক মানুষ তোমার প্রশংসা করে, তাহলে তুমি নিজেকে মূল্যায়ন করবে না। কারণ গোলামের মূল্যায়ন করলে তার মূল্য বৃদ্ধি পায় না, বরং গোলামের মূল্য মালিকের সন্তুষ্টির দ্বারা বাড়ে।

এমর্মে সায়্যিদ সুলায়মান নদভী র. একটি কবিতা আবৃত্তি করেন-

ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے ☆ وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے

আমরা এখানে যেভাবেই থাকি না কেন,

সেখানে দেখা যাবে কে কিভাবে থাকবে।

এখানে আমাদের অনেক প্রশংসা হচ্ছে, কিন্তু সেখানে মূল্য কি হবে তা কিয়ামতের দিন জানা যাবে। তাঁর দ্বিতীয় কবিতা হলো–

حیات دو روزہ کا کیا عیش و ☆ غم مسافر رہے جیسے تیسے رہے

দু'দিনের জীবন, তাতে কিসের আরাম-আয়েশ এর চিন্তা ভাবনা,

মুসাফিরের জীবন, যেভাবেই কাটার কাটুক না!

কারণ ক্ষণস্থায়ী জীবনের দ্বারা কখনো মানুষ ধোকা খেয়ে যায়। দুনিয়ার আরাম যেভাবে অর্জন হয়, এতে জরুরি নয় যে, তার অন্তরেও আরাম থাকবে। মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী র. বলেন,

از بروں چو گور کافر پر حلل ☆ واندروں قہر خدائے عزوجل

কাফেরের কবরের উপরে তো সুন্দর কাপড়

কিন্তু ভিতরে আল্লাহ তাআলার কি কঠিন শাস্তি।

যদি কোন কাফেরের কবরের উপর মর্মর পাথর লাগিয়ে দেওয়া হয়, সারা দুনিয়ার রাজা-বাদশারা সেখানে ফুলের পাপড়ি ছড়িয়ে দেয়, ব্যান্ড পার্টি বাজনা বাজায়, সৈন্যবাহিনী সালাম দেয়, কিন্তু যদি কবরের ভিতর আল্লাহর শাস্তি হতে থাকে তাহলে উপরের মরমর পাথর, আলোকসজ্জা আর দুনিয়াদারদের স্যালুট-সালামে কবরে কখনই শান্তি আসবে না।

এজন্য আল্লাহকে রাজি করা না গেলে কোন কিছুই কাজে আসবে না। স্ত্রী-সন্তান, অর্থ-সম্পদ, ব্যাংক-ব্যলেন্স সবই আছে। কিন্তু এসব কিছু বহ্যিক আরাম আয়েশ। আমাদের এ শরীর একটি কবরের মত। যার উপরের জাঁকজমক অন্তরের আরাম আয়েশের জন্য জরুরি নয়। এয়ার কন্ডিশন আমাদের শরীরের চামড়া ঠাণ্ডা করতে পারে। কিন্তু অন্তরের আগুন কিভাবে নিভাবে? আল্লাহ তাআলা যদি অসন্তুষ্ট থাকেন, তাহলে শরীর শত আরামে থাকলেও অন্তর শাস্তিতে ডুবে থাকবে, স্বস্তি পাবে না।

একজন বুযূর্গ বলতেন-

অন্তর যদি ফুল বাগান হয়,
তাহলে সব কিছু থেকেই ফুল ঝরতে থাকে।
আর অন্তর যদি হয় মরু প্রান্তর,
তাহলে সারা দুনিয়া মনে হয় মরু প্রান্তর।

আরেক বুযূর্গের আরবী কবিতা-

لِكُلِّ شَيْءٍ إِذَا فَارَقْتَهُ عِوَضٌ * وَلَيْسَ لِلّٰهِ إِنْ فَارَقْتَ مِنْ عِوَضٍ

"যে বস্তু তোমার হাত ছাড়া হয়ে গেছে তার বদলা মিলতে পারে, কিন্তু আল্লাহ তাআলা থেকে বিচ্ছিন্ন হলে, তার কোন বদলা নেই।"

## খাবারের স্বাদও ভিন্ন, আমলের স্বাদও ভিন্ন

আমার বন্ধুগণ! প্রতিটি খাবারের স্বাদ যেমন ভিন্ন ভিন্ন, আল্লাহর কসম! প্রতিটি আমলের স্বাদও ভিন্ন ভিন্ন হয়। যেমন:-

**খাবারের স্বাদ**

* আমের স্বাদ একরকম।
* আনারের স্বাদ একরকম।
* পেঁপের স্বাদ একরকম।
* শরবত পানের স্বাদ একরকম।
* ঠাণ্ডা পানি পানের স্বাদ একরকম।
* বিভিন্ন ধরনের পানীয়-এর স্বাদ ভিন্ন ভিন্ন।

**আমলের স্বাদ**

* এখলাছ পূর্ণ নামাযের স্বাদ একরকম।
* রোযার স্বাদ একরকম।
* ঈমানের দৃঢ়তার স্বাদ একরকম।
* জিকিরের স্বাদ একরকম।
* চিল্লা দেয়ার স্বাদ একরকম।
* গাশ্ত (দীনের দাওয়াত) করার স্বাদ একরকম।

* লেন-দেনে মিথ্যা, ধোকা থেকে বাঁচার স্বাদ একরকম।
* মাতা-পিতার সাথে সৎ ব্যবহারের স্বাদ একরকম।
* সন্তানের মাঝে সমতা রক্ষা করার স্বাদ একরকম।
* ভালো-মন্দ ভাগ্যের উপর সন্তুষ্ট থাকার স্বাদ একরকম।
* নেয়ামতের শুকরিয়ার স্বাদ একরকম।
* অন্তরে ধৈর্য ও সহনশীলতার স্বাদ একরকম।
* ফরজ ও সুন্নাতের পাবন্দীর স্বাদ একরকম।
* মুসলমানের সাথে হাসি-খুশি থাকার স্বাদ একরকম।
* মন্দের বদলা ভালো দ্বারা দেওয়ার স্বাদ একরকম।
* অত্যাচারীর বদলা ক্ষমার দ্বারা দেওয়ার স্বাদ একরকম।
* ইয়াতীমের মাথায় আদরের হাত বুলানোর স্বাদ একরকম।
* বিধবা মহিলার সাহায্য করার স্বাদ একরকম।
* গায়রে মাহরাম থেকে চোখ ফিরিয়ে রাখার স্বাদ একরকম।
* সত্য কথা বলার স্বাদ একরকম।
* মসজিদে বসা ও জামাতে শরীক হওয়ার স্বাদ একরকম।
* অন্যের জন্য আত্ম উৎস্বর্গ করার স্বাদ একরকম।
* কোন মুসলমানের প্রয়োজন পূর্ণ করার স্বাদ একরকম।

এজন্যই আল্লাহওয়ালারা কুরআনের প্রতিটি আয়াত তেলাওয়াত করার মধ্যে স্বাদ অনুভব করেন। যেমন আইসক্রীম খাওয়ার সময় প্রত্যেক চামচে স্বাদ অনুভব হয়। পায়ে হেটে তিন চিল্লার স্বাদই অন্য রকম।

আল্লাহ তাআলার বাণী- وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا

"যখন তাদের সামনে আয়াত তেলাওয়াত করা হয় তখন তা তাদের ঈমান আরো বৃদ্ধি করে।" (সূরা আনফাল: আয়াত, ২।)

## আমাদের তেলাওয়াতে স্বাদ আসে না কেন?

যখন আল্লাহর কুরআন তেলাওয়াত করা হয়। তখন আল্লাহওয়ালাগণ স্বাদ অনুভব করেন, আমাদের স্বাদ অনুভব হয় না, কেন? কারণ, আমরা ভিতর

গঠনের উপর মেহনত করি না। আজ আমরা নামায পড়ি, কিন্তু মনোযোগ থাকে বাজারে। তেলাওয়াত করতে থাকি, কিন্তু অন্তর ও মস্তিষ্ক অন্য চিন্তায় মগ্ন। এমতবস্থায় ইবাদতের স্বাদ কিভাবে আসবে?

## আশ্চর্যকর ইবাদত

আজ আমাদের ইবাদতের অবস্থা অদ্ভুত। এমনও হয় যে, ইমাম সাহেব নামাজের রাকাআত ভুলে যান। পরে মুক্তাদীদেরকে জিজ্ঞেস করেন, কত রাকাআত পড়েছি? ভরপুর মসজিদে এমন কেউ নেই, যে বলবে কত রাকাআত হয়েছে। সবাই অন্যমনস্ক। আল্লাহু আকবার! এই হলো আমাদের নামাযের অবস্থা। এই হলো আমাদের ইবাদতের ধরণ। আল্লাহর কোন এক আবেদ (আরেফ সিরাজি) বান্দা কত সুন্দর কথা বলতেন-

بہ زمین چوں سجدہ کردم ززمین ندا برامد ☆ کہ مرا خراب کردی تو بسجدہ ریائی

যখন জমিনে সিজদা করলাম তখন জমিন থেকে আওয়াজ আসল,
লোক দেখানো সেজদা করে তুমি আমাকেও নষ্ট করে দিলে।

میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے انے لگے صدا ☆ تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں

আমি যখন সেজদাবনত হলাম তখন জমিন থেকে আওয়াজ আসল,
তোমার অন্তর তো গাইরুল্লাহর প্রতি আসক্ত নামাযে তুমি কী পাবে?
অন্তর যখন গাইরুল্লাহ মুক্ত হয়ে যাবে তখন সেজদার স্বাদ পাবে।

وہ سجدہ روح زمیں جس سے کانپ جاتی تھی ☆ اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب

যে সেজদার ফলে জমিনের বুক কাঁপত,
মিম্বর ও মিহরাব আজ তাকেই ভয় করে।

যার কপাল সেজদার জন্য অস্থির হয়ে থাকত, কোথায় সেই কপাল? যে অন্তর আল্লাহর ভয়ে কাঁপত, কোথায় সে অন্তর? আজ জীবন পদ্ধতি পরিবর্তন হয়ে গেছে।

تیری محفل بھی گئی چاہنے والے بھی گئے ☆ شب کی آہیں بھی گئیں صبح کے نالے بھی گئے

তোমার মাহফিলও নেই, আহ্বানকারীও নেই,

রাতের ক্রন্দনকারীও নেই, শেষ রাতের ক্রন্দনকারীও নেই।

آئے عشاق گئے وعدہ فردا لے کر ☆ اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر

ওহে! প্রেমিক চলে গেছে কিয়ামতের ওয়াদা নিয়ে,

এখন তাকে তালাশ কর বাতির মুখ ঘুরিয়ে দিয়ে।

ইমাম গাযালী র.-এর সেই শিক্ষা ও সেই আবেগ এখন চোখে পড়ে না। কারণ কী?

কারণ হলো মেহনতের দিক পরিবর্তন হয়ে গেছে। আসল সম্পদের উপর মেহনত না করে আমরা নকল সম্পদের উপর মেহনত করছি। আসল সম্পদকে ভুলে গেছি। যেহেতু আসল সম্পদকে ভুলে গেছি সেহেতু দুনিয়াতে আমরা লাঞ্ছনার জীবন যাপন করছি।

যে সময় আমাদের গৌরব ছিল,

দুনিয়া আমাদের সে সময় ভুলে গেছে।

আমরা অন্যদের ইতিহাস স্মরণ রাখি,

নিজেদের ইতিহাস ভুলে গেছি।

আয়নায় মুখ দেখেছি, কিন্তু সীনার দাগ দেখি-নি।

জীবন-যাপনের প্রতি মন এমনভাবে লাগিয়েছ,

মুসলমানরা মরণের কথা ভুল গেছে।

তাকবীর তো এখনো হয়,

মসজিদের পরিবেশে হে ভাই!

যে আঘাতে অন্তর কম্পিত হয়,

ঐ আঘাত হানা ভুলে গেছে।

বলা হয়, যে যুবক রাতের শেষ প্রহরে উঠে লা-ইলাহা ইল্লাল্লার আঘাত লাগায় তার অন্তর কম্পিত হয়। আর যার নিষ্পাপ হাত ওঠে তার দ্বারা দুনিয়াতে এমন পরিবর্তন হয়, যা এ্যাটম বোমার দ্বারাও হয় না। রাতে উঠে কান্নাকাটি করার স্বাদ থেকে আমরা বঞ্চিত। তাহাজ্জুদের সময় তো ইবাদত কবুল হওয়ার সময়।

## মুনাজাত

হে আল্লাহ! দিনরাত আমার প্রতি
ইহসানের তাওফিক দান করুন,
ভিতরে বাইরে সব জায়গায়
এক রকম ভয় দান করুন।
হে আল্লাহ! সুন্নতের মুহব্বত ও
কুরআনের প্রতি ভালোবাসা দান করুন,
দু' জাহানের নেয়ামত
ঈমানের নূর দান করুন।
আমি বলি না যে, আমাকে
সুলায়মান আ.-এর রাজত্ব দান করুন,
আপনার ভালবাসা দান করুন,
একীন ও দৃঢ়তা দান করুন।
শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত ইসলামের উপর
অটল অবিচল রাখুন,
সর্বদা পাকাপোক্ত দৃঢ়তা দান করুন।
এমন স্থিরতা দান করুন
যেন পাহাড়ের সাথেও লড়তে পারি।
হযরত আলী রা.-এর শক্তি
আর সুলায়মান আ.-এর জযবা দান করুন।
যেন হেদায়াতের পথের আলো এবং
উমর ফারুক রা.-এর আদর্শে আদর্শবান হতে পারি,
নবী কারীম সা.-এর মহব্বত
আবু বকর ও উসমান রা.-এর জযবা দান করুন।
আমার আশা! আপনার রাস্তায়
খেদমত করতে করতে মারা যাব,

হে আমার আল্লাহ! আপনি আমার
উপকরণের ব্যবস্থা করে দিন।
যে ফল-মূল ও বাগানের কথা আমরা জানি না
সে বাগান আমাদেরকে দান করুন।
অন্ধকার সমুদ্রে যেমনভাবে
খিজির আ.-এর জন্য
রাস্তা বের করে দিয়েছিলেন,
অদৃশ্য থেকে এমন একজন
মুসলমান আমাকে দিন।
এমন অন্তর দান করুন যা
আপনার স্মরণে গলে যাবে,
হে আল্লাহ! আপনার ভয়ে
অশ্রু বর্ষণকারী চোখ দান করুন।
হে আল্লাহ! বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীন
ধনাঢ্যতা দান করুন,
হে আল্লাহ! আমাকে সুস্থতা দান করুন।
হে আল্লাহ! পরহেযগার লোকদের
ভালবাসা দান করুন।
আমার কাজ যেন হয়
জীবনভর কুরআনের খেদমত,
হে আল্লাহ! কুরআনের বুঝ এবং
আপনার পরিচয়ের নূর দান করুন।
হে আল্লাহ! এই নগণ্য বান্দাকে
আপনার সন্তুষ্টি দান করুন,
হে আল্লাহ ! শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত
দীনের উপর অটল রাখুন।
আল্লাহ অমুখাপেক্ষি! আল্লাহ অমুখাপেক্ষি!

সব জায়গায় উপস্থিত, সবকিছু দেখেন
এবং সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান,
হাশরের ময়দানে সবাইকে
উপস্থিত করবেন, মহাপরাক্রমশালী।
তিনি দুনিয়ায় প্রভাতের আলো দান করেন
তিনি সবার থেকে নিরালা।
আল্লাহ অমুখাপেক্ষি! আল্লাহ অমুখাপেক্ষি!
সবার মালিক, সবার সৃষ্টিকর্তা,
সবার বিচারক ও রিজিকদাতা।
সবার গুণগ্রাহী, সবার চেয়ে মহৎ,
সারা দুনিয়া তার বাণী 'কুন' দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে।
আল্লাহ অমুখাপেক্ষি! আল্লাহ অমুখাপেক্ষি!
কার সামনে হাত বাড়াবে?
সব গাওছ, কুতুব তো তারই মুখাপেক্ষী।
নেওয়া দেওয়া তারই কব্জায়,
যাকে বানানোর তাকে তিনিই বানিয়েছেন।
আল্লাহ অমুখাপেক্ষি! আল্লাহ অমুখাপেক্ষি!
তাঁকে মানাতে পারলে সবকিছু মেনে যাবে,
তাঁর থেকে ছুটতে পারলে
সবকিছু থেকে ছুটতে থাকবে।
তারপরও তাঁকে কেন নিজের করে নেবে না,
যিনি সবসময় তোমার কথা শোনে।
আল্লাহ অমুখাপেক্ষি! আল্লাহ অমুখাপেক্ষি!
যখন মরণের ফায়সালা চলে আসবে,
তখন সবকিছুই পড়ে থাকবে।
আল্লাহ অমুখাপেক্ষি! আল্লাহ অমুখাপেক্ষি!
তিনি মৃত্যু দেন, তিনিই অগ্নিদগ্ধ করেন,

তিনিই খাওয়ান, তিনিই পান করান।
তিনিই জাগ্রত করেন, তিনিই ঘুম পাড়ান,
তার চেয়ে বড় কোন ধনী?
আল্লাহ অমুখাপেক্ষি! আল্লাহ অমুখাপেক্ষি!
তাঁর সমতুল্য কেউ নেই,
চাই পীর, ওলী, পয়গম্বর হোক।
রাজা বাদশাহ সবাই তাঁর চাকর,
তারপরও কেন তাঁর সম্পর্কে ভাল ধারণা হবে না।
আল্লাহ অমুখাপেক্ষি! আল্লাহ অমুখাপেক্ষি!
যাকে ইচ্ছা সম্মান দেন,
যাকে ইচ্ছা অপমান করেন।
আকৃতি দেন চরিত্র দেন,
কেউ তাঁর অমুখাপেক্ষি নয়।
আল্লাহ অমুখাপেক্ষি! আল্লাহ অমুখাপেক্ষি!
নূহ আ.-এর নৌকা তীরে উঠিয়েছেন,
আগুনকেও ফুল বাগান বানিয়েছেন।
আল্লাহ অমুখাপেক্ষি! আল্লাহ অমুখাপেক্ষি!

********

দু'চার দিনের ঘর এ দুনিয়া
একটি জটিলতার বিষয়।
এটা তোমার, এটা আমার।
লোভ-লালসা মানুষকে ঘিরে নিয়েছে
এ জীবন আসা-যাওয়ার,
এ দুনিয়া ধ্বংসশীল ঘর।
এ দুনিয়াতে যে আসবে,
কিছুদিন অবস্থান করে চলে যাবে।
এটা তোমার এটা আমার।

এ ঝগড়া কাজে আসবে না,
কারূন চলে গেছে কিন্তু তার সম্পত্তি যায় নি,
বড় বাদশাহও চলে গেছে
কিন্তু তার সৈন্য সামন্ত যায় নি।
এটা তোমার এটা আমার।
তারপরও মানুষের স্বভাব গেল না,
টাকা-পয়সা, শক্তি-সামন্ত,
জমি, নারী, অলংকার,
এ সবকিছু হত্যা, যুদ্ধ এবং রাগের কারণ।
দুনিয়ার প্রত্যেক ঝগড়ার কারণ,
শরীর থেকে রূহ বের হয়ে গেলে,
ধন-সম্পত্তি দিয়ে তা ফিরিয়ে আনা যাবে না।
তারপরও মন থেকে কেন এত কঠোর সাধনা,
এটা তোমার এটা আমার।
সম্পদের প্রতি আগ্রহ উদ্দীপনা ও
লোভ-লালসা এসে গেছে,
শুধু এতটুকুই না, বরং অগ্রসর হয়ে বলে,
এটা তোমার এটা আমার।

*******

অস্তিত্বহীনতা থেকে মানুষ অস্তিত্বে আসে,
যামানা তাকে শুভ দিন বলে।
শৈশবকাল হলো শাহী হালতের দিন,
আদর সোহাগ পাওয়ার দিন, নিষ্পাপের দিন।
আনন্দে এ দিনগুলো জ্যোতি বর্ষণ করবে,
কিন্তু এ দিনগুলো একদিন চলে যাবে।
এরপর আসবে উন্মত্ত যৌবন,

শরাব পান আর কাবাব ভক্ষণ।
কখনো আনন্দ-আবেগে আপ্লুত হয়ে আত্মহারা
আবার কখনো খারাপ পানীয় পানকারী,
সওয়াবের চিন্তা নেই আবার শাস্তিরও ভয় নেই।
দুর্বল মন এ কল্পনা লালন করবে,
কিন্তু এ সময়ও চলে যাবে।
সিপাহী, জওয়ান, বীরপুরুষ বলা হবে,
যুদ্ধে বড় আঘাত পাবে।
ইশক আসবে, হাসি-ঠাট্টা আর তামাশার রক্ত যাবে,
অস্থির হয়ে যাবে, ছটফট করবে, কান্নাকাটি করবে।
সামান্য পানির ফোটাকেও ভয় করবে,
কিন্তু এ সময়ও চলে যাবে।
মানুষ দুনিয়াতে অনেক জাঁকজমকপূর্ণ হয়,
যোগ্যতা ও সর্বত্র সুনাম-সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে।
তবে তার এ সুনাম-সুখ্যাতি স্থায়ী নয়,
সুনাম-সুখ্যাতি চিরকাল থাকবে না।
'কাল' তার যৌবনকে প্রৌঢ় বয়সে পরিণত করবে,
ব্যাথা-বেদনা আর রোগ শোকে
শক্তি-সামর্থ্য সব ম্লান হয়ে যাবে।
যৌবনকালকে ঘোড়া পদাঘাত করবে,
দুর্বলতা শক্তি-সামর্থ্যকে উপহাস করবে।
এ বিপদে মন-মেজায অস্থির হয়ে যাবে,
কিন্তু এ সময়ও অতিবাহিত হয়ে যাবে।
বার্ধ্যক্যের সময় অনেক পরিবর্তন হবে,
নির্ভীকতাও থাকবে না, যৌবনও থাকবে না।

দুর্বলতা সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নষ্ট করে দেবে,
এমনকি বেঁচে থাকা অযথা মনে হবে।
চল্লিশ বছর বয়স মাথায় ঘূর্ণায়মান,
কিন্তু সে সময়ও অতিক্রম করে চলে যাবে।
মুমূর্ষু অবস্থা যখন মাথায় ঘূর্ণায়মান হবে,
ঔষধ ব্যবহার করে সব উপায় উপকরণ হারিয়ে ফেলবে।
জীবন যাপনের সকল খেলা পরিবর্তন হয়ে যাবে,
রোগ ব্যাধি সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাবু করে ফেলবে।

## সুস্থতার নিয়ম

* যতক্ষণ পর্যন্ত খাবারে সুস্থ থাক, ততক্ষণ পর্যন্ত ঔষধ সেবন থেকে বিরত থাক।
* শীতে সর্দি হলে, ডিমের কুসুম খাও।
* পেটে বদ হজম হলে, গুয়ামুড়ি ও আদার পানি পান করো।
* রক্ত অল্প ও কফ বেশি হলে গাজর, চুনাবুট ও শালগম বেশি করে খাও।
* যকৃতের শক্তিতে মানুষ সতেজ থাকে, যকৃত দুর্বল হলে পেঁপে খাও।
* যকৃত গরম অনুভব হলে, দই খাও।
* নাড়ি ভুড়িতে শুষ্কতা অনুভব হলে, ঘি খাও।
* দুর্বলতার কারণে শরীরে অলসতা আসলে, সাথে সাথে গরম দুধ পান করো।
* ব্রেইনের কাজ বেশি করলে, বাদামের সাথে মধু সেবন করো।
* হার্ট গরম অনুভব হলে মোরব্বা, আমলকি ও আনারস খাও।
* সর্দির কারণে গলা ব্যথা করলে, লবন পানি দিয়ে গড়গড়া করো।
* দাঁত ব্যথায় অস্থির হলে, আঙ্গুল দ্বারা মাড়ির উপর লবন মালিশ করো।
* বদহজমী থেকে মুক্ত থাকতে চাইলে, দু'এক বেলা ক্ষুধার্ত থাকো।

## হামদে বারী তাআলা

হে আল্লাহ! আপনার সত্তা পবিত্র,
আপানার মর্যাদা অনেক উঁচু।

আপনার সমকক্ষ কেউ নেই,
আপনার মর্যাদা অনেক উঁচু।
আপনি গরিব ধনী সবার খোদা,
আপনি বাদশাহ ও ফকিরের ভরসা।
আপনি সারা দুনিয়ার আস্থা,
আপনার মর্যাদা অনেক উঁচু।
আপনি যাকে চান সে মর্যাদাবান হয়,
আপনি যাকে চান সে অপদস্থ হয়।
আপনার সাথে কে মোকাবেলা করবে?
আপনার মর্যাদা অনেক উঁচু।
আপনার সৌন্দর্য কে বর্ণনা করবে?
আপনিই তো সবাইকে ঝুলিতে ভরপুর করেন।
আমার আস্থা আপনিই,
আপনার মর্যাদা অনেক উঁচু।
যাকে চান জীবিত করেন,
যাকে চান মৃত করেন।
আপনার হাতে জীবন আর আপনার হাতেই মরণ,
আপনার মর্যাদা অনেক উঁচু।

## মুনাজাত

হে আসমান-জমিনের স্রষ্টা!
হে বিচার দিনের মালিক।
আপনি শুরু, আপনি শেষ,
আপনি ছাড়া কেউ নেই।
আপনিই সবার প্রয়োজন মেটান,
বিপদ দূর করেন।

আপনার কাছে আশ্রয় চাই,
আমাদের দোয়া শোনেন।
সোজা রাস্তা দেখান,
সঠিক রাস্তায় আমাদের চালান।
ইলমের দৌলত দান করুন,
সম্মান ও প্রসিদ্ধি দিন।
সকল খারাবি থেকে বাঁচিয়ে রাখুন,
যেহেতু কল্যাণের মধ্যেই কল্যাণ।
আমাদের থেকে সে কাজ নেন,
যাতে-আপনার সন্তুষ্টি।
দুনিয়াতে আমাদেরকে আলোকিত করুন,
আর পরকালের জন্যও উপযুক্ত বানান।
প্রত্যেকের নৌকা পার করে,
সবাইকে গন্তব্যে পৌঁছান।

## বিপদ-আপদ থেকে বাঁচার উপায়

সব ধরনের রোগ ও বিপদ-আপদ থেকে বাঁচতে আল্লাহর উপর ভরসা করে নিম্নোক্ত আয়াতগুলো পড়বে। কখনো দ্রুত ফলাফল পাওয়া যাবে। আবার কখনো আল্লাহ চাহেন তো একটু অপেক্ষা করতে হতে পারে। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ! তাঁর নিজ সময়ে তিনি তার প্রভাব ফেলবেনই। দোয়ার সময় শুধুমাত্র আরবি লাইনটাই পড়বে। অর্থ এজন্য লিখা হয়েছে, যেন পাঠক বুঝতে পারে যে, সে কী পড়ছে।

**হেফাজত থাকার ষোল আয়াত :**

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

(১) وَلَا يَؤُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ.

১. এদের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না; আর তিনি মহান, শ্রেষ্ঠ।

-সূরা বাকারা: ২৫৫।

(٢) فَاللّٰهُ خَيْرٌ حَافِظًا. وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ.

২. আল্লাহই রক্ষণাবেক্ষণে শ্রেষ্ঠ এবং তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।

-সূরা ইউসূফ: ৬৪।

(٣) وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ.

৩. আমি আসমান রক্ষা করেছি প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তান থেকে।

-সূরা সাফফাত: ৮।

(٤) وَحِفْظًا. ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ.

৪. এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহর ব্যবস্থাপনা।

-সূরা হা-মীম সেজদা: ১২।

(٥) وَحَفِظْنٰهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيْمٍ.

৫. আমি প্রত্যেক অভিশপ্ত শয়তান থেকে তাকে রক্ষা করে থাকি।

-সূরা হিজর : ১৮।

(٦) اِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ.

৬. প্রত্যেক জীবের উপরই তত্ত্বাবধায়ক রয়েছে। -সূরা ত্বরিক: ৪।

(٧) بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ. فِيْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ.

৭. বস্তুত তা সম্মানিত কুরআন, সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ।

-সূরা বুরুজ: ২১-২২।

(٨) وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً.

৮. তিনিই তোমাদের কাছে রক্ষক প্রেরণ করেন। - সূরা আন আম: ৬১।

(٩) اِنَّ رَبِّيْ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظٌ.

৯. নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক সমস্ত কিছুর রক্ষণাবেক্ষণকারী।সূরা হুদ: ৫৮।

(١٠) لَهٗ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ يَحْفَظُوْنَهٗ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ.

১০. মানুষের জন্য তার সম্মুখে ও পশ্চাতে একের পর এক প্রহরী থাকে, তারা আল্লাহর আদেশে তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করে। (সূরা রা'দ: ১১।)

(١١) اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحَافِظُوْنَ.

১১. আমিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং অবশ্য আমিই তার রক্ষক।

-সূরা হিজরঃ ৯।

(١٢) وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِيْنَ.

১২. আমি তাদের রক্ষাকারী ছিলাম। -সূরা আম্বিয়াঃ ৮২।

(١٣) وَرَبُّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ حَفِيْظٌ.

১৩. তোমার প্রতিপালক সর্ব বিষয়ে হেফাজতকারী। (সূরা সাবাঃ ২১।

(١٤) اَللّٰهُ حَفِيْظٌ عَلَيْهِمْ ـ وَمَا اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ.

১৪. তাদের হেফাজত শুধু আল্লাহ তাআলাই করেন, তুমি তাদের কর্ম বিধায়ক নও। -সূরা শূরাঃ ৬।

(١٥) وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيْظٌ.

১৫. আমার কাছে আছে রক্ষিত কিতাব। -সূরা ক্বাফঃ ৪।

(١٦) وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِيْنَ.

১৬. অবশ্যই তোমাদের জন্য রয়েছে তত্ত্বাবধায়কগণ।

-সূরা ইনফিতারঃ ১০।

## রোগ মুক্তির দোয়া

এমন রোগ যা ডাক্তারও অপারগ হয়ে গেছে, তার জন্য অত্যন্ত সহজ পদ্ধতি হলো। শুরুতে এবং শেষে ১৭ বার দরূদ শরীফ পাঠ করবে। বিসমিল্লাহ সহ ১৭ বার সূরা ফাতেহা পাঠ করবে। ১৭ বার সূরা ইখলাস ১৭ বার আয়াতুল কুরসী পাঠ করে পানিতে দম করবে (সর্বমোট ৮৫ বার)। অতঃপর অসুস্থ ব্যক্তিকে পান করাবে। ইনশাআল্লাহ দ্রুত হোক বা বিলম্বে, আল্লাহর হুকুমে সুস্থ হয়ে যাবে।

## ঘরের লোকদের ঐক্যবদ্ধ করার উপায়

যদি ঘরের লোকদের পরস্পরের মাঝে অমিল দেখা দেয়, তাহলে সাতবার "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম" পড়ে খাবারের উপর দম করবে। অতঃপর সবাইকে খাওয়াবে। ইনাশাআল্লাহ পরস্পরের মাঝে মহব্বত সৃষ্টি হবে।

## এমনটি হতে পারে না

* যেমন সংস্রবে বসবে, তেমন হবে না।
* কাজে তাড়াহুড়া করবে, আর ক্ষতি হবে না।
* সাহস ও উৎসাহকে নিজের প্রতীক বানাবে, আর কাঙ্খিত উদ্দেশ্যে পৌঁছতে পারবে না।
* মহিলাদের সংস্পর্শে বসবে, আর লাঞ্ছিত হবে না।
* অন্যের ঝগড়ায় নাক গলাবে, আর বিপদে পড়বে না।
* বেশি কথা বলবে, আর কষ্ট পাবে না।
* দুনিয়াতে মন লাগাবে, আর পেরেশান হবে না।

## যে সকল জিনিসের উপর ভরসা নেই

* মেঘমালার ছায়া।
* পরকীয়ার ভালোবাসা।
* তোষামোদকারীর প্রশংসা।
* স্বার্থপর ব্যক্তির বন্ধুত্ব।
* জুয়াড়ির মালের।
* পানাহারের বন্ধু।
* সুস্থতা আর জীবন।

## খাওয়া উচিত নয়

* বেশি।
* সবার সামনে।
* বাজারে দাঁড়িয়ে।
* খুব বেশি ক্ষুধা না পেলে।
* কথায় কথায় কসম।
* কৃপনের বাড়িতে দাওয়াত।
* হারাম মাল।

## যা আসে

* মহব্বত, আমানতদারি এবং অল্পে তুষ্টির দ্বারা 'সম্পদ'।
* বেয়াদবীর কারণে 'দুর্ভাগ্য'।
* অপচয়ের দ্বারা 'দরিদ্রতা'।
* বড়দের সংশ্রবে বসার দ্বারা 'জ্ঞান'।
* গিবত করা এবং শোনার দ্বারা 'অসুস্থতা'।
* বিপদে ও কষ্টে ধৈর্য এবং অভিযোগ না করার দ্বারা 'শান্তি'।
* এতিম, বিধবা ও ওয়াক্বফকৃত সম্পদ অন্যায়ভাবে খাওয়ার দ্বারা 'ধ্বংস'।

## আত্মসমর্পণ করো

* বিদ্যা-বুদ্ধি প্রদর্শনের ক্ষেত্রে 'উস্তাদের' কাছে।
* গলাবাজিতে 'মহিলার' কাছে।
* উঁচু আওয়াজে কথা বলার ক্ষেত্রে 'গাধার' কাছে।
* তর্ক করার ক্ষেত্রে 'মূর্খের' কাছে।
* খাবার-দাবারে 'সাথি-সঙ্গীর' কাছে।
* মাল খরচ করার ক্ষেত্রে 'অহংকারীর' কাছে।
* ঝগড়াতে 'স্ত্রী'র কাছে।

## গ্রহণ করে নাও

* ভাইয়ের উজর-আপত্তি, যদিও মন না মানে।
* উপদেশ বাণী, যদিও তিক্ত হয়।
* বন্ধুর হাদিয়া, যত ছোট হোক।
* নিজের ভুল, যতই লাঞ্ছনা হোক।
* গরিবের দাওয়াত, যতই কষ্ট হোক।
* মাতা-পিতার আদেশ, চাই অপছন্দের হোক।
* বিবির মহব্বত, যতই কুশ্রী হয়।

## পূণ্য ও ভদ্রতা

* গরিব আত্মীয়-স্বজনদের গোপনে সাহায্য করা।
* গোপনে ঋণ ও পাওনা আদায় করে দেওয়া।
* অসৎ আচরণের পরও আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার।
* যেখানে কেউ বলতে পারছে না, তবে বলা প্রয়োজন সেখানে উচিত কথা বলা।
* দুর্বল ও মজলুম ব্যক্তিকে সহায়তা করা।
* প্রতিশোধের শক্তি থাকা সত্ত্বেও ক্ষমা করে দেওয়া।

## অভিযোগ করবে না

* নিজের তাকদির এবং কালের।
* নিজের স্থায়ী ঠিকানার সংকীর্ণতার।
* সন্তানের সামনে বড়দের।
* মাতা-পিতা ও উস্তাদের।
* অন্যের সামনে নিজের বন্ধুর।
* স্ত্রীর সামনে তার বাপের বাড়ির লোকের।
* বিদায় দেওয়ার পর মেহমানের ।

## প্রতীক্ষায় থাকো

* অতি ভক্ষণকারীর 'অসুস্থতার'।
* ধোঁকাবাজ বন্ধু গ্রহণকারীর 'ধ্বংসের'।
* চোগলখোরের 'অপদস্থতার'।
* শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর সাথে মন্দ আচরণকারীর নিজের 'জামাইয়ের'।
* মাতা-পিতার অবাধ্য ব্যক্তি, নিজ সন্তানের 'অবাধ্যতা ও দরিদ্রতার'।
* অত্যাচারী নিজের 'ধ্বংসের'।
* প্রতিবেশীকে কষ্ট দানকারীর 'আল্লাহর শাস্তির'।

## যে গুলো উত্তম

* অসৎ ও ধনী লোকের সংস্পর্শের চেয়ে সাপের সংস্পর্শ।

* ঝগড়া লাগানোর চেয়ে চুপ থাকা।
* আত্মমর্যাদাহীন জীবনের চেয়ে ইজ্জতের সাথে মৃত্যু।
* অযথা কথা বলার অভ্যাস থেকে বোবা হয়ে যাওয়া।
* হীনমন্য লোকদের সাহায্য ও হাদিয়া গ্রহণ থেকে উপোস থাকা।
* হারাম মালের দ্বারা ধনী হওয়ার চেয়ে দরিদ্রতা।
* ভয় ও অপমানের মিষ্টির চেয়ে স্বাধীনতার শুকনো রুটি।

**দৌড়ে পালাও**

* অপবাদের জায়গা থেকে।
* ঝগড়া-ঝাটি ও মামলা-মোকাদ্দমা থেকে।
* গিবত করা ও শোনা থেকে।
* সন্তানের শ্বশুর বাড়ির প্রতিবেশী থেকে।
* বাজে উপন্যাস ও বইপত্র থেকে।
* নেশাখোর থেকে।
* অসৎ সঙ্গ থেকে।

**পরীক্ষা করা হয়**

* বাহাদুর 'যুদ্ধের সময়'।
* স্থির মেজায 'বিপদের' সময়।
* আমানতদার 'অভাবের' সময়।
* স্ত্রীর মহব্বত 'ক্ষুধার' সময়।
* বন্ধু 'প্রয়োজনের' সময়।
* ভদ্র ব্যবহার 'লেন-দেন ভঙ্গের' সময়।
* ধৈর্যশীল 'রাগের' সময়।

**প্রকাশ করবে না**

* কারো দোষ।
* মনের কথা (গোপন রহস্য)।

* যাত্রার দিক।
* নিজ ব্যবসার লাভ-ক্ষতি।
* আমানতের কথা।
* পূর্ণ শক্তি।
* বেশি প্রয়োজন।

## আট ব্যক্তির উপর আশ্চর্য হই

১. মৃত্যু হবে জেনেও হাসে।
২. দুনিয়া একদিন শেষ হয়ে যাবে জেনেও তার প্রতি আকৃষ্ট হয়।
৩. আখেরাতের হিসাব হবে জেনেও সম্পদ সঞ্চয় করে।
৪. প্রতিটি জিনিস ভাগ্য অনুযায়ী হয় জানার পরও কোন জিনিস হারিয়ে গেলে আক্ষেপ করতে থাকে।
৫. জাহান্নামের আগুন সম্পর্কে জেনেও গোনাহ করে।
৬. আল্লাহ সম্পর্কে জানা সত্বেও অন্যের আলোচনা করে।
৭. জান্নাত সম্পর্কে অবগত থাকা সত্বেও অন্য কিছুতে শান্তি পায়।
৮. শয়তানকে শত্রু জানা সত্বেও তার আনুগত্য করে।

## খাবারের কিছু সুন্নত

১. দস্তরখান বিছানো।
২. কব্জি পর্যন্ত দু'হাত ধৌত করা।
৩. কুলি করা জরুরি নয়-তবে কেউ যদি মুখ পরিষ্কার করতে চায় তাহলে নিষেধ নেই। অবশ্য গোসল ফরজ অবস্থায় কুলি করা ছাড়া খাওয়া মাকরূহ।
৪. উঁচু আওয়াজে বিসমিল্লাহ পড়া।
৫. ডান হাতে খাওয়া।
৬. খাবারের মজলিসে যিনি সবার চেয়ে বেশি বুযূর্গ এবং বড় তাঁর দ্বারা শুরু করা।
৭. খাবার এক ধরনের হলে তা নিজের সামনে থেকে খাওয়া।
৮. কোন খাবার পড়ে গেলে উঠিয়ে পরিষ্কার করে খাওয়া।
৯. টেক লাগিয়ে না খাওয়া।

১০. খাবারের কোন দোষ বের না করা।

১১. জুতা খুলে খাওয়া।

১২. খাবারের সময় পায়ের পাতায় ভর করে হাটু খাড়া করে নিতম্বের উপর বসবে। অথবা এক হাটু খাড়া রাখবে এবং অপর হাটু বিছিয়ে তার উপর বসবে। অথবা উভয় হাটু বিছিয়ে বৈঠকের ন্যায় বসবে এবং সামনের দিকে একটু ঝুঁকে বসবে।

১৩. খাবারের পর পাত্র বা প্লেট ভালভাবে আঙ্গুল দ্বারা চেটে পরিষ্কার করবে। কারণ পাত্রও আহারকারীর জন্য মাগফেরাতের দোয়া করে।

১৪. খাবারের পর এই দোয়া পড়বেঃ

"اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ.

"সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি আমাদেরকে পানাহার করিয়েছেন এবং মুসলমান বানিয়েছেন।"

১৫. প্রথম দস্তরখান উঠানো তারপর নিজে উঠা।

১৬. উভয় হাত ধৌত করা।

১৭. কুলি করা।

১৮. শুরুতে বিসমিল্লাহ ভুলে গেলে এ দোয়া পড়বেঃ- بسم الله اوله واخره

১৯. দাওয়াত খেলে এ দোয়া পড়বেঃ

اَللّٰهُمَّ اَطْعِمْ مَنْ اَطْعَمَنِىْ وَاسْقِ مَنْ سَقَانِىْ.

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমাকে যিনি খাওয়ায়েছেন তাকে তুমি খাওয়াও এবং যিনি পান করায়েছেন তাকে তুমি পান করাও।

## সর্বাবস্থায় আল্লাহর জিকির

১. কাজ করার শুরুতে বলবে- بسم الله

২. কোন কাজের ওয়াদা করলে বলবে- ان شاء الله

৩. কোন জিনিসে বিদ্যমান সৌন্দর্যের প্রশংসা করলে বলবে- سبحان الله

৪. কারো কোন দুঃখ ও কষ্ট হলে বলবে- يا الله

৫. পছন্দের কোন কিছু দেখলে বলবে- ماشاء الله

৬. কারো শুকরিয়া আদায় করতে বলবে- جزاك الله

৭. ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে বলবে- لااله الاالله

৮. হাঁচি আসলে বলবে- الحمد لله

৯. অন্যকে হাঁচি দিতে দেখলে বলবে- يرحمك الله

১০. কোন গোনাহ হয়ে গেলে বলবে- استغفر الله

১১. কাউকে কিছু দান করলে বলবে- فى سبيل الله

১২. কাউকে বিদায় দেওয়ার সময় বলবে- فى امان الله

১৩. কোন বিপদ আসলে বলবে- توكلت على الله

১৪. অপছন্দীয়, অবাঞ্ছিত কোন কথা শুনলে বা বললে, বলবে- نعوذبالله

১৫. পছন্দনীয় কোন কথা শুনলে বা বললে বলবে- فتبارك الله

১৬. দু'য়াতে শরীক হলে বলবে- امين

১৭. কারো মৃত্যু সংবাদ পৌঁছলে বলবে- انا لله وانا اليه راجعون

## উম্মতে মুসলিমার প্রতি কুরআনের অভিযোগ

১। তুমি কুরআনের হক আদায় করনি। তার প্রতি ছিলে তুমি উদাসীন।

২। তোমার ঘর থেকে অশ্লীল গানের আওয়াজ আসে; কিন্তু কুরআন তেলাওয়াতের আওয়াজ আসে না।

৩। তুমি তাকে গিলাফ দ্বারা আচ্ছাদন করে সাজিয়ে রেখেছ; কিন্তু জীবনে বাস্তবায়ন করনি।

৪। ডিস দেখা, ফিল্ম দেখা, রেডিও শোনা, টেপরেকর্ড শোনা, মিউজিক শোনা, উপন্যাস এবং নোংরা ফিল্মের কাহিনী পড়ার সময় আছে; কিন্তু কুরআন তেলাওয়াত ও কিতাব পড়ার সময় নেই।

## আশ্চর্য ঘটনা

কোন এক বাদশাহর স্ত্রী, বাদশাকে বলল, তুমি জাহান্নামী। বাদশাহ বলল, আমি যদি জাহান্নামী হই তাহলে তুমি তিন তালাক। এখন এই স্ত্রী হালাল নাকি হারাম?

ঘটনাটি ইমাম শাফেয়ী র. বা অন্য কোন ফকীহের যুগের ঘটনা। তৎকালীন সময়ের কোন এক বাদশাহ নিজের স্ত্রীর সাথে একান্তে অবস্থান

করছিল। স্ত্রী কোন কারণে বাদশাহর উপর নারাজ ছিল। বাদশাহ চাচ্ছিল তার সাথে মহব্বতে সময় কাটাতে। আর বিবি অভিমান করে বসে আছে, সে চাচ্ছিল, তার চেহারা এক নজরও যেন না দেখে। এক পক্ষের জেদ আর অপর পক্ষের অঙ্গীকার। যখন অনেক সময় অতিবাহিত হয়ে গেল তখন বাদশাহ ভালোবাসার স্থলে অন্য কিছু বলে ফেলল। তখন বিবি বলল, জাহান্নামী এখান থেকে উঠে যাও। বিবি এত বড় কথা বলাতে বাদশাহর রাগ চলে আসল। সুতরাং সেও বলে ফেলল, আচ্ছা! আমি যদি জাহান্নামী হই তাহলে তুমি তিন তালাক। কথা তো বলে ফেলল; কিন্তু উভয়ে সারা রাত চিন্তিত ছিল যে, তালাক হয়েছে কি না?

সকালে তাদের মাথা ঠাণ্ডা হয়ে গেলে ফতোওয়া নেওয়ার জন্য চিন্তিত হয়ে পড়ল। স্থানীয় কোন আলেমের কাছে ঘটনার বৃত্তান্ত বর্ণনা করল। জিজ্ঞেস করল, বলুন! তালাক হয়েছে কি না? কারণ তালাক তো শর্তযুক্ত ছিল। উত্তরে সে বলল, আমি এর ফতোওয়া দিতে পারব না। কারণ আমি জানি না আপনি জাহান্নামী কি না? অন্যান্য ওলামাদের কাছেও জিজ্ঞেস করা হলো, তারা সবাই বলল, আমরা এ ফতোওয়া দিতে পারব না। কারণ কথাটি শর্তযুক্ত।

বাদশাহর ইচ্ছা ছিল এত সুন্দর ও ভালো স্ত্রী হাতছাড়া না হোক; কিন্তু সমস্যার কোন সমাধান হচ্ছিল না। বরং বাদশাহর সমস্যাটি আরো বেশি ছড়িয়ে পড়েছে। অবশেষে একজন ফকীহকে ডেকে আরজ করলেন, আপনি বলুন। ফকীহ বললেন, আমি উত্তর দেব তবে এর জন্য বাদশাহকে গোপনে কিছু কথা জিজ্ঞেস করতে হবে। বাদশাহ বলল, ঠিক আছে জিজ্ঞেস করুন। তিনি বাদশাহকে গোপনে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার জীবনে কি কখনো এমন সুযোগ এসেছিল, যে সময় আপনার গোনাহ করার সামর্থ্য থাকা সত্বেও আল্লাহর ভয়ে গোনাহ ছেড়ে দিয়েছেন।

বাদশাহ চিন্তা করতে লাগল। কিছুক্ষণ পর বলল, একবার এমন ঘটনা ঘটেছিল। জিজ্ঞেস করল তা কিভাবে? তিনি বললেন, একবার আমি দ্বি-প্রহরে বিশ্রামের জন্য আমার ঘরে গেলাম। তখন আমি দেখলাম, মহলের কাজের মেয়েদের মধ্য থেকে এক সুন্দরী কাজের মেয়ে আমার ঘরের জিনিস পরিপাটি করছে। আমি ঘরে প্রবেশ করে সেই মেয়েটিকে একা পেলাম। তার রূপ লাবণ্য আর সৌন্দর্য দেখে আমার মনে খারাপ চিন্তা আসল। সুতরাং আমি দরজার ছিটকানি লাগিয়ে দিলাম এবং তার দিকে

অগ্রসর হলাম। মেয়েটি একজন সতী-সাধ্বী নারী ছিল। সে যখন দেখল, আমি দরজার ছিটকানি লাগিয়ে দিয়েছি এবং তার দিকে বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ করে অগ্রসর হচ্ছি, তখন সে ঘাবড়ে গেল। আমি আরো নিকটবর্তী হলে সে আমাকে বলে উঠল- اتق الله يامالك! "হে বাদশাহ! আল্লাহকে ভয় করুন।" মেয়েটির মুখে আল্লাহর নাম উচ্চারিত হওয়ার সাথে সাথে আমার শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে গেল। আল্লাহর বড়ত্ব ও ভয় আমার উপর প্রাধান্য বিস্তার করল। ফলে আমি মেয়েটিকে বললাম, ঠিক আছে তুমি চলে যাও। আমি দরজা খুলে তাকে বের করে দিলাম। আমি যদি গোনাহ করতে চাইতাম, তাহলে তখন মেয়েটির সাথে গোনাহ করতে পারতাম, আমাকে জিজ্ঞেস করার কেউ ছিল না। কিন্তু আল্লাহ তাআলার বড়ত্ব ও ভয়ের কারণে মেয়েটিকে ছেড়ে দিয়েছি এবং গোনাহ থেকে বিরত রয়েছি।

ফকীহ বললেন, বাদশা! যদি আপনার এরকম ঘটনা ঘটে থাকে। তাহলে আমি ফতোওয়া দিচ্ছি আপনি জান্নাতি, আর আপনার তালাক কার্যকর হয়নি। এখন অন্যান্য ওলামায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কিভাবে ফতোওয়া দিলেন? উত্তরে তিনি বললেন, জনাব! আমি নিজ থেকে ফতোওয়া দেইনি, বরং এ ফতোওয়া তো কুরআন শরীফই দিয়েছে। তারা বলল, কুরআন কোথায় ফতোওয়া দিয়েছে? তিনি উত্তরে কুরআন শরীফের আয়াত তেলাওয়াত করলেন,

وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِىَ الْمَاْوٰى

"যে ব্যক্তি আপন রবের সামনে দাঁড়াতে ভয় করে এবং নিজ অন্তরকে কু-প্রবৃত্তি থেকে বাঁচিয়ে রাখে সে ব্যক্তির ঠিকানা হলো জান্নাত।"

এরপর তিনি বাদশাহকে লক্ষ্য করে বললেন, যেহেতু আপনি আল্লাহকে ভয় করে গোনাহ ছেড়েছেন এজন্য আমি লিখে দিতে পারি, আল্লাহ তাআলা আপনাকে জান্নাত দান করবেন।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই সংশ্রবের গুরুত্ব উপলব্ধি করার তৌফিক দান করুন। আমাদেরকে গোনাহের স্বাদ থেকে বাঁচিয়ে রাখুন। বাকি জীবন গোনাহ মুক্ত জীবন যাপন করার তাওফিক দান করুন। আমীন!

'ইশকের' ঘা সবার উপর একই রকম পড়ে।

পাত্রের পাথর্ক্যের কারণে রূপ পরিবর্তন হয়ে যায়।

## কুরআন-ই শুধু আপন অবস্থায় আছে

মুসলমান আলেম, খ্রিস্টান পাদ্রি, ইহুদী ধর্মযাজক এবং হিন্দু ব্রাহ্মন কোন এক স্থানে একত্রে বসত এবং নিজ নিজ ধর্মের ব্যপারে কথা বলত।

একবার খ্রিস্টান পাদ্রী বলল, আগামীতে আমাদের বৈঠকের বিষয়বস্তু কী হওয়া উচিত? মুসলমান আলেম বললেন, প্রত্যেক ধর্মের লোকের নিকট 'আল্লাহর যে বাণী' রয়েছে তা পড়ে শোনানো উচিত এবং বুঝিয়ে দেওয়া উচিত যে, তাঁর সার নির্যাস কি? এ কথায় সবাই রাজী হলো।

সুতরাং পূর্বনির্ধারিত বৈঠকে সবাই সেই মুসলমান আলেমকে বলল, আপনিই শুরু করুন। তখন সেই মাওলানা সূরা ফাতেহা পাঠ করলেন। তার সার নির্যাস সবাইকে বোঝালেন। কারণ এ সূরা হলো 'ফাতিহাতুল কিতাব' তথা কুরআন শরীফের সূচনা। মাওলানার পর খ্রিস্টানের পালা আসলো। সে বাইবেল পড়তে শুরু করল। তখন মাওলানা তাকে বললেন, আমার একটি বিষয় স্পষ্ট করা প্রয়োজন, সে বলল, কী স্পষ্ট করা প্রয়োজন?

মাওলানা বললেন, আপনি কোন ভাষায় বাইবেল পড়ছেন? উত্তরে সে বলল, ইংরেজি ভাষায়। মাওলানা বললেন, আপনি আল্লাহর বাণী পাঠ করুন। আল্লাহর বাণী তো ইংরেজি ভাষায় নাযিল হয়নি। যেহেতু সিদ্ধান্ত হয়েছিল, প্রত্যেকে তাদের কাছে থাকা আল্লাহর বাণী পাঠ করবে। তাই আপনি আল্লাহর বাণী পাঠ করুন। সে বলতে লাগল, তা তো আমাদের কাছে নেই। আমাদের কাছে তো কেবলমাত্র ইংরেজি তরজমা আছে যা মানুষের শব্দ।

সামনে ইহুদি বসা ছিল। সেও বলতে লাগল, আমাদের কাছেও তো আল্লাহর মূল বাণী নেই। মাওলানা জিজ্ঞেস করলেন, কেন? তারা বলতে লাগল, যে ভাষায় আমাদের এই কিতাব নাযিল হয়েছিল, বর্তমানে সে ভাষা দুনিয়ার কোথাও বিদ্যমান নেই। সে ভাষা পড়া এবং বুঝার মতো কেউ নেই। সুতরাং তারা কিতাব কিভাবে পড়বে।

পরিশেষে সবাই এ কথার উপর একমত হলো যে, দুনিয়ার ধর্মসমূহের মধ্যে কেবলমাত্র ইসলাম ধর্মের অনুসারীদের নিকটেই আল্লাহ তাআলার বাণী, তার আসল রূপে আজও বিদ্যমান আছে। মাওলানা যখন তাদের সামনে বললেন, আমাদের এখানে এই কিতাবের হাফেজও বিদ্যমান,

তখন তারা আশ্চর্য হয়ে গেল। মাওলানা বললেন, আপনাদের কাছে আপনাদের কিতাবের এক পৃষ্ঠারও যদি কোন হাফেজ থাকে তাহলে আমাকে দেখাবেন। প্রথম কথা হলো, তাদের কিতাবই সংরক্ষিত নেই এবং যা-ই আছে, তার এক পৃষ্ঠারও হাফেজ নেই। এই মর্যাদা আল্লাহ তাআলা কেবলমাত্র ইসলাম ধর্মকেই দিয়েছেন।

অবস্থার পদযুগলে কোন পাগল সাধু-সন্ন্যাসী পড়ে না,
ছিটকে পড়া তারকা জমিনের উপর পড়ে না।
নদী অত্যন্ত আগ্রহ ভরে সমুদ্রে পড়ে,
কিন্তু সমুদ্র কোন নদীতে পড়ে না।

## হারাম সম্পর্ক দ্বারা দুনিয়া ও আখেরাত ধ্বংস হয়

কুদৃষ্টির ক্ষতি এত বেশি, অনেক সময় এর কারণে দীন ও দুনিয়া উভয়টি ধ্বংস হয়ে যায়। বর্তমানে এই আত্মার ব্যধিতে লিপ্ত হওয়ার উপায়-উপকরণ অনেক বেশি ছড়িয়ে পড়েছে। তাই ভাল মনে হলো, এর কিছু ক্ষতিকর দিক এবং তা থেকে বাঁচার উপায় সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা করে দেওয়া। যাতে করে মানুষ এর ক্ষতি থেকে বাঁচতে পারে। সুতরাং নিম্ন বর্ণিত বিষয়গুলোর প্রতি গুরুত্ব দিলে নজরের হেফাজত করা সহজ হবে।

১। কোন বেগানা মহিলা পাশ দিয়ে অতিক্রম করলে দেখার জন্য যতই ইচ্ছে হোক না কেন গুরুত্ব সহকারে দৃষ্টি নিচে রাখা। যেমন আরেফে হিন্দী খাজা আজিজুল হাসান সাহেব মাযজুব র. এ বিষয়ে সতর্ক করেছেন এভাবে,

دین کا دیکھ ہے خطر اٹھنے نہ پائے ہاں نظر
کوئے بتاں میں اگر جائے تو سر جھکائے جا

যেখানে দীনের ক্ষতি দেখবে সেখানে দৃষ্টি তুলবে না,
সুন্দরীদের গলি দিয়ে গেলেও মাথা উঠাবে না।

২। দৃষ্টি কারো উপর পড়লে সাথে সাথে নিচু করে ফেলবে, যত কষ্টই হোক না কেন।

৩। এ চিন্তা করা যে, দৃষ্টির হেফাজত না করলে দুনিয়ার মোহে পড়ে যাবে, ইবাদত বন্দেগীর নূর ছিনিয়ে নেওয়া হবে এবং আখেরাতের ধ্বংস অনিবার্য।

৪। কু-দৃষ্টি হয়ে গেলে কমপক্ষে চার রাকাত নফল নামায পড়ার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া এবং সামর্থ্যনুযায়ী কিছু দান-খায়রাত করা। আর বেশি বেশি ইস্তেগফার করার অভ্যাস গড়ে নেওয়া।

৫। এ চিন্তা করবে, কু-দৃষ্টির অন্ধকারের দ্বারা অন্তর নষ্ট হয়ে যায়। এ অন্ধকার অনেক বিলম্বে দূর হয়। এমনকি দৃষ্টির হেফাজত না করা হলে, ফেরানোর আগ পর্যন্ত অন্তর পরিষ্কার হয় না।

৬। এ চিন্তা করা, কু-দৃষ্টি থেকে আসক্তি, আসক্তি থেকে মহব্বত, আর মহব্বত থেকে ইশক্ সৃষ্টি হয়, পরিনামে নাজায়েয ইশক্ থেকে দুনিয়া ও আখেরাত ধ্বংস হয়ে যায়।

৭। এ চিন্তা করা, কু-দৃষ্টির কারণে ইবাদত-বন্দেগী, জিকির-আজকার এবং ইবাদতের প্রতি ধীরে ধীরে আগ্রহ কমে যায়। এমনকি ছেড়ে দেওয়ার অবস্থা হয়। অতঃপর ঘৃণা সৃষ্টি হতে থাকে।

## আমার অন্তর পরিষ্কার, এধরনের কথা শয়তানের ধোকা

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ....الخ "তোমরা সর্বোত্তম জাতি। তোমাদেরকে মানুষের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজে বাধা প্রদান করবে।" কিন্তু আজ সেই জাতি নিজেই অন্যায় অপরাধে অভ্যস্ত হয়ে গেছে।

এ পৃথিবীতে তুমি মুখ ঢেকে রাখার জন্য নও,
তুমি যামানার জন্য নমুনা বনে এসেছ।
তুমি উদাসিনতায় সময় নষ্ট করার জন্য নও,
তুমি তো ঘুমন্ত মানবতাকে জাগ্রত করতে এসেছ।

### এক মহিলার ঘটনা

এক মহিলা জনৈক মুফতি সাহেবের কাছে চিঠি লিখেছে, আমার বোন বেপর্দায় আসা-যাওয়া করত। আমার স্বামীর মন তার দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে। সে আমার সাথে মেথরের ন্যায় আচরণ করে। আমাকে তাবীজ দিন।

কোন কোন লোক বাহানা করে বলে, আমার দীল সাফ, নজর পাক অথবা বলে, নজর সাফ, দীল পাক। আমি তাদের কাছে জিজ্ঞেস করি, হযরত আলী রা.-এর দীল এবং তাঁর দৃষ্টির ব্যাপারে আপনাদের কী ধারণা? তারা বলতে লাগল, আরে ভাই! তাঁর ব্যাপারে কি আর বলব, তাঁর অন্তর পবিত্র এবং দৃষ্টিও পবিত্র ছিল। আমি বললাম, তাহলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে কেন নির্দেশ দিয়েছিলেন, হে আলী! হঠাৎ দৃষ্টি পড়লে মাফ; কিন্তু সাবধান! দ্বিতীয়বার আর দৃষ্টি দেবে না। এরপর আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনাদের দৃষ্টি আর অন্তর কি হযরত আলী রা. থেকে বেশি পরিষ্কার ও পবিত্র?

লক্ষ্য করুন, বৈদ্যুতিক তার যদি আবরণ মুক্ত হয় আর পাওয়ার হাউজ থেকে ঐ সময় বিদ্যুত না আসে, তবুও কোন জ্ঞানী ব্যক্তি তা স্পর্শ করবে না বরং বলবে আরে ভাই! পাওয়ার হাউজ থেকে বিদ্যুত আসতে কী খুব বেশি সময় লাগবে?

দৃষ্টির অবস্থাও তদ্রুপ। এখন পবিত্র, কিন্তু যে বেগানা থেকে তার দৃষ্টি এখন পবিত্র, একটু একাকি হলে অপবিত্র হতে এক সেকেন্ডও লাগবে না। যারা নিজের নফসের উপর নির্ভর করেছে, তাদের তাকওয়া ও দীনদারী মুহূর্তের মধ্যে নষ্ট হয়ে গেছে।

## আংটির উপর তাবীজ লেখা জায়েয কি না

মুহতারাম,

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু।

সালামান্তে আরজ হলো, আংটির ব্যাপারে আমার কিছু প্রশ্ন। অনুগ্রহপূর্বক সন্তোষজনক উত্তর দিলে কৃতজ্ঞ থাকব।

**প্রশ্ন :** কখনো আংটিতে আল্লাহর জিকির, হেকমতের কথা, নাম বা অন্যান্য তাবিজসমূহ যেমন 'মুকাত্তাআতে কুরআনিয়া' অর্থাৎ সূরার শুরুর খণ্ড খণ্ড হরফসমূহ অথবা অন্য কোন বাক্য বা দোয়া ইত্যাদি লেখা হয়। এ লেখা এবং তা পরিধান করা সঠিক কি না?

**উত্তর :** হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রূপার একটি আংটি বানিয়ে ছিলেন, তাতে محمد رسول الله এর নকশা ছিল। (বুখারীঃ পৃষ্ঠা-৮৭৩।)

হযরত আনাস রা.-এর সূত্রে আবুশ শাইখ র.-এর বর্ণনা হলো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আংটির উপর, لااله الله محمد رسول الله খোদাই করা ছিল।[৯]

এতে বুঝা যায়, আংটির উপর আল্লাহর জিকির ইত্যাদি নকশা করা ঠিক আছে। সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীদের থেকেও আংটির উপর খোদাই করা প্রমাণিত আছে। যেমন:

১। হযরত হুযায়ফা ও উবায়দা রা.-এর আংটির উপর الحمد لله লেখা ছিল।

২। হযরত মাসরুক রা.-এর আংটির উপর بسم الله লেখা ছিল।

৩। হযরত জাফর রা.-এর আংটির উপর العزة لله লেখা ছিল।

৪। হযরত ইবরাহিম নাখ্ঈ র.-এর আংটির উপর بالله লেখা ছিল।[১০]

৫। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রা.-এর আংটির উপর نعم القادر الله লেখা ছিল।[১১]

৬। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ও কাসেম ইবনে মুহাম্মদ র.-এর আংটির উপর القادر الله খোদাই করা ছিল।

৭। ইবনে সীরীন র. বলেন, আংটির উপর حسبى الله এর নকশা হলে কোন সমস্যা নেই।[১২]

৮। হুযূর সা.-এর আংটির উপর محمد رسول الله লেখা ছিল।

৯। হযরত উমর রা.-এর আংটির উপর كفى بالموت واعظا লেখা ছিল।

১০। হযরত উসমান রা.-এর আংটির উপর لَتَصْبِرَنَّ اَوْ لَتَنْدَمَنَّ লেখা ছিল।

১১। হজরত আলী রা.-এর আংটির উপর الملك لله লেখা ছিল।

১২। হযরত ইমাম আবু হানিফা র.-এর আংটির উপর قُلِ الْخَيْرَ وَاِلَّا فَاسْكُتْ লেখা ছিল।

১৩। হযরত ইমাম আবু ইউসুফ র.-এর আংটির উপর مَنْ عَمِلَ بِرَاْيِهِ فَقَدْ نَدِمَ লেখা ছিল।

১৪। হযরত ইমাম মুহাম্মদ র.-এর আংটির উপর مَنْ صَبَرَ ظَفَرَ লেখা ছিল।

---

৯. ফাতহুল বারী: ১০/৩২৯।
১০. ফাতহুল বারী: ১০/৩২৮।
১১. ত্বহাবী: পৃ. ৩৫৪।
১২. জমউল ওয়ায়েল; পৃ. ১৮৪।

১৫। হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী র.-এর আংটির উপর ازغروه اولياء اشرف على লেখা ছিল। (على শব্দ দ্বারা ইশারা হলো হযরত আলী রা.-এর প্রতি)।

মোল্লা আলী ক্বারী র. লেখেন, আংটির উপর আল্লাহর নাম খোদাই করা এবং পরিধান করা জায়েয।

আল্লামা নববী র.ও অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের অভিমত বৈধতার পক্ষে বলে বর্ণনা করেছেন।

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী র. ফতহুল বারীতে লেখেন প্রাকৃতিক কাজ বা ইত্যাদি সময়ে অসতর্কতার কারণে অপছন্দনীয় হতে পারে, অন্যথায় সমস্যা নেই।[১৩]

এমনিতেও এ ধরনের আংটি বাথরুমে যাওয়ার পূর্বে খুলে নেওয়া উচিত, যেভাবে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীস শরীফে বর্ণনা করেছেন। এতে বুঝা যায়, প্রশ্নে উল্লেখিত বর্ণনা অনুযায়ী যে সকল আংটিতে তাবিজ লেখা থাকে তা পরিধান করা ঠিক আছে। সাধারণত তা নিষেধ করা ঠিক নয়। এতে কোন দোষও নেই। অবশ্য বে-আদবী থেকে বিরত থাকা জরুরি।[১৪]

**প্রশ্ন :** পিতল, ষ্টীল ও লোহার আংটি পরিধান করা যাবে কি না?

**উত্তর :** উল্লেখিত পদার্থ দিয়ে তৈরি আংটি পরিধান করা নিষেধ।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে বুরায়দা রা. তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রাসূল সা.-এর কাছে উপস্থিত হলো। তার হাতে পিতলের আংটি ছিল। রাসূল সা. বললেন, কি ব্যাপার? আমি তোমার মাঝে মূর্তির গন্ধ পাচ্ছি। ফলে সে ব্যক্তি তা ফেলে দিল। পরবর্তীতে আবার আসল। তখন তার হাতে লোহার আংটি ছিল। রাসূল সা. বললেন, কি ব্যাপার? আমি তোমার শরীরে জাহান্নামীদের অলংকার দেখতে পাচ্ছি। ফলে সে তাও ফেলে দিল এবং জিজ্ঞেস করল, হে রাসূল সা.! আমি কোন জিনিসের আংটি বানাব? তখন রাসূল সা. বললেন, রূপার আংটি বানাও। তবে সাথে স্বর্ণ মিলাবে না।[১৫]

---

[১৩]. ফাতহুল বারী: ১০/৩৩৮।

[১৪]. শামায়েলে কুবরা: ২/১৫২-১৫৩।

[১৫]. আবু দাউদ: পৃষ্ঠা-৫৮০।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. স্বর্ণের আংটি পরিধান করতেন। রাসূল সা. তা দেখে অপছন্দ করলেন। তখন তিনি তা খুলে ফেললেন। এরপর তিনি লোহার আংটি পরিধান করলেন। রাসূল সা. বললেন, এটা তো আরো বেশি খারাপ। তিনি তাও খুলে ফেললেন। এরপর রূপার আংটি পরিধান করলেন। তখন রাসূল সা. চুপ রইলেন।[১৬]

হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. কারো হাতে স্বর্ণের আংটি দেখলেন। রাসূল সা. বললেন, তা খুলে ফেল। সে লোহার আংটি পরিধান করল। রাসূল সা. বললেন, এটা তো তার চেয়েও বেশি খারাপ। পরে তিনি রূপার আংটি পরিধান করলেন। তখন রাসূল সা. চুপ ছিলেন।[১৭]

**ফায়দা:** কাজিখান র. লেখেন, রূপা ব্যতিত কোন আংটি ব্যবহার করা মাকরূহ। ষ্টীল ও লোহার আংটি মাকরূহ। এ দুটি দোযখীদের অলংকার।[১৮]

কেউ কেউ ষ্টীলের খুব সুন্দর আংটি পরিধান করে, এটা ঠিক নয়। রূপার আংটি ব্যতিত অন্য কোন আংটি একেবারেই নাজায়েয। আল্লামা আইনী র. লেখেন, পিতল, লোহা এবং শিশার আংটি সম্পূর্ণ হারাম।[১৯]

**প্রশ্ন :** আকীক (বিশেষ লাল পাথর), ইয়াকুত ইত্যাদি পাথরের বানানো আংটি পরিধান করতে পারবে কি না?

**উত্তর :** আকিক, ইয়াকুত ইত্যাদি পাথরের আংটি ব্যবহার করা যেতে পারে। বৃত্তটি রূপার এবং মনি পাথরের হবে।

হযরত ফাতেমা রা. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি আকীকের আংটি বানাবে তার সর্বদা কল্যাণ হবে।[২০]

হযরত আয়েশা রা. বর্ণনা করেন, হযরত জাফর রা.-এর বংশ থেকে একজন সাহাবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসে বললেন, আপনার জন্য আমার মা-বাবা উৎসর্গিত, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনি আমার সাথে একজন সাহাবী

---

[১৬]. উমদাতুল কারী: খণ্ড.২২, পৃষ্ঠা-৩৩।
[১৭]. উমদাতুল কারী: খণ্ড.২২, পৃষ্ঠা-৩৩।
[১৮]. জামউল ফাওয়ায়েদ: পৃষ্ঠা ১৪৮।
[১৯]. আইনী: খণ্ড.২২, পৃ.৩৭। শামায়েলে কুবরা: খ.২, পৃ.১৫১-১৫২।
[২০]. মাজমাউয যাওয়ায়েদ: খ.৫, পৃ.১৫৭ তাবরানী থেকে।

প্রেরণ করুন, যিনি জুতা এবং আংটি কিনে দেবেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত বেলাল রা.-কে ডাকলেন। বলে দিলেন, তুমি বাজারে যাও। কালো জুতা ছাড়া অন্য জুতা কিনবে। আর আংটি কিনবে যার মনি হবে পাথরের।[২১]

**ফায়দা:** মোল্লা আলী কারী র. লেখেন, হাদীস বিশারদগণ উল্লেখিত হাদীসকে প্রমাণহীন বলেছেন। জামউল ওসায়েলে এক দুর্বল রেওয়াতে বর্ণিত আছে, হলুদ পাথরের আংটি প্লেগ রোগ থেকে রক্ষা করে।[২২]

মোল্লা আলী কারী র. লেখেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আকীকের আংটি পরিধান করার বিষয় প্রমাণিত।[২৩]

শিরআতুল ইসলামের সূত্রে বর্ণিত, রূপা এবং আকিকের আংটি সুন্নত। এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত, আকিকের আংটি পরিধান কর। এটি একটি বরকতময় পাথর। এর মত কোন পাথর নেই। উত্তম হলো, তার বৃত্ত রূপার হবে এবং চূড়া পাথরের হবে।[২৪]

আল্লামা আইনী র. লেখেন, হযরত আলী রা.-এর নিকট ইয়াকুত পাথরের একটি আংটি ছিল। হৃদপিণ্ডের শক্তির জন্য তাতে লেখা ছিল

لا اله الا الله الملك الحق المبين[25]

## টয়লেটে তাবীজের আংটি খুলে যাবেন

হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. যখন বাথরুমে যেতেন তখন আংটি খুলে ফেলতেন।[২৬]

**ফায়দা:** আংটিতে কিছু লেখা থাকলে বাথরুমে যাওয়ার পূর্বে খুলে ফেলবে। রাসূল সা.-এর আংটিতে যেহেতু محمد رسول الله লেখা ছিল, তাই এর সম্মানে রাসূল সা. তা খুলে ফেলতেন।[২৭]

---

২১. মাজমাউয যাওয়ায়েদ: পৃ. ১৫৮।
২২. মাজমাউয যাওয়ায়েদ: পৃ. ১৩৯।
২৩. মাজমাউয যাওয়ায়েদ: পৃ. ১৩৯।
২৪. মাজমাউয যাওয়ায়েদ: পৃ. ১৪০।
২৫. মাজমাউয যাওয়ায়েদ: ২২/৩৪।
২৬. নাসায়ী: ২/৮৯, ইবনে হিব্বান।
২৭. হাশিয়ায়ে নাসায়ী: পৃ. ২৮৯।

## মা-বোনদের ১৪টি ত্রুটি, যা বর্জন করা আবশ্যক

১। কোন কথার উত্তর যথাযথভাবে দিতে পারে না। অনেক অহেতুক কথাবার্তা এদিক-সেদিক মিলিয়ে ফেলে। তারপরও সঠিক কথা বুঝা যায় না। সব সময় স্মরণ রাখবে, কোন ব্যক্তি কিছু জিজ্ঞেস করলে খুব মনোযোগ দিয়ে তার উদ্দেশ্য বুঝে নেবে। তারপর তার উপযুক্ত জবাব দেবে।

২। কোন জিনিসের প্রয়োজন থাকুক বা না থাকুক, একটু পছন্দ হলেই দেরী না করে নিয়ে নেয়। চাই ঋণ করেই হোক না কেন, কোন পরওয়া করে না। অথচ ঋণ না করলেও নিজের পয়সা এভাবে নষ্ট করা কোন বুদ্ধিমানের কাজ নয়। আবার অপচয় করা গোনাহ্ও বটে। যেখানে খরচ করার প্রয়োজন সেখানে প্রথমত চিন্তা করে নেবে যে, এখানে খরচ করলে আমার ধর্মীয় কোন উপকার অথবা দুনিয়াবী কোন প্রয়াজন পূর্ণ হবে কি না? খুব চিন্তা-ভাবনা করার পর যদি প্রয়াজন বা উপকারিতা অনুভব হয় তাহলে খরচ করবে। অন্যথায় নয়। আর যতদূর সম্ভব কখনও ঋণ করবে না, সামান্য কষ্ট হলেও।

৩। বাড়িতে থাকুক বা সফরে থাকুক আলসেমি করতে করতে বিলম্ব করে ফেলে। যার ফলে সময় সংকীর্ণ হয়ে যায়। আর সফরে বের হলে গন্ত ব্য স্থানে পৌঁছতে দেরী হয়ে যায়। রাস্তায় দেরী হয়ে গেলে জান-মালের ক্ষতির আশংকা থাকে। গরমকাল হলে নিজেও কষ্ট ভোগ করে বাচ্চাদেরও কষ্ট দেয়। আর বর্ষাকাল হলে প্রথমত বৃষ্টির ভয়, দ্বিতীয়ত কাদা পানিতে গাড়ি চলা বহুত মুশকিল এবং অনেক দেরী হয়ে যায়। যদি গ্রামের দিকে রওয়ানা করে, তাহলে রিক্সার জন্য দাঁড়িয়ে পেরেশান হয়। দেরীতে যাওয়ার কারণে ফিরতেও দেরী হয়, নিজের কাজে সমস্যা হয় এবং খাবারের ব্যবস্থাপনা করতে দেরি হয়। কখনো স্বামী তাড়াহুড়া করতে থাকে, কোথাও বাচ্চা কান্না করতে থাকে। যদি তাড়াতাড়ি রওয়ানা হয়ে যেত, তাহলে এতগুলো সমস্যা হত না।

৪। কোন কোন মহিলা আওয়াজের পর্দার প্রতি একেবারেই গুরুত্ব দেয় না। অথচ আওয়াজের পর্দাও ওয়াজিব। যেমন চেহারার পর্দা জরুরি। যার ফলে গোনাহগার হয়। সব ধরনের পর্দার প্রতি গুরুত্বরোপ করা উচিত।

৫। পরস্পরে দু'মহিলা কথা বললে অধিকাংশ সময়ই এরকম হয়, একজনের কথা শেষ হওয়ার আগেই আরেকজন কথা বলতে শুরু করে

দেয়। বরং অনেক সময় তো এমন হয় যে, উভয়ে এক সাথে কথা বলতে থাকে। একজন কথা বলতে থাকে আর অপরজন হাঁক ছাড়তে থাকে। না কেউ কারো কথা শুনছে না বুঝতে পারছে। আচ্ছা বলুন তো, এরূপ কথোপকথনে কী লাভ? একজনের কথা শেষ হলে আরেকজন কথা বলা উচিত।

৬। কখনো অলংকার ও টাকা-পয়সা অসতর্কতা বশত: বালিশের নিচে রেখে দেয়। আবার কখনো তাকের উপরে প্রকাশ্যে রেখে দেয়। কখনো আবার গোসল-খানায় রেখে দেয়। তালা থাকা সত্ত্বেও অলসতা করে তা যত্ন করে না। পরে কোন জিনিস হারিয়ে গেলে অন্যকে দোষারোপ করে।

৭। তাদেরকে এক কাজে পাঠালে অন্য কাজে লেগে যায়। উভয় কাজ শেষ করে ফিরে আসে। এতে প্রেরকের অনেক কষ্ট হয় এবং তার কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। কারণ প্রেরক তো এক কাজের হিসাব করে সময় নির্ণয় করেছে যে, এত সময় দেরি হওয়ার কথা। যখন সে সময় পার হয়ে যায় তখন তার পেরেশানি হয়ে যায়। তাদের মধ্যে অতি বুদ্ধিমানরা বলে, "এসেছ-ই যখন এ কাজটিও করে ফেল।' কিন্তু এরকম করবে না, বরং প্রথমত পাঠানো কাজ শেষ করে আদেশ পূর্ণ কর। তারপর অন্য কাজ নিশ্চিন্তে করতে থাক।

৮। এক সময়ের কাজ অন্য সময়ের জন্য রেখে দেয়। এতে অনেক সময় ক্ষতির সম্মুখিন হয়।

৯। কোন জিনিস হারিয়ে গেলে অযথা অন্যের উপর দোষারোপ করতে থাকে। অর্থাৎ কারো কোন জিনিস চুরি হয়ে গেলে নির্দ্বিধায় বলে ফেলে অমুকই এ কাজটি করেছে। অথচ এমনটি নাও হতে পারে। এমনিভাবে আরো অন্যায়মূলক কাজে সামান্য সন্দেহের বশবর্তী হয়ে দৃঢ়ভাবে ভালো মানুষকে ঘোর প্যাচে ফেলে দেয়।

১০। নিজের ভুল-ত্রুটি কখনো স্বীকার করে না। যতদূর সম্ভব কথা বানিয়ে বলে।

১১। কোথাও থেকে কোন ছোট জিনিস আসলে বা তা সামান্য হলে তাচ্ছিল্যের সাথে বলে যে, এমন জিনিস পাঠানোর কি দরকার ছিল। পাঠানোর সময় লজ্জাও লাগল না। এটা খারাপ। কারণ তার সামর্থ এতটুকুই ছিল। তা ছাড়া তোমাদের তো কোন ক্ষতি করে নি। স্বামীর

সাথেও এরূপ আচরণ করে। স্বামী খুশি হয়ে কম জিনিস আনলে তা ফিরিয়ে দিয়ে দোষ বের করবে না, বরং তা গ্রহণ করবে।

১২। তাদেরকে কোন কাজের আদেশ দিলে অযথা ঝগড়া করবে। তারপর কাজটি সম্পাদন করে। কাজ করার প্রয়োজন হলে ঝগড়া করার কি প্রয়োজন? অযথা অন্যের মন খারাপ করা হয়।

১৩। আসা-যাওয়ার সময় কান্না-কাটি করে। কান্না না আসলেও তারা এ ভয়ে কাঁদে যেন কেউ না বলতে পারে, তার মহব্বত নেই।

১৪। বাচ্চাদেরকে ঠাণ্ডা-গরম থেকে বাঁচায় না। এতে বাচ্চা অনেক সময় অসুস্থ হয়ে পড়ে। এরপর তাবিজ লাগানোর জন্য ঘোরাফেরা করে। ঔষধ, চিকিৎসা অথবা ভবিষ্যতের প্রতি সতর্ক হয় না।

## ওজুর অবশিষ্ট পানি নিজ সন্তানের চেহারায় ছিটিয়ে দোয়া করবে

হযরত আবু মূসা রা. বলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দোয়া করেছেন, 'এ ছোট বাচ্চা আবু আমেরকে কিয়ামতের দিন অধিক মর্যাদাশীল করুন।'

হযরত হাসসান ইবনে শাদ্দাদ রা. বলেন, আমার মা রাসূল সা.-এর কাছে উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার কাছে এ বাচ্চার দোয়ার প্রার্থনার জন্য উপস্থিত হয়েছি, আল্লাহ তাআলা যেন তাকে অনেক ভালো সন্তান বানিয়ে দেন। রাসূল সা. ওজু করলেন, ওজুর অবশিষ্ট পানি আমার চেহারায় ছিটিয়ে দিয়ে দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! এ মহিলার জন্য এ ছেলের মাঝে বরকত দান করুন এবং তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি করুন।[২৮]

## স্বামী-স্ত্রীর ঐক্যের মাঝে ঘরের শান্তি

বিবাহ করা হয় সংসার সাজানোর জন্য। স্বামী-স্ত্রী একে অপরের নিকট অতিরিক্ত আশা না করা এবং নিজের ইচ্ছার উপর স্থির থাকার পরিবর্তে ক্ষমা, উদার দৃষ্টিতে একে অপরকে প্রাধান্য দেওয়ার মনোভাব রাখে; তাহলে সেই সংসার সুখ-শান্তিতে পরিপূর্ণ থাকবে। মানুষের বেঁচে থাকার

---

২৮. হায়াতুস সাহাবা, পৃ.১৬৫।

স্বভাবজাত নিয়ম হলো ধারাবাহিক কাজে ব্যস্ত থাকা। যার ভিত্তি রাখা হয়েছে 'মহব্বতের' মতো পবিত্র আকর্ষণের মধ্যে। ঘরকে অনিষ্টতা থেকে পবিত্র রাখার জন্য মহব্বতের মতো একনিষ্ঠ আকর্ষণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ইসলাম ধর্মে অন্তরসমূহকে পরস্পরে মিলান এবং পারস্পরিক একতা সৃষ্টির জন্য বিবাহ-শাদীর মতো পবিত্র বন্ধন বিদ্যমান রয়েছে। বিবাহ এমন এক ধর্মীয় দায়িত্ব, যার দ্বারা একটি সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ বংশ পরম্পরা অব্যাহত থাকে।

আবার জীবন একটি সফরের মতো। স্বামী-স্ত্রী এমন সফরসঙ্গী যাদের রাস্তা ও গন্তব্য এক। যদি তাদের মাঝে পরিপূর্ণ মানসিক একতা এবং একে অপরের প্রতি মহব্বতের টান বিদ্যমান থাকে, তাহলে এ সফর অত্যন্ত আরামদায়ক এবং শান্তিপূর্ণভাবে কেটে যাবে। এমনিভাবে যখন দু'টি আত্মা বিবাহের মতো পবিত্র বন্ধনে আবদ্ধ হয় তখন তাদের সহাবস্থান বংশের একতা সৃষ্টি করে। এই একতাই পরর্তীতে উত্তম সংসার এবং বসবাসের সুন্দর পরিবেশ তৈরি করে। যেন উত্তম সংসার এবং ভাল ব্যবহার নির্মাণের জন্য বংশের একতা, দৃঢ়তা এবং সংহতি অত্যন্ত জরুরি। এভাবে বুঝার চেষ্টা করুন, শান্তিপূর্ণ ঘর এবং সুন্দর আচার-ব্যবহার হলো সন্তুষজনক বৈবাহিক জীবনের পূর্ব শর্ত।

বাহ্যিকভাবে কোন নারীই নতুন ঘরের ভিত্তি এ জন্য রাখে না যে, তা আবাদ করা হবে না এবং ঘরের পরিবেশ সন্তুষ্ট হবে না। তবে কখনো কখনো পরিবেশ পরিস্থিতি অনুকূলে থাকে না। অনেক কিছু আশা-আকাঙ্ক্ষার বিপরীত হয়ে যায়। তখন জীবনের শান্তি লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়। এমন হওয়া উচিত নয়। পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের বেশি কুরবানী, আত্মত্যাগ এবং খেদমত করা প্রয়োজন। মহিলার কুরবানী-আত্মত্যাগের দ্বারাই একটি সুখী-সমৃদ্ধ পরিবার গড়ে উঠে। এর চেয়ে বড় সম্মানের বিষয় আর কী হতে পারে!

সুখী পরিবার এবং উত্তম পরিবেশ সৃষ্টির কিছু ফর্মুলা লিপিবদ্ধ করা হলো। যা মামুলী ও সাধারণ হওয়া সত্ত্বেও অত্যন্ত গুরুতবহ এবং সুখী-শান্তিপূর্ণ বৈবাহিক জীবনের চাবিকাঠি।

১। দিনভর ক্লান্ত স্বামী যখন ঘরে ফেরে তখন তাকে একরাশ মুচকি হাসি এবং সালামের মাধ্যমে শুভেচ্ছা জানাবে। এতে সে সারাদিনের ক্লান্তির

কথা ভুলে গিয়ে নিজেকে একেবারে সজীব-সতেজ ও উৎফুল্ল মনে করবে। স্বামী আসার আগে ঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে রাখবে, পরিষ্কার কাপড়-চোপড় পরিধান করে পরিপাটি থাকবে এবং বাচ্চাদেরকেও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখবে। এভাবে ঘরের পরিবেশ উন্নত ও আনন্দময় বানিয়ে রাখবে।

২। সর্বাবস্থায় আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করবে। যদি স্বামীর রুজী-রোজগার কম হয় তাহলে তিরষ্কার করবে না, বরং এমতাবস্থায় তার সঙ্গ দেবে। অল্পে তুষ্টির আচরণ করবে। অকৃতজ্ঞ হবে না। একবার রাসূল সা. মহিলাদের লক্ষ্য করে বলেছিলেন, আমি জাহান্নামের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মহিলাদেরকে দেখতে পেয়েছি। কারণ জিজ্ঞেস করা হলে বললেন, স্বামীর অবাধ্যতা এবং অকৃজ্ঞতার কারণে।

৩। রাগকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখবে। কারণ অধিকাংশ অমিল রাগের কারণে হয়ে থাকে। স্বামী যদি রাগান্বিত অবস্থায় থাকে, তাহলে স্ত্রী চুপ থাকবে। পরে সময়মতো নিজের কথা অত্যন্ত মিষ্টি ভাষায় বুঝিয়ে দেবে। যাতে করে সে তোমার ইচ্ছা ভালভাবে বুঝতে পারে। কখনো কথা বাড়াবে না। তাহলে স্বামীর অন্তরে তোমার গুরুত্ব ও ইজ্জত সম্মান বৃদ্ধি পাবে।

৪। শ্বশুর বাড়ির কোন আত্মীয়র কথা বাপের বাড়ির কারো কাছে বলবে না। কারণ এতে উভয় পরিবারের মাঝে মনোমালিন্য সৃষ্টি হওয়ার আশংকা থাকে। নিজের শ্বশুর, ননদ, জা এবং দেবর সবাইকে অন্তর থেকে সম্মান করবে। তাদেরকে এমন মনে করবে, যেমন বাপের বাড়িতে মা-বাবা, ভাই-বোনদের মনে করতে। সাধারণ কথায় মনে ধরবে না, বরং এই চিন্তা করে মানসিকভাবে নিশ্চিন্ত হয়ে যাবে যে, বিবাহের পূর্বেও কখনো পিতা-মাতা কোন কাজে ধমক দিত, অথবা ভাই-বোনদের সাথে কোন কথায় মতবিরোধ হয়ে যেত। তখন পরস্পরের মাঝে খুব দ্রুত সুসম্পর্ক হয়ে যেত। বাপের বাড়ির মতো যদি শ্বশুর বাড়িতেও এমন মন-মানসিকতা নিয়ে আচরণ করতে পারে, তাহলে অবশ্যই সে মানসিকভাবে শান্তিতে থাকবে।

৫। স্বামীর অনুমতি ছাড়া কোথাও যাবে না। তাহলে সম্পর্কের মধ্যে আস্থা সৃষ্টি হবে। উত্তম হলো একে অন্যের কাছে সব বিষয় জানিয়ে করবে। যাতে করে সম্পর্কের মধ্যে আস্থা এবং দৃঢ়তা সৃষ্টি হয়। যেমনিভাবে

স্ত্রীদের কিছু বিষয় খেয়াল করা জরুরী, তদ্রুপ স্বামীদের জন্যও কিছু বিষয় খেয়াল রাখা উচিত। যা নিম্নরূপঃ

১। মা, বোন ও স্ত্রীকে সম্মান করবে। এক পক্ষের কথা শুনেই অপর পক্ষকে অসম্মান করবে না, বরং বিষয়টি বুঝে ন্যায় ও ধৈর্যের সাথে বিবেচনা করবে এবং সর্বদা সতর্কতা অবলম্বন করবে।

২। স্ত্রীর সেবা-যত্নের প্রশংসা করবে। তার কাজের গুণ কীর্তন করবে। সব সময় দোষ তালাশ করবে না, বরং ভুল হয়ে গেলে তাকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে বোঝাবে। ভালোবাসার দ্বারা তো পাথরের দীলও অনুগত হয়ে যায়।

৩। ভাষায় মাধুর্যতা অবলম্বন করবে, কর্কশ নয়। আপনার মিষ্ট ভাষা স্ত্রীর অন্তরে আপনার প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করার মাধ্যম হবে।

৪। অযথা স্ত্রীর সমালোচনা করবে না। সব ক্ষেত্রে নিজেকে তার চেয়ে উত্তম ও জ্ঞানী মনে করবে না। হতে পারে, কোন কোন বিষয়ে তার বুদ্ধি তোমার চেয়ে বেশি। তার সাথে সব কথা আলোচনা করবে। কারণ স্ত্রী শুধুমাত্র তোমার জীবন সঙ্গীই নয়, বরং উত্তম বন্ধুও বটে। তোমার সুখে-দুঃখে সঙ্গী হবে। এ জন্য স্ত্রীর মূল্যায়ন করবে। তাকে সর্বদা সম্মানের দৃষ্টিতে দেখবে। একে অন্যের কাছে বেশি চাওয়া-পাওয়া থাকলে জীবন পার হয়ে যাবে কিন্তু তা পূর্ণ হবে না। এ জন্য বেশি নয়, বরং ছোট ছোট বিষয়ের খেয়াল রাখবে। তাহলে এ ছোট কুটিরই হতে পারে হাসি-খুশি ও সজীব-সতেজ জান্নাতের প্রতিচ্ছবি।

## চিঠি ৭৮৬ দ্বারা আরম্ভ করবে না

১। চিঠির শুরুতে সর্বদা "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম" লিখবে। সংক্ষেপ করতে চাইলে "বিইসমিহী তা'আলা" লিখবে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে কাজ "আল্লাহর নামে শুরু করা হয় না তা অসম্পূর্ণ এবং বরকতহীন থাকে। কোন কোন মানুষ বিসমিল্লাহ্‌র পরিবর্তে ৭৮৬ লেখে। তা থেকে বিরত থাকা উচিত। আল্লাহর শেখানো শব্দের মধ্যেও বরকত আছে।

২। অবশ্যই প্রত্যেক চিঠিতে নিজের ঠিকানা লিখবে। এ ভেবে কখনো ঠিকানা লিখতে অলসতা করবে না যে, প্রাপকের কাছে আমার ঠিকানা

ইতিপূর্বে লিখেছি অথবা আমার ঠিকানা প্রাপকের জানা আছে। কারণ, আপনার ঠিকানা প্রাপকের কাছে সংরক্ষিত থাকবে অথবা স্মরণ থাকবে এটা জরুরি নয়।

৩। নিজের ঠিকানার ডানপাশে সামান্য জায়গা ছেড়ে লিখবে। সব সময় ঠিকানা স্পষ্ট এবং সুন্দর হস্তাক্ষরে লিখবে। সঠিক ঠিকানা এবং হস্তাক্ষর অবশ্যই ঠিকঠাক করে লিখবে। লেখা পুনরায় দেখে নেবে ঠিক আছে কি না।

৪। নিজের ঠিকানার নিচে অথবা বাম পাশের উপরে অবশ্যই তারিখ লিখে দেবে।

৫। তারিখ লেখার পর সংক্ষেপে পদবী এবং অত্যন্ত আদবের সাথে প্রাপককে সম্বোধন করবে। পদবী, আদব সর্বদা সংক্ষেপে ও সাধারণভাবে লিখবে। যাতে একনিষ্ঠতা এবং আন্তরিকতা অনুভব করে। এমন পদবী উল্লেখ করা থেকে বিরত থাকবে যার দ্বারা কৃত্রিমতা এবং অতিরঞ্জন মনে করা হয়। পদবী সাথে অথবা পদবীর নিচে দ্বিতীয় লাইনে মাসনুন সালাম অথবা "আসসালামু আলাইকুম" লিখবে।

৬। অমুসলিমকে চিঠি লেখার সময় সালামের পরিবর্তে আদাব ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করবে।

৭। পদবী ও আদাবের পর নিজের আসল উদ্দেশ্য লিখবে। উদ্দেশ্য লেখার পর প্রাপকের সাথে তোমার সম্পর্ক ও হৃদ্যতা প্রকাশক শব্দ ব্যবহার করার সাথে সাথে নিজের নাম লিখবে। এরপর চিঠি শেষ করবে। যেমনঃ আপনার খাদেম, দোয়া প্রার্থী, কল্যাণকামী, আল্লাহর সন্তুষ্টি প্রার্থী ইত্যাদি।

৮। চিঠি অত্যন্ত স্পষ্ট, সাদাসিধা ও সুন্দর হস্তাক্ষরে লিখবে। যেন অতি সহজে পড়া যায় ও বুঝা যায় এবং প্রাপকের অন্তরে তার প্রতি সম্মান থাকে।

৯। চিঠিতে অত্যন্ত সহজ-সরল ও সাবলীল ভাষা ব্যবহার করবে।

১০। চিঠি সংক্ষেপে লিখবে এবং প্রতিটি কথা স্পষ্ট করে লিখবে। শুধুমাত্র ইশারা-ইঙ্গিতে লিখবে না।

১১। পুরো চিঠিতে, পদবী এবং আদাব থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত প্রাপকের মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখবে।

১২। নতুন প্যারা শুরু করার সময় কিছু জায়গা ছেড়ে দেবে।

১৩। চিঠিতে সব সময় ভাব গাম্ভীর্যতা বজায় রাখবে। গাম্ভীর্যতাহীন কথা পরিহার করবে।

১৪। রাগান্বিত অবস্থায় চিঠি লিখবে না। এতে কোন কঠিন কথাও লিখবে না। চিঠি সব সময় নরম ভাষায় লিখবে।

১৫। সাধারণ চিঠিতে কোন গোপন কথা লিখবে না।

১৬। সঠিকভাবে যতিচিহ্ন ব্যবহার করবে।

১৭। কারো চিঠি তার অনুমতি ছাড়া কখনো খুলবে না। এটা অনেক বড় চারিত্রিক খেয়ানত। অবশ্য ঘরের বড়দের দায়িত্ব হলো, তারা ছোটদের চিঠি পড়ে তাদেরকে শিক্ষা দেবে। তাদের উপযুক্ত পরামর্শ দেবে। মেয়েদের চিঠিতে বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত।

১৮। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের ভাল-মন্দ খোঁজ খবর চিঠির মাধ্যমে নেবে।

১৯। কেউ অসুস্থ হয়ে গেলে বা আল্লাহ না করুক! কোন দুর্ঘটনা ঘটলে অথবা কোন বিপদে পড়লে অবশ্যই সহমর্মিতার চিঠি লিখবে।

২০। কেউ পদোন্নতি পেলে বা সম্মানিত হলে অথবা আনন্দের কোন অবস্থা সৃষ্টি হলে মোবারকবাদ জানিয়ে চিঠি লিখবে।

২১। সর্বদা চিঠি কালো বা নীল কালি দ্বারা লিখবে। কখনো পেন্সিল অথবা লাল কালি দিয়ে লিখবে না।

২২। ডাকে চিঠি ছাড়ার জন্য কেউ চিঠি দিলে অত্যন্ত দায়িত্বশীলতার সাথে চিঠি ছেড়ে আসবে। কখনো অবহেলা কিংবা বিলম্ব করবে না।

২৩। অপরিচিত লোকের কাছে চিঠির উত্তর চাওয়া হলে উত্তরের জন্য টিকেট সহ ফেরৎ খাম পাঠাবে।

২৪। লেখার পর কাটার প্রয়োজন পড়লে হালকাভাবে দাগ টেনে দেবে।

২৫। চিঠিতে শুধুমাত্র নিজের আনন্দ ও নিজের উদ্দেশের কথাই লিখবে না, বরং প্রাপকের আগ্রহ, অনুভূতি ও মনোভাবের প্রতিও লক্ষ্য রাখবে। নিজের লোকদেরই শুধুমাত্র ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখ জানাবে না, বরং প্রাপকের লোকদেরও ভাল-মন্দ জানতে চাইবে। স্মরণ রাখবে, চিঠিতে কারো কাছে বেশি কিছু চাইবে না। কারণ বেশি চাওয়ার দ্বারা সম্মান বজায় থাকে না। বর্তমানে মোবাইল ফোনের সহজলভ্যতার

কারণে চিঠি লেখা অনেক কমে গেছে। এমন হওয়া উচিত নয়, বরং চিঠি লেখার অভ্যাস রাখবে।

## মাজনুনকে মাজনুন বলা হয় কেন?

মানুষের জৈবিক চাহিদা প্রসূত ভালোবাসা এমন উন্মাদনা সৃষ্টি করে যার ফলে সে পাগল হয়ে যায়। আরব দেশে কায়েস নামক একজন ব্যক্তি ছিল। কোন এক মেয়ের সাথে তার সম্পর্ক ছিল। যদিও সে মেয়েটি রাতের মত কালো ছিল। তার মা-বাবাও তার নাম 'লায়লা' (রাত) রেখেছিল। কিন্তু কায়েস ছিল তার প্রেমে পাগলপারা।

সায়্যিদিনা হযরত হাসান রা. ও আমীরে মুয়াবিয়া রা.-এর মাঝে সন্ধি হলো। হাদীস শরীফেও তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, فئتين عظيمتين (বড় দু'দল)। হযরত হাসান রা. আমীরে মুয়াবিয়া রা.-এর পক্ষে ক্ষমতা হস্তান্ত র করার ঘোষণা দিলেন।পরেরদিন হযরত হাসান রা.-কোথাও যাচ্ছিলেন। রাস্তায় কায়েসের সাথে সাক্ষাৎ হলো। তাকে সালাম দিয়ে হাসান রা. জিজ্ঞেস করলেন, হে কায়েস! আমি 'রাজত্ব' মুয়াবিয়া রা.-এর হাতে হস্তান্তর করে ভাল করছি না? তিনি তো এর বেশি যোগ্য। কায়েস চুপ রইল, হাসান রা. আবার জিজ্ঞেস করলেন, কায়েস! তুমি উত্তর দিচ্ছ না কেন? কায়েস বলল, হ্যাঁ! সত্য কথা হলো, 'রাজত্ব' লায়লাকেই মানায়। এ কথা শুনে হযরত হাসান রা. বললেন, انت مجنون (তুমি পাগল)। সে সময় থেকে তাকে মাজনুন (পাগল) বলে ডাকা হতো। তার এ নাম এত প্রসিদ্ধ হয়েছে যে, আসল নাম অনেকে জানেই না।

একবার মাজনুনের পিতা তাকে বলল, তোমার কারণে আমার অনেক বদনাম হয়। চলো, তোমাকে বাইতুল্লাহ শরীফে নিয়ে যাব। সেখানে গিয়ে লায়লার সম্পর্ক থেকে তওবা করাব। সুতরাং সে তার পিতার সাথে মাকামে ইবরাহিমে পৌঁছল। সেখানে দাঁড়িয়ে তার পিতা তাকে বলল, এখন তুমি আল্লাহর কাছে দোয়া কর, হে আল্লাহ! আমি লায়লার মহব্বত থেকে তওবা করছি। পিতার কথায় সে হাত তো উঠাল; কিন্তু দোয়া করতে গিয়ে বলল-

اِلٰهِیْ تُبْتُ عَنْ كُلِّ الْمَعَاصِیْ * وَلٰكِنْ حُبَّ لَیْلٰی لَا اَتُوْبُ

"হে আল্লাহ! আমি সব গোনাহ থেকে তওবা করছি,
কিন্তু লায়লার প্রেম থেকে তওবা করছি না।"

এক ব্যক্তি লায়লার অনেক সুনাম শুনল। একটু দেখতে হবে, সে কেমন হুর পরী? মাজনুর সাথে যার এত গভীর সম্পর্ক। পরে দেখতে পেল যে, লায়লা সাধারণ মহিলাদের থেকেও অপছন্দনীয়। সে দেখা মাত্রই বলল,

از دگر خوباں تو آفزوں نیستی

"হে মেয়ে! তুমি তো অন্যান্য মেয়েদের মতো আকর্ষণীয় নও।"

তখন লায়লা বলল, گفت خاموش چوں تو مجنوں نیستی "চুপ করো! কারণ তুমি মাজনু না।" অর্থাৎ তুমি যদি মাজনুর দৃষ্টিতে দেখতে, তাহলে তোমার চোখে আমাকে সারা দুনিয়ার সব সুন্দরী রমণীদের চেয়েও বেশি সুন্দর দেখতে পেতে। এরকম মহব্বতকে মহব্বত বলা হয় না, বরং পাগলামী বলা হয়।

একবার মাজনুন কুকুরের পা চুম্বন করছিল। কেউ তাকে বলল, আরে মাজনুন তুমি তো কুকুরকে চুম্বন করছ। মাজনুন উত্তরে বলল, হ্যাঁ, আমি তাকে এজন্য চুম্বন করছি, সে ঐ রাস্তা দিয়ে এসেছে, যেখানে লায়লার বাসস্থান।

## শয়তানের ছয়টি হাতিয়ার

১। ওলামায়ে কেরাম লেখেন, শয়তান সর্বপ্রথম মানুষকে ইবাদত বন্দেগী থেকে বাধা প্রদান করে। অর্থাৎ মানুষের মন থেকে ইবাদত বন্দেগীর গুরুত্ব উঠিয়ে দেয়। যার ফলে মানুষ মুখে বলে নামায পড়ব; কিন্তু তার অন্তরে নামায পড়ার নিয়ত নেই।

২। শয়তান বাধা দেওয়ার পরও যদি মানুষ নেক কাজ থেকে নিবৃত না হয়, বরং নিয়ত করে যে, আমি অমুক নেককাজ করব। তখন শয়তান দ্বিতীয় হাতিয়ার ব্যবহার করে, উক্ত নেক কাজকে বাধাগ্রস্ত করার চেষ্টা করে। যেমন: কেউ নিয়ত করল, আমি তওবা করবো। শয়তান তখন তাকে কুমন্ত্রণা দেয়, আচ্ছা! আগামীকাল করো!,কেউ যদি ইচ্ছা করে যে, আমি নামায পড়ব; তখন শয়তান বলে, আগামীকাল থেকে নামায শুরু করো। এভাবে শয়তান তাকে নেক কাজে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে।

৩। শয়তানের কুমন্ত্রণার পরও যদি কোন ব্যক্তি নেক কাজ থেকে না ফেরে, তখন শয়তান তার অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয় যে, তাড়াতাড়ি করে ফেল। যেমন: খাবার খাওয়ার প্রয়োজন, আবার নামায পড়ারও সময় হয়েছে। তখন শয়তান কুমন্ত্রণা দিতে থাকে যে, তাড়াতাড়ি নামায

পড়ে নাও, তারপর খাবার খাও। এমন হলে মনকে বলবে, আগে তাড়াতাড়ি খাবার খেয়ে তারপর শান্তভাবে নামায পড়ব।

৪। কোন ব্যক্তি তাড়াতাড়ি যদি কোন্ নেক কাজ করে ফেলে তাহলে শয়তান তাতে লৌকিকতা সৃষ্টি করার চেষ্টা করে। তার মনে এ খেয়াল সৃষ্টি করে দেয় যে, অন্যরা দেখুক আমি নেক কাজ করছি। এভাবে সে তার আমল নষ্ট করে দেয়।

৫। এ কাজে যদি রিয়া বা লৌকিকতা সৃষ্টি না হয়, তাহলে শয়তান চেষ্টা করে তার অন্তরে অহংকার সৃষ্টি করার। সে ভাবতে থাকে আমি অন্যদের থেকে উত্তম। যেমনঃ সে বলে, আমি তো নামায পড়ি আর অমুক তো নামাযও পড়ে না। সে চিন্তা করে, আমি তো শিক্ষিত, হাফেয, কারী, আলেম এবং আমি এতবার হজ্ব করেছি, এভাবে যখন অন্তরে অহংকার চলে আসে তখন সকল আমল বরবাদ হয়ে যায়।

৬। অন্তরে যদি অহংকারও সৃষ্টি না হয়, তখন শয়তান সর্বশেষ হাতিয়ার ব্যবহার করে অন্তরে সুনাম, সুখ্যাতির আশা সৃষ্টি করে দেয়। মুখে সুনাম-সুখ্যাতির কথা আসে না, বরং মনে মনে চায়, আমার প্রশংসা করা হোক।

শয়তান এই ছয় হাতিয়ার দ্বারা মানুষের নেক আমল বরবাদ করে দেয়।

## পাঁচ জিনিসে তাড়াহুড়া করা জায়েয

১. মেয়ে বিবাহের উপযুক্ত হলে, যোগ্য পাত্র খুঁজে তাড়াতাড়ি বিবাহের ব্যবস্থা করা।

২. ঋণ থাকলে দ্রুত আদায় করা।

৩. কেউ মারা গেলে দ্রুত দাফন দিয়ে দেওয়া।

৪. মেহমান আসলে তার মেহমানদারীর দ্রুত ব্যবস্থা করা।

আমরা মধ্য এশিয়ার দেশগুলোতে লক্ষ্য করেছি, যখনই মেহমান আসে সাথে সাথে তার সামনে পানি দেয়। এরপর অন্যান্য খাবার পানীয় দেয়। স্মরণ রাখবে, পানি পান করানোও মেহমানদারীর অন্তর্ভূক্ত। সুতরাং যে ব্যক্তি মেহমানের সামনে পানির গ্লাস দিল সেও মেহমানদারী করাল।

১. গোনাহ হয়ে গেলে সাথে সাথে তাওবা করা।

## আল্লাহ্ তাআলা যেন তাহাজ্জুদের তাওফিক দেন

যখন এ উম্মত রাতে কাঁদত তখন দিনে হাসত।

একটি সূক্ষ্ম কথা মনে রাখবেন, যখন আপনি ক্লান্ত, গভীর ঘুমে অচেতন, ঘুম থেকে উঠতে পারেন না। কোন প্রয়োজনবশত পার্শ পরিবর্তনের সময় চোখ অবশ্যই খোলে। যে ব্যক্তির তাহাজ্জুদ পড়ার তাওফিক হয় না, সে পার্শ্ব পরিবর্তনের জন্য জাগ্রত হওয়ার মুহূর্তে আল্লাহ্ তাআলার কাছে তাহাজ্জুদের তাওফীকের দোয়া চেয়ে নেবেন। এটি একটি ছোট কথা। কিন্তু এর দ্বারা আপনার এ উপকার হবে যে, মুহূর্তের মধ্যে চাওয়া দোয়াও আপনাকে আল্লাহ্ তাআলার কাছে মাকবুল বান্দা বানিয়ে দেবে ইনশাআল্লাহ্।

আমাদের শায়েখগণ তো এমনও বলেছেন, যে সব মহিলা ফজরের আজানের পূর্বে উঠে ঘর পরিষ্কার করে অথবা চা বানায় তারাও আল্লাহর রহমত থেকে উপকৃত হয়।

## হৃদয় ভাঙ্গা মহিলার রাসূল সা.-এর জিয়ারত লাভ

কিতাবের মধ্যে আশ্চর্য এক ঘটনা লিপিবদ্ধ আছেঃ এক সতী-সাধ্বী ও নেককার মহিলা ছিল। স্বপ্ন যোগে রাসূল সা.-এর জিয়ারত লাভের প্রতি ছিল তাঁর প্রবল আগ্রহ। এজন্য সে খুব বেশি বেশী দরূদ শরীফও পড়ত। কিন্তু জিয়ারত নসিব হচ্ছিল না। তাঁর স্বামীও অনেক আল্লাহ্ ওয়ালা ছিলেন। একদিন সে তাঁর স্বামীর কাছে নিজের আকাঙ্ক্ষার কথা ব্যক্ত করল। আমার কখনো রাসূল সা.-এর জিয়ারত নসিব হয়নি। এ জন্য আপনি আমাকে এমন একটি আমল বলে দিন, যার বরকতে আমি স্বপ্নে রাসূল সা.-এর জিয়ারতের সৌভাগ্য অর্জন করতে পারি। স্বামী বললেন, আমি তোমাকে আমল বলে দেব, তবে তোমাকে আমার কথা মানতে হবে। স্ত্রী বলল, আপনি আমাকে যে কথা বলবেন আমি তাই মানব। স্বামী বললেন, আচ্ছা! তাহলে তুমি সাজ-সজ্জা করে নববধূর মত প্রস্তুত হয়ে যাও। স্ত্রী বলল, ঠিক আছে। ফলে সে গোসল করল। নববধূর কাপড় পরিধান করল। অলংকার পরিধান করল। নববধুর ন্যায় বসে রইল। যখন সে নববধূর ন্যায় সেজেগুজে বসে রইল। তখন স্বামী তাঁর ভাইয়ের কাছে গিয়ে বলল, দেখুন! আমার কত বয়স হয়েছে, আর আপনার বোন কত সাজ-গোজ করে বসে

আছে? যখন ভাই ঘরে আসল ও সে তার বোনকে নববধূর কাপড়ে আবৃত দেখতে পেল। তখন সে তাকে ধমক দিয়ে বলল, তোমার কি লজ্জা নেই। এই বয়স কি বধূ সাজার বয়স। তোমার চুল সাদা হয়ে গেছে, কোমর বাকা হয়ে গেছে। আর তুমি বিশ বছরের মেয়ে সেজে বসে আছ।

ভাই এভাবে ধমক দেওয়ার কারণে তার মন ভেঙে গেল। সে কাঁদতে শুরু করল। কাঁদতে কাঁদতে এক পর্যায়ে ঘুমিয়ে পড়ল। আল্লাহর শান দেখুন, আল্লাহ তাআলা তাঁর সে ঘুমের মধ্যে রাসূল সা.-এর জিয়ারত করিয়ে দিলেন। জিয়ারতের পর সে অত্যন্ত খুশি হলো। স্বামীকে জিজ্ঞেস করল, আপনি তো আমাকে সে আমল বলেন নি যা আপনি বলবেন বলেছিলেন; কিন্তু এভাবেই আমার জিয়ারত হয়ে গেছে। স্বামী বলতে লাগলেন, হে আল্লাহর বান্দী। এটিই ছিল আমল। কারণ আমি তোমার জীবনের উপর চিন্তা করলাম। তোমার মাঝে সব ধরণের নেকী দেখতে পেলাম। তোমার জীবন শরীয়ত ও সুন্নত অনুযায়ী দেখতে পেলাম। অতএব আমি অনুভব করলাম যে, আমি যেহেতু তোমার সাথে অত্যন্ত মহব্বতের সাথে জীবন-যাপন করছি, তাই তোমার অন্তর কখনো ভাঙ্গেনি। এজন্য ভাবলাম, যখন তোমার অন্তর ভাঙ্গবে, তখন আল্লাহর রহমত নাযিল হবে, তোমার আকাঙ্ক্ষাও পূর্ণ হবে। এজন্য আমি একদিকে তোমাকে নববধূর সাজে সাজতে বলেছি, অপরদিকে তোমার ভাইকে ডেকে পাঠিয়েছি। তিনি এসে তোমাকে ধমক দিয়েছেন। যার কারণে তোমার মন ভেঙে গেছে এবং আল্লাহ তাআলা এমন রহমত নাযিল করেছেন যে, তিনি তোমাকে রাসূল সা.-এর জিয়ারত করিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহু আকবার!

## হযরত আবু যর রা.-এর ঈমানী গল্প

হযরত আবু যর রাযি জঙ্গলে বসবাস করতেন। সাথে থাকত স্ত্রী এবং মেয়ে। হজ্বের সময় ছাড়া সেখান দিয়ে কেউ আসা-যাওয়া করত না। এদিকে তার মৃত্যুর সময় নিকটবতী। তখন হজ্বের মৌসুমও নয়। তাঁর মৃত্যু হয়ে গেলে গোসল, কাফন-দাফন, জানাজার নামাজ ইত্যাদী কে করবে; এনিয়ে তার স্ত্রী ছিলেন চিন্তিত। স্ত্রীর পেরাশান দেখে আবু যর রাযি. বললেন, ماكذبت وماكذبت "আমি মিথ্যা বলিনি এবং আমাকে মিথ্যা বলা হয়নি।"

আমি এক মজলিসে বসা ছিলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের মধ্যে একজন এমন হবে, যে একাকী মারা যাবে, একাকী উঠবে, কিন্তু তার জানাজা পড়বে মুসলমানদের একটি দল। উক্ত মজলিসে যত লোক ছিলেন তারা সকলে শহরে ইন্তেকাল করেছেন। শুধুমাত্র আমিই বেঁচে আছি এবং জঙ্গলে আছি। আমি জানিনা কারা আসবে, কোথা থেকে আসবে। তবে খবর সত্য, আমার জানাজা পড়ার জন্য কেউ না কেউ আসবে। তাই কোন চিন্তা করবে না। এটা তাকওয়ার এমন নিদর্শন যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সা. এর ইলম তাঁর অন্তরে গেঁথে গিয়েছিল।

আজ লাহোর, ইসলামাবাদ ও করাচীওয়ালাদের জিজ্ঞেস করো, আল্লাহর দীন কী বলে ? তোমাদের জানা আছে তোমার ব্যবসা কিভাবে চালাবে, যেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সা. অসন্তুষ্ট না হন। কেউ বলতে পারবে না। জমি ব্যবসায়ীদের জিজ্ঞেস কর, তারা কিভাবে জমির ব্যবসা করবে; যেন আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল সা. অসন্তুষ্ট না হন। অন্যান্য ব্যবসায়ীরা যা করছে তারাও তাই করছে। অন্যরা মিথ্যা বলছে, তারাও মিথ্যা বলছে। অন্যরা সুদ খাচ্ছে, তারাও সুদের উপর চলছে।

কিন্তু আবু যর গিফারী রা. এর একদিন অতিবাহিত হল। দ্বিতীয় দিন অতিবাহিত হল। তৃতীয় দিন মৃত্যুর লক্ষণ দেখা দিল। মেয়েকে ডাকলেন, বললেন, আজ অবশ্যই আমার জানাজার মেহমান আসবে। তুমি রুটি পাকাও, যেন মেহমানদের খেদমতে কোন ত্রুটি না হয়। আমি অবশ্যই আজ ইন্তেকাল করবো। মেয়েকে খাবার পাকাতে লাগিয়ে দিলেন। স্ত্রীকে বললেন, তুমি রাস্তায় গিয়ে বসে থাক, কেউ না কেউ অবশ্যই আসবে। স্ত্রী রাস্তায় গিয়ে বসে রইল। আল্লাহু আকবার। দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়ে গেল। আশা নিরাশায় পরিনত হল। এমন সময় হঠাৎ ইরাকের রাস্তায় ধূলা-বালি উড়তে দেখা গেল। যখন ধূলা-বালির আবরণ দূর হলো, তখন বিশটি উষ্ট্রারোহী দেখা গেল। স্ত্রী সামনে দাঁড়িয়ে ইশারা করলো। তারা একজন মহিলাকে জঙ্গলে একাকী দেখতে পেয়ে বাহনের মোড় ঘুড়িয়ে দিল। মহিলা বলল, আল্লাহর এক বান্দা মারা যাচ্ছে, তার জানাযা পড়ে নাও, তোমাদের সওয়াব হবে। তারা জিজ্ঞেস করল, কে সে ? মহিলা উত্তর দিল, আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথি আবু যর গিফারী রাযি.। একথা শুনে সকলে কান্না শুরু করে দিল আর বলল,

আমাদের মা-বাবা আবু যরের জন্য কুরবান হোক। উক্ত কাফেলায় ছিলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. সহ উনিশজন সাথি।

**গায়েবী ব্যবস্থাপনা যেভাবে হলঃ** হযরত উসমান রাযি. হজ্বে পৌছেছেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. এর সাথে কোন বিষয়ে পরামর্শ করার প্রয়োজন ছিল। তিনি ইবনে মাসউদকে সংবাদ পাঠালেন, বসা থাকলে দাড়িয়ে যাবেন আর দাড়ানো থাকলে রওয়ানা হয়ে মক্কায় এসে আমার সাথে সাক্ষাত করবেন। আপনার সাথে বিশেষ পরামর্শ আছে। হজ্ব পান বা নাই পান। বাহ্যিক কারণতো এটাই ছিল; কিন্তু অদৃশ্য কারণ ছিল হযরত আবু যর রাযি. এর জানাযা।

সাহাবাগণ উমরার ইহরাম বাধা অবস্থায় ছিলেন। তাঁরা সওয়ারী থেকে নামলেন এবং দৌড়ে আসলেন। হযরত আবু যর রা. এই আশায়ই ছিলেন। পূর্ব থেকেই জানা ছিল কেউ আসবে। কিন্তু আবু যর রা.-এর এমন তাকওয়া ছিল যে তিনি বলতেন, যে ব্যক্তি হযরত উসমান রা.-এর রাষ্ট্রে চাকরি করে সে আমার কাফন দেবে না। ২০ জনের মধ্যে ১৯ জন কোন না কোন দায়িত্বে ছিলেন। অবশ্য তাঁদের মধ্য থেকে একজন দাঁড়িয়ে বললেন, আমি আজ পর্যন্ত চাকরি করি নি। আর এই ইহরামও আমার নিজ হাতে বানিয়েছি। আবু যর রাযি. বললেন, ঠিক আছে। তুমিই আমার পুরো ব্যবস্থাপনা করবে। এরপর আবু যর রা.-এর ইন্তেকাল হয়ে গেল। সবাই তাঁর কাফন-দাফন করে চলে যেতে লাগলেন। মেয়ে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-কে বললেন, হে চাচাজান! খাবার প্রস্তুত আছে। জিজ্ঞেস করলেন, এ খাবার পূর্ব থেকে কিভাবে প্রস্তুত ছিল। মেয়ে বলল, আমার পিতা বলেছিলেন, আজ আমার জানাজা পড়ার জন্য মেহমান আসবে। তাদের খেদমতে অবহেলা করবে না। এ জন্য পূর্ব থেকে খাবার প্রস্তুত করে রাখবে। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বললেন, হায়! আবু যর গিফারী রা. জীবিতকালেও উদার ছিলেন, মরেও উদারতা দেখিয়ে গেলেন।

**নোটঃ** আবু যর রা.-এর এ ঘটনা অধিকাংশ ইতিহাস গ্রন্থে বিভিন্ন শব্দে লিপিবদ্ধ রয়েছে।[২৯]

---

[২৯].দেখুন, সীরাতুস সাহাবা, উসদুল গাবা, হায়াতুস সাহাবা।

## এক মহিলার সুন্দর নির্বাচন

হাজ্জাজের দরবারে এক মামলা আসল। আসামী ছিল তিন ব্যক্তি। তাদেরকে হত্যার হুকুম দেওয়া হলো। তিনজনের সাথে এক মহিলা ছিল। সে বলল, ওদের ছেড়ে দিন। আপনার বড় মেহেরবাণী হবে।

হাজ্জাজ বলল, তিনজনের মধ্য থেকে যে কোন একজনকে বেছে নাও। (তাদের একজনকে ছেড়ে দেব আর বাকি দু'জনকে হত্যা করে ফেলব)। একজন ছিল মহিলার ছেলে, একজন স্বামী আর একজন ভাই। মহিলা বলল, আমি অন্য স্বামী পাব, বাচ্চাও জন্ম হবে; কিন্তু আমার মা-বাবা মারা গেছে, এখন আর ভাই পাব না। তাই আমার ভাইকে ছেড়ে দিন। বাকি দু'জনকে হত্যা করে ফেলুন।

হাজ্জাজ বলল, আমি তোমার এ বুদ্ধিদীপ্ত নির্বাচনের কারণে তিনজনকেই ছেড়ে দিলাম।[৩০]

## দুই মহিলার আশ্চর্যকর ঘটনা

হাশেম নামক একজন বুযর্গ ছিলেন। তিনি বলেন, আমি সফরে ছিলাম। পথে এক তাঁবুতে অবতরণ করলাম। আমার ক্ষুধা লেগেছিলে। সে তাঁবুতে এক মহিলা বসেছিল। আমি বললাম, বোন! ক্ষুধা লেগেছে। খাবার পাওয়া যাবে কি? মহিলা উত্তর দিল, আমি মুসাফিরদের খাবার পাকানোর জন্য বসি নি। যাও! নিজের রাস্তা দেখ। বুযূর্গ বলেন, আমার এত ক্ষুধা লেগেছিল যে, আমি উঠতে পারছিলাম না। আমি চিন্তা করলাম এখানে একটু বিশ্রাম করে চলে যাব। ইতিমধ্যে মহিলার স্বামী আসল। সে আমাকে দেখে বলল, মারহাবা! কে আপনি?

–আমি বললাম, আমি একজন মুসাফির।

–খাবার খেয়েছেন?

–না! খাইনি।

–কেন?

–চেয়েছিলাম, কিন্তু পাইনি।

---

৩০. ইসলাহি ওয়াকেয়াত: পৃ.১৩৪।

স্বামী তার স্ত্রীকে বলল, জালেম! তুমি কি তাকে খাবার খাওয়াও নি? সে উত্তর দিল, আমি কোন মুসাফিরের জন্য বসি নি যে, মুসাফিরদের খাবার খাইয়ে খাইয়ে ঘর খালি করব।

এরকম খারাপ আচরণের পরও স্বামী তার বিবির সাথে কোন খারাপ ব্যবহার করল না। বলল, আল্লাহ তোমাকে হেদায়েত দিন। রাসূল সা. বলেছেন, সর্বোত্তম পুরুষ সে, যে তার বিবির সাথে উত্তম ব্যবহার করে।,সে বলল, আচ্ছা! তাহলে তুমি তোমার ঘর ভরে নাও। এরপর স্বামী একটি বকরী জবাই করল। তারপর তার গোশত কেটে পাক করে সেই মুসাফিরকে খাবার খাওয়াল এবং সাথে সাথে তার অপারগতাও পেশ করল। অতঃপর তাকে বিদায় দিল।

বুযূর্গ লোকটি চলতে চলতে সামনে এক জায়গায় পৌঁছলেন। সেখানেও একটি তাঁবু ছিল। সেখানে তিনি অবস্থান করলেন। এখানেও এক মহিলা বসা ছিল। বললেন বোন! আমি একজন মুসাফির। কিছু খাবার পাওয়া যাবে কি? মহিলা বলল, মারহাবা! আল্লাহর রহমত এসেছে। আল্লাহর বরকত এসেছে। আমি আপনাকে একটি সত্য কথা বলব। কোন এক সময় মেহমান আসলে বৃদ্ধরা এবং দাদীরা খুশি হয়ে বলতেন, আল্লাহর বরকত এসেছে। চাকর-চাকরানীদেরকে সরিয়ে নিজেরাই কাজ করতে শুরু করে দিতেন। আর বর্তমানে সব কিছু সহজ। তবুও বলে যে, মেহমান অসময়ে চলে এসেছে। তার সময়ের কোন অনুভূতি নেই, এমনিতেই চলে আসে।

কিন্তু সে বিবি বলল, মাশাআল্লাহ! আল্লাহর মেহমান এসে গেছে। বরকত এসে গেছে। দ্রুত বকরী জবাই করে পাক করল এবং খাবার তার সামনে রাখল। এমতবস্থায় স্বামী চলে আসল।

–স্বামী জিজ্ঞেস করল, কে আপনি?

–বলল, আমি একজন মেহমান।

–এই আংটি কোথেকে পেয়েছেন?

–জ্বি! আপনার স্ত্রী দিয়েছে।

তখন সে তার স্ত্রীকে থাপ্পড় মেরে বলল, তোমার লজ্জা নেই। মেহমানকে খাবার খাইয়ে আমার ঘর খালি করে দিচ্ছ। এতে বুযূর্গ লোকটির হাসি চলে আসল। তিনি জোরে অট্টহাসি দিলেন। তখন স্বামী

বুযূর্গ লোককে জিজ্ঞেস করল, হাসছেন কেন? উত্তর দিলেন, পেছনে এর উল্টা দেখেছি। তখন স্বামী বলল, আপনি কি জানেন সে কে? প্রথম মনজিলের মেয়েটি হলো আমার বোন। আর এ মেয়ে হলো প্রথম মনযিলের মেয়ের স্বামীর বোন। অর্থাৎ এক ভাই-বোন কৃপণ। আরেক ভাই বোন উদার।[৩১]

## মহিয়সী নারীর যৌবন কাটল একাকিত্বে

ফররুখ র. একজন তাবেয়ী ছিলেন। তাঁর স্ত্রী ছিলো গর্ভবতী। স্ত্রীকে বললেন, আল্লাহর রাস্তায় যাওয়ার ডাক এসেছে। চলে যাব কি? স্ত্রী বলল, আমি তো গর্ভবতী। আমার কি অবস্থা হবে? বললেন, তুমি এবং তোমার গর্ভের সন্তানকে আল্লাহর উপর সোপর্দ করছি। স্ত্রীকে ত্রিশ হাজার দেরহাম দিয়ে বললেন, এ গুলো তুমি খরচ করবে।

কত হেমন্তকাল গেল আর কত বসন্তকাল আসল! কত সকাল বিকেলে গড়াল আর কত বিকেল ডুবে সকাল হলো। তারপরও ফররুখ আসল না। এভাবে একে একে ত্রিশটি বছর অতিবাহিত হয়ে গেল। এই মহিলার যৌবন একাকি ঘরেই শেষ হয়ে গেল। তারপরও ফররুখ আসল না। ত্রিশ বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে।

একদিন এক বয়স্ক লোক মদিনার গলিতে প্রবেশ করল। তার খুব বেহাল অবস্থা। বার্ধক্যের ছাপ স্পষ্ট। সে ঘোড়ায় আরোহণ করে আসছে। ত্রিশ বছরে তো এক বংশধর শেষ হয়ে যায়। এখন সে খুব চিন্তিত, আমাকে কেউ চিনবে কি না? স্ত্রী জীবিত না কি মারা গেছে? কি হয়েছে? কি ঘটেছে? ঘর কি আগেরটাই আছে নাকি পরিবর্তন হয়ে গেছে? তিনি নানান কিছু চিন্তা করতে করতে বাড়ীতে পৌঁছলেন। বাড়ী চিনতে পারলেন। ভিতরে প্রবেশ করা অবস্থায় ঘোড়ার আওয়াজ, নিজের আওয়াজ ও হাতিয়ারের আওয়াজে ছেলে জাগ্রত হয়ে গেল। দেখল, এক বৃদ্ধ লোক বাড়ীর আঙ্গিনায় দাঁড়িয়ে আছে। ছেলে এক লাফ দিয়ে তাঁর দিকে দ্রুত ধাবিত হলো। তাঁর গলা চেপে ধরল। বলল, জানের দুশমন! তোমার লজ্জা নেই। বৃদ্ধাবস্থায় মুসলমানের বাড়ীতে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করেছ? তাঁকে একেবারে টেনে ধরল। তিনি ভয়ে আতংকিত হয়ে গেলেন। মনে

---

৩১. ইসলামী ওয়াকেয়াত: পৃ;১৩৫।

মনে তিনি ভাবলেন, সম্ভবত আমি ভুল করে অন্য বাড়ীতে চলে এসেছি। আমার বাড়ী বিক্রি হয়ে গেছে। অন্য কেউ এ বাড়ীতে এসেছে। তিনি বলতে লাগলেন, বেটা! ক্ষমা করো। আমার ভুল হয়ে গেছে। আমি ভেবেছিলাম এটা আমার বাড়ী। ফলে ছেলের রাগ আরো বেড়ে গেল। সে বলল, আচ্ছা! ভুল করে প্রবেশ করেছ, আবার বাড়ীর দাবী করছ, চলো! এখনই তোমাকে কাজীর কাছে নিয়ে যাব। তোমার জন্য সে-ই শাস্তির ব্যবস্থা করবে। এখন সে ক্ষেপে যাচ্ছে, আর তিনি শান্ত হচ্ছেন। একদিকে বার্ধক্য, অপরদিকে যৌবন। এদিকে আবার সে অনেক সফর করেছে। হাড্ডি বের হয়ে গেছে। এরপর আবার জানা নেই যে, বাড়ী আমার নাকি অন্য কারো। এমন সময় ফররুখের স্ত্রী চোখ খুললেন। জানালা দিয়ে ঘটনা পরখ করতে লাগলেন। ফররুখের চেহারা স্ত্রীর দিকে আর ছেলের পিঠ তার মায়ের দিকে। স্বামী-স্ত্রীর চোখের মিলন ঘটল। ফলে ত্রিশ বছরের জানালা খুলে গেল। বার্ধ্যকের বারিধারার মাঝে ফররুখের উজ্জ্বল চেহারায় দৃষ্টি পড়ল। মা এক চিৎকার দিলেন। হে রবীআ'! এর ফলে রবীআ'র পায়ের নিচ থেকে মাটি সরে গেল। মায়ের কি হলো? দেখতে পেল, মা উপর থেকে দাঁড়িয়ে তাঁকে ডাকছেন।

–কি হয়েছে মা?

–কে?

–জানি না?

হে জালেম! পিতার সাথে ঝগড়া করছ, তোমার পিতা! যার জন্য তোমার মার যৌবন শেষ হয়ে গেছে, তার রাত দিনে পরিণত হয়েছে, যার চুল রূপার মত হয়ে গেছে, ইনিই তিনি। তোমার পিতা যার জন্য আমি সারা জীবন কাটিয়ে দিয়েছি। রবী'আ কেঁদে ফেলল। ক্ষমার পর্ব চলছে...!

এভাবে অতীতের কাহিনীতে রাত কেটে গেল। ফজরের নামাযের সময় উঠলেন। জিজ্ঞেস করলেন, রবী'আ কোথায়? উত্তর দিলেন, সে তো আজানের পূর্বেই মসজিদে চলে যায়। পিতা মসজিদে গিয়ে দেখেন জামাত হয়ে গেছে। তাই একাকী নামায পড়লেন। মসজিদের বাইরে ছিল রওজায়ে আতহার। সেখানে গিয়ে দরূদ ও সালাম পাঠ করলেন। পড়তে পড়তে যখন মসজিদের দিকে দৃষ্টি পড়ল। তখন দেখলেন, ভরপুর এক মজলিস। এক যুবক হাদীস পড়াচ্ছে। দূর থেকে দেখছিলেন, দৃষ্টিশক্তি দুর্বল ছিল, চিনতে পারছিলেন না সে কে? একদিকে পেছনে বসে গেলেন। শুনতে শুরু করলেন।

হাদিসে পাকের দরস হচ্ছে। দরস শেষ হলে, সামনের কাউকে জিজ্ঞেস করলেন, বেটা! কে দরস দিচ্ছে? সে উত্তর দিল, আপনি জানেন না? আপনি মদিনার নন। তিনি বললেন, বেটা! আমি মদিনারই অধিবাসী তবে অনেক দিন পর এসেছি।

উত্তরে সে বলল, তিনি রবী'আ। ইমাম মালেক র., সুফিয়ান সাওরী র. এবং ইমাম আবু হানিফা র.-এর উস্তাদ।

তিনি আবেগে আপ্লুত হয়ে বললেন, বেটা! তুমি এ কথা বললে না যে, সে কার ছেলে?

সে উত্তর দিল, তাঁর পিতার নাম ফররুখ। আল্লাহর রাস্তায় চলে গেছেন। এমন কষ্টের উপত্যকায় ইসলাম সফর করেছে।[৩২]

## আল্লাহ তাআলা বলবেন আমার বান্দা সত্য

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা এক ঋণ গ্রহীতাকে ডেকে সামনে দাঁড় করাবেন। জিজ্ঞেস করবেন, তুমি ঋণ নিয়েছ কেন? আর কেন এই সম্পত্তি নষ্ট করেছ? সে উত্তর দেবে, হে আল্লাহ! আপনি ভাল করে জানেন, আমি এই সম্পত্তি খাই নি, পান করি নি এবং নষ্টও করি নি, বরং আমার সমস্যা হয়েছে... যেমন চুরি হয়ে গেছে বা আগুন লেগে গেছে অথবা অন্য কোন বিপদ এসেছে। আল্লাহ তাআলা বলবেন, আমার বান্দা সত্য বলেছে। আজ তোমার ঋণ পরিশোধ করার সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত আমিই। এরপর আল্লাহ তাআলা কোন জিনিষ চেয়ে নিয়ে তার নেকের পাল্লায় রেখে দেবেন। যার কারণে নেকের পাল্লা গোনাহের পাল্লার চেয়ে ভারি হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা তাকে আপন দয়া ও অনুগ্রহে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।[৩৩]

## সুখের দিনটি দুঃখের দিনে পরিণত হলো

অতীত কালে ইয়াযিদ ইবনে মালিক নামক একজন উমাইয়া খলীফা ছিলেন। তিনি হযরত উমর ইবনে আব্দুল আজিজ র.-এর পরে খলিফা

---

[৩২].তারিখে বাগদাদঃ ৮/৪২০।

[৩৩]. মুসনাদে আহমদ, তাফসীরে ইবনে কাসীরঃ ২/৩৭২।

হয়েছিলেন। একদিন তিনি বললেন, কে বলেছে, বাদশাদের ভাগ্যে আনন্দ জোটে না? আজ আমি খুশির সাথে দিনটি অতিবাহিত করতে চাই। আমি দেখব কে আমাকে বাধা দেয়? তাকে বলা হলো, আজকাল বিদ্রোহ হচ্ছে, এমন হচ্ছে, তেমন হচ্ছে। তাই বড় বিপদ হবে। তিনি উত্তর দিলেন, আজ আমাকে রাষ্ট্রের কোন খবর শোনাবে না। যত বড় বিদ্রোহ-ই হোক না কেন, আমি কোন খবর শুনতে চাই না। আজ আমি আনন্দের সাথে অতিবাহিত করতে চাই।

তার একজন খুব সুন্দরী বাদী ছিল। যার সৌন্দর্য্যের কোন তুলনা হয় না। নাম ছিল হুবাবা। খলিফা তাকে অত্যাধিক মহব্বত করতেন। তাকে নিয়ে রাজ প্রাসাদের অন্দর মহলে প্রবেশ করলেন। বিভিন্ন রকমের ফল ও বিভিন্ন জিনিস আসল। পানীয় আসল। আজ আমিরুল মুমিনীন আনন্দের সাথে অতিবাহিত করতে চায়। অর্ধেক দিনের কম সময় অতিবাহিত হয়েছে। হুবাবাকে কোলে নিয়ে বসে ছিলেন। তার সাথে হাসি-ঠাট্টা করছিলেন। নিজের হাতে ছিড়ে ছিড়ে তাকে আঙ্গুর খাওয়াচ্ছিলেন। বাদশাহ একটি আঙ্গুর হুবাবার মুখে দিলেন। কোন এক কথায় হুবাবা হাসল। যার ফলে আঙ্গুরের দানা সোজা তার শ্বাসনালীতে গিয়ে আটকে গেল। এক পলকে তার জান বেরিয়ে গেল।

যে দিন খলিফা সবচেয়ে বেশি আনন্দ করতে চেয়েছিল, সেদিন তার জীবনে এমন বেদনার দিন হলো যে, তিনি পাগল হয়ে গেলেন। তিন দিন পর্যন্ত হুবাবাকে দাফন করতে দেওয়া হলো না। ফলে তার শরীরে পচঁন ধরে গেল। পরে বনু উমাইয়ার সরদাররা তার মৃতদেহ জোরপূর্বক ছিনিয়ে নিয়ে দাফন করল। এর দু'সপ্তাহ পর বাদশাহও পাগল হয়ে মারা গেল।

**একটি মূল্যবান কথা :** বাদশাহ একটি সমুদ্রের মত। আর প্রজারা হলো ছোট নদীর মত। সমুদ্রের পানি যদি মিষ্টি হয় তাহলে নদীর পানিও মিষ্টি হবে। আর সমুদ্রের পানি যদি বিস্বাদ ও তিক্ত হয়, তাহলে নিঃসন্দেহে নদীর পানি বিস্বাদ ও তিক্ত হবে।

## আল্লাহ তা'আলা 'মুতী'কে হেদায়াত দিয়েছেন

সায়্যিদ আহমদ শহীদ র. যখন শিখদের বিরুদ্ধে জিহাদ করছিলেন, তখন দিল্লীর কুঠিতে অনেক প্রসিদ্ধ এক নর্তকী ছিল। তার নাম ছিল

'মূতী'। শাহ ইসমাঈল শহীদ র. এশার নামায পড়ে বের হলেন। সৌন্দর্যের বাজারে পৌঁছলেন, মূতীর ঘরের কড়া নাড়লেন। সেখানে লোকেরা তাকে দান-খয়রাত করতে লাগল। তিনি বললেন, ফকীর তো প্রথমে আকুতি-মিনতী করে। তারপর দান ভিক্ষা নেয়। তোমরা আগে আমার আকুতি-মিনতী শোন। সমস্ত লোক জমা হয়ে গেল। তিনি কুরআন তেলাওয়াত করলেন,

وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ (١) وَطُورِ سِينِينَ (٢) وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ (٣) لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (٤) ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ (٥) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (٦) فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ (٧) أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ (٨)

"শপথ আঞ্জীর (ডুমুর) ও যয়তুনের এবং সিনাই প্রান্তরস্থ তূর পর্বতের এবং এই নিরাপদ নগরীর। আমি সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতর অবয়বে। অতঃপর তাকে ফিরিয়ে দিয়েছি নীচ থেকে নীচে। কিন্তু যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্য রয়েছে অশেষ পুরস্কার। অতঃপর কেন তুমি অবিশ্বাস করছ কিয়ামতকে? আল্লাহ কি শ্রেষ্টতম বিচারক নন?"

-সূরা ত্বীন।

এরপর তিনি সর্বোত্তম ও সবচেয়ে নিকৃষ্ট লোকদের ব্যখ্যা শুরু করলেন। ফলে মূতীর চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতে লাগল। চোখের পানির কারণে আল্লাহ তাআলা তার অতীত জীবনের সকল গোনাহ মাফ করে দিলেন। সে তওবা করল এবং বলল, আমি এখন আপনার সাথে যাব। তিনি তাকে এনে এক লোকের সাথে বিবাহ দিয়ে দিলেন। পরে সে মুজাহিদদের জন্য আটা পিষত। মুজাহিদদের খেদমত করতে করতে শহীদ হয়ে গিয়েছিল।

এই মূতীকে তার মহল থেকে কে বের করেছে? আল্লাহ! এটা কেমন মাধুর্যতা ও স্বাদ ছিল? তা ছিল কুরআনের মিষ্টতা ও স্বাদ। হায় আফসোস! আমরা যদি সে স্বাদ সম্পর্কে অবগত হতাম। الله نور السموت والارض 'সৃষ্টিজগতে আল্লাহর নূর-ই বিদ্যমান।' আল্লাহর কসম! আল্লাহ বলেন, যে চোখের পর্দা হারাম থেকে ফিরিয়ে নেয়, আল্লাহ তাকে প্রতিটি ক্ষেত্রে নিজের

নূর দেখিয়ে দেন। সৃষ্টি জগতের সবকিছু আল্লাহর তাসবিহ পাঠ করছে। আল্লাহর কসম! আল্লাহ তা শুনিয়ে দেন। যে ব্যক্তি গান-বাজনা থেকে নিজের কানকে বাঁচিয়ে রাখে আল্লাহ তাকে শুনিয়ে দেন। যার চোখ হারাম দেখা ছেড়ে দেয়, যার কান হারাম শোনা ছেড়ে দেয়, আল্লাহ তাকে দুনিয়াতেই দেখা দেন। আল্লাহর উপর ঈমান আনো। সবকিছুই আল্লাহর হাতে। আল্লাহ বলেন, আমার নির্দেশ মত ব্যবসা করো। আমি তোমার ব্যবসায় লাভের গ্যারান্টি দিচ্ছি। কোন জিনিসের মধ্যে নিজের কোন ক্ষমতা নেই। যা কিছু আছে সব আল্লাহর হুকুমে।[৩৪]

* * * * * *

আলহামদুলিল্লাহ! মুক্তার চেয়ে দামী পঞ্চম খণ্ড কিতাবটি মক্কা মুকাররমা হারাম শরীফে রাত পৌনে একটায় (১২.৪৫) শেষ হয়েছে। আল্লাহ তাআলা তার দয়া ও অনুগ্রহে তা কবুল করুন। আমীন॥

## ॥ পঞ্চম খণ্ড সমাপ্ত ॥

---

৩৪. ইসলাহী ওয়াকেয়াত: পৃ.৫২৪।

# ষষ্ঠ খণ্ড

মাওলানা এনামুল হক রায়পুরী
উস্তাযুল হাদীস
জামেয়া ইসলামিয়া বাইতুল ফালাহ
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

# ষষ্ঠ খণ্ড

## দোয়া কবুল হওয়ার পরীক্ষিত আমল

হাদীস শাস্ত্রের ইমাম ও ওলামায়ে কেরাম নিজ নিজ রচনাবলীতে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণের নামসমূহ বিশেষ গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করেছেন। ইমাম বুখারী র. সর্বপ্রথম বর্ণমালার ক্রমবিন্যাস অনুসারে বদরী সাহাবীগণের নাম উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি তাঁর সহিহ বুখারীতে হাদীস চয়নের সনদ অনুযায়ী প্রাপ্ত চুয়াল্লিশজন বদরী সাহাবীর নাম উল্লেখ করেছেন। আল্লামা দাওয়ানী র. বলেন, আমি মুহাদ্দিসদের নিকট শুনেছি, সহিহ বুখারীতে উল্লিখিত বদরী সাহাবীর নাম উল্লেখ করার পর দোয়া কবুল হয়ে থাকে। বিষয়টি একাধিকবার পরীক্ষিত।

## বদরযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুহাজির সাহাবীগণ

১. আবু বকর ছিদ্দীক রা.

২. আবু হাফছ উমর ইবনুল খাত্তাব রা.

৩. আবু আব্দুল্লাহ উসমান ইব্ন আফফান রা.

৪. আবুল হাসান আলী ইব্ন আবি তালিব রা.

৫. হামযাহ্ ইব্ন আব্দুল মুত্তালিব রা.

৬. যায়েদ ইব্ন হারিসাহ্ রা.

৭. রাসূলুল্লাহ্ সা.-এর আযাদকৃত গোলাম আনাসাহ্ হাবশি রা.

৮. রাসূলুল্লাহ্ সা.-এর আযাদকৃত গোলাম আবু কাবশা ফারেসী রা.

৯. আবু মারছাদ কানায ইব্ন হাসান রা.

১০. কানায ইব্ন হিস্ন রা.-এর পুত্র, মারছাদ ইব্ন আবি মারছাদ রা.

১১. উবাইদাহ্ ইবনুল হারিস রা.

১২. তোফায়েল ইব্ন হারিস রা.

১৩. হুসাইন ইব্ন হারিস রা.

১৪. মিছতাহ্ আওফ ইব্ন উছাছা রা.

১৫. আবু হুযাইফা ইব্ন উতবা ইব্ন রবীয়াহ্ রা.

১৬. হযরত আবু হুযাইফা রা.-এর আযাদকৃত গোলাম সালেম রা.

১৭. আবুল 'আছ উমাইয়া এর আযাদকৃত গোলাম ছুবাই রা.

১৮. আব্দুল্লাহ্ ইব্ন জাহাশ রা.

১৯. উকাশা ইব্ন মিহসান রা.

২০. শুজা ইব্ন ওয়াহাব রা.

২১. উকবা ইব্ন ওয়াহাব রা.

২২. ইয়াজিদ ইব্ন রুকাইশ রা.

২৩. উকাশা ইব্ন মিহসান রা.-এর ভাই আবু সিনান ইব্ন মিহসান রা.

২৪. আবু সিনান ইব্ন মিহসানের ছেলে ও উকাশার ভাতিজা সিনান ইব্ন আবি সিনান রা.।

২৫. মুহরিয ইব্ন নাজলা রা.

২৬. রবী'আ ইব্ন আকতাম রা.

২৭. সাকিফ ইব্ন আমর রা.

২৮. মালিক ইব্ন আমর রা.

২৯. মুদলিজ ইব্‌ন আমর রা.

৩০. সুওয়াইদ ইবনে মাখশি রা.

৩১. উতবাহ্ ইবনে গাযওয়ান রা.

৩২. উতবাহ্ ইব্‌ন গাযওয়ান রা.-এর আজাদকৃত গোলাম জানাব রা.।

৩৩. জুবায়ের ইবনুল আওয়াম রা.

৩৪. হাতেব ইব্‌ন আবি বালতা'আহ রা.

৩৫. হাতেব ইব্‌ন আবি বালতা'আহ রা.-এর আজাদকৃত গোলাম সা'দ কালবি রা.

৩৬. মুস'আব ইব্‌ন উমাইর রা.

৩৭. সুওয়াইবিত ইব্‌ন সা'দ রা.

৩৮. আব্দুর রহমান ইব্‌ন আওফ রা.

৩৯. সা'দ ইব্‌ন আবি ওয়াক্কাস রা.

৪০. উমাইর ইব্‌ন আবি ওয়াক্কাস রা.

৪১. মিকদাদ ইব্‌ন আমর রা.

৪২. আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ রা.

৪৩. মাসঊদ ইব্‌ন রবী'আহ রা.

৪৪. যুশশিমালাইন ইব্‌ন আবদে আমর রা.

৪৫. খাব্বাব ইবনুল আরাত রা.

৪৬. আবু বকর রা.-এর আজাদকৃত গোলাম বেলাল ইব্‌ন রাবাহ রা.

৪৭. আমের ইব্‌ন ফুহাইরা রা.

৪৮. ছুহাইব ইব্‌ন সিনান রূমি রা.

৪৯. তালহা ইব্‌ন উবাইদুল্লাহ রা.

৫০. আবু সালামাহ ইব্‌ন আব্দুল আসাদ রা.

৫১. শাম্মাস ইব্‌ন উসমান রা.

৫২. আরকাম ইব্‌ন আবু আরকাম রা.

৫৩. আম্মার ইব্‌ন ইয়াছার রা.

৫৪. মা'তাব ইব্‌ন আওফ রা.

৫৫. ওমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর ভাই জায়েদ ইবনুল খাত্তাব রা.

৫৬. ওমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর আজাদকৃত গোলাম মাহ্জা রা.

৫৭. আমর ইব্ন সুরাকা রা.

৫৮. আব্দুল্লাহ্ ইব্ন সুরাকা রা.

৫৯. ওয়াকিদ ইব্ন আব্দুল্লাহ্ রা.

৬০. খাওলা ইব্ন আবি খাওলাহ্ রা.

৬১. মালিক ইব্ন আবি খাওলাহ্ রা.

৬২. আমির ইব্ন রবী'আহ্ রা.

৬৩. আমির ইব্ন বুকাইর রা.

৬৪. আকিল ইব্ন বুকাইর রা.

৬৫. খালিদ ইব্ন বুকাইর রা.

৬৬. ইয়াছ ইব্ন বুকাইর রা.

৬৭. সাঈদ ইব্ন জায়েদ ইব্ন আমর ইব্ন নুফাইল রা.

৬৮. উসমান ইব্ন মাযঊন জামহী রা.

৬৯. সায়িব ইব্ন উসমান রা.

৭০. কুদামাহ ইব্ন মাযঊন রা.

৭১. আব্দুল্লাহ ইব্ন মাযঊন রা.

৭২. মা'মার ইব্ন হারিছ রা.

৭৩. খুনাইস ইব্ন হুযাফা রা.

৭৪. আবু সুবরাহ ইব্ন আবি রাহাম রা.

৭৫. আব্দুল্লাহ ইব্ন মাখরামা রা.

৭৬. আব্দুল্লাহ ইব্ন সাহ্ল ইব্ন আমর রা.

৭৭. সুহাইল ইব্ন আমর রা.-এর আজাদকৃত গোলাম উমায়ের ইব্ন আওফ রা.

৭৮. সা'দ ইব্ন খাওলা রা.

৭৯. আবু উবাইদাহ আমির ইব্ন জাররাহ রা.

৮০. আমর ইবনুল হারিছ রা.

৮১. সুহাইল ইবনে ওয়াহাব রা.

৮২. ছফওয়ান ইবনে ওয়াহাব রা.

৮৩. আমর ইব্ন আবি সারাহ রা.

৮৪. ওয়াহাব ইব্ন সা'দ রা.

৮৫. হাতিব ইব্ন আমর রা.

৮৬. ইয়ায ইব্ন আবি জুবায়ের রা.

## বদরযুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী আনসার সাহাবীগণ

১. সা'দ ইব্ন মু'আয রা.

২. সা'দ ইব্ন মু'আয রা.-এর ভাই আমর ইব্ন মু'আয রা.

৩. সা'দ ইব্ন মু'আয রা.-এর ভাতিজা হারিছ ইব্ন আওছ ইব্ন মুআয রা.

৪. হারিছ ইব্ন আনাস রা.

৫. সা'দ ইব্ন জায়েদ রা.

৬. সালমাহ ইব্ন সালামাহ ইব্ন ওক্শ রা.

৭. আব্বাদ ইব্ন বশীর ইব্ন ওক্শ রা.

৮. সালমাহ ইব্ন সাবিত ইব্ন ওক্শ রা.

৯. রাফে ইব্ন ইয়াজিদ রা.

১০. হারিছ ইব্ন খুযামাহ রা.

১১. মুহাম্মদ ইব্ন মাসলামাহ রা.

১২. সালমাহ ইব্ন আসলাম রা.

১৩. আবুল হাইশাম ইবনুত তাইয়্যেহান রা.

১৪. উবাইদ ইবনুত তাইয়্যেহান রা.

১৫. আব্দুল্লাহ ইব্ন সাহ্ল রা.

১৬. কাতাদাহ ইব্ন নু'মান রা.

১৭. উবাইদ ইব্ন আউস রা.

১৮. নাছ্র ইবনুল হারিছ রা.

১৯. মা'তাব ইব্ন উবাইদ রা.

২০. আব্দুল্লাহ ইব্ন তারিক রা.
২১. মাসঊদ ইব্ন সা'দ রা.
২২. আবু আবস ইব্ন জুবায়ের রা.
২৩. আবু বুরদাহ হাই ইব্ন নাইয়্যার রা.
২৪. আছিম ইব্ন ছাবিত রা.
২৫. মা'তাব ইব্ন কুশাইর রা.
২৬. আমর ইব্ন মা'বাদ রা.
২৭. সহ্ল ইব্ন হুনাইফ রা.
২৮. মুবাশশির ইব্ন আব্দুল মুনযির রা.
২৯. রিফা'আহ ইব্ন আব্দুল মুনযির রা.
৩০. সা'দ ইব্ন উবাইদ ইব্ন নু'মান রা.
৩১. উওয়াইম ইব্ন সায়িদাহ রা.
৩২. রাফি ইব্ন আনজারাহ রা.
৩৩. উবাইদ ইব্ন আবি উবাইদ রা.
৩৪. ছা'লাবাহ ইব্ন হাতিব রা.
৩৫. আবু লুবাবাহ ইব্ন আব্দুল মুনযির র.
৩৬. হারিছ ইব্ন হাতিব রা.
৩৭. হাতিব ইব্ন আমর রা.
৩৮. আছিম ইব্ন আদী রা.
৩৯. উনাইস ইব্ন কাতাদাহ রা.
৪০. মা'আন ইব্ন আদী রা.
৪১. ছাবিত ইব্ন আকরাম রা.
৪২. আব্দুল্লাহ ইব্ন সালামাহ রা.
৪৩. জায়েদ ইব্ন আসলাম রা.
৪৪. রিব্য়ী ইব্ন রাফে রা.
৪৫. আব্দুল্লাহ ইব্ন জুবায়ের রা.
৪৬. আছিম ইব্ন কায়েছ রা.

৪৭. আবু যিয়া ইব্ন ছাবিত রা.
৪৮. আবু যিয়া রা.-এর ভাই আবু হুছছাহ্ ইব্ন ছাবিত রা.
৪৯. সালিম ইব্ন উমাইর রা.
৫০. হারিছ ইবনুন নু'মান রা.
৫১. খাওয়াত ইব্ন জুবায়ের ইব্ন নু'মান রা.
৫২. মুনযির মুহাম্মদ রা.
৫৩. আবু আকীল ইব্ন আব্দুল্লাহ্ রা.
৫৪. সা'দ ইব্ন খাইছামাহ্ রা.
৫৫. মুনযির ইব্ন কুদামাহ্ রা.
৫৬. মালিক ইব্ন কুদামাহ্ রা.
৫৭. হারিছ ইব্ন আরফাজাহ্ রা.
৫৮. সা'দ ইব্ন খাইছামাহ্ রা.-এর আযাদকৃত গোলাম তামীম রা.
৫৯. জাবির ইব্ন আতীক রা.
৬০. মালিক ইব্ন নামীলা রা.
৬১. নু'মান ইব্ন আছ্র রা.
৬২. খারিজাহ্ ইব্ন জায়েদ রা.
৬৩. সা'দ ইব্ন রবী রা.
৬৪. আব্দুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহা রা.
৬৫. খাল্লাদ ইব্ন সুওয়াইদ রা.
৬৬. বশীর ইব্ন সা'দ রা.
৬৭. সিমাক ইব্ন সা'দ রা.
৬৮. সুবাই ইব্ন কায়েছ রা.
৬৯. আব্বাদ ইব্ন কায়েছ রা.
৭০. আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আব্স রা.
৭১. ইয়াজিদ ইব্ন হারিছ রা.
৭২. খুবাইব ইব্ন আসাফ রা.
৭৩. আব্দুল্লাহ্ ইব্ন যায়েদ ইবনে সা'লাবাহ্ রা.

৭৪. সুফিয়ান ইব্ন বিশ্‌র রা.
৭৫. তামিম ইব্ন ইয়া'আর রা.
৭৬. আব্দুল্লাহ ইব্ন উমাইর রা.
৭৭. জায়েদ ইবনুল মুযাইয়ান রা.
৭৮. আব্দুল্লাহ ইব্ন উরফুতাহ রা.
৭৯. হুরাইছ ইব্ন যায়েদ ইব্ন ছা'লাবা রা.
৮০. আব্দুল্লাহ ইব্ন রবী রা.
৮১. আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্দুল্লাহ ইব্ন উবাই রা.
৮২. আওস ইব্ন খাওলা রা.
৮৩. যায়েদ ইব্ন ওদি'আহ রা.
৮৪. উকবাহ ইব্ন ওয়াহাব রা.
৮৫. রিফা'আহ ইব্ন আমর রা.
৮৬. আমির ইব্ন সালামাহ রা.
৮৭. মা'বাদ ইব্ন আব্বাদ রা.
৮৮. আমির ইবনুল বুকাইর রা.
৮৯. নওফিল ইব্ন আব্দুল্লাহ রা.
৯০. উবাদাহ ইব্ন ছামিত রা.
৯১. আওস ইব্ন ছামিত রা.
৯২. নো'মান ইব্ন মালিক রা.
৯৩. ছাবিত ইব্ন হাযাল রা.
৯৪. মালিক ইব্ন দু'ছুম রা.
৯৫. রবী ইব্ন ইয়াস রা.
৯৬. ওরাকাহ ইব্ন ইয়াস রা.
৯৭. আমর ইব্ন ইয়াস রা.
৯৮. মুজাযযার ইব্ন যিয়াদ রা.
৯৯. আব্বাদ ইব্ন খাশখাশ রা.
১০০. নাহহাব ইব্ন সা'লাবা রা.

১০১. আব্দুল্লাহ ইব্ন সা'লাবা রা.
১০২. উতবাহ ইব্ন রবী'আ রা.
১০৩. আবু দুজানাহ সিমাক ইব্ন খারশাহ রা.
১০৪. মুনযির ইব্ন আমর রা.
১০৫. আবু উসাইদ মালিক ইব্ন রবী'আ রা.
১০৬. মালিক ইব্ন মাসঊদ রা.
১০৭. আবদে রাব্বিহী ইব্ন হক রা.
১০৮. কা'ব ইব্ন জিমায রা.
১০৯. যামরাহ ইব্ন আমর রা.
১১০. যিয়াদ ইব্ন আমর রা.
১১১. বাসবাস ইব্ন আমর রা.
১১২. আব্দুল্লাহ ইব্ন আমির রা.
১১৩. কারাশ ইব্ন সিম্মাহ রা.
১১৪. হাব্বাব ইব্ন মুনযির রা.
১১৫. উমাইর ইব্ন হাম্মাম রা.
১১৬. খারাশ রা.–এর আজাদকৃত গোলাম তামিম রা.
১১৭. আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্ন হারাম রা.
১১৮. মু'আয ইব্ন আমর ইবনুল জামুহ রা.
১১৯. মুআওয়ায ইব্ন আমর ইবনুল জামুহ রা.
১২০. খাল্লাদ ইবনে আমর ইবনুল জামুহ রা.
১২১. উকবাহ ইব্ন আমের রা.
১২২. হাবীব ইব্ন আসওয়াদ রা.
১২৩. ছাবিত ইব্ন সা'লাবা রা.
১২৪. উমাইর ইবনুল হারিছ রা.
১২৫. বিশ্‌র ইবনুল বারা রা.
১২৬. তোফায়েল ইব্ন মালিক রা.
১২৭. তোফায়েল্ ইব্ন নু'মান রা.

১২৮. সিনান ইব্‌ন সাইফী রা.
১২৯. আব্দুল্লাহ ইব্‌ন জায ইবনে কায়েস রা.
১৩০. উতবাহ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ রা.
১৩১. জাব্বার ইব্‌ন সাখার রা.
১৩২. খারিজাহ ইব্‌ন হুমাইর রা.
১৩৩. আব্দুল্লাহ ইব্‌ন হুমাইর রা.
১৩৪. ইয়াজিদ আল মুনযির রা.
১৩৫. মা'কাল ইবনুল মুনযির রা.
১৩৬. আব্দুল্লাহ ইব্‌ন নু'মান রা.
১৩৭. যাহহাক ইব্‌ন হারিছা রা.
১৩৮. সা'আদ ইব্‌ন যুরাইক রা.
১৩৯. মা'বাদ ইব্‌ন কায়েছ রা.
১৪০. আব্দুল্লাহ ইব্‌ন কায়েছ রা.
১৪১. আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মানাফ রা.
১৪২. জাবির ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন রিয়াব রা.
১৪৩. খুলাইদ ইব্‌ন কায়েছ রা.
১৪৪. নু'মান ইব্‌ন সিনান রা.
১৪৫. আবুল মুনযির ইয়াজিদ ইব্‌ন আমির রা.
১৪৬. সুলাইম ইব্‌ন আমর রা.
১৪৭. কুতবাহ ইব্‌ন আমির রা.
১৪৮. সুলাইম ইব্‌ন আমর রা.-এর আজাদকৃত গোলাম আনতারা রা.
১৪৯. আয়েস ইব্‌ন আমির রা.
১৫০. ছা'লাবাহ ইব্‌ন গানামাহ রা.
১৫১. আবুল য়ুস্‌র কা'ব ইব্‌ন আমর রা.
১৫২. সাহ্‌ল ইব্‌ন কায়েস রা.
১৫৩. আমর ইব্‌ন তাল্‌ক রা.
১৫৪. মু'আয ইব্‌ন জাবাল রা.

১৫৫. কায়েস ইব্‌ন মিহ্‌সান রা.
১৫৬. হারিছ ইব্‌ন কায়েস রা.
১৫৭. জুবায়ের ইব্‌ন ইয়াস রা.
১৫৮. সা'দ ইব্‌ন উসমান রা.
১৫৯. উকবাহ ইব্‌ন উসমান রা.
১৬০. যাকওয়ান ইব্‌ন আবদে কায়েস রা.
১৬১. মাসঊদ ইব্‌ন খালদাহ রা.
১৬২. আব্বাদ ইব্‌ন কায়েস রা.
১৬৩. সাআদ ইব্‌ন ইয়াজিদ রা.
১৬৪. ফাকাহ ইব্‌ন বিশ্‌র রা.
১৬৫. মু'আয ইব্‌ন মায়িছ রা.
১৬৬. আয়িয ইব্‌ন মায়িছ রা.
১৬৭. মাসঊদ ইব্‌ন সা'দ রা.
১৬৮. রিফা'আহ ইব্‌ন রাফি রা.
১৬৯. খাল্লাদ ইব্‌ন রাফি রা.
১৭০. উবাইদ ইব্‌ন যায়েদ রা.
১৭১. জিয়াদ ইব্‌ন লাবিদ রা.
১৭২. ফারওয়াহ ইব্‌ন আমর রা.
১৭৩. খালিদ ইব্‌ন কায়েস রা.
১৭৪. জাবালাহ ইব্‌ন সা'লাবাহ রা.
১৭৫. আতিয়্যাহ ইব্‌ন নুওয়াইরাহ রা.
১৭৬. খালিকাহ ইব্‌ন আদি রা.
১৭৭. গুমারাহ খারাম রা.
১৭৮. সুরাকাহ ইব্‌ন কা'ব রা.
১৭৯. হারিছাহ ইব্‌ন নু'মান রা.
১৮০. সুলাইম ইব্‌ন কায়েছ রা.
১৮১. সুহাইল ইব্‌ন কায়েস রা.
১৮২. আদি ইব্‌ন যাগবার রা.

১৮৩. মাসঊদ ইব্‌ন আউস রা.
১৮৪. আবু খুযাইমাহ ইব্‌ন আওস রা.
১৮৫. রাফি ইব্‌ন হারিছ রা.
১৮৬. আওফ ইব্‌ন হারিছ রা.
১৮৭. মাউয ইব্‌ন হারিছ রা.
১৮৮. মু'আয ইব্‌ন হারিছ রা.
১৮৯. নু'মান ইব্‌ন উমর রা.
১৯০. আমির ইব্‌ন মাখলাদ রা.
১৯১. আব্দুল্লাহ ইব্‌নে কায়েস রা.
১৯২. উছাইমাহ আশজায়ী রা.
১৯৩. ওদিকাহ ইব্‌ন আমর রা.
১৯৪. হারিছ ইব্‌ন আফরা রা.-এর আজাদকৃত গোলাম আবুল হামরা রা.
১৯৫. ছা'লাবাহ ইব্‌ন আমর রা.
১৯৬. সাহ্‌ল ইব্‌ন আতিক রা.
১৯৭. হারিছ ইব্‌ন ছিম্মাহ রা.
১৯৮. উবাই ইব্‌ন কা'ব রা.
১৯৯. আনাস ইব্‌ন মু'আয রা.
২০০. আওস ইব্‌ন ছাবিত রা.
২০১. হাসসান ইব্‌ন ছাবিত রা.-এর ভাই আবু শায়খ উবাই ইব্‌ন ছাবিত রা.
২০২. আবু তালহা জায়েদ ইব্‌ন সাহ্‌ল রা.
২০৩. হারিছা ইব্‌ন সুরাকা রা.
২০৪. আমর ইব্‌ন ছা'লাবা রা.
২০৫. সুলাইত ইব্‌ন কায়েছ রা.
২০৬. আবু সুলাইত ইব্‌ন আমর রা.
২০৭. ছাবিত ইব্‌ন খানছা রা.
২০৮. আমির ইব্‌ন উমাইয়া রা.
২০৯. মুহারযিম ইব্‌ন আমির রা.
২১০. ছাওয়াদ ইব্‌ন গাযিয়াহ রা.

২১১. আবু যায়েদ কায়েস ইব্ন সাকান রা.
২১২. আবুল আওয়ার ইব্ন হারিছ রা.
২১৩. সুলাইম ইব্ন মিলহান রা.
২১৪. হারাম ইব্ন মিলহান রা.
২১৫. কায়েস ইব্ন আবি সা'সা'আহ রা.
২১৬. আব্দুল্লাহ ইব্ন কা'ব রা.
২১৭. উছাইমাহ আসাদি রা.
২১৮. আবু দাউদ উমাইর ইব্ন আমির রা.
২১৯. সুরাকাহ ইব্ন আমর রা.
২২০. কায়েস ইব্ন মাখলাদ রা.
২২১. নো'মান ইব্ন আবদে আমর রা.
২২২. হিমাক ইব্ন আবদে আমর রা.
২২৩. সুলাইম ইব্ন হারিছ রা.
২২৪. জাবির ইব্ন খালিদ রা.
২২৫. সা'দ ইব্ন সুহাইল রা.
২২৬. কা'ব ইব্ন জায়েদ রা.
২২৭. বুজাইর ইব্ন আবি বুজাইর রা.
২২৮. ইতবান ইব্ন মালিক রা.
২২৯. মালীল ইব্ন দুবরাহ রা.
২৩০. ইছমাহ ইবনুল হাসিন রা.
২৩১. হিলাল ইবনুল মু'আল্লা রা.

## সূর্যাস্তের পূর্বেই যাবতীয় পাপমুক্তি

رُوِيَ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا رَاحَ مُسْلِمٌ فِي سَبِيْلِ اللهِ مُجَاهِدًا أَوْ حَاجًّا مُهِلًّا أَوْ مُلَبِّيًا إِلَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ بِذُنُوْبِهِ.

হযরত সহ্‌ল ইব্‌ন সা'দ রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তাআলার রাস্তায় জিহাদরত অবস্থায় অথবা হজ্জব্রত পালন কালে, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু–এর জিকিররত অবস্থায় বা তালবিয়াহ (لبيك اللهم لبيك) পাঠরত অবস্থায় সন্ধ্যায় উপনীত হয়, সূর্য তার পাপরাশি নিয়েই অস্তমিত হয়।[১]

## নামাযের বিশ্বময় প্রভাব

যেমনিভাবে শিশুর ক্রন্দনের প্রভাব গৃহজুড়ে বিস্তার লাভ করে তেমনিভাবে নামায আদায়কারীর নামাযের প্রভাব সমগ্র পৃথিবীজুড়ে বিস্তার লাভ করে। বৃষ্টি প্রার্থনায় ইস্তিস্কার নামায আদায়করণ, চন্দ্রগ্রহণকালে খুসূফ তথা চন্দ্র গ্রহণের নামায ও সূর্য গ্রহণকালে কুসূফ তথা সূর্য গ্রহণের নামায এর সুস্পষ্ট প্রমাণ। মানুষের জীবনের বিভিন্ন স্তরের সাথে নামাযের সময়ের বিশেষ সামঞ্জস্য রয়েছে।

- ফজরের নামাযের সাথে মানব জীবনের শিশুকালের সামঞ্জস্য রয়েছে। কেননা তা দিনের শুরুতে আদায় করতে হয়।
- জোহরেরর নামাযের সাথে মানব জীবনের যৌবনকালের সামঞ্জস্য রয়েছে। কেননা তা সূর্য উপরে ওঠার পর আদায় করতে হয়।
- আসরের নামাযের সাথে মানব জীবনের বার্ধক্যের সাথে সামঞ্জস্য রয়েছে। কেননা তা সূর্য হেলে পড়ার পর আদায় করতে হয়।
- মাগরিবের নামাযের সাথে মানব জীবনের পরিসমাপ্তি তথা মৃত্যুর সাথে সামঞ্জস্য রয়েছে। কেননা তা দিবসের সমাপ্তিতে সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর আদায় করতে হয়।
- এশার নামাযের সাথে মানব জীবনের অনস্তিত্বের সামঞ্জস্য রয়েছে। কেননা সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর যেমনিভাবে দিবসের সামগ্রিক প্রভাব বিদূরিত হলে এশার নামায আদায় করতে হয়, তেমনিভাবে মৃত্যুর পর মানুষের সব চিহ্ন মুছে যায়।
- রাতের পর যেহেতু দিবসের আগমন ঘটে সেহেতু মৃত্যু পরবর্তী পুনরুত্থান দিবস তথা কিয়ামতকে ইওয়ামুল কিয়ামাহ বলে অভিহিত করা হয়েছে; লায়লুল কিয়ামা তথা কিয়ামত রজনী বলে অভিহিত করা হয়নি।

---

[১]. আত-তারগীব ওয়াত তারহীব: ২/২৬৯।

## জিবরাঈল আ. কর্তৃক মুনাজাত শিক্ষাদান

হযরত আনাস ইবনে মালিক রা. বর্ণনা করেন, একবার হযরত উবাই ইবনে কা'ব রা. বলেন, আমি মসজিদে গিয়ে আল্লাহ তাআলার এরূপ প্রশংসা করব যেরূপ প্রশংসা ইতিপূর্বে কেউ করেনি। তিনি মসজিদে গিয়ে নামায আদায়ের পর যখন আল্লাহ তাআলার প্রশংসা ও গুণকীর্তন করার জন্য বসলেন, তখন তিনি হঠাৎ তাঁর পেছন থেকে একটি উচ্চ ধ্বনি শুনতে পেলেন। কেউ বলছিল, "হে আল্লাহ! যাবতীয় প্রশংসা তোমারই জন্য। সমগ্র রাজত্ব তোমারই। যাবতীয় কল্যাণ তোমারই অধীনস্থ। সমস্ত গোপন ও অন্তর্নিহিত বিষয় তোমার কাছেই সমর্পিত হয়। যাবতীয় প্রশংসা ও স্তুতি তোমারই জন্য। সকল বস্তুতে তোমারই সর্বময় কর্তৃত্ব। আমার যাবতীয় পাপ মার্জনা করো। ভবিষ্যতে যাবতীয় পাপ ও অপছন্দনীয় কাজ থেকে আমাকে রক্ষা করো। পবিত্র ও পুণ্যময় যে সকল কাজে তুমি সন্তুষ্ট এবং যা করলে তুমি আমার প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে, আমায় তা পালন করার তাওফিক দাও। কবুল করে নাও আমার তওবা হে আল্লাহ! হযরত উবাই ইবনে কা'ব রা. রাসূল সা.-এর দরবারে এসে পূর্ণ ঘটনার বিবরণ দিলে তিনি বললেন, এ তো হলেন জিবরাঈল আ.।[২]

## মুমিনের মৃত্যুতে ফেরেশতাদের কোমলতা

হযরত সালমা ইবনে আতিয়াহ আসাদী র. বলেন, হযরত সালমান রা. একবার জনৈক রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে গেলেন। সে ব্যক্তি মৃত্যুশয্যায় জীবনের অন্তিম মুহূর্ত অতিক্রম করছিল। হযরত সালমান রা. বললেন, হে ফেরেশতাগণ! তোমরা তার সাথে কোমল আচরণ কর। তখন সেই মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তি বলল, ফেরেশতারা বলছেন, আমরা প্রত্যেক মু'মিনের সাথেই কোমল আচরণ করে থাকি।[৩]

## জালেমের জুলুম হতে মুক্তি লাভের দোয়া

হযরত লাইছ ইবনে সা'দ র. বলেন, হযরত জায়েদ ইবনে হারেসা রা. আপন ঘটনার বর্ণনায় বলেন, আমি তায়েফে জনৈক ব্যক্তি হতে একটি খচ্চর ভাড়ায় নিয়েছিলাম। ভাড়াদাতা ভাড়া দেয়ার সময় শর্ত করেছিল,

---

২. হায়াতুছ সাহাবা: ৩/৬১০।

৩. হায়াতুছ সাহাবা: ৩/৬০৯।

সে পথিমধ্যে যেখানে ইচ্ছা সেখানেই আমাকে যাত্রাবিরতিতে বাধ্য করতে পারবে। ফলে সে এক অনাবাদি স্থানে আমাকে নিয়ে গেল এবং আমাকে সেখানে যাত্রাবিরতি করার নির্দেশ দিল। তার নির্দেশে আমি সেখানে যাত্রা বিরতি করলাম। খচ্চর থেকে নেমে সেখানে আমি অনেক নিহত ব্যক্তির লাশ পড়ে থাকতে দেখলাম। কিছুক্ষণ পর সে আমাকেও হত্যা করতে উদ্যত হল। আমি তাকে বললাম, হত্যার পুর্বে আমাকে দুই রাকাআত নামায আদায় করার সুযোগ দাও। সে বলল, এই নিহত ব্যক্তিরাও তোমার ন্যায় নামায আদায় করেছিল। কিন্তু তাদের নামাযে কোন লাভ হয়নি। নামায শেষে যখন সে আমাকে হত্যা করার জন্য অগ্রসর হলো, তখন আমি يا ارحم الراحمين (ইয়া আরহামার রাহিমীন) বলে প্রার্থনা জানালাম। তখন সে একটি ধ্বনি শুনতে পেল, যাতে ধ্বনিত হলো, 'তাকে হত্যা করো না'। এতে সে হকচকিত ও ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। সে এই ধ্বনির উৎস অনুসন্ধান করতে শুরু করল। কিন্তু কোন উৎস সে খুঁজে পেল না। ফলে সে ফিরে এলো। আর আমি উচ্চস্বরে তিন বার يا ارحم الراحمين (ইয়া আরহামার রাহিমীন) পাঠ করলাম। হঠাৎ এক অশ্বারোহী দৃষ্টিগোচর হলো। তাঁর হাতে একটি লৌহ বল্লম ছিল। সেই লৌহ বল্লমের মাথা থেকে অগ্নিস্ফূলিঙ্গ বের হচ্ছিল। অশ্বারোহী এসেই তাকে সেই লৌহ বল্লম দ্বারা সজোরে আঘাত হানল, যা তার কোমর দিয়ে প্রবেশ করে অন্য প্রান্ত দিয়ে বের হয়ে গেল। আর তৎক্ষণাত সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। অতঃপর সেই অশ্বারোহী আমাকে বলল, তুমি যখন প্রথমবার يا ارحم الراحمين (ইয়া আরহামার রাহিমীন) বলছিলে তখন আমি সপ্ত আকাশে ছিলাম। যখন দ্বিতীয়বার বললে, তখন আমি দুনিয়ার আকাশে ছিলাম। তৃতীয়বার যখন বললে, তখন তোমার কাছে এসে উপস্থিত হলাম।[৪]

## শত্রুর বিরুদ্ধে জয়ী হওয়ার নববী উপায়

হযরত তালহা রা. বলেন, আমরা কোন এক জিহাদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলাম। যখন আমরা শত্রুর মোকাবেলায় অবতীর্ণ হলাম, তখন আমি রাসূলুল্লাহ সা.-কে দোয়া করতে শুনলাম:

---

৪. হায়াতুছ সাহাবা: ৩/৬০৬।

يامالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين "হে বিচার দিবসের অধিপতি! আমরা তো তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি।" তাঁর দোয়ার সময় আমি দেখছিলাম যে, ফেরেশতারা শত্রু সৈন্যদেরকে হত্যা করছিল আর তারা মাটিতে লুটিয়ে পড়ছিল।[৫]

## মানুষ চার শ্রেণির

হযরত হাসান ইবনে আলী রা. বলেন, মানুষ চার শ্রেণির হয়ে থাকে।

১. যে অনেক কল্যাণ লাভ করেছে; কিন্তু তার চরিত্র সুন্দর নয়।

২. যার চরিত্র সুন্দর; কিন্তু কোন উত্তম ও কল্যাণকর কাজে সে অংশগ্রহণ করেনি।

৩. যার না চরিত্র সুন্দর, না কোন কল্যাণকর কাজে তার অংশগ্রহণ আছে। (এ শ্রেণির লোক সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট)

৪. যার চরিত্রও সুন্দর এবং কল্যাণকর কাজেও তার ভূমিকা রয়েছে। (এ ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা উত্তম।)[৬]

## হে পাপী! উদাসীন হয়ো না

ইবনে আব্বাস রা. বলেন, হে পাপীরা! পাপের মন্দ পরিণতি সম্পর্কে উদাসীন হয়ো না। পাপ কাজ করার পর এমন অনেক কথা পাপীর মুখ থেকে উচ্চারিত হয়ে যায়, যা সেই পাপের চেয়ে বেশি ভয়ঙ্কর। পাপ কাজ করার সময় কি তোমার ডান ও বাম কাঁধের ফেরেশতাকে লজ্জা পাও না! এ লজ্জাহীনতা তো তোমার কৃত পাপ অপেক্ষা অধিক ভয়াবহ। তুমি তো জান না, তোমার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার কী সিদ্ধান্ত। তথাপি তুমি হাসি-তামাশায় লিপ্ত! তোমার এ হাসি তোমার কৃত পাপের চেয়েও বড়পাপ। গোনাহ করতে পেরে খুশি হওয়া গোনাহ করার চেয়ে জঘন্যতম পাপ। অনুরূপ পাপকাজ সম্পাদনে ব্যর্থ হয়ে চিন্তিত ও বিমর্ষ হওয়া পাপকাজ সম্পাদন অপেক্ষা জঘন্যতম বিষয়। পাপ কাজ করার সময় বাতাসে ঘরের পর্দা নড়ে যাওয়ায় তুমি ভীত হয়ে পড়, অথচ আল্লাহ তাআলা তোমাকে

---

[৫]. হায়াতুছ সাহাবা: ৩/৬০২।

[৬]. হায়াতুছ সাহাবা: ৩/৫৯০।

দেখছেন, তাতে তুমি ভীত হচ্ছো না। তোমার এহেন অবস্থা সেই পাপ কাজ সম্পাদন অপেক্ষা জঘন্যতম গোনাহ।[৭]

## শত্রু থেকে দূরে থাকো, বন্ধুর ব্যাপারে সতর্ক থাকো

জনৈক ব্যক্তি হযরত উবাই ইবনে কা'ব রা.-এর কাছে এসে আরজ করল, হে আবুল মুনযির! আপনি আমাকে কিছু ওসিয়ত করুন। তিনি বললেন, কখনো অনর্থক কাজ করবে না। শত্রু থেকে দূরে থাকবে। বন্ধুর ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করবে। (যাতে বন্ধুত্বের সূত্রে তোমাকে কোন অন্যায় কাজে ব্যবহারে সক্ষম না হয়) জীবিত ব্যক্তির সে সকল বিষয়ে ঈর্ষা করো, মৃত ব্যক্তিরা জীবিতদের যে সকল বিষয়ের উপর ঈর্ষা করে থাকে। অর্থাৎ নেক আমল ও উত্তম গুণাবলি। যে তোমার প্রয়োজনের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না, তার কাছে তোমার প্রয়োজন তুলে ধরবে না।[৮]

## মু'মিনের চার অবস্থা

হযরত উবাই ইবনে কা'ব রা. বলেন, মু'মিন চার অবস্থায় থাকে। বিপদ আসলে ধৈর্য ধারণ করে। নেয়ামত লাভ করলে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে। কথা বললে, সত্যবাদিতা রক্ষা করে এবং বিচার করলে, ন্যায়পরায়ণতা রক্ষা করে। এমন মু'মিনের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, نُورٌ عَلَىٰ نُورٍ 'জ্যোতির উপর জ্যোতি। -সূরা নূর: ৩৫।

মু'মিন ব্যক্তি পাঁচ প্রকারের নূরের মাঝে দিনাতিপাত করে। তার কথায় নূর রয়েছে, তার ইল্‌ম তথা জ্ঞানে নূর রয়েছে, মু'মিনের ভিতরও নূর রয়েছে, বাইরেও নূর রয়েছে এবং কিয়ামতের দিন নূরের দিকে ফিরে যাবে।

পক্ষান্তরে কাফের পাঁচ প্রকার অন্ধকারের মধ্যে দিনাতিপাত করে থাকে। তার কথায় অন্ধকার। তার কর্মে অন্ধকার। তার ভিতরে অন্ধকার এবং বাইরেও অন্ধকার। কিয়ামত দিবসে সে হরেক রকম অন্ধকারে ফিরে যাবে।[৯]

---

[৭]. হায়াতুছ সাহাবা: ৩/৮৮।

[৮]. হায়াতুছ সাহাবা: ৩/৮৭।

[৯]. হায়াতুছ সাহাবা: ৩/৮৬।

## ফেতনাকে প্রথমে হক মনে হয়

হযরত হুযাইফা রা. বলেন, ফেতনা হতে আত্মরক্ষা করো। কেউ যেন স্বেচ্ছায় ফেতনার দিকে অগ্রসর না হয়। আল্লাহর কসম, যে ব্যক্তিই ফেতনার দিকে অগ্রসর হবে, ফেতনা তাকে ভাসমান খড়কুটোর ন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। সূচনাতে ফেতনাকে হকের মত মনে হয়। ফলে জাহেল ও অজ্ঞ ব্যক্তি বলেই ফেলে এ তো হক-ই। (এর ফলে সাধারণ লোকেরা ফেতনাতে জড়িয়ে পড়ে) কিন্তু ফেতনাতে জড়িয়ে পড়ার পর বুঝতে পারে, এটা তো ফেতনা। সুতরাং ফেতনা হতে যে কোন মূল্যে আত্মরক্ষা করবে। যখন তুমি ফেতনা দেখবে তখন ফেতনা হতে আত্মরক্ষার জন্য নিজ গৃহে অবস্থান করো, তলোয়ার ভেঙে ফেলো এবং ধনুক টুকরো টুকরো করে ফেলো।[১০]

## তিন প্রকার মানুষ ফেতনার কারণ

হযরত হুযাইফা রা. বলেন, তিন প্রকার মানুষ ফেতনার কারণ হয়ে থাকে। ১. নাস্তিক জ্ঞানী, সে তার জ্ঞান, বিচক্ষণতা ও বুদ্ধির তরবারি দ্বারা যে কোন বস্তুকে কেটে টুকরো টুকরো করে দিতে সক্ষম। ২. ফেতনার প্রতি আহবানকারী ব্যক্তি। ৩. বিচারক ও শাসক কর্তৃক ফেতনা।[১১]

## অন্তর চার প্রকার

হযরত হুযাইফা রা. বলেন, অন্তর চার প্রকার।

১. পর্দায় আচ্ছাদিত অন্তর, এটা কাফেরের অন্তর।

২. দু'মুখো অন্তর, এটা মুনাফিকের অন্তর।

৩. সুন্দর স্বচ্ছ অন্তর, যাতে প্রদীপ রয়েছে। এটা মুমিনের অন্তর।

৪. নেফাক তথা কপটতাও রয়েছে ঈমানও রয়েছে।

ঈমান হলো বৃক্ষতুল্য, যা উত্তম পানিতে বড় ও সতেজ হতে থাকে। পক্ষান্তরে নেফাক হলো ফোঁড়া তুল্য, যাতে ক্রমেই পুঁজ ও দুষিত রক্ত বৃদ্ধি পেতে থাকে। ঈমান ও নেফাকের গুণাবলি থেকে যেটা প্রবল হবে সেটা-ই প্রাধান্য পাবে।[১২]

---

[১০]. হায়াতুছ সাহাবা: ৩/৮৫।

[১১]. হায়াতুছ সাহাবা: ৩/৮৫।

[১২]. হায়াতুছ সাহাবা: ৩/৮৪।

## হযরত সালমান রা.-এর প্রতি দরদভরা পত্র

হযরত মা'মার রা. তাঁর জনৈক সঙ্গী হতে বর্ণনা করেন, হযরত আবুদ দারদা রা. হযরত সালমান রা.-এর কাছে একটি পত্র প্রেরণ করেন। পত্রের ভাষ্য ছিল এরূপ :

প্রিয় ভাইয়েরা! যে বিপদকে সকল মানুষের সম্মিলিত প্রয়াসও দূর করতে সক্ষম নয় (অর্থাৎ মৃত্যু) তা আসার পূর্বেই তোমার সুস্থতা ও অবসরকে গনিমত মনে করো। বিপদগ্রস্তের দোয়াকে গনিমত মনে করো।

প্রিয় ভাইয়েরা! মসজিদই তোমার ঘর হওয়া উচিত। অর্থাৎ মসজিদেই তোমার অধিক সময় ব্যয় করা উচিত। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সা.-কে বলতে শুনেছি, প্রত্যেক মুত্তাকির ঘর হলো মসজিদ। আর যারা মসজিদকে আপন ঘর হিসাবে গ্রহণ করে আল্লাহ তাআলা তাদের সুখ ও শান্তির দায়িত্ব নিয়ে রেখেছেন এবং পুলসিরাত পার করিয়ে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সন্তুষ্ট করবেন।

প্রিয় ভাইয়ো! এতিমের প্রতি দয়া করো। তাকে নিজের কাছে স্থান দাও এবং নিজের খাবার হতে খেতে দাও। কেননা একবার জনৈক সাহাবী রাসূলুল্লাহ সা.-এর দরবারে এসে নিজের অন্তরের কঠোরতার অভিযোগ করল। তিনি তাঁকে বললেন, তুমি কি তোমার অন্তরের কোমলতা চাও? সে বলল, জ্বি, আমি তা চাই। রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, তাহলে তুমি এতিমকে নিজের কাছে স্থান দেবে এবং এতিমের মাথায় হাত বুলাবে ও তাকে নিজের সাথে খাবার খাওয়াবে। এতে তোমার অন্তর কোমল হবে এবং তোমার যাবতীয় প্রয়োজন পূর্ণ হবে।

প্রিয় ভাইয়েরা! এত পরিমাণ সম্পদ সঞ্চয় করো না, যার শুকরিয়া আদায় করতে তুমি সক্ষম নও। কেননা আমি রাসূল সা.-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি সম্পদ ব্যয়ে আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করেছে, কিয়ামতের দিন সে সামনে চলতে থাকবে আর তার সম্পদ তার পেছনে থাকবে। যখন সে পুলসিরাতে চলতে গিয়ে হেলতে থাকবে, তখন তার সম্পদ তাকে বলবে, তুমি নিশ্চিন্তে চলতে থাকো। (তুমি জাহান্নামে পড়বে না) কেননা তুমি তোমার সম্পদের হক যথাযথভাবে পালন করেছ। রাসূল সা. আরো বলেন, যে সম্পদশালী ব্যক্তি দুনিয়াতে সম্পদ ব্যয়ে আল্লাহ তাআলার নির্দেশিত পন্থা অনুসরণ করেনি, তাকে কিয়ামতের দিন

এমনভাবে উপস্থিত করা হবে যে, তার সম্পদ তার কাঁধে থাকবে। তার সম্পদ তাকে আঘাত করে বলতে থাকবে, তুমি ধ্বংস হও; তুমি আমার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার নির্দেশিত পন্থা অনুসরণ করনি। তার সম্পদ বারবার তার সাথে এরূপ আচরণই করতে থাকবে। ফলে এক পর্যায়ে সে নিজের ধ্বংস কামনা করবে।

প্রিয় ভাইয়েরা! আমি জানতে পেরেছি, তুমি একজন ভৃত্য খরিদ করেছ। অথচ আমি রাসূল সা.-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহর সাথে বান্দার এবং বান্দার সাথে আল্লাহ তাআলার সম্পর্ক তখন পর্যন্ত বজায় থাকে যখন পর্যন্ত ব্যক্তি নিজ হাতে নিজের কাজ সম্পাদন করে এবং নিজের কাজ সম্পাদনে কোন সেবক নিযুক্ত করে না। যখনি সে কোন সেবক নিযুক্ত করে, তখনি তার উপর হিসাব ওয়াজিব হয়ে যায়। উম্মে দারদা আমার নিকট একজন সেবকের আবেদন করেছিল। আমি সম্পদশালীও ছিলাম। কিন্তু আমি যেহেতু এ হাদীসটি শুনেছি, সেহেতু কোন সেবক খরিদ করা আমি পছন্দ করি-নি।

প্রিয় ভাইয়েরা! কে আমাদেরকে এই বিষয়ের নিশ্চয়তা দেবে যে, কিয়ামতের দিন আমার ও তোমার সাক্ষাৎ ঘটবে এবং আমাদের হিসাব-নিকাশের কোন ভয় থাকবে না।

প্রিয় ভাইয়েরা! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী হওয়ার কারণে ধোকায় থেকো না। কেননা আমরা রাসূলুল্লাহ সা.-এর ইন্তেকালের পর দীর্ঘকাল অতিবাহিত করেছি। রাসূলুল্লাহ সা.-এর ইন্তেকালের পর আমাদের আমল সম্পর্কে আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।[১৩]

## কারো নিকট নিজের বিপদ প্রকাশ করো না

হযরত আবুদ দারদা রা. বলেন, তিনটি বিষয়ের প্রতি যত্নবান হলে সকল বিষয় ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে যায়।

১. কারো নিকট নিজের বিপদ প্রকাশ না করা।

২. নিজের রোগের কথা কাউকে না বলা এবং নিজের সৌন্দর্য ও যোগ্যতার বিবরণ অন্যের নিকট তুলে না ধরা।

---

[১৩]. হায়াতুছ সাহাবা: ৩/৮০।

৩. নিজেকে পবিত্র ও নির্মল মনে না করা।[১৪]

## সারা জীবন কল্যাণসন্ধানী হও

হযরত আবুদ দারদা রা. বলেন, সারা জীবন কল্যাণের সন্ধানে রত থাকো। সবসময় নিজেকে আল্লাহ তাআলার রহমতের ছায়াতলে রাখার ব্যাপারে সচেষ্ট থাকো। কেননা আল্লাহর রহমতের ছায়া সর্বদা চলমান থাকে। আল্লাহ নিজ বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে চান তার নিকট পাঠিয়ে দেন। আল্লাহ তাআলার নিকট দোয়া করো, তিনি যেন তোমার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখেন এবং ভীতির ক্ষেত্রকে যেন তোমাকে তিনি নিরাপদ রাখেন।[১৫]

## জানাজা অত্যন্ত কার্যকর একটি উপদেশ

হযরত শুরাজীল র. বলেন, হযরত আবু দারদা রা. যখন কোন জানাজা দেখতেন, তখন বলতেন, তুমি তো সকালে যাচ্ছ, সন্ধ্যায় তো আমিও তোমার কাছে চলে আসব। অথবা, তুমি তো সন্ধ্যায় যাচ্ছ, সকালে তো আমিও তোমার কাছে চলে আসব। মূলত জানাজা অত্যন্ত কার্যকর ও প্রভাবক একটি উপদেশ। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, মানুষ খুব তাড়াতাড়ি তা ভুলে উদাসীন হয়ে যায়। উপদেশ গ্রহণে মৃত্যুই তো যথেষ্ট। এক এক করে সবাই তো চলে যাচ্ছে। সর্বশেষ এমন কিছু লোক রয়েছে যারা কিছুই বোঝে না। (অর্থাৎ জানাজা দেখেও নিজের যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করে না; বরং জাগতিক কর্মকাণ্ডেই লিপ্ত থাকে।)[১৬]

## যে সম্প্রদায় গোরস্তানে পরিণত হয়েছে

হযরত আবুদ দারদা রা. বলেন, হে দামেশক্‌বাসী! তোমাদের কি লজ্জা-শরম কিছুই নেই। তোমরা বিপুল পরিমাণ সম্পদ সঞ্চয় করেছ; যা তোমরা ভোগ করতে পারবে না। এত সুরম্য প্রাসাদ ও ভবন তৈরি করেছ; যাতে তোমরা বসবাস করতে পারবে না। এমন সব আশা পোষণ করে আছ, যা তোমাদের অর্জিত হবার নয়। তোমাদের পূর্ববর্তী সম্প্রদায়

---

[১৪]. হায়াতুছ সাহাবা: ৩/৮০।
[১৫]. হায়াতুছ সাহাবা: ৩/৭৯।
[১৬]. হায়াতুছ সাহাবা: ৩/৭৮।

সম্পদ সঞ্চয় করে সযত্নে রেখেছিল এবং অনেক বড় বড় আশা পোষণ করেছিল। অনেক সুদৃঢ় ও সুরম্য প্রাসাদ তৈরি করেছিল; কিন্তু তারা সকলেই ধ্বংস হয়ে গেছে। আর তাদের যাবতীয় আশা প্রবঞ্চনা বলে প্রতীয়মান হয়েছে। তাদের নিবাস গোরস্তানে পরিণত হয়েছে। এই যে 'আদ জাতি', তাদের সম্পদ এত বিপুল পরিমাণ ছিল যে, তা এডেন হতে ওমান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কিন্তু এখন আদ সম্প্রদায়ের যাবতীয় পরিত্যাজ্য সম্পদ একটি মাত্র দিরহামে খরিদ করতেও কি কেউ প্রস্তুত?[১৭]

## অন্যের ত্রুটি অন্বেষণ করো না

হযরত আবু দারদা রা. বলেন, তোমরা লোকদের উপর সে সকল বিষয় চাপিয়ে দিও না; আল্লাহ্ তাআলা যে সকল বিষয় তাদের উপর আবশ্যক করেন নি। যে সকল বিষয়ে তাদের রব তাদেরকে হিসাবের সম্মুখীন করেন নি, তাদেরকে সে সকল বিষয়ে হিসাবের সম্মুখীন করা কোনক্রমেই সমীচীন নয়। হে বনী আদম! নিজের ব্যাপারে সাবধান হও; নিজেকে নিয়ে চিন্তা করো। কেননা যে ব্যক্তি অন্যের ত্রুটি অন্বেষণ করে বেড়ায় তার দুশ্চিন্তা ও পেরেশানির ফিরিস্তি শুধু দীর্ঘই হতে থাকবে এবং তার ক্রোধ কখনো ঠাণ্ডা হবে না।[১৮]

## আপন কর্মেই পবিত্র ও চরিত্রবান হতে হয়

হযরত ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ র. বলেন, হযরত আবু দারদা রা. দামেশকে বসবাস করতেন, তিনি হযরত সালমান ফারসী রা.-কে পত্র মারফত দামেশকের পুণ্যভূমিতে আগমনের আমন্ত্রণ জানালেন। হযরত সালমান ফারসী রা. জবাবে তাঁকে লিখলেন, কোন বিশেষ ভূমি তো কাউকে পবিত্র ও চরিত্রবান করে না, বরং ব্যক্তি আপন আমল ও কর্ম দ্বারাই পবিত্র ও চরিত্রবান হয়ে থাকে। আমি জানতে পেরেছি, আপনাকে সেখানকার বিচারক নিযুক্ত করা হয়েছে। আপনি যদি ন্যায় ও নিষ্ঠার সাথে বিচারকার্য পরিচালনা করেন এবং মানুষ আপনার নিকট সুবিচার পায়, তবে তো ভালো; ধন্যবাদ আপনাকে। আর যদি মানুষ আপনার নিকট সুবিচার না পায়, আপনি তাদের

---

১৭. হায়াতুছ সাহাবা: ৩/৭৭।

১৮. হায়াতুছ সাহাবা: ৩/৭৬।

মাঝে অন্যায় ও ভুল ফায়সালা করার ফলে কারো সম্পদ বা জীবনহানি ঘটে, তাহলে আপনাকে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হতে হবে। ফলে হযরত আবু দারদা রা. কোন বিচারকার্য পরিচালনা করলে বিচারকার্য সমাপ্তির পর বাদী-বিবাদী আদালত ত্যাগ করার সময় তিনি তাদেরকে ডেকে বলতেন, আমি তো একজন অনভিজ্ঞ বিচারক; সুতরাং তোমাদের মোকদ্দমার বিষয় আমাকে পুনরায় শোনাও। (অর্থাৎ তিনি মামলার বিষয় পুনরায় যাচাই-বাছাই করে বিচার করতেন)[১৯]

## হাসি ও কান্না তিন ব্যক্তির কারণে

হযরত জাফর ইব্ন বুরকান র. বলেন, আমি এ বিষয় অবগত হয়েছি যে, হযরত সালমান ফারসী রা. বলতেন, তিন ব্যক্তির বিষয়ে হাসি পায় ও তিন ব্যক্তির কারণে কান্না আসে। যে তিন ব্যক্তির কারণে হাসি পায় তারা হলো- ১. যে ব্যক্তি পার্থিব আশা-আকাঙ্ক্ষার পেছনে পড়ে আছে, অথচ মৃত্যু তাকে খুঁজে ফিরছে। ২. যার উদাসীনতার কোন পরিসমাপ্তি নেই। অর্থাৎ ফেরেশতা তার যাবতীয় মন্দ আমল লিখছে যার প্রতিদান তাকে দেয়া হবে। ৩. যে ব্যক্তি গালভরে হাসে, অথচ তার জানা নেই, সে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পেরেছে নাকি অসন্তুষ্টি।

তিন কারণে আমার কান্না আসে। ১. প্রিয় বন্ধুদের অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাথিদের বিরহে। ২. মৃত্যুর কঠিন অবস্থা ও আখেরাতের ভয়াবহ দৃশ্যের কথা মনে হলে। ৩. আল্লাহ তাআলার দরবারে হাজির হওয়ার ব্যাপারে। কেননা আমি জানি না, আমার ঠিকানা জান্নাত; নাকি জাহান্নাম।[২০]

## হক ভারী ও বাতিল হালকা হয়

হযরত ইব্ন মাসঊদ রা. বলেন, হক নফসের উপর ভারী হয়, কিন্তু তার পরিণতি হয় উত্তম। পক্ষান্তরে বাতিল হালকা মনে হয়, কিন্তু তার পরিণতি হয় অতি মন্দ। মানুষের অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষা এমন রয়েছে যার মন্দ পরিণতি দীর্ঘকাল ভোগ করতে হয়।

---

১৯. হায়াতুছ সাহাবা: ৩/৭৫।

২০. হায়াতুছ সাহাবা: ৩/৭৪।

হযরত ইব্ন মাসঊদ রা. বলেন, কখনো কখনো অন্তরে নেক আমলের প্রতি গভীর আগ্রহ ও উদ্দীপনা থাকে। আর কখনো কখনো মোটেও থাকে না। সুতরাং সেই আগ্রহ ও উদ্দীপনাকে গনিমত মনে করো এবং যখন আগ্রহ উদ্দীপনা একেবারে না থাকে, তখন মনকে আপন অবস্থায় ছেড়ে দাও।[২১]

## পৃথিবীর পরিচ্ছন্ন অংশ গত হয়ে গেছে

হযরত ইব্ন মাসঊদ রা. বলেন, অলস ও বসে থাকা ব্যক্তিকে দেখে আমি ক্রুদ্ধ হই, সে না আখেরাতের কোন কাজ করছে আর না দুনিয়ার কোন কাজ করছে। তিনি আরো বলেন, আমি তোমাদের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তিকে দেখতে চাই না, যে সারা রাত মৃতের ন্যায় পড়ে থাকে এবং দিনে দুনিয়ার পেছনে হন্যে হয়ে ছুটে বেড়ায়।

হযরত আব্দুল্লাহ রা. বলেন, পৃথিবীর পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর অংশের তো বিয়োগ হয়ে গেছে। এখন তো অপরিচ্ছন্ন ও নোংরা অংশ রয়ে গেছে। সুতরাং মৃত্যু এখন প্রতিটি মুসলমানের জন্য একটি উপহার।[২২]

## নারীর পরীক্ষাই সর্বাপেক্ষা কঠিন

হযরত মু'আয বিন জাবাল রা. বলেন, তিনটি বিষয় এমন রয়েছে যেগুলো করলে মানুষের নিকট হীন ও তাচ্ছিল্যের পাত্রে পরিনত হতে হয়। ১. কোন বিস্ময়কর বিষয় ছাড়াই হাসা। ২. রাতভর গভীর নিদ্রায় বিভোর থাকা। ৩. ক্ষুধা ছাড়াই খাবার গ্রহণ করা।

হযরত মু'আয বিন জাবাল রা. বলেন, দারিদ্র্য ও অভাব-অনটন দ্বারা তোমাদেরকে পরীক্ষা করা হয়েছে। তোমরা তাতে ধৈর্য ধারণের মাধ্যমে উত্তীর্ণ হয়েছ। এখন ধনাঢ্যতা ও প্রাচুর্য দ্বারা তোমাদের পরীক্ষা নেয়া হবে। আমি তোমাদের ব্যাপারে নারীদের পরীক্ষার সর্বাপেক্ষা বেশি ভয় করি। নারীরা যখন স্বর্ণ-রৌপ্যের অলংকারে অভ্যস্ত হয়ে ওঠবে এবং সিরিয়া ও ইয়েমেনের নকশী বস্ত্রের আয়েশী পোশাকে অভ্যস্ত হয়ে যাবে তখন ধনাঢ্য ব্যক্তিকেও অস্থির করে তুলবে। আর দরিদ্র ব্যক্তির উপর এমন সব দায়িত্ব চাপিয়ে দিবে, যা তার পক্ষে অসম্ভব।[২৩]

---

[২১]. হায়াতুছ সাহাবা: ৩/৭১।

[২২]. হিলিয়া: ১/৩১।

[২৩]. হিলিয়া: ১/২৩৭।

## আবু উবায়দাহ রা.-এর উপদেশ

হযতর সাঈদ ইবনে আবু মাকবারি রা. বলেন, হযরত আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ রা.-এর কবর জর্ডানে। তিনি সেখানে মহামারীতে আক্রান্ত হলে সেখানকার লোকদেরকে ডেকে বললেন, আমি তোমাদেরকে ওসিয়ত করছি, তোমরা যদি আমার এই ওসিয়ত গ্রহণ করো তাহলে তোমরা সর্বদা কল্যাণ লাভ করবে। তোমরা নামায কায়েম করবে, যাকাত দেবে, রমযানের রোযা পালন করবে, হজ ও ওমরা পালন করবে, দান-সদকা করবে। পরস্পরে কল্যাণের ওসিয়ত করবে। নেতা ও দায়িত্বশীলদের প্রতি সদাচরণ করবে ও তাদের কল্যাণ কামনা করবে; তাদেরকে ধোঁকা দেবে না। পার্থিব কর্মব্যস্ততা যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন করতে না পারে। কেউ হাজার বছরের আয়ু লাভ করলেও তাকে অবশ্যই সেখানে যেতে হবে, আজ তোমরা আমাকে যেখানে যেতে দেখছ। বনী আদমের প্রতিটি সদস্যের জন্য আল্লাহ তাআলা মৃত্যু লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন। সুতরাং সকলকেই মৃত্যুমুখে পতিত হতে হবে। বনী আদমের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান সে-ই, যে আল্লাহর সর্বাপেক্ষা অধিক আনুগত্য করে ও পরকালের স্থায়ী জীবনের জন্য সর্বাপেক্ষা বেশি আমল করে। আস-সালামু আলাইকুম। হে মু'আয বিন জাবাল! আপনি নামাযে ইমামতি করবেন। একথা বলেই হযরত আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রা. ইন্তেকাল করলেন।

অতঃপর হযরত মু'আয বিন জাবাল রা. লোকদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে বললেন, হে লোক সকল! তোমরা নিজ নিজ গোনাহের জন্য আল্লাহ তাআলার দরবারে সত্যিকারর্থে ও নিষ্ঠার সাথে তওবা করো। কেননা যে ব্যক্তি গোনাহ থেকে প্রকৃত তওবা করে আল্লাহ তাআলার দরবারে হাজির হবে, আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তার যাবতীয় গোনাহ ক্ষমা করে দেবেন। তবে হ্যাঁ! তওবা দ্বারা বান্দার ঋণ মাফ হবে না। তা পাওনাদারকে অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি তার অপর ভাইকে ত্যাগ করে, তাহলে যাকে ত্যাগ করেছে, তার উচিত তার সাথে আগে বেড়ে মুসাফাহা করা। কোন মুসলমানের জন্য তার অপর মুসলিম ভাইকে তিন দিনের অধিক সময় ত্যাগ করা ও তার সাথে কথা না বলা উচিত নয়। কেননা এটি অনেক বড় গোনাহ।[২৪]

---

[২৪]. মুন্তাখাবুল কান্‌যঃ ১/৭৪।

হযরত আবু উবাইদাহ রা. বলেন, মানুষের অন্তর চড়ুই পাখির ন্যায়। প্রতিদিন তার অন্তর কতবার পরিবর্তন হয় তা গণনা করা যায় না। (সুতরাং কারো পরামর্শে জীবন যাপন করা উচিত।)[২৫]

## নতুন নেকী দ্বারা পুরাতন পাপ মিটিয়ে ফেলো

হযরত নামরান ইবনে মাখমার আবুল হাসান র. বলেন, হযরত আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ রা. জিহাদে রওয়ানা হওয়ার সময়ে বললেন, অনেক লোক আছে, যারা নিজেদের পোশাক-পরিচ্ছদকে তো অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন ও ঝকঝকে রাখে; কিন্তু দীনকে অপরিচ্ছন্ন ও নোংরা রাখে। অর্থাৎ দীনের ক্ষতি সাধন করে দুনিয়ার শান-শওকত হাসিল করে থাকে। খুব মনোযোগের সাথে শোন! অনেক লোককে বাহ্যত মনে হয় নিজের আত্মাকে সম্মানিত করছে, প্রকৃতপক্ষে সে স্বীয় আত্মাকে অসম্মানিত ও অপমানিত করছে। নতুন নেকি দ্বারা পুরাতন পাপ মিটিয়ে ফেলো। তোমাদের মধ্য থেকে কেউ যদি এত অধিক পরিমাণ পাপ করে থাকে যে, তার পাপ দ্বারা আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী শূন্যস্থান পূর্ণ হয়ে যায়। অতঃপর সে কোন নেক কাজ করে, তাহলে তার এ নেক কাজ ঐ সকল পাপের উপর প্রাধান্য লাভ করবে।[২৬]

## নিজের মতামতকে ওহী মনে করো না

হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, হযরত ওমর রা. হযরত আলী রা.-কে বললেন, হে আবুল হাসান! আমাকে কিছু নসিহত করুন। তখন হযরত আলী রা. বললেন : ১. নিজের বিশ্বাসকে কখনো সন্দেহ ও সংশয়ে পরিণত করবেন না। যেমন: জীবিকা অবশ্যই উপার্জিত হবে। কিন্তু জীবিকার সন্ধানে এত বেশি মগ্ন হবেন না যেন জীবিকা উপার্জিত হওয়ার ব্যাপারে আপনার মনে কোন প্রকার সংশয় রয়েছে। ২. নিজের জ্ঞানকে অজ্ঞতায় পরিণত করবেন না। (যে ইল্‌ম অনুযায়ী আমল করা হয় না, সেই ইল্‌মও অজ্ঞতার সমান।) ৩. নিজের চিন্তা-চেতনাকে সঠিক মনে করবেন না। (অর্থাৎ আপনি আপনার মতামতকে ওহীর ন্যায় সঠিক মনে করবেন না।) এ কথা মনে রাখবেন আপনার দুনিয়া তো শুধু ততটুকুই যতটুকু

---

২৫. হিলিয়া: ১/১০২।

২৬. কান্‌য: ৮/২৩৬।

আপনি লাভ করেছেন এবং আপনি তাকে উন্নত করেছেন অথবা ব্যবহার করে ধ্বংস করে দিয়েছেন বা পরিধান করে পুরাতন করে ফেলেছেন। হযরত ওমর রা. বললেন, হে আবুল হাসান! আপনি সত্যিই বলেছেন।[২৭]

## ওলামায়ে কেরামের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি

এটি অত্যন্ত দীনি গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে ইংরেজী, হিন্দি ও স্থানীয় ভাষা শেখানোর জন্য আমাদের মধ্যে অতি যোগ্যতা সম্পন্ন ওলামায়ে কেরাম ইসলামি পদ্ধতিতে একটি কোর্স তৈরি করবেন। যাতে কোন প্রাণীর ছবি থাকবে না এবং অনৈসলামিক নামের পরিবর্তে ইসলামি নাম থাকবে। প্রচলিত স্কুলসমূহের পাঠ্যক্রমে অনৈসলামিক যে সকল বিষয়াবলি রয়েছে, এ পাঠ্যক্রম ও কোর্স তা হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত থাকবে। তাতে ইসলামি আকিদা-বিশ্বাসের ভিত্তিতে রচিত বিষয়াবলি এবং আমাদের পূর্বসূরিগণের বীরত্বগাঁথা ও তাঁদের ঐতিহাসিক অবদান ইত্যাদি থাকবে। যাতে শিশুরা ভাষা শিক্ষার সাথে সাথে ইসলামি আকিদা-বিশ্বাস, তাহজিব-তামাদ্দুন, ইসলামি আদব ও শিষ্টাচার এবং আমাদের কীর্তিমান পূর্বসূরিগণের কৃতিত্ব ও অবদান সম্পর্কেও জানতে পারে।

এলক্ষেই কিছু সূক্ষ্ম অনুভূতিপরায়ণ ও সচেতন আলেম এই দীনি প্রয়োজনকে সামনে রেখে ইসলামি পদ্ধতিতে স্থানীয় ভাষা শিক্ষার কিছু প্রাথমিক ও মৌলিক বই রচনা শুরু করেছেন এবং কিছু কিছু প্রকাশিতও হয়েছে। আল্লাহ তাআলা তাঁদের এ বরকতময় কর্মকে কবুল করুন ও পূর্ণতা দান করুন এবং জনসাধারণকে তাঁদের এ গুরুত্বপূর্ণ কর্মের যথাযোগ্য মূল্যায়নের তাওফিক দান করুন।

এ কাজের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বের দিক এই যে, প্রচলিত স্কুলসমূহের পাঠ্যক্রম অধ্যয়ন করে আমাদের শিশুদের মস্তিষ্ক অনৈসলামিক চিন্তা-চেতনায় গড়ে ওঠে। যেমন– হযরত ঈসা আ.-কে শূলে চড়ানোর ছবি এবং এ সংক্রান্ত রচনা পড়ে শিশুদের চিন্তা-চেতনা কুরআন বিরোধি হয়ে গড়ে ওঠে। কেননা কুরআনে কারীমে সুস্পষ্ট রয়েছে:

وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ "অথচ তারা না তাঁকে হত্যা করেছে, আর না শূলে চড়িয়েছে, বরং তারা এরূপ ধাঁধায় পতিত হয়েছিল।"

---

[২৭]. কানয্: ৮/২২১।

-সূরা নিসাঃ ১৫৭।

এরূপ বিভিন্ন অনৈসলামিক আকিদা-বিশ্বাস দ্বারাও তাদের চিন্তা-চেতনা বিকৃত হয়ে যায়। অথচ আকিদাই হলো মূল ঈমান।

## অচিরেই অল্পবয়সীরা নেতা নিযুক্ত হবে

হযরত আবু যায়েদ মাদানী র. বলেন, হযরত আবু হুরায়রা রা. মদিনা মুনাওয়ারাতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের মিম্বরে দাঁড়িয়ে ওয়াজ করছিলেন। তিনি মিম্বরে রাসূলুল্লাহ সা.-এর দাঁড়ানোর স্থান থেকে এক সিঁড়ি নিচে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি বললেন, যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য যিনি আবু হুরায়রাকে ইসলামের পথে হেদায়েত দান করেছেন। সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য যিনি আবু হুরায়রাকে কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন। সমস্ত প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর যিনি হযরত মুহাম্মদ সা.-এর সান্নিধ্যে রেখে আবু হুরায়রাকে ধন্য করেছেন ও তাঁর প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। সকল প্রশংসা সেই আল্লাহ তাআলার জন্য যিনি আমাকে গাযওয়ানের কন্যার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন। অথচ ইতিপূর্বে আমি পেট চুক্তিতে তাঁদের নিকট দিনমজুরি করতাম। আর সে আমাকে বাহন দিত। আজ তাঁকে আমি বাহন দিয়ে থাকি, যেমনিভাবে ইতিপূর্বে সে আমাকে দিয়েছিল। অতঃপর তিনি বলেন, দুর্ভাগ্য আরবদের জন্য তারা ধ্বংস হবে। কেননা, অতি শীঘ্রই অল্পবয়সীরা শাসক নিযুক্ত হবে এবং লোকদের মাঝে নিজের ইচ্ছা মোতাবেক বিচার করবে। ক্রুদ্ধ হয়ে অন্যায়ভাবে লোকদেরকে হত্যা করে ফেলবে।[২৮]

## পৃথিবী তার সমাপ্তির ঘোষণা দিয়েছে

হযরত খালিদ ইব্ন উমাইর আদাভি র. বলেন, হযরত উতবা ইবনে গাযওয়ান রা. বসরার গভর্নর ছিলেন। তিনি একবার আমাদের উদ্দেশে বক্তব্য প্রদান করলেন- তিনি সর্বপ্রথম আল্লাহ তাআলার প্রশংসা জ্ঞাপন করে বলেন, পৃথিবী তার সমাপ্তির ঘোষণা দিয়েছে এবং তার পরিণতির প্রতি দ্রুত সে ধাবমান। দুনিয়ার জীবনকাল অল্পই রয়ে গেছে, যেমনিভাবে খাবার সমাপ্তির পর প্লেটে সামান্য অংশ লেগে থাকে, মানুষ তা চেটে খায়। তোমরা

---

২৮. হায়াতুছ সাহাবাঃ ৩/৫৪৫।

এখান থেকে স্থানান্তরিত হয়ে এমন এক জগতে যাবে যা স্থায়ী এবং যার কখনো সমাপ্তি ঘটবে না। সুতরাং তোমরা উত্তম কর্ম সম্পাদন করে সেই স্থায়ী ও অফুরন্ত জগতে যাওয়ার জন্য তৈরি হও। বর্ণিত আছে, জাহান্নামের পাড় থেকে একটি পাথর নিক্ষেপ করলে তা সত্তর বছর যাবত পড়তে থাকবে তবুও জাহান্নামের তলদেশে গিয়ে পৌঁছতে পারবে না। আল্লাহর কসম! এই জাহান্নামও একদিন মানুষ দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। এতে কি তোমরা বিস্ময়বোধ করছ? আমাদের নিকট এরূপ বর্ণনাও এসেছে যে, জান্নাতের দরজার দু কপাটের মাঝে চল্লিশ বছরসম দূরত্ব হবে। কিন্তু এক সময় জান্নাতিদের ভিড়ে এরূপ প্রশস্ত দরজাও পূর্ণ হয়ে যাবে।

আমি সেই সময়ও দেখেছি, যখন আমরা রাসূল সা.-এর সাথে মাত্র সাত ব্যক্তি ছিলাম। আর আমাদের খাবার ছিল শুধু গাছের পাতা। দীর্ঘদিন তা খাওয়ার ফলে আমাদের চোয়াল ক্ষত হয়ে গিয়েছিল। আমি একটি চাদর পতিত অবস্থায় পেয়েছিলাম। অতঃপর তা দু'টুকরো করে এক টুকরো আমি লুঙ্গি বানালাম এবং অপর টুকরো হযরত সা'দ ইবনে মালিক রা. কে প্রদান করলাম। এক সময় তো আমাদের অভাব অনটনের এই অবস্থা ছিল। অথচ আজ আমরা প্রত্যেকেই কোন না কোন শহরের গভর্নর। আমি এ কথা থেকে আল্লাহ তাআলার আশ্রয় প্রার্থনা করি যে, আমি নিজের দৃষ্টিতে তো বড়, অথচ আল্লাহর কাছে ছোট।

হাকেম-এর রেওয়ায়েতের শেষে এমনও লেখা আছে। প্রত্যেক নবুওয়তী লাইন দিন দিন অবনতির দিকে চলে যাচ্ছে এবং শেষ পর্যন্ত ঐ স্থানটি রাষ্ট্রীয়ভাবে পরিচালিত হবে এবং আমার পর তোমরা অন্য গভর্নরদেরকে দেখে নিও।[২৯]

## সাপ মারার বিস্ময়কর ফজিলত

হযরত আবুল আহওয়াছ জুশামি র. বলেন, একবার হযরত ইব্ন মাসঊদ রা. ওয়াজ করছিলেন। হঠাৎ দেয়ালে সাপ দেখলেন। তিনি ওয়াজ বন্ধ করে সাপটিকে লাঠি দ্বারা মেরে ফেললেন। অতঃপর তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি

---

[২৯]. আত-তারগীব ওয়াত তারহীব: ৫/১৭৯।

কোন সাপকে মারবে সে যেন এমন মুশরিককে হত্যা করল, যার রক্ত প্রবাহিত করা হালাল ছিল।[৩০]

## মানুষের সাথে মিশে নিজেকে ভুলে যেও না

একবার হযরত ওমর রা. জনৈক ব্যক্তিকে নসিহত স্বরূপ বললেন, মানুষের সাথে মিশে নিজেকে ভুলে যেয়ো না এবং নিজের ব্যাপারে উদাসীন হয়ো না। কেননা তোমার সম্পর্কে তোমাকেই জিজ্ঞেস করা হবে। অন্য কারো ব্যাপারে তোমাকে জিজ্ঞেস করা হবে না। আর এদিক সেদিক ঘোরা-ফেরা করে সময় নষ্ট করো না। কারণ তোমার সকল কর্মই সংরক্ষিত হয়। সুতরাং যখনই তোমার থেকে কোন মন্দ কাজ সংঘটিত হয়ে যায়, তখনই কোন নেক কাজ করে নাও। কেননা নতুন নেক আমল পুরাতন পাপকে অনেক খুঁজতে থাকে এবং তাকে খুব তাড়াতাড়ি পেয়েও যায়, এভাবে এক বস্তু অন্য বস্তুকে খুজতে আমি কখনো দেখিনি।[৩১]

## পারস্পরিক হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক রহমত

হযরত নু'মান ইবনে বশির রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম মিম্বরে আরোহণ করা অবস্থায় বলেছেন, যে ব্যক্তি অল্পতে শুকরিয়া আদায় করে না, সে অধিক প্রাপ্তিতেও শুকরিয়া আদায় করতে পারে না। যে মানুষের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে না, সে আল্লাহ তাআলারও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে পারে না। আল্লাহ তাআলার নেয়ামত বর্ণনা করা শুকরিয়া আর তা গোপন করা হলো অকৃতজ্ঞতা। পারস্পরিক হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক আল্লাহ তাআলার রহমত। পক্ষান্তরে পারস্পরিক বৈরিতা ও বিদ্বেষ আজাব। বর্ণনাকারী বলেন, হযরত আবু উমামা বাহেলি রা. বলেছেন, তোমরা হক্কানী ওলামায়ে কেরামের সাথে সম্পর্ক বজায় রেখে চলো। - হায়াতুছ সাহাবা: ৩/৪৫৬।

## ফরজ নামায পাঁচ ওয়াক্ত হওয়ার হেকমত

**প্রশ্ন:** নামায কেন পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ করা হলো?

---

৩০. মুসনাদে আহমদ: ১/৪২১।
৩১. কানয্: ৮/২০৮।

**উত্তরঃ** প্রবাদ আছে যে, فعل الحكيم لا يخلو عن الحكمة (প্রাজ্ঞের কোন কাজ প্রজ্ঞামুক্ত হয় না।) অর্থাৎ নামায পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ হওয়ার কতিপয় হেকমত নিম্নে বর্ণনা করা হলো।

১. নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম মে'রাজে গমন করলে আল্লাহ তাআলা উম্মতে মুহাম্মদির জন্য পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায উপহার দেন। অতঃপর নবী কারীম সা.-এর বারংবার আবেদনের প্রেক্ষিতে পয়তাল্লিশ ওয়াক্ত নামায মাফ করে দেন। তবে উসূল নির্ধারণ করে দেয়া হলো যে, مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا 'যে একটি সৎকর্ম করবে, সে তার বিনিময়ে দশগুণ পাবে।'

-সূরা আন'আম:১৬০।

আল্লাহ তাআলার রহমত ও দয়ার কল্পনা করো, বান্দা পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করবে আর তিনি তাকে পঞ্চাশ ওয়াক্তের সাওয়াব দান করবেন।

আরবি ভাষায় শূন্যকে নুকতার মতো লেখা হয়। আল্লাহ তাআলা নুকতা সরিয়ে উম্মতের জন্য সহজ করে দিয়েছেন। কিন্তু কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা সেই নুকতা দিয়ে পাঁচকে পঞ্চাশে উন্নীত করবেন এবং পাঁচে পঞ্চাশের সাওয়াব দান করবেন।

নামায পঞ্চাশ ওয়াক্ত ফরজ হলে হয়ত হাজারে একজন নামাযী পাওয়া যেত। কিন্তু পঞ্চাশকে পাঁচ করাতে দুর্বলদের জন্যও নামায আদায় করা সহজ হয়ে গেছে। ফলে নামাযীর সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

২. **হেকমতঃ** মানব দেহে পাঁচটি ইন্দ্রিয় রয়েছে।

ক. দেখার জন্য দৃষ্টি শক্তি।

খ. ঘ্রাণ নেয়ার জন্য ঘ্রাণ শক্তি।

গ. শ্রবণের জন্য শ্রবণ শক্তি।

ঘ. স্পর্শ করার জন্য স্পর্শ শক্তি।

ঙ. স্বাদ নেয়ার জন্য জিহ্বা।

আল্লাহ তাআলা এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের শুকরিয়া জ্ঞাপনের সুযোগ সৃষ্টির নিমিত্তে মানব জাতির উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরজ করেছেন।

৩. **হেকমতঃ** মানব জীবনে পাঁচটি নেয়ামত অতি দৃশ্যমান।

ক. পানাহার খ. পোশাক গ. স্ত্রী-সন্তান ঘ. বাসস্থান ঙ. বাহন।

ঈমান আনয়ন ও لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ এর স্বীকৃতির মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা কর্তৃক মানুষকে প্রদত্ত প্রাণের শুকরিয়া আদায় হয়। তাই বাহ্যিক ও অতি দৃশ্যমান এই পাঁচটি নেয়ামতের শুকরিয়া আদায়ের জন্য আল্লাহ তাআলা মানব জাতির উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরজ করেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি যথারীতি পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করবে সে আল্লাহ তাআলার কৃতজ্ঞ বান্দাদের অন্তর্ভূক্ত হবে।

বর্ণিত আছে, জনৈক ব্যক্তি তাওয়াফের সময় দোয়া করছিল, 'হে আল্লাহ! আমাকে স্বল্প লোকদের অন্তর্ভূক্ত করে দিন'। কোন এক ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞেস করল: 'স্বল্প লোক' দ্বারা তোমার উদ্দেশ্য কী? উত্তরে সে বলল, وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ 'আমার বান্দাদের মধ্যে স্বল্প সংখ্যকই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনকারী।'

-সূরা সাবা, আয়াত: ১৩।

৪. হেকমত: হযরত আলী রা. বলতেন, যে ব্যক্তি পাঁচটি বিষয় লাভ করেছে সে দুনিয়ার সকল নেয়ামত লাভ করেছে। ক. কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনকারী জিহ্বা। খ. জিকির তথা আল্লাহ তাআলার স্মরণে মশগুল অন্তর। গ. পরিশ্রমী শরীর। ঘ. নেককার স্ত্রী। ঙ. জীবিকার সহজ ব্যবস্থাপনা। বান্দার জন্য পাঁচ ওয়াক্ত নামায এই পাঁচ নেয়ামতের শুকরিয়া আদায়ের জন্য যথেষ্ট।

৫. হেকমত: মানব জীবন সাধারণত এই পাঁচ অবস্থায় থাকা সম্ভব। ক. দাঁড়ানো খ.বসা গ. শয়ন ঘ. জাগ্রত ঙ. ঘুমন্ত।

এই পাঁচ অবস্থায় বান্দার প্রতি আল্লাহ তাআলার রহমতের বারি বর্ষিত হতে থাকে। বান্দা এ সকল অবস্থায় তার প্রতি বর্ষিত আল্লাহ তাআলার রহমতের শুকরিয়া আদায় করতে সক্ষম নয়। চিন্তা করার বিষয় হলো, আমরা তো আল্লাহ তাআলার নেয়ামত গণনা করেই শেষ করতে পারব না। তাহলে শুকরিয়া আদায় করা কি করে সম্ভব। তাই বাহ্যত আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় অসম্ভব হলেও আল্লাহ তাআলা বান্দার প্রতি অনুগ্রহস্বরূপ পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরজ করে শুকরিয়া জ্ঞাপনের সুযোগ করে দিয়েছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি যথাযোগ্য গুরুত্বের সাথে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করবে সে সর্বাবস্থায় তার প্রতি আল্লাহ তাআলার বর্ষিত নেয়ামতের শুকরিয়া আদায়কারী বলে বিবেচিত হবে।

৬. **হেকমত:** ইসলামি শরীয়তমতে পাঁচ প্রকার গোসলের মাধ্যমে অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতা হাসিল করা হয়।

ক. সহবাস বা স্বপ্নদোষের পর গোসল। খ. ঋতুস্রাব পরবর্তী গোসল। গ. নিফাস তথা সন্তান প্রসব পরবর্তী গোসল। ঘ. ইসলাম গ্রহণের জন্য গোসল। ঙ. মৃত ব্যক্তির গোসল।

এই পাঁচ প্রকার গোসলের মাধ্যমে যাবতীয় বাহ্যিক নাপাক দূর করা সম্ভব। আর অভ্যন্তরীণ নাপাক দূর করার জন্য আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক মুসলমানের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরজ করে দিয়েছেন। বুখারী শরীফে রয়েছে, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের দৃষ্টান্ত মুমিনের গৃহ সম্মুখে প্রবাহমান নহর সদৃশ। মু'মিন ব্যক্তি প্রতিদিন পাঁচ বার সে নহরে গোসল করলে তার শরীরে কোন প্রকার ময়লা থাকা কি সম্ভব? সাহাবায়ে কেরাম বললেন, কিছুতেই সম্ভব নয়। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন, এভাবে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায়কারী ব্যক্তির মধ্যে পাপের কোন ময়লা ও কলুষতা থাকা সম্ভব নয়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ "নিশ্চয় সৎকর্ম মন্দ কর্মকে মিটিয়ে দেয়।"

-সূরা হূদ: ১১৪।

৭. **হেকমত:** কেবলা পাঁচ প্রকার: ১. কা'বা, উম্মতে মুহাম্মদির কেবলা। ২. বায়তুল মুকাদ্দাস, ইহুদিদের কেবলা। ৩. পূর্বদিক, খ্রিস্টানদের কেবলা। ৪. বায়তুল মা'মুর ফেরেশতাদের কেবলা। ৫. পথভ্রান্ত পেরেশান ব্যক্তির কেবলা আল্লাহ তাআলা।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ অতএব, তোমরা যেদিকেই মুখ ফেরাও, সেদিকেই আল্লাহ্ বিরাজমান। -সূরা বাকারা:১১৫।

৮. **হেকমত:** মানব জীবনের সমাপ্তির পর তাকে পাঁচটি বিপদের সম্মুখীন হতে হয়। ১. মৃত্যু যাতনা ২. কবরের আজাব ৩. হাশরের দিন আমলনামা লাভ ৪. পুলসিরাত পার হওয়া ৫. জান্নাতে গমন করা।

যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামায যথাযোগ্য মর্যাদা ও গুরুত্বের সাথে আদায় করবে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য এই পাঁচটি মুসিবত সহজ করে দেবেন। হাফেয ইবনে হাজার আসকালানি র. নিম্নোক্ত হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

مَنْ حَافَظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ أَكْرَمَهُ اللهُ بِخَمْسِ خِصَالٍ يَرْفَعُ عِنْدَ ضِيْقِ الْمَوْتِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَيُعْطِيْهُ اللهُ بِيَمِيْنِهِ وَيَمُرُّ عَلَى الصِّرَاطِ كَالْبَرْقِ وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ.

"যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামায যথাযথভাবে আদায় করবে আল্লাহ তাআলা তাকে পাঁচটি পুরস্কারে পুরস্কৃত করবেন। ১. মৃত্যুযাতনা হতে রক্ষা করা হবে ২.কবরের আজাব থেকে রক্ষা করা হবে ৩. হাশরের দিন ডান হাতে আমলনামা প্রদান করা হবে ৪. সে পুলছিরাত বিদ্যুৎ গতিতে পার হবে ৫. তাকে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে।"

নামায কে আসরার ওয়া রুমূযঃ পৃ.৮৪।

## দুশ্চিন্তা ও পেরেশানি হতে মুক্তির উপায়

একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কাফেরদের বিভিন্ন প্রকার নির্যাতন ও কষ্টে অত্যন্ত পেরেশান ছিলেন। তখন আল্লাহ তাআলা অত্যন্ত স্নেহের ভঙ্গিতে বললেন,

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ.

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَّالَّذِينَ هُمْ مُّحْسِنُونَ.

'ধৈর্য ধারণ করুন, আপনার ধৈর্য ধারণ তো হবে আল্লাহরই সাহায্যে। তাদের কারণে দুঃখ করবেন না এবং তাদের ষড়যন্ত্রে মনঃক্ষুণ্ন হবেন না। আল্লাহ তাদেরই সাথে আছেন যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যারা সৎ কর্মপরায়ণ।' -সূরা নাহলঃ ১২৭-২৮।

কখনো যদি আপনি অনেক দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হন তখন উক্ত আয়াত দু'টি কয়েকবার পড়ে দেখুন। অত্যন্ত পরীক্ষিত। এর দ্বারা আল্লাহ তাআলা বান্দার যাবতীয় পেরেশানি ও দুশ্চিন্তা দূর করে দেন এবং হৃদয়ে প্রশান্তি ও শীতলতা দান করেন। আল্লাহ তাআলার কালাম অত্যন্ত বিস্ময়কর প্রভাবক। পেরেশান ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ব্যক্তির দুশ্চিন্তাকে আনন্দে পরিণত করার ব্যাপারে এটি অব্যর্থ একটি আমল। নিজেও এর উপর আমল করুন এবং কোন পেরেশান ব্যক্তি আপনার নিকট এলে তার জন্যও পড়ুন। দেখবেন, আল্লাহ তাআলা অন্তরের অবস্থা কীভাবে পরিবর্তন করে দেন।

## আল্লাহ আপনাকে নেককার স্ত্রী দেবেন

**প্রশ্নঃ** আমি অনেক দিন যাবত বিবাহের জন্য পাত্রী খুঁজছি। কিন্তু কেউ আমাকে মেয়ে দিতে প্রস্তুত নয়। এর জন্য আমাকে কোন অজিফা বলে দিন।

জবাবঃ নিম্নোক্ত আমলগুলো নিয়মিত করার দ্বারা ইনশাআল্লাহ উদ্দেশ্য সাধিত হবে-

১. অধিক হারে ইস্তেগফার করতে থাকবেন।

২. يا جامع (ইয়া জামিউ) পাঁচশত বার পড়বেন।

৩. ওলামায়ে কেরাম লেখেন, কোন যুবকের বিবাহে বাধা সৃষ্টি হলে, সে যদি মসজিদ ঝাড় দেয় ও মসজিদের খেদমত করে, তাহলে এর বরকতে আল্লাহ তা'আলা তাকে সেবার মানসিকতাসম্পন্ন নেককার স্ত্রী দান করেন।

৪. আপনি যদি সম্পূর্ণ নিখুঁত ও সকল দোষ-ত্রুটির উর্ধ্বে কোন স্ত্রীর সন্ধান করেন, তাহলে এরূপ স্ত্রী লাভ করা আপনার জন্য দুস্কর। এরূপ স্ত্রী তো ইনশাআল্লাহ জান্নাতে লাভ হবে। তাই আল্লাহ তাআলার কোন বান্দী পাওয়া গেলে, তাকেই জীবন সঙ্গিনী হিসেবে নির্বাচন করে নিন।

৫. সূরা আহযাব লিখে ঘরে রাখবেন।

৬. কোন নারী যদি নেককার স্বামী চায়, তাহলে সে যেন তার ভাইকে মসজিদের খেদমতে জন্য পাঠায়।

## হৃদয় ছোঁয়া মোনাজাত

হে প্রভু দয়াময়! বাহ্যত আমরা বান্দা; কিন্তু আসলে আমরা বড়ই গান্ধা (দুর্গন্ধযুক্ত)। হে আল্লাহ! আমাদের অভ্যন্তরের দুর্গন্ধগুলো দূর করে দাও। আমাদের হৃদয়ের অন্ধকার দূর করে দাও। আমাদের অন্তরের পাষণ্ডতা দূর করে দাও। হে আল্লাহ! আমাদের হৃদয়কে আলোকিত করে দাও। আমাদের মনোজগতকে আবাদ করে দাও। হে মালিক! আমাদের দৃষ্টিকে সুন্দর, সংযত ও পবিত্র করে দাও। আমাদের হৃদয়কে স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন করে দাও। আমাদের হৃদয় তোমার ভালোবাসায় সিক্ত করে দাও।

হে আল্লাহ! আমাদের হৃদয়ে তোমার প্রেমের আগুন জ্বালিয়ে দাও। আমাদের দেহের প্রতিটি অঙ্গে, প্রতিটি শিরায়, তোমার জিকির জারি করে দাও। প্রতিটি হাড়ে, প্রতিটি গোশত কণায়, তোমার ভালোবাসা সৃষ্টি করে দাও। হে মালিক! আমাদের আমলে এখলাস ও নিষ্ঠা তৈরি করে দাও। রিজিকে বরকত দাও। সুস্থ্যতায় বরকত দাও। পদে পদে তোমার রহমত ও বরকতকে সঙ্গী করে দাও।

হে মালিক! শারীরিক ব্যাধি দূর করে দাও। আমাদেরকে আত্মিক ব্যাধিমুক্ত করে দাও। শয়তান ও নফসের ধোঁকা ও প্রবঞ্চনা হতে রক্ষা করো। অনিষ্টকারীর অনিষ্ট থেকে রক্ষা করো। হে আল্লাহ! শত্রুর শত্রুতা হতে রক্ষা করো। ইজ্জত ও সম্ভ্রম রক্ষা করো।

হে আল্লাহ! আমাদের ঈমান রক্ষা করো। হে আল্লাহ! আমাদেরকে মন্দ কর্মে লিপ্ত হওয়া থেকে রক্ষা করো। রাতের অনিষ্ট হতে রক্ষা করো। খারাপ সময় হতে রক্ষা করো। হে আল্লাহ! আমাদেরকে মন্দ পরিণতি হতে রক্ষা করো। অসৎ বন্ধু হতে রক্ষা কর। মন্দ অবস্থা হতে রক্ষা করো।

হে দয়াময় আল্লাহ! আমাদের অবস্থার প্রতি তোমার রহমতের বারি বর্ষণ করো। তোমার রহমতের দৃষ্টি দ্বারা সদা আমাদেরকে সিক্ত করো। আমাদেরকে স্থিরচিত্তে ও গভীর মনোযোগে নামায আদায়ের তাওফিক দাও। মসজিদে অবস্থানে আনন্দ দান করো। কুরআন তেলাওয়াতের স্বাদ দান করো। রজনীর শেষ প্রহরের মুনাজাত আর কান্নার স্বাদ আমাদেরকে দান করো। হে মালিক প্রকৃত ঈমান নসিব করো। হে করুণাময় প্রভু! আমাদের প্রতি তোমার দয়া ও করুণার আচরণ করো।

হে আল্লাহ মহান! মাতা-পিতা যেমনিভাবে তাদের দুর্বল সন্তানদের প্রতি অধিক যত্নশীল হয়, আমরাও আপনার দুর্বল বান্দা, আমাদের প্রতি অধিক যত্নবান হোন। আমাদের প্রতি আপনার বিশেষ রহমত দিন।

তোমার রহমতের একটি মাত্র দৃষ্টিই পারে আমার জীবনের সকল বাধা-বিপত্তি দূর করে দিতে। হে আল্লাহ! যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি সন্তুষ্ট না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত মিনতি জানাতে থাকব তোমার দরবারে। হে আল্লাহ! আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাও। হে মালিক! আমাকে তোমার সন্তুষ্টির সুধা দান করো।

হে আল্লাহ! আমাদের পাপরাশির আধিক্যের কারণে আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ো না। আমাদের প্রতি তোমার দয়ার দৃষ্টি দাও। আমাদেরকে তোমার দয়ার সাগরে ভাসিয়ে দাও।

হে আল্লাহ! সন্তান পেরেশান হয়ে মাতা-পিতার কাছে ছুটে যায়। আর বান্দা পেরেশান হলে আল্লাহর দরবারে ছুটে যায়। হে নিঃস্বের সহায়! হে ভগ্ন হৃদয়ের সান্ত্বনাদানকারী! হে আঘাতপ্রাপ্ত হৃদয়ে শান্তির প্রলেপ দানকারী! দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হৃদয়ের দুশ্চিন্তা অবসানকারী! শূন্য আঁচল পূর্ণকারী! হে আল্লাহ! আমাদের তওবা কবুল কর।

হে মালিক! আমাদের দু'য়াকে পুরনো বস্ত্রের ন্যায় মুখে নিক্ষেপ করো না। হে আল্লাহ! আমরা তোমার অমুখাপেক্ষিতার মহান শানে ভীত। হে আল্লাহ! তোমার অমুখাপেক্ষিতার মহান শানের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ হলে বাল'আম বাউরার চারশত বছরের ইবাদতও ঠুনকো মনে হয়। হে আল্লাহ! তোমার খেদমতে পেশ করার মতো ইবাদতও তো আমাদের নেই। হে আল্লাহ! আমরা তো পাপের বোঝা মাথায় নিয়েই তোমার সম্মুখে এ আশায় দণ্ডায়মান যে, বাদশাহ তাঁর দরবারে আগন্তুককে কী নিয়ে এসেছে তা জিজ্ঞেস করে না; বরং বাদশাহ সব সময় জিজ্ঞেস করে কী প্রয়োজনে তুমি এসেছ।

হে মাওলা! তোমার দরবারে পেশ করার মতো কোন আমল আমাদের নেই। আমরা তোমার দরবারে নেয়ার জন্য এসেছি; আমরা তোমার দরবারে ভিক্ষার হস্ত প্রসারিত করেছি। প্রভু দয়াময়! তোমার দয়ার দৃষ্টি আমাদের প্রতি নিবদ্ধ কর।

হে দয়াময় মালিক! আমাদের প্রতি তোমার অনুগ্রহের দ্বার অবারিত করো। হে আল্লাহ! সন্তানকে নাপাক আর ময়লাতে একাকার দেখেও কি মা তার সন্তানকে ছুঁড়ে ফেলতে পারে? সন্তানের প্রতি মায়ের এতটুকু ঘৃণা জন্মে না, বরং মনে করে অবুঝ, অজ্ঞ বিধায় এভাবে নাপাক আর ময়লায় একাকার হয়ে গেছে। মাওলা আমার! আমরা তো বড়ই অজ্ঞ, মূর্খ, অবুঝ, নাদান হয়েই জীবন অতিক্রম করছি। কিন্তু বান্দা তো তোমারি। হে আল্লাহ! আমাদের প্রতি তোমার রহমতের দৃষ্টি দাও। রহমতের বারি দ্বারা আমাদের পাপের অপবিত্রতাকে ধুয়ে পরিষ্কার করে দাও। আমাদেরকে তোমার রহমতের চাদরে আবৃত করে নাও।

হে আল্লাহ! তোমার তো আমাদের মতো অজ্ঞ-অনুপোযুক্ত বান্দা রয়েছে। কিন্তু আমাদের তো তুমি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। হে আল্লাহ! আমি কসম করে বলছি, তুমি ছাড়া আমাদের কোন মা'বুদ নেই। আমরা তো তোমারই দ্বারের ভিখারী। আমাদের জন্য তোমার দ্বার উন্মুক্ত করে দাও। আমাদের প্রতি তোমার রহমতের দৃষ্টি দাও। হে মালিক! আমাদের প্রতি রহমতের আচরণ কর। হে আল্লাহ! ইউসুফ আ. তো তাঁর ভ্রাতাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন। তুমি তো তাঁর চেয়ে অধিক দয়ালু ও করুণাময়। তুমি তোমার বান্দাদেরকে ক্ষমা করে দাও। মালিক! আমাদের প্রতি দয়া করো।

হে দয়াময়! আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করো। আমাদের জীবনের অতীত সকল পাপ ক্ষমা করে দাও। আল্লাহ! সকলের মেহনতকে কবুল কর। সকলকে তোমার নৈকট্যশীল বান্দাদের অন্তর্ভূক্ত করে নাও।

হে আল্লাহ! কারো মাঝে দ্বন্দ্ব ও লড়াই চলতে থাকলে কোন একজনের স্ত্রী অপরজনের নিকট লড়াই বন্ধ করার আবেদন জানালে সে আবেদনে সাড়া দিয়ে লড়াই বন্ধ করা হয়। হে আল্লাহ! আপনার এ সকল বান্দীরা ঘর ছেড়ে এখানে এসেছে। আপনার রহমতের আশায় তারা আঁচল বিছিয়েছে। হে মাওলা! তাদের পাপ মার্জনা করে দাও। তাদের যাবতীয় ত্রুটি দূর করে দাও।

হে আল্লাহ! আমরা ওলামায়ে কেরামের নিকট শুনেছি, পিতা কোন খাবার বস্তু নিয়ে এলে সেখানে ছেলে-মেয়ে উভয়ে থাকলে মেয়েকে আগে দেয়া হয়। কেননা তুমি মেয়েকে ছেলের উপর প্রাধান্য দিয়েছ। হে আল্লাহ! আমরা ও তোমার বান্দীরা এখানে তোমার দরবারে ভিক্ষার হাত উঠিয়েছি। আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও। আমাদের প্রতি দয়া কর, অনুগ্রহ কর।

হে মাওলা আমাদের! তোমার এ বান্দীরা তাদের হৃদয়ের আকুতি, হৃদয়ের সব চাওয়া আর কার দরবারে পেশ করবে? তুমি তো তাদের অন্তরের গোপন বিষয়গুলো সম্পর্কে জ্ঞাত।

হে আল্লাহ! তাদেরকে শয়তানের ধোঁকা থেকে রক্ষা করো। তাদেরকে সম্মানজনক ও পবিত্র জীবন দান করো। হে আল্লাহ! জ্ঞানের অলংকারে তাদেরকে অলংকৃত করো। তাদের হৃদয়কে কুরআন-হাদীসের আলোয় উদ্ভাসিত করো। তাদেরকে সফলতা দান করো। ইহকাল ও পরকালের সকল পরীক্ষায় তাদেরকে উত্তীর্ণ করো। হে আল্লাহ! এরা তো তোমার দীনের জ্ঞান অর্জনের জন্য তাদের পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজন থেকে দূরে অবস্থান করছে। তুমি তো মুসাফিরের দোয়া কবুল করো। হে আল্লাহ! তাদের সকল সমস্যা সমাধান করে দাও। তাদেরকে ইজ্জতের সাথে হালাল ও উত্তম জীবিকা দান করো। হে আল্লাহ! আমাদের সকল দোয়া কবুল করো।

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْم وَتُبْ عَلَيْنَا يَا مَوْلاَنَا انك اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْم وَصَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ وَّعَلٰى آلِهِ وَصَحْبِه اَجْمَعِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

## ধোপার নিকট হাসান বসরী র.-এর তাওহিদ শিক্ষা

হযরত হাসান বসরী র. বলেন, এক ধোঁপা আমাকে তাওহিদ শিখিয়েছে। কেউ তাঁকে জিজ্ঞেস করল, হযরত! তা কীভাবে? তিনি বললেন, আমার এক প্রতিবেশী ছিল ধোঁপা। একবার আমি গরমের রাতে আমার ঘরের ছাদে বসে কুরআন তেলাওয়াত করছিলাম। হঠাৎ আমি সেই প্রতিবেশীর উচ্চ কণ্ঠ শুনতে পেলাম। তখন আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, কী ব্যাপার; এত উচ্চ কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে কেন? কোন সমস্যা হয়নি তো? তার পক্ষ থেকে কোন জবাব এলো না। তখন আমি গভীরভাবে লক্ষ্য করে বুঝলাম যে, তাদের স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ঝগড়া হচ্ছে। ধোঁপার স্ত্রী স্বামীকে লক্ষ্য করে বলছিল, দেখ! তোমার জন্যই আমি যত কষ্ট সহ্য করছি। তোমার জন্যই আমি ক্ষুধা ও দারিদ্র সহ্য করছি। তোমার জন্যই আমি অতি সাধারণ পোশাক পরিধান করছি। এখনো যাবতীয় দুঃখ-কষ্ট সহ্য করার জন্য প্রস্তুত। কিন্তু তুমি যদি দ্বিতীয় বিবাহ করো, আমাকে ব্যতীত অন্য কাউকে স্ত্রী রূপে গ্রহণ কর, তাহলে তোমার সাথে থাকা আমার পক্ষে মোটেও সম্ভব হবে না। হযরত হাসান বসরী র. বলেন, ধোঁপার স্ত্রীর এ কথা শুনে আমি কুরআনে কারীমের প্রতি লক্ষ্য করলাম। তখন আমার সামনে এই আয়াত ভেসে উঠল-

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ.

"নিশ্চয় আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করেন না, যে তাঁর সাথে কাউকে শরিক করে। এছাড়া যাকে ইচ্ছা, ক্ষমা করেন।"[৩২]

তোমার স্মরণে দু' চোখ বেয়ে অশ্রুর বান ডাকে
এ তো সেই বর্ষণ যার কোন মওসুম নেই।

## ধর্মীয় নেতৃত্বের পদস্খলন হলে জাতির কী অবস্থা হবে

হযরত হাসান বসরী র. বলেন, জীবনের কিছু ঘটনা আমার কাছে বড়ই বিস্ময়কর মনে হয়। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, জনাব! কী সে সব ঘটনা? তিনি বললেন:

---

৩২. সূরা নিসা: ১১৬, তামান্নায়ে দিল: পৃ.৩৮।

১. একবার দশ-বারো বছরের একটি মেয়ে আসছিল। তার কথায় আমি হতবাক হয়ে যাই। বৃষ্টি হয়েছিল তাই রাস্তা পিচ্ছিল ছিল। সে বাজার থেকে কোন বস্তু নিয়ে আসছিল। আর আমি মসজিদে যাচ্ছিলাম। সে যখন কিছুটা আমার কাছে এলো, আমি তাকে বললাম, হে বালিকা! একটু সাবধানে পা ফেলো, অন্যথায় পিছলে যেতে পারো। আমার এ কথার উত্তরে সে আমাকে বলল, জনাব! আমি পিছলে পড়লে হয়তো আমার কিছুটা ক্ষতি হবে, তা ঠিক; কিন্তু আপনি একটু সাবধানে পা ফেলুন। আপনার পদস্খলন ঘটলে এ জাতির অবস্থা কী হবে? হযরত হাসান বসরী র. বলেন, সেই কিশোরীটির কথা আমার আজও মনে পড়ে। সে বলেছিল, "আপনি একটু সাবধানে পা ফেলুন। আপনার পদস্খলন ঘটলে জাতির অবস্থা কী হবে?"

২. জনৈক ব্যক্তি নামায আদায় করছিল। তখন চেহারা ও মাথা অনাবৃত এক নারী ক্রন্দনরত অবস্থায় তার সামনে দিয়ে অতিক্রম করল। নামায শেষে সেই ব্যক্তি ঐ নারীর প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বলল, তোমার কি কোন লজ্জা নেই; আমি নামায পড়ছি আর তুমি চেহারা ও মাথা অনাবৃত অবস্থায় আমার সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করছ। সেই নারী প্রথমে ক্ষমা চেয়ে বলতে লাগল দেখুন, আমার স্বামী আমাকে তালাক দিয়েছে, তাই আমি পেরেশান। ফলে কে নামায পড়ছে বা না পড়ছে আমার সে খবরই ছিল না। তবে আমি এভেবে বিস্মিত হচ্ছি যে, আমি স্বামীর ভালোবাসায় এত পাগলপ্রায় যে, কোথায় যাচ্ছি, কোন দিক দিয়ে যাচ্ছি; এর কিছুই আমার খবর নেই। কিন্তু আল্লাহ তাআলার প্রতি আপনার এ কেমন ভালোবাসা, তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়েও আমার চেহারার প্রতি আপনি দৃষ্টি দিলেন !

হযরত হাসান বসরী র. বলেন, সেই নারীর কথা আজও আমার মনে পড়ে। বাস্তবে আমাদের নামাযের অবস্থা তো এমনই। নিচ তলায় আমরা নামায পড়লে উপর তলায় কেউ আমাদের নাম নিলে আমরা সেই দিকে উৎকর্ণ হয়ে পড়ি। এই হলো আমাদের নামাযের একাগ্রতার অবস্থা।[৩৩]

---

৩৩. তামান্নায়ে দিল: পৃ. ৪০।

## পুরুষের ফেতনা রূপে আর নারীর ফেতনা সম্পদে

দুটি বিষয় আল্লাহ তাআলার ভালবাসার প্রতিবন্ধক।

১. রূপ-সৌন্দর্য ও ২. সম্পদ।

রূপ-সৌন্দর্য কীভাবে প্রতিবন্ধক হয়, এটি সকলেরই জানা। নামায পড়ে মসজিদ থেকে বের হই অথচ দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণে থাকে না। এদিক সেদিক অন্যায়ভাবে দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হতে থাকে। এটিই রূপ আর সৌন্দর্যের ফাঁদে বন্দি হওয়ার প্রমাণ। বেগানা নারীদের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া থেকে নিজেকে সংযত রাখা যায় না। বর্তমানে পুরুষের জন্য এটিই সর্বাপেক্ষা বড় ফেতনার বিষয়।

অপর ফেতনার বিষয় হলো সম্পদ। পুরুষ অপেক্ষা নারীদের জন্য এটি বড় ফেতনার বিষয়। নারীদের অন্তরে সম্পদের মোহ ও ভালোবাসা অধিক পরিমাণে হয়ে থাকে। বর্তমানের যুব সমাজ তো সম্পদ আর রূপের ফাঁদে বন্দি হয়ে আল্লাহ তাআলা থেকে দূরে সরে গেছে। তাই আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারীমে দু'টি বিষয় হতে দৃষ্টি সরানোর নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ.

"আমি এদের বিভিন্ন প্রকার লোককে পরীক্ষা করার জন্য পার্থিবজীবনের সৌন্দর্য স্বরূপ ভোগ-বিলাসের যে উপকরণ দিয়েছি, আপনি সেই সব বস্তুর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন না। আপনার পালনকর্তার দেয়া রিজিক উৎকৃষ্ট ও অধিক স্থায়ী।" সূরা ত্বহা: ১৩১।

উক্ত আয়াতে পার্থিব ধন-সম্পদ ও ঐশ্বর্যের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ থেকে বারণ করা হয়েছে। অপর যে বিষয়টি হতে বারণ করা হয়েছে, তা হলো গায়রে মাহরাম তথা বেগানা নারীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ 'মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে।' -সূরা নূর: ৩০।

যে বস্তুর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করার জন্য আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিয়েছেন, সে সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ.

'আপনি নিজেকে তাদের সংস্পর্শে আবদ্ধ রাখুন, যারা সকাল-সন্ধ্যায় তাদের পালনকর্তাকে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশে আহবান করে এবং আপনি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য কামনা করে তাদের থেকে নিজের দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবেন না, তাদের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রাখুন।' -সূরা কাহফ: ২৮।

উক্ত আয়াত দ্বারা বুঝা যায়, সর্বদা আল্লাহওয়ালাদের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখার আদেশ করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনেও আমাদেরকে এই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে:

وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. 'তোমার দৃষ্টি ঐ সকল বান্দা হতে সরাবে না, বরং তাদের প্রতি সর্বদা দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখবে।' বুঝা গেল, দৃষ্টি আল্লাহ ওয়ালাদের প্রতি নিবদ্ধ থাকলে বান্দার রাস্তা সহজ হবে। সে নিজেই আল্লাহর নিকটবর্তী হয়ে যাবে। অতএব দু'টি জিনিষ থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেওয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছে। ১. সম্পদ ২. সৌন্দর্য, আর একটি চেহারার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, সেটি হলো আল্লাহ ওয়ালাদের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা। যদি আপনি দৃষ্টি সরিয়ে নেন, وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. 'তখন আপনি দুনিয়ার জৌলুশকে আহ্বানকারী হয়ে যাবেন।' "

## রাবেয়া বসরী র. বলেন আগে প্রতিবেশী পরে ঘর

কেউ হযরত রাবেয়া বসরী র.-এর জন্য দোয়া করেছিলেন, আল্লাহ তাআলা যেন আপনাকে জান্নাতে আবাস দান করেন। তিনি বললেন, আগে প্রতিবেশীর কথা বলো, পরে নিবাস। আল্লাহ তাআলা যেন আমাদেরকেও তাঁর প্রতিবেশীর জায়গা দান করেন।

## পাগল, বধির এবং শিশুরা কি জান্নাতে যাবে?

সম্মানিত মাওলানা সাহেব

সালাম নিবেদন, আমার ভাই বাম কানে শুনতে পায় না। এমনিভাবে আমার চাচাতো বোন ব্রেন সমস্যায় অপারগ। এখন

বলুন, মৃত্যুর পর তাদের স্থান কোথায় হবে? জান্নাত না জাহান্নাম। উত্তর দিয়ে বাধিত করবেন।

বিনীত
আপনার দীনি ভাই

## চিঠির উত্তর

দেখুন ভাই! নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা কারো সাথেই জুলুম করেন না। এই জন্য বধির, পাগল, বুদ্ধি প্রতিবন্ধি এবং দুই নবীর মধ্যকালীন সময়ে যারা মৃত্যু বরণ করেছেন তাদের সম্বন্ধে কোন কোন রেওয়াতে এসেছে, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তাআলা তাদের নিকট ফেরেশতা পাঠাবেন এবং ফেরেশতারা গিয়ে বলবেন যাও, জাহান্নামে প্রবেশ করো। যদি তারা আল্লাহর আদেশ পালনার্থে জাহান্নামে প্রবেশ করে, তবে জাহান্নাম তাদের জন্য ফুলের বাগানে পরিণত হয়ে যাবে। দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো, তাদেরকে টেনে টেনে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।[৩৪]

ছোট শিশুদের বেলায় ভিন্নমত আছে, মুসলমানের বাচ্চারা তো জান্নাতেই যাবে, তবে কাফের ও মুশরেকদের বাচ্চাদের বেলায় ভিন্নমত আছে, কেউ নিরব থাকার পক্ষে মত পোষণ করেন, কেউ জান্নাতে যাওয়ার এবং কেউ জাহান্নামে যাওয়ার পক্ষে মত পোষণ করেছেন।

ইমাম ইব্ন কাসির র. বলেছেন, হাশরের ময়দানে তাদের পরীক্ষা নেয়া হবে, যে আল্লাহ তাআলার আদেশকে মেনে নেবে, সে জান্নাতে যাবে আর যে আদেশ অমান্য করবে সে জাহান্নামে যাবে। ইমাম ইবনে কাসির র. এই বক্তব্যকে প্রধান্য দিয়েছেন এবং বলেছেন এর ফলে রেওয়ায়েতে যে মত বিরোধ ছিল তা সমন্বয় হয়ে যাবে। (বিস্তারিত জানার জন্য,দেখুন তাফসীরে ইব্ন কাসির।) তবে সহিহ বুখারীর রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে মুশরেকদের বাচ্চারা জান্নাতে যাবে।[৩৫]

## যেভাবে ঘরে শান্তি ও রহমত বর্ষিত হয়

সূরা কাহ্ফ তেলাওয়াত করলে ঘরে শান্তি ও রহমত বর্ষিত হয়। একবার জনৈক সাহাবী সূরা কাহ্াফ তেলাওয়াত করছিলেন। তখন তাঁর গৃহপালিত

---

৩৪. মুসনাদে আহমদ পৃ. ২৪, ইবনে হিব্বান. ৯/২২৬।

৩৫. দেখুন, সহিহ বুখারীঃ ২/২৫-৩৪৮১২। তাফসীরে মসজিদে নববীঃ পৃ. ৭৭০।

পশুটি ভয়ে চিৎকার করতে শুরু করল। তিনি গভীরভাবে লক্ষ্য করে দেখলেন যে, একটি মেঘখণ্ড তাকে আচ্ছন্ন করে আছে, একারণে সে চিৎকার করছে। সেই সাহাবী বিষয়টি রাসূল সা.-কে জানালে তিনি বললেন, তুমি সূরাটি তেলাওয়াত করো। কেননা কুরআন তেলাওয়াত করার সময় শান্তি বর্ষিত হয়।[৩৬]

## দিন ও রাত আল্লাহ্ তাআলার নেয়ামত

দিন ও রাত উভয়টি আল্লাহ্ তাআলার মহান নেয়ামত। তিনি রাতকে করেছেন অন্ধকারাচ্ছন্ন; যাতে সকলে বিশ্রাম নিতে পারে। রাতের এ অন্ধকারের ফলে সকলেই সে সময় ঘুমুতে ও বিশ্রাম নিতে বাধ্য। যদি বিশ্রাম নেয়ার ও ঘুমানোর জন্য সকলের ভিন্ন ভিন্ন সময় হতো, তাহলে কেউ পূর্ণরূপে বিশ্রাম নিতে সক্ষম হত না। অথচ জীবিকা উপার্জন ইত্যাদি কর্ম সম্পাদনের জন্য নিদ্রা ও বিশ্রাম পূর্ণমাত্রায় হওয়া আবশ্যক। পূর্ণমাত্রার নিদ্রা ও বিশ্রাম না হলে শরীরের শক্তি ও সক্ষমতা বজায় থাকে না। যদি কিছু লোক বিশ্রাম নিত ও কিছু লোক তাদের কাজ কর্মে ব্যস্ত থাকত, তাহলে যারা বিশ্রাম নিত তাদের বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটত এবং মানুষ পারস্পরিক সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হত। অথচ এই পৃথিবীর নিয়ম হলো, মানুষ একে অন্যের সাহায্য-সহযোগিতার দারস্থ হবে। তাই আল্লাহ তাআলা রাতকে করেছেন অন্ধকার। যেন সমস্ত মানুষ একই সময় বিশ্রাম নিতে পারে এবং যেন কারো নিদ্রা ও বিশ্রামে কোন প্রকার বিঘ্ন ও ব্যাঘাত সৃষ্টি না হয়। পক্ষান্তরে তিনি দিনকে করেছেন আলোকময়, যাতে সকল মানুষ নির্বিঘ্নে ও উত্তমরূপে কাজ করতে সক্ষম হয়। দিবস যদি আলোকময় না হত তাহলে মানুষ কাজ করতে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হত; যা অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবেই বুঝা যায়।

আল্লাহ তাআলা আপন নেয়ামতের সূত্রে তাঁর তাওহিদ তথা একত্ববাদকে সাব্যস্ত করেছেন। তিনি বলেছেন, আল্লাহ তাআলা যদি দিন-রাতের এ আবর্তনকে বন্ধ করে সর্বদার জন্য রাতকে স্থির করে দিতেন, তাহলে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মা'বূদ কি আছে, যে তোমাদেরকে দিনের আলোকবর্তিকা ফিরিয়ে দিতে সক্ষম? অথবা তিনি যদি সর্বক্ষণ দিনকে স্থির করে রাখতেন,

---

৩৬. বুখারী: সূরা কাহফের ফযীলত অধ্যায়।

তাহলে আল্লাহ ছাড়া এমন কোন মাবূদ আছে কি, যে তোমাদেরকে রাতের অন্ধকার ফিরিয়ে দিতে সক্ষম? যাতে তোমরা বিশ্রাম নেবে। কিছুতেই নয়; কারো পক্ষেই তা সম্ভব নয়। এটি তো আল্লাহ তাআলার বিশেষ মেহেরবানী ও দয়া মাত্র। তিনিই দিন-রাতের এ আবর্তন ধারা স্থির করেছেন। ফলে রাতের আগমনে দিনের আলো বিদূরিত হয়ে চারিদিক অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে এবং সকল মাখলুক বিশ্রাম নিতে শুরু করে। তেমনিভাবে রাতের সমাপ্তিতে দিনের আগমনে পৃথিবীর সমস্ত কিছু প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে। চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে দিনের আলোকবর্তিকা। মানুষ নিজের পরিশ্রমের দ্বারা আল্লাহর রহমত অর্থাৎ তার জীবনের জীবিকা অন্বেষণের জন্য যাবতীয় কাজ-কর্ম শুরু করে।[৩৭]

## আত্মার ব্যাধি

যে দশটি বিষয়ের সংশোধনে অন্তরের যাবতীয় ব্যাধির নিরাময় হয়। সেগুলো হলো:

১. অধিক আহারের লালসা।

২. অতিকথন। (বাচালতা)

৩. অন্যায় ক্রোধ।

৪. হিংসা-বিদ্বেষ।

৫. কার্পণ্য ও সম্পদের মোহ।

৬. খ্যাতি ও মর্যাদা প্রীতি।

৭. দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা।

৮. অহংকার।

৯. নিজের অন্তরকে প্রাধান্য দেওয়া।

১০. লৌকিকতা।

## বাহ্যিক উত্তম আমলসমূহ

মানুষের বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে সম্পর্কৃত দশটি আমলের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করলে আল্লাহর অন্য আদেশ মান্য করা সহজ হয়ে যাবে।

---

৩৭. তাফসীরে মসজিদে নববী: পৃ. ১০৯৩।

১. নামায আদায় করা।

২. যাকাত ও দান-সদকা করা।

৩. রোযা রাখা।

৪. হজ করা।

৫. কুরআন তেলাওয়াত করা।

৬. অধিকহারে জিকির করা।

৭. হালাল জীবিকা অন্বেষণ করা।

৮. মুসলমানদের হক সংরক্ষণ করা।

৯. সুন্নতের অনুসরণ করা।

১০. উত্তম কথা বলা ও মন্দ কথা ত্যাগ করা।

## অভ্যন্তরীণ উত্তম আমলসমূহ

মানুষের আত্মার সাথে সর্ম্পকৃত দশটি আমলের প্রতি যত্নবান হলে আল্লাহর অন্যান্য আদেশ পালন করা সহজ হয়ে যাবে।

১. তওবা।

২. আল্লাহভীতি।

৩. যুহূদ তথা দুনিয়া বিরাগ।

৪. ধৈর্য ধারণ।

৫. কৃতজ্ঞতা।

৬. নিষ্ঠা ও সত্যবাদিতা।

৭. আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতা।

৮. আল্লাহ্ তাআলার ভালোবাসা।

৯. তাকদিরে সন্তুষ্টি।

১০. পরকালের প্রস্তুতি।

## আল্লাহর ঘোষিত পন্থায় বৃষ্টি প্রার্থনা কর

আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন:

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا (١٠) يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا (١١) وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. (١٢)

"অতঃপর বলেছি, তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিঃসন্দেহে তিনি অতি ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের উপর আকাশ থেকে অজস্র বৃষ্টিধারা বর্ষণ করে দেবেন। আর তোমাদেরকে ধারাবাহিকভাবে অনেক ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বাড়িয়ে দেবেন। তোমাদের জন্য উদ্যান স্থাপন করবেন এবং তোমাদের জন্য নদী-নালা প্রবাহিত করে দেবেন।"

এই আয়াতের কারণেই কোন কোন আলেম ইস্তেস্কার নামাযে সূরা নূহ পড়া মুস্তাহাব মনে করেন।

বর্ণিত আছে, একবার হযরত ওমর রা. ইস্তেস্কার নামাযের জন্য মিম্বরে উঠলেন। তখন তিনি শুধু ইস্তেগফার সম্বলিত আয়াতসমূহ (যাতে এ আয়াতগুলোও ছিল) তেলাওয়াত করে মিম্বর থেকে নেমে গেলেন এবং বললেন, যে পথ ধরে বৃষ্টি আকাশ থেকে পৃথিবীতে বর্ষিত হয়, আমি সে পথ ধরেই বৃষ্টি প্রার্থনা করেছি। (ইবনে কাছীর)

হযরত হাসান বসরী র. সম্পর্কে বর্ণিত আছে, জনৈক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে অনাবৃষ্টির অভিযোগ করল। তিনি তাকে ইস্তেগফারের নির্দেশনা দিলেন। অপর ব্যক্তি এসে তার দরিদ্রতার অভিযোগ করলে তাকেও তিনি একই নির্দেশনা প্রদান করেন। অন্য এক ব্যক্তি এসে তাঁর নিকট তার বাগান শুকিয়ে যাওয়ার অভিযোগ করলে তিনি তাকেও ইস্তেগফার করতে বলেন। অপর এক ব্যক্তি এসে তার সন্তান না হওয়ার অভিযোগ করলে তিনি তাকেও একই পরামর্শ দেন। তখন কোন এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, জনাব! সমস্যার ভিন্নতা সত্ত্বেও আপনি সকলকে একই সমাধান দিচ্ছেন কেন? সকলকেই আপনি ইস্তেগফার করার পরামর্শ দিচ্ছেন কেন? তখন তিনি উক্ত আয়াতগুলো তেলাওয়াত করে বললেন, আমি নিজের পক্ষ থেকে কোন কথা বলিনি, বরং এটা ঐ ব্যবস্থাপত্র যা আল্লাহ তাআলা এই সমস্ত কিছুর সমাধানস্বরূপ বলে দিয়েছেন।[৩৮]

---

৩৮. আইসারুত তাফাসীর, তাফসীরে মসজিদে নববী: পৃ.১৬৩৭।

## ইস্তেগফার সম্পর্কিত কিছু হাদীস

১. মুসনাদে আহমদে হযরত আবু হুরায়রা রা.-এর সূত্রে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যখন কোন বান্দা গোনাহ করার পর আল্লাহ তাআলার দরবারে হাজির হয়ে আল্লাহ তাআলার নিকট নিবেদন জানিয়ে বলে, হে আল্লাহ! আমার থেকে পাপ সংঘটিত হয়ে গেছে; আপনি আমাকে ক্ষমা করে দেন। তখন আল্লাহ তাআলা বলেন, আমার বান্দা হতে যদিও পাপ সংঘটিত হয়ে গেছে, কিন্তু সে তো এ বিশ্বাস রাখে, তার সৃষ্টিকর্তা পাপের জন্য পাকড়াও করবেন এবং তিনি ইচ্ছা করলে ক্ষমা করে দিতে পারেন। সুতরাং আমি আমার বান্দার গোনাহ ক্ষমা করে দিলাম। সেই বান্দা হতে দ্বিতীয়বার পাপ সংঘটিত হলে, যদি পুনরায় সে তওবা করে, আল্লাহ তাআলা পুনরায় তার পাপ ক্ষমা করে দেন। তৃতীয়বার যদি তার থেকে গোনাহ সংঘটিত হয় এবং সে তওবা করে, তাহলে আল্লাহ তাআলা তখনও ক্ষমা করে দেন। চতুর্থবারও সে পাপ করে ফেলে এবং তওবা করে আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করে বলেন, এখন আমার বান্দা যা ইচ্ছা করুক। (অর্থাৎ তওবা করলে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে)।[৩৯]

২. হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার সম্মুখে থাকলে আমাদের অন্তর কোমল ও নরম থাকে এবং আমরা তখন আল্লাহ ওয়ালা হয়ে যাই। কিন্তু যখন আমরা আপনার নিকট হতে চলে যাই তখন আমাদের অন্তরের এই অবস্থা বিদ্যমান থাকে না, স্ত্রী, সন্তান ও কাজ-কারবারে আমরা ব্যস্ত হয়ে পড়ি। রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, শোনো! আমার সম্মুখে থাকাবস্থায় তোমাদের অন্তরের যে অবস্থা বিদ্যমান থাকে, তা যদি সদা বজায় থাকত, তাহলে ফেরেশতাগণ তোমাদের সাথে মোসাফা করত এবং তোমাদের সাথে সাক্ষাতের জন্য ফেরেশতাগণ তোমাদের ঘরে আসত। শোনো! যদি তোমরা পাপ না করতে, তাহলে আল্লাহ তাআলা তোমাদের পরিবর্তে এমন এক জাতি সৃষ্টি করতেন, যারা পাপ করার পর আল্লাহ

---

৩৯. মুসনাদে আহমদ, বুখারী মুসলিমেও বর্ণনাটি রয়েছে।

তাআলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে এবং আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন।

আমরা জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! জান্নাতের ভবন কিরূপ? তিনি বললেন, জান্নাতের ভবনের এক ইট হবে স্বর্ণের আর অপর ইট হবে রৌপ্যের। আর ঐ ইট গাঁথার মসলা বা সুরকি হবে খাঁটি মেশকের। তার কংকর হবে মুক্তা ও ইয়াকূতের। তার মাটি হবে জাফরানের। জান্নাতিদের নেয়ামত কখনো ফুরাবে না। তারা জান্নাতে চিরস্থায়ী থাকবে। তাদের কাপড় জীর্ণ হবে না এবং যৌবন থাকবে অক্ষয়।

তিন ব্যক্তির দোয়া প্রত্যাখ্যাত হয় না। ১. ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ ২. রোযাদার ব্যক্তি ৩. মাজলুম। তাদের দোয়া মেঘমালায় উত্থিত হয় এবং তখন আকাশের দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। আল্লাহ তাআলা তখন বলেন, আমার ইজ্জত ও সম্মানের কসম; কিছুটা বিলম্বে হলেও অবশ্যই আমি তোমার সাহায্য করব। (মুসনাদে আহমদ)

৩. আমিরুল মু'মিনীন হযরত আবু বরক সিদ্দীক রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কোন পাপ করে ফেলে, অতঃপর ওজু করে দুই রাকাআত নামায পড়ে আল্লাহ তাআলার দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ তাআলা তার গোনাহ ক্ষমা করে দেন। (মুসনাদে আহমদ)

৪. আমিরুল মু'মিনীন হযরত ওমর রা.-এর সূত্রে সহিহ মুসলিমে বর্ণিত আছে, রাসূল সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি পূর্ণাঙ্গরূপে ওজু করে নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করবে, তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজাই উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে। সে যেকোন দরজা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করতে পারবে। দোয়াটি হলো:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

৫. আমিরুল মু'মিনীন হযরত উসমান রা. সুন্নত মোতাবেক ওজু করে বলতেন, আমি রাসূলুল্লাহ সা.-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আমার ন্যায় ওজু করে দু' রাকাআত নামায আদায় করবে, যাতে মনে অন্য কোন কল্পনা থাকবে না। আল্লাহ তাআলা তার যাবতীয় পাপ ক্ষমা করে দেবেন। (বুখারী-মুসলিম)

এ হাদীসটি হযরত উসমান রা. হতে, এর পূর্বের হাদীসটি হযরত ওমর রা. হতে এবং তার আগের হাদীসটি হযরত আবু বকর রা. হতে বর্ণিত হয়েছে। তৃতীয় হাদীসটি হযরত আলী রা. হতে বর্ণিত হয়েছে।

আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ তাআলার অসীম দয়া ও ক্ষমার সংবাদ রাসূলে আকরাম সা. থেকে তাঁর চার খলীফা বর্ণনা করেছেন। সুতরাং এসো! আমরা পাপীরাও হাত ওঠাই। আমরাও দয়াময়, করুণার আধার আল্লাহর দরবারে আপন পাপের স্বীকৃতি দিয়ে তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি।

হে আল্লাহ! হে পিতা-মাতা অপেক্ষা অধিক দয়ালু! হে গোনাহ মার্জনাকারী! হে দয়াময় দাতা, যাঁর দ্বার হতে কোন ভিখারী খালি হাতে ফেরে না! আমরা পাপী। আমাদের জঘণ্য পাপগুলো তুমি ক্ষমা ও মার্জনা করে দাও এবং আমাদের অতীতের সমস্ত গোনাহ ক্ষমা করে দাও। আমীন! (মোহাম্মদ ইউনুস পালনপুরী)

৬. মুসনাদে ইয়ালাতে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা অধিকহারে لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ পড়ো এবং অধিকহারে ইস্তেগফার পড়ো। ইবলিস পাপের মাধ্যমে মানুষদেরকে ধ্বংস করতে চায়। কিন্তু لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ও ইস্তেগফারের মধ্যে ইবলিসের ধ্বংস নিহিত রয়েছে। এ অবস্থা দেখে ইবলিস মানুষকে প্রবৃত্তির দাসত্বে নিয়োজিত করে। ফলে সে মনে করে সঠিক পথে আছে। অথচ সে ধ্বংসের পথে রয়েছে।

৭. মুসনাদে আহমদে রয়েছে, ইবলিস বলল, হে আল্লাহ! আপনার ইজ্জতের কসম, আমি বনী আদমকে আমার শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত পথভ্রষ্ট করতে থাকব। আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি আমার বড়ত্ব ও ইজ্জতের কসম দিয়ে বলছি, যতক্ষণ পর্যন্ত বনী আদম আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তাকে ক্ষমা করতে থাকব।

৮. মুনসাদে বাযযারে রয়েছে, জনৈক ব্যক্তি এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলল, আমার দ্বারা তো পাপ সংঘটিত হয়ে গেছে। রাসূল সা. তাকে বললেন, তুমি তওবা করে নাও। সে বলল, তওবা করার পর পুনরায় আমার থেকে গোনাহ সংঘটিত হয়ে গেছে। রাসূল সা. বললেন, তুমি পুনরায় তওবা কর। সে বলল, আমার থেকে

আবার পাপ সংঘটিত হয়েছে। রাসূল সা. বললেন, তুমি আবার তওবা কর। সে বলল, আমার দ্বারা পুনরায় পাপ সংঘটিত হয়েছে। রাসূল সা. বললেন, তুমি আবার তওবা কর এবং এ পরিমাণ তওবা ও ইস্তেগফার কর যে, শয়তান ক্লান্ত হয়ে পড়ে। অতঃপর রাসূল সা. বলেন, গোনাহ ক্ষমা করা তো আল্লাহ তাআলার ইচ্ছাতেই হবে।

৯. মুসনাদে আহমদে রয়েছে, রাসূল সা.-এর নিকট এক বন্দি এসে বলতে লাগল, হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট তওবা করছি; মুহাম্মদ সা.-এর নিকট নয়। (অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি কেবল তোমারি নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি) রাসূল সা. বললেন, সত্যিই সে সঠিক দরজায় করাঘাত করেছে।

১০. এক ব্যক্তি রাসূল সা.-এর দরবারে এসে দুই-তিন বার বলল, হায় আমার পাপ, হায় আমার পাপ। তখন রাসূল সা. বললেন, তুমি বরং এরূপ বলো-

اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبي ورحمتك ارجى عندي من عملي

"হে আল্লাহ! আমার পাপের চেয়ে তোমার রহমত অধিক প্রশস্ত। আমার আমলের তুলনায় তোমার রহমতের আশাই আমার বেশি।"

তখন সে ব্যক্তি এরূপ বলল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, পুনরায় বলো, সে পুনরায় এরূপ বলল। রাসূল সা. বললেন, তুমি পুনরায় তা বলো। সে পুনরায় বলল। রাসূল সা. বললেন, তুমি তা পুনরায় বলো। সে পুনরায় বলল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, যাও, আল্লাহ তাআলা তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।[৪০]

## স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসা আল্লাহর বিশেষ রহমত

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেনঃ

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

---

৪০. হায়াতুছ সাহাবা: ৩/৩৫০।

"আর এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের স্ত্রীদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের নিকট থেকে শান্তি পাও এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।"

-সূরা রূমঃ ২১।

উক্ত আয়াতে مَوَدَّةً দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, স্বামী-স্ত্রীর অগাধ ভালোবাসা। যেমনটি আমরা সাধারণত দেখতে পাই। স্বামী-স্ত্রীর মাঝে যেরূপ গভীর ভালোবাসা সৃষ্টি হয়, পৃথিবীতে অপর কোন দু'ব্যক্তির মাঝে এরূপ ভালোবাসা ও মহব্বত সৃষ্টি হয় না। আর رَحْمَةً তথা দয়া হলো স্বামী, স্ত্রীর যাবতীয় প্রয়োজন, সুবিধা ও আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা করে থাকে। আল্লাহ তাআলা কর্তৃক সে এ ব্যাপারে নির্দেশিতও বটে। তেমনিভাবে স্ত্রী তার সাধ্যমতো স্বামীর যাবতীয় আরাম-আয়েশ ও সুখের ব্যাপারে সচেষ্ট থাকে। শরীয়তকর্তৃক নির্দেশিত পন্থা তথা বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমেই এরূপ শান্তি ও সুখ লাভ হয়ে থাকে। যা শরীয়তের নিয়মানুযায়ী বিবাহের দ্বারাই এরূপ যুগল সৃষ্টি হয়ে থাকে এবং ইসলাম তাদেরকেই যুগল স্বীকৃতি দেয়। শরীয়ত পরিপন্থী পন্থায় আবদ্ধ যুগলকে শরীয়ত স্বীকৃতি দেয় না, বরং এরূপ যুগলকে শরীয়ত ব্যভিচারী ও অসভ্য বলে সাব্যস্ত করে। শরীয়তের দৃষ্টিতে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন ও কঠোর শাস্তি। বর্তমানে পশ্চিমা সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধ্বজাধারীরা বৈবাহিক বন্ধনকে একটি অপ্রাসঙ্গিক ও ঐচ্ছিক বিষয় সাব্যস্ত করে ব্যভিচারী যুগলের অবৈধ ও অনৈতিক সম্পর্ককে বৈধতা দানের হীন প্রয়াসে লিপ্ত। শাস্তির পরিবর্তে বৈধ বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে সৃষ্ট অধিকারের ন্যায় তাদের অধিকার দাবি করছে।[৪১]

قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ

'আল্লাহ্ এদের ধ্বংস করুন, এরা উল্টা পথে যাচ্ছে।'

-সূরা তওবা, আয়াতঃ ৩০।

## ভাষার ভিন্নতা আল্লাহর কুদরতের নিদর্শন

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেনঃ

---

৪১. তাফসীরে মসজিদে নববীঃ পৃ.১১২৮।

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ.

"তাঁর কুদরতের নিদর্শনের মধ্যে নভোমণ্ডল-ভূমণ্ডলের সৃজন ও তোমাদের ভাষা-বর্ণের বৈচিত্র্য। নিশ্চয় তাতে জ্ঞানীদের জন্য রয়েছে নিদর্শনাবলি।" -সূরা রূমঃ ২২।

পৃথিবীতে বহু ভাষার সৃষ্টিও আল্লাহ তাআলার কুদরতের এক বড় নিদর্শন। যেমনঃ আরবি, তুর্কি, ইংরেজি, উর্দূ, হিন্দি, পশতু, ফার্সী, সিন্ধী, বেলুচী ইত্যাদি। প্রতিটি ভাষার আবার স্বতন্ত্র বাচনভঙ্গি ও উচ্চারণ রীতি রয়েছে। লাখো মানুষের সমাবেশে ভাষা ও বাচনভঙ্গির মাধ্যমে ব্যক্তির পরিচয় জানা যায় যে, এই ব্যক্তি কোন দেশের এবং কোন জায়গার। শুধু ভাষার দ্বারাই তার সমস্ত পরিচিতি লাভে সক্ষম হওয়া যায়। তেমনিভাবে এক পিতা-মাতা (আদম ও হাওয়া আ.) হতে সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও একে অন্যের স্বাতন্ত্র বর্ণের রয়েছে। কারো বর্ণ কৃষ্ণ তো কারো বর্ণ ফর্সা, আবার কেউ বাদামি বর্ণের। একই বর্ণের অধিক মানুষ হওয়া সত্ত্বেও সকলের বর্ণই স্বতন্ত্র। তেমনিভাবে তাদের দৈহিক কাঠামো, মুখাবয়ব ইত্যাদিতে সকল অঞ্চলের মানুষই স্বতন্ত্র। অর্থাৎ মানুষের যাবতীয় বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্য সত্ত্বেও এক অঞ্চলের মানুষ এমনকি এক ভাই অপর ভাইয়ের সাথে সম্পূর্ণরূপে মিলে যায় না, বরং সকলের স্বাতন্ত্রতা বজায় থাকে। এটি আল্লাহ তাআলার কুদরতের এক মহা নিদর্শন।[৪২]

## রাসূল সা. ফাতেমা রা.-কে দোয়া শিখিয়েছেন

ঘুমানোর সময় নিম্নোক্ত দোয়া পড়া সুন্নত। নিজের পরিচিত জনদেরকে নিম্নোক্ত দোয়াটি শেখানো উচিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত ফাতেমা রাযি. কে দোয়াটি পড়ার জন্য বিশেষভাবে বলতেন। দোয়াটি হলো-

اللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْئٍ مُنْزِلَ التَّوْرَاةِ. وَالْإِنْجِيْلِ وَالْفُرْقَانِ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوٰى اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْئٍ اَنْتَ

---

৪২. তাফসীরে মসজিদে নববীঃ পৃ.১১২৯।

اٰخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْاَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْئٌ وَاَنْتَ الْاٰخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْئٌ وَاَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْئٌ وَاَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُوْنَكَ شيئ اِقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَاَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ.

"হে সাত আসমান ও আরশে আজিমের মালিক! হে আমাদের প্রতিপালক! হে তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআন নাযিলকারী। হে বীজ থেকে শস্য উৎপন্নকারী, তুমি ব্যতিত কেউ ইবাদতের উপযুক্ত নয়। আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি প্রত্যেক ঐ জিনিসের অনিষ্ট থেকে যার শিখর তোমার হাতে। তুমিই প্রথম তোমার পুর্বে কিছুই নেই। তুমিই শেষ তোমার পরেও কিছু নেই। তুমি দিনের আলোর ন্যায় স্পষ্ট, তোমার উর্দ্ধে কেউ নেই। তুমি গোপনীয়, তোমার কাছ থেকে কেউ কোন কিছু লুকাতে পারে না। আমাদের ঋণ পরিশোধ করার সামর্থ্য দাও, এবং আমাদেরকে অভাব থেকে সচ্ছলতা দান করো।"[৪৩]

হযরত আবু ছালেহ র. তাঁর পরিচিত ব্যক্তিদেরকে এই দোয়াটি শেখাতেন এবং বলতেন, তোমরা ডান কাতে শয়ন করে এ দোয়াটি পড়বে।

## শ্রেষ্ঠ উপহার সালাম

হযরত আবুল বাখতারী র. বলেন, হযরত আশ'আছ ইবনে কায়েস ও হযরত জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ বাজালি হযরত সালমান ফারসী রা.-এর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য এলেন। তাঁরা মাদায়েন শহরের এক প্রান্তে তাঁর ঝুপড়ির ভিতর প্রবেশ করলেন। ভিতরে প্রবেশ করে তিনি তাঁকে সালাম করলেন এবং তাঁর জন্য দোয়া করে বললেন: حياك الله (আল্লাহ তাআলা আপনাকে দীর্ঘায়ু দান করুন) সালাম বিনিময়ের পর তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন, আপনিই কি সালমান ফারসী? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি সালমান ফারসী। তাঁরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনিই কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সাথি? তিনি বললেন, আমি তা বলতে পারব না। এতে তাঁদের মাঝে সংশয় দেখা দিল। তাই তারা বলতে লাগলেন, আমরা যে সালমান ফারসীর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশে এসেছি

---

৪৩. সহিহ মুসলিম, তাফসীরে মসজিদে নববী: ১৫৩২।

তিনি হয়তো সেই সালমান ফারসী নন। তখন হযরত সালমান ফারসী রা. বললেন, তোমরা যে সালমান ফারসীর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশে এসেছ আমিই সেই সালমান ফারসী। আমি রাসূলুল্লাহ সা.-কে দেখেছি এবং তাঁর মজলিসে বসেছি। তবে রাসূল সা.-এর সাথি তো সে-ই যে তাঁর সাথে জান্নাতে যাবে। (অর্থাৎ ঈমানের উপর যার মৃত্যু ঘটবে; কিন্তু আমি তো এখনো সে ব্যাপারে নিশ্চিত নই)। তোমরা কী প্রয়োজনে আমার কাছে এসেছ। তাঁরা বললেন, সিরিয়ায় আপনার এক ভাই আছেন, আমরা সেখান থেকে এসেছি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কে তিনি? তাঁরা বললেন, তিনি হলেন হযরত আবু দারদা রা.।

সালমান ফারসী রা. বললেন, তিনি তোমাদের নিকট যে উপহার পাঠিয়েছেন, তা কোথায়? তাঁরা বললেন, তিনি তো আমাদের নিকট আপনার জন্য কোন হাদিয়া পাঠাননি। হযরত সালমান ফারসী রা. বললেন, আল্লাহকে ভয় করো। যে আমানত নিয়ে এসেছ তা আমাকে দিয়ে দাও। কারণ তাঁর নিকট থেকে এ পর্যন্ত যে-ই আমার নিকট এসেছেন সে-ই হাদিয়া নিয়ে এসেছে। তাঁরা বলল, আপনি আমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ উত্থাপন না করে, বরং আপনার পছন্দ মতো কোন সম্পদ নিয়ে নিন। কারণ আমাদের কাছে সব ধরনের সম্পদ আছে। হযরত সালমান ফারসী রা. বললেন, আমি তোমাদের কোন ধন-সম্পদ চাই না। আমি তো শুধু আমার প্রতি প্রেরিত হাদিয়া নিতে চাই। তাঁরা উভয়ে এবার আল্লাহর কসম করে বলল, তিনি আমাদের নিকট আপনার জন্য কোন উপহারই প্রেরণ করেননি। আমাদেরকে তিনি শুধু এটুকু বলেছেন, তোমাদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি (যিনি সম্মানের উপযুক্ত) রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সা. যখন একাকী তাঁর সাথে কথা বলতেন, তখন অন্য কাউকে সেখানে অংশ গ্রহণের সুযোগ দিতেন না। তোমরা দু'জন যখন তাঁর নিকট যাবে, তখন তাঁকে আমার সালাম পৌঁছাবে। তখন হযরত সালমান ফারসী রা. বললেন, এই হাদিয়া ছাড়া আর অন্য কোন হাদিয়া কি আমি তোমাদের নিকট চেয়েছিলাম? আর সালামের চেয়ে উত্তম উপহার আর কি-ই বা হতে পারে? এটা আল্লাহর নিকট থেকে বরকতময় এবং পবিত্র সালাম।[৪৪]

---

[৪৪]. হায়াতুছ সাহাবাঃ ২/৬২৮।

## প্রবৃত্তির অনুসারীদের শাস্তি

হযরত দাউদ আ.-এর উপর ওহী অবতীর্ণ হলো যে, তোমার সাথিদেরকে সতর্ক করে দাও, তারা যেন নিজেদের অন্তরকে লোভ-লালসা থেকে বিরত রাখে। যার অন্তর লোভ-লালসায় পুর্ণ থাকে, আমি তাদের বিবেকের উপর পর্দা ঢেলে দেই। যখন কোন বান্দা স্বীয় প্রবৃত্তির অন্ধ অনুকরণ শুরু করে তখন আমি তাকে যে শাস্তি দেই তন্মধ্যে সবচেয়ে নিম্নতম শাস্তি হলো আমার আনুগত্য থেকে তাকে বঞ্চিত করে দেই।

মুসনাদে আহমদে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, আমি আমার উম্মতের দু'টি বিষয়ে অত্যন্ত ভীত সন্ত্রস্ত। ১. মিথ্যা, কৃত্রিমতা এবং নিজের মনের বাসনাকে পূর্ণ করার পেছনে পড়ে নামায ছেড়ে দেওয়া। ২. মুনাফিকদের লোক দেখানোর জন্য কুরআনের আমলকারী হয়ে প্রকৃত মুসলমানদের সাথে বিবাদ ও লড়াইয়ে লিপ্ত হওয়া।[৪৫]

## মে'রাজের রাতে রাসূল সা.-এর তাসবিহ শ্রবণ

তাবরানীতে বর্ণিত রয়েছে, মে'রাজের রাতে হযরত জিবরাঈল আ. ও হযরত মিকাঈল আ. মাকামে ইবরাহিম ও জমজম কূপের মধ্যবর্তী স্থান থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত নিয়ে যান। হযরত জিবরাঈল আ. ছিলেন রাসূলুল্লাহ সা.-এর ডানে আর হযরত মিকাঈল আ. ছিলেন বামে। অতঃপর তাঁকে সপ্ত আকাশ পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি সেখান থেকে ফিরে এসে বলেন, আকাশে আমি অনেক তাসবিহ শুনেছি। তন্মধ্যে এই তাসবিহটিও আমি শুনেছি।

سَبَّحَتِ السَّمٰوَاتُ الْعُلٰى مِنْ ذِي الْمُهَابَةِ مُشْفِقَاتِ الذَّوِي الْعُلُوِّ بِمَا عَلاَ

سُبْحَانَ الْعَلِيِّ الْاَعْلٰى سُبْحَانَهُ وَتَعَالاَ.

প্রাণীকূল, উদ্ভিদসমূহ ও জড়বস্তুসমূহ; সবকিছুই তাঁর পবিত্রতা ও প্রশংসা করে। কিন্তু আমরা তাদের তাসবিহের ভাষা বুঝি না, কারণ তারা তাদের ভাষায় বলে।[৪৬]

---

৪৫. তাফসীরে ইবনে কাসীর : ৩/৩০৯।

৪৬. তাফসীরে ইবনে কাসীর: ৩/২০২।

## খাবারও জিকির করে

সহিহ্ বুখারীতে হযরত ইব্ন মাসঊদ রা. হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আহারের সময় আমরা খাবারের তাসবিহ্ শুনতে পেতাম।

হযরত আবু যর রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম একবার তাঁর মুষ্ঠিতে কিছু কংকর নিলেন। আমি রাসূলুল্লাহ সা.-কে বলতে শুনেছি যে, সেই কংকরগুলো মৌমাছির ন্যায় গুনগুন করে তাসবিহ্ পাঠ করছিল। হযরত আবু বকর রা., হযরত ওমর রা. ও হযরত উসমান রা.-এর হাতেও এমনিভাবে কংকর তাসবিহ্ পাঠ করেছে।

এ ঘটনা হাদীসের সহিহ্ গ্রন্থসমূহে ও মুসনাদের প্রসিদ্ধ রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে। একবার রাসূল সা. কিছু লোককে তাদের উষ্ট্রী ও বাহনে আরোহণরত অবস্থায় দেখে বললেন, বাহনকে নিরাপদে আনবে ও ভালোভাবে পরিচালনা করবে। রাস্তা ও বাজারে সেগুলোকে অন্যদের সাথে কথা বলার আসনে পরিণত করবে না। শোনো! অনেক বাহন আরোহীর চেয়ে আল্লাহ তাআলার জিকির বেশি করে থাকে এবং অনেক আরোহীর চেয়ে তার বাহন উত্তম হয়ে থাকে।[৪৭]

সুনানে নাসায়ীতে বর্ণিত রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ব্যাঙ হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। কেননা এগুলোর আওয়াজ মূলত আল্লাহ তাআলার তাসবিহের আওয়াজ।[৪৮]

## মৌমাছিকে বিস্ময়কর বিষয় শিক্ষাদান

আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে মৌমাছিকে পর্বতে, বৃক্ষে ও গৃহছাদে মৌচাক তৈরি করার কৌশল শেখানো হয়েছে। এত দুর্বল একটি প্রাণীর তৈরি গৃহ কত মজবুত, দৃঢ় এবং সুন্দর! তাদেরকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে ফুল, ঘাস ও বৃক্ষের পাতা থেকে রস চুষে যেখানেই যাক না কেন মৌচাকে যেন ফিরে আসে। হোক না তা পর্বতচূড়া বা ঘন জঙ্গল, অনাবাদি মাঠ বা সুউচ্চ ভবন ও পরিত্যাক্ত মাঠ ইত্যাদি। যেখানেই সে যাক না কেন যত দূরেই যাক না কেন

---

৪৭. মুসনাদে আহমদ।

৪৮. তাফসীরে ইবনে কাসীর: খ.৩, পৃ.২০২।

তার মৌচাকের পথ কিন্তু সে ভুলে না, সে তার গন্তব্যে ফিরে আসবেই। নিজের পাখা দিয়ে মোম তৈরী করবে, মুখ দিয়ে মধু জমা করবে।[৪৯]

## বায়ু প্রবাহে আল্লাহর ব্যাবস্থাপনা

১. এক প্রকার বায়ু পানি বহন করে মেঘমালাকে পরিপূর্ণ করে।

২. এক প্রকার বায়ু জমিনের উদ্ভিদসমূহকে শক্তিশালী করে।

৩. এক প্রকার বায়ু মেঘমালা সঞ্চালিত করে।

৪. এক প্রকার বায়ু মেঘমালাকে একত্রিত করে স্তরে স্তরে বিন্যাস করে।

৫. এক প্রকার বায়ু মেঘমালাকে পানি দ্বারা পরিপূর্ণ করে।

৬. এক প্রকার বায়ু বৃক্ষকে ফলবান হওয়ার যোগ্য করে তোলে।

## আল্লাহ্ তাআলাকে দাউদ আ.-এর জিজ্ঞাসা

হযরত দাউদ আ. আল্লাহ্ তাআলার নিকট জানতে চাইলেন, আমি কিভাবে আপনার শুকরিয়া আদায় করব। শুকরিয়া আদায় করাও তো আপনার একটি নেয়ামত। আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে জবাব এলো, দাউদ! তুমি যেহেতু এটি উপলব্ধি করেছ যে, তুমি আমার কৃতজ্ঞতা আদায়ে সক্ষম নও, এতেই তোমার কৃতজ্ঞতা আদায় হয়ে গেছে।

হযরত ইমাম শাফেয়ী র. বলেন, যাবতীয় প্রশংসা ও স্তুতি তো আল্লাহ্ তাআলারই জন্য। যাঁর অগণিত নেয়ামতের মাঝে একটি নেয়ামতের শুক-রিয়া জ্ঞাপনও তাঁর পক্ষ থেকে নতুন নেয়ামত প্রাপ্তি ব্যতীত সম্ভব নয়। কেননা তাঁর পক্ষ থেকে কোন নেয়ামত লাভের কারণে তাঁর শুকরিয়া জ্ঞাপন করলে, শুকরিয়া জ্ঞাপনের তাওফিক দানের জন্যও নতুন ভাবে শুকরিয়া জ্ঞাপন আবশ্যক হয়ে পড়ে। সুতরাং তাঁর যথাযথ ও পূর্ণাঙ্গ শুকরিয়া জ্ঞাপন বান্দার পক্ষে সম্ভব নয়।

## কিয়ামতের দিন মানুষের তিনটি নথি থাকবে

মুসনাদে বাযযারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, কিয়ামতের দিন প্রত্যেক ব্যক্তির আমলনামার তিনটি নথি থাকবে। একটিতে

---

৪৯. তাফসীরে ইবনে কাসীর: খ.৩, পৃ.১২৮।

তার নেক আমলগুলো লিপিবদ্ধ থাকবে। দ্বিতীয়টিতে তার গোনাহ্সমূহ লিপিবদ্ধ থাকবে এবং তৃতীয়টিতে আল্লাহ তাআলার নেয়ামতের বিবরণ থাকবে। আল্লাহ তাআলা তখন বান্দার প্রতি প্রদত্ব সর্বাপেক্ষা ছোট নেয়ামতকে বলবেন, যাও তোমার বিনিময় স্বরূপ তুমি তার নেক আমল নিয়ে নাও। এতে বান্দার যাবতীয় নেক আমল শেষ হয়ে যাবে। তখন সেই নেয়ামত বলবে, হে আল্লাহ! আমার পূর্ণ বিনিময় এখনতো আদায় হয়নি। অথচ তখনো তার পাপের নথি এবং অন্যান্য সকল নেয়ামত রয়ে গেছে। বান্দার প্রতি আল্লাহ তাআলা দয়া ও করুণা করার ইচ্ছা করলে তার নেক আমলসমূহ বৃদ্ধি করে দেবেন এবং তার পাপসমূহ মার্জনা করে তাকে বলবেন, কোন প্রকার বিনিময় ছাড়াই আমার যাবতীয় নেয়ামত তোমাকে দান করলাম।[৫০]

## আল্লাহর নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় সম্ভব নয়

আল্লাহ তাআলার অগণিত ও অসংখ্য এবং বিভিন্ন প্রকার নেয়ামতের প্রতি লক্ষ করো। আকাশকে তিনি স্থির করেছেন একটি সংরক্ষিত ছাদস্বরূপ। পৃথিবীকে তিনি সৃষ্টি করেছেন একটি উত্তম ও আদর্শ বিছানাস্বরূপ। আকাশ থেকে বারি বর্ষণের মাধ্যমে তিনি মাটি থেকে নানা রঙের নানা স্বাদের ফলমূল, শস্য, উদ্ভিদ ও বৃক্ষ উৎপন্ন করেন। তাঁরই নির্দেশে ভারী জলযানগুলো পানিতে ভাসমান থাকে, আর তাতে তোমরা নদী ও সমুদ্র পার হও। এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাতায়াত করো। এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে ভোগ্য পণ্য পরিবহন করো। এছাড়াও বিভিন্নভাবে তোমরা এর দ্বারা উপকৃত হও। এ ছাড়া তাঁরই নির্দেশে নদী প্রবাহমান। যার পানি তোমরা নিজে পান করো, অন্যদেরকে পান করাও এবং এর দ্বারা তোমরা তোমাদের শস্য ক্ষেত ও উদ্যানে সেচ দিয়ে থাকো। এছাড়াও তা দ্বারা তোমরা বিভিন্নভাবে উপকৃত হয়ে থাকো। চন্দ্র-সূর্যও সব সময় তোমাদের উপকারে আপন অবস্থানে আপন কক্ষ পথে আবর্তন করছে। তাদের মাঝে কোন সংঘর্ষ হচ্ছে না এবং তাদের আবর্তনে কোন ব্যত্যয় ঘটে না। চন্দ্র-সূর্যের ক্রমধারায় আবর্তনের ফলেই রাত দিনের সৃষ্টি। নক্ষত্ররাজিও তাঁরই হুকুমে চলছে। বরকতময় সেই মহান আল্লাহ। তিনিই কখনো দিনকে রাতের

---

৫০. তাফসীরে ইবনে কাসীর: খ.৩, পৃ.৭৮।

তুলনায় দীর্ঘ করেন। আবার কখনো রাতকে দিনের তুলনায় দীর্ঘ করেন। সকল বস্তুই অবনত মস্তকে আপন আপন দায়িত্ব ও কর্ম সম্পাদন করে যাচ্ছে তাঁরই নির্দেশে ও আনুগত্যে।

তিনি দয়াময় ও ক্ষমাশীল প্রভু। তিনিই তোমাদের প্রয়োজনীয় যাবতীয় বস্তু তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করেন। তিনি তোমাদের ব্যক্ত-অব্যক্ত যাবতীয় প্রয়োজনীয় বস্তু তোমাদেরকে দান করেছেন। তিনি প্রার্থনা করলেও দান করেন, প্রার্থনা না করলেও দান করেন। তার হাতকে থামিয়ে দেবার সাধ্য কারো নাই। তাহলে বলো, কিভাবে তুমি আল্লাহ তাআলার নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করবে? তোমার প্রতি আল্লাহ তাআলার প্রদত্ব যাবতীয় নেয়ামত গণনা করাও তো সম্ভব নয়।

তল্‌ক ইবনে হাবিব র. বলেন, আল্লাহ তাআলার হক আদায় করতে বান্দা সক্ষম নয়। কেননা বান্দার সামর্থ্য অপেক্ষা আল্লাহর হক অনেক ভারী এবং বান্দার পক্ষে আল্লাহ তাআলার অসংখ্য-অগনিত নেয়ামত গণনা করাও সম্ভব নয়। সুতরাং হে লোক সকল! সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহ তাআলার কাছে তওবা করতে থাক। বুখারী শরীফে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলতেন, যাবতীয় প্রশংসা ও গুণকীর্তনের তুমিই একমাত্র যোগ্য। হে আল্লাহ! আমার প্রশংসা তোমার জন্য যথেষ্ট নয়, যদ্বারা তুমি আমার প্রতি মনযোগী হবে। সুতরাং আমায় ক্ষমা করো হে আল্লাহ। দেহের প্রতিটি পশমও যদি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে পারত তবুও তোমার অসংখ্য নেয়ামত থেকে একটি নেয়ামতেরও পুরো কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা সম্ভব হবে না। কেননা আমাদের প্রতি তোমার অসংখ্য নাজ নেয়ামত ও অনুগ্রহ রয়েছে।[৫১]

## আব্দুল্লাহ্ ইবনে সালাম রা.-এর ইসলাম গ্রহণ

হাদীস শরীফে রয়েছে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম রা. একবার ইহুদি আলেমদেরকে বললেন, আমার পিতৃপুরুষ হযরত ইবরাহিম ও ইসমাঈল আ.-এর মসজিদে গিয়ে ঈদ উদযাপনের ইচ্ছা করেছি। তিনি মক্কা পৌঁছলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তখন মক্কায় ছিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম ও তাঁর সাথিরা হজ সম্পন্ন করে

---

৫১. তাফসীরে ইবনে কাসীর: ৩/৭৭।

ফিরে আসার সময় রাসূলুল্লাহ সা.-এর সাথে সাক্ষাৎ ঘটে। তখন তিনি মসজিদে অবস্থান করছিলেন। রাসূল সা. তাঁকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, তুমিই কি আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম? তিনি বললেন, জ্বি, আমিই আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম। রাসূল সা. তাঁকে বললেন, তুমি আমার কাছে এসো। রাসূল সা.-এর কাছে এলে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি তাওরাতে আমার আলোচনা পাওনি? তিনি বললেন, আপনি আমার কাছে আল্লাহ তাআলার গুণাবলি বর্ণনা করুন। তখনই হযরত জিবরাঈল আ. রাসূল সা.-এর সম্মুখে এসে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন, বলুন-

قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ

রাসূল সা. পূর্ণ সূরা তেলাওয়াত করে শোনালেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম তখনই কালেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেলেন। অতঃপর তিনি মদিনায় ফিরে গেলেন; কিন্তু তাঁর ইসলাম গ্রহণকে তিনি গোপন রাখলেন। তারপর রাসূল সা. যখন মদিনায় তাশরিফ নিলেন, তখন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম খেজুর গাছে উঠে খেজুর কাটছিলেন। রাসূল সা.-এর আগমন সংবাদ শোনা মাত্রই তিনি গাছ থেকে নেমে পড়লেন। এ অবস্থা দেখে তাঁর মা তাঁকে জিজ্ঞেস করল, কী ব্যাপার তুমি এভাবে তড়িঘড়ি খেজুর গাছ থেকে কেন নেমে পড়লে? হযরত মূসা আ. এলেও তো তুমি এভাবে নামতে না, ঘটনা কি? উত্তরে বললেন, আম্মাজান! হযরত মূসা আ.-এর আগমনের চেয়ে অধিক আনন্দ আমার। শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সা. মদিনায় আগমন করছেন।[৫২]

## দা'ঈর জীবন ইসলামেরই জীবন

মুসনাদে আহমদে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, অতীতকালে কোন এক বাদশার দরবারে একজন জাদুকর ছিল। জাদুকর বৃদ্ধ হলে বাদশাহকে বলল, আমি তো বার্ধক্যে উপনীত হয়েছি; আমার মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে। তাই একটি ছেলেকে আমার নিকট সমর্পণ করুন, আমি তাকে নিজের মতো করে জাদু শেখাব। আবেদন মোতাবেক একজন ধীশক্তিসম্পন্ন ছেলেকে তার কাছে সমর্পণ করা হলো। সে ছেলেটিকে জাদু শেখাতে লাগল। যাদুকরের নিকট

---

[৫২]. তাফসীরে ইবনে কাসীর: খ.৩, পৃ.৫৪।

যাওয়া-আসার পথে ছিল একপাদ্রীর ইবাদতখানা। যেখানে পাদ্রী ইবাদত-বন্দেগী ও ওয়াজ নছিহত করত। ছেলেটি আসা-যাওয়ার মাঝে তার নছিহত শুনত। এতে জাদুকরের নিকট আসতে এবং বাড়ীতে পৌছতে দেরী হয়ে যেত। ফলে জাদুকরও তাকে প্রহার করত এবং তার মা-বাবাও তাকে প্রহার করত। একদিন ছেলেটি পাদ্রীর কাছে তার সমস্যাটি জানালো। পাদ্রী তাকে পরামর্শ দিল, বাড়ীতে গিয়ে বলবে জাদুকর আমাকে দেরীতে ছেড়েছে আর জাদুকরের কাছে গিয়ে বলবে মা-বাবা দেরীতে ছেড়েছে। এভাবেই তার দিন অতিবাহিত হতে লাগল। একদিকে জাদু শিখছে অন্য দিকে আল্লাহর কালাম শিখছে।

ছেলেটি একদিন দেখল, মানুষের চলাচলের মাঝপথে বিশাল আকারের একটি প্রাণী বসে আছে। যার কারণে মানুষ চলাচল করতে পারছে না। ছেলেটি মনে মনে ভাবল, পাদ্রির ধর্ম আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় নাকি জাদুকরের জাদু; এবার তা পরীক্ষা করে দেখার সুযোগ এসেছে। তাই সে একটি পাথর নিয়ে এ বলে প্রাণীর গায়ে নিক্ষেপ করল যে, হে আল্লাহ! জাদুকরের জাদু অপেক্ষা যদি এই পাদ্রীর ধর্ম ও শিক্ষা আপনার কাছে পছন্দনীয় হয় তাহলে এ পাথরটি দ্বারা প্রাণীটিকে ধ্বংস করে দেন, যেন জনসাধারন নির্বিঘ্নে পথ চলতে পারে। প্রাণীর শরীরে পাথরটি স্পর্শ করা মাত্রই সেটির মৃত্যু ঘটল। ফলে লোকেরা নির্বিঘ্নে পথ চলতে লাগল। ছেলেটি পাদ্রীর নিকট ঘটনাটি বর্ণনা করল। পাদ্রী বলল, বৎস! এখন তুমি আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। এখন আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমার পরীক্ষা শুরু হবে। সুতরাং এরূপ পরিস্থিতিতে তুমি কাউকে আমার সম্পর্কে অবহিত করবে না। এবার লোকেরা তাদের বিভিন্ন প্রয়োজন ও সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ছেলেটির নিকট ভিড় করতে শুরু করল। তার দোয়ায় জন্মান্ধ দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেত, কুষ্ঠ ও শ্বেত রোগ নিরাময় হতো এবং সকল প্রকার রোগ হতে আরোগ্য লাভ করত।

তৎকালীন বাদশাহর এক অন্ধ মন্ত্রীর নিকটও ছেলেটির সংবাদ পৌছল। ফলে সে বিপুল পরিমাণ উপহার ও উপঢৌকন নিয়ে ছেলেটির নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে বলল, তুমি যদি আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিতে পারো তাহলে এই বিপুল পরিমাণ সম্পদ সবই তোমার। ছেলেটি বলল, রোগ হতে নিরাময় দান ও দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেয়ার আমার কোন ক্ষমতা নেই। যাবতীয় রোগ হতে নিরাময় দানকারী তো হলেন একমাত্র আল্লাহ

তাআলা; যাঁর কোন শরিক নেই। আপনি যদি তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের অঙ্গীকার করেন, তাহলে আমি তাঁর কাছে আপনার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেয়ার জন্য দোয়া করতে পারি। মন্ত্রী তার কথামতো অঙ্গীকার করল। ফলে ছেলেটি তার জন্য দোয়া করল। আল্লাহ তাআলা তাকে আরোগ্য দান করলেন। সে তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেল।

মন্ত্রী বাদশাহর দরবারে এসে আগে যেভাবে কাজ করত এখনও সেভাবে কাজ করতে লাগল। তার দৃষ্টিশক্তি একদম পরিষ্কার ছিল। তখন বাদশাহ বিস্ময়ে তাকে জিজ্ঞেস করল, তোমার দৃষ্টিশক্তি কে ফিরিয়ে দিয়েছে? মন্ত্রী বলল, আমার আল্লাহ আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন। বাদশাহ বলল, আমি ছাড়াও কি তোমার কোন আল্লাহ আছে? মন্ত্রী বলল, হ্যাঁ, আমার এবং আপনার সৃষ্টিকর্তা হলেন একমাত্র আল্লাহ তাআলা। এতে বাদশাহ ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে প্রহার করতে শুরু করল এবং আরো বিভিন্ন প্রকার নির্যাতন করতে লাগল। আর জানতে চাইল, কে তোমাকে এ দীক্ষা দিয়েছে? অবশেষে মন্ত্রী নির্যাতনের প্রচণ্ডতায় ছেলেটির কথা বলে দিল।

এবার বাদশাহ ছেলেটিকে ডেকে বলল, তুমি তো দেখি জাদুতে খুব পারদর্শী হয়ে গেছ; তুমি অন্ধকে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিতে পার এবং অসুস্থকে সুস্থতা দান করতে পারো। ছেলেটি বলল, এটি ঠিক নয়। কাউকে আরোগ্য করা না আমার কোন ক্ষমতা আছে, না জাদুর কোন ক্ষমতা আছে। নিরাময় দানের ক্ষমতা তো একমাত্র আল্লাহ তাআলারই রয়েছে। বাদশাহ বলল, হ্যাঁ, আমারই ক্ষমতা রয়েছে। কেননা আমিও তো আল্লাহ। ছেলেটি বলল, কিছুতেই নয়। বাদশাহ বলল, তবে কি আমি ছাড়া অন্য কাউকে তুমি আল্লাহ বলে স্বীকার করো? ছেলেটি বলল, হ্যাঁ, আমার ও আপনার সৃষ্টিকর্তা হলেন একমাত্র আল্লাহ তাআলা। এতে বাদশাহ তাকেও বিভিন্ন প্রকার শাস্তি দিতে লাগল এবং বিভিন্ন প্রকার নির্যাতন করতে শুরু করল। ফলে ছেলের দীক্ষা গুরু পাদ্রি সম্পর্কেও বাদশাহ অবহিত হয়ে গেল। তাই সে পাদ্রিকে ডেকে এনে বলল, তুমি ইসলাম ত্যাগ করো। তিনি অস্বীকার করলেন। ফলে বাদশাহ তাঁকে করাত দ্বারা দ্বিখণ্ডিত করে ছুঁড়ে ফেলল।

অতঃপর ছেলেটিকেও বলল, তুমি এ ধর্ম ত্যাগ কর। ছেলেটি তাতে অস্বীকৃতি জানাল। তখন বাদশাহ তার সিপাহিদেরকে নির্দেশ দিল, তাকে অমুক পর্বতের চূড়ায় নিয়ে যাও। পর্বত চূড়ায় আরোহণের পর তাকে তার

ধর্ম ত্যাগ করতে বলবে। যদি সে এতে সম্মতি দেয় তবে তাকে মুক্তি দেবে। আর যদি সে তার ধর্ম ত্যাগে অস্বীকৃতি জানায়, তাহলে তাকে পর্বত চূড়া থেকে ফেলে হত্যা করবে। সিপাহিরা বাদশাহর নির্দেশ বাস্তবায়ন কল্পে তাকে নিয়ে উক্ত পর্বত চূড়ায় উঠল। যখন তারা তাকে পর্বত চূড়া থেকে নিচে ফেলে দিতে চাইল, তখন সে আল্লাহ তাআলার নিকট এভাবে দোয়া করল, اللهم اكفنيهم بما شئت "হে আল্লাহ! তুমি যেভাবে ইচ্ছা আমাকে তাদের থেকে রক্ষা কর"। এ দোয়া করতেই পর্বতটি এমনভাবে নড়ে উঠল যে, পর্বত থেকে পড়ে সকল সিপাহির মৃত্যু ঘটল। শুধু ছেলেটিই বেঁচে গেল।

ছেলেটি পর্বত থেকে নেমে আনন্দ চিত্তে পুনরায় সেই জালেম বাদশাহর নিকট গেল। বাদশাহ সবিস্ময়ে বলল, এটি কীভাবে সম্ভব হলো? আমার সিপাহিরা কোথায়? ছেলেটি বলল, আমার আল্লাহ আমাকে তাদের থেকে রক্ষা করেছেন। এবার বাদশাহ আরো কিছু সিপাহিকে ডেকে বলল, তোমরা তাকে সমুদ্রের একেবারে মধ্যখানে নিয়ে ডুবিয়ে আসবে। সিপাহিরা বাদশাহর হুকুম তামিল করে তাকে নিয়ে সমুদ্রের মাঝে ফেলে দিতে চাইল। আর ছেলেটি তখনও পূর্বের ন্যায় সেই দোয়া করল। ফলে সমুদ্রে প্রচণ্ড ঢেউ দেখা দিল এবং সিপাহিরা সবাই সমুদ্রে নিমজ্জিত হলো। শুধু সেই ছেলেটি বেঁচে গেল। ছেলেটি পুনরায় সেই জালেম বাদশাহর নিকট গেল এবং বলল, আমার আল্লাহ আমাকে রক্ষা করেছেন। বাদশাহ! আপনি আমাকে ধ্বংস করার জন্য যে কোন পন্থাই অবলম্বন করুন না কেন, কোনভাবেই আমাকে ধ্বংস করতে পারবেন না। তবে আমার নির্দেশিত পন্থায় তা সম্ভব। বাদশাহ বলল, কী সেই পন্থা? ছেলেটি বলল, আপনার রাজ্যের সবাইকে একটি মাঠে একত্রিত করে আমাকে খেজুর গাছের শূলে চড়িয়ে আমার তীরের থলে থেকে একটি তীর নিয়ে আমার ধনুক দ্বারা بسم الله ربّ هذا الغلام (এই ছেলের আল্লাহর নামে নিক্ষেপ করছি) বলে আমার প্রতি নিক্ষেপ করবেন ঐ তীর আমার শরীরে এসে লাগলে আমার মৃত্যু ঘটবে।

বাদশাহ ছেলের বাতলানো পন্থা অনুযায়ী তা-ই করল। তীর ছেলেটির মাথা ও কানের মধ্যবর্তী স্থানে লাগল। ছেলেটি তখন তার হাত সে স্থানে রাখতেই শহীদ হয়ে গেল। তার এভাবে শাহাদাত বরণের দৃশ্য দেখে উপস্থিত সব জনতা তার ধর্মের সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে গেল। ফলে চতুর্দিক থেকে রব উঠল, আমরাও এ ছেলের প্রভুর প্রতি ঈমান আনলাম।

এ অবস্থা দেখে বাদশাহর মন্ত্রীবর্গ ও উপদেষ্টরা ঘাবড়ে গেল এবং বাদশাহকে বলতে লাগল, ছেলেটির এই কৌশল তো আমরা মোটেই অনুধাবন করতে পারিনি। দেখুন! তার এ কৌশল কত বেশি কার্যকর যে, সকলেই তার ধর্ম গ্রহণ করে ফেলল। অথচ তার ধর্ম ছড়িয়ে পড়বে ও প্রসারিত হবে এই আশংকায়-ই তো আমরা তাকে হত্যা করেছিলাম। অথচ সে শংকারই সম্মুখীন হলাম, এখন সকলেই মুসলমান হয়ে গেল।

তখন বাদশাহ নির্দেশ দিল, সকল মহল্লায় ও রাস্তার পাশে গর্ত খনন করে সেখানে জ্বালানি কাঠ একত্রিত করে আগুন জ্বালিয়ে দাও। যারা সেই ধর্ম ত্যাগ করবে তাদেরকে মুক্ত করে দেবে। আর যারা সেই ধর্ম ত্যাগ করতে অস্বীকৃতি জানাবে তাদেরকে এই অগ্নিতে নিক্ষেপ করবে। মুসলমানরা ধৈর্য ধারণ করে আগুনে দগ্ধ হতে প্রস্তুত হলেন, তবুও সত্য ধর্ম ত্যাগে সম্মত হলেন না। ফলে সবাই তাতে নিক্ষিপ্ত হতে থাকল। এক দুগ্ধপোষ্য শিশুর মা আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার ব্যাপারে কিছুটা শংকিত হয়ে পড়লে, তার দুগ্ধপোষ্য শিশুকে আল্লাহ তাআলা বাকশক্তি দান করলেন। তখন সে বলতে লাগল, আম্মু! তুমি কী করছ! তুমি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকো। সুতরাং ধৈর্য ধারণ করো এবং এই আগুনে নিক্ষিপ্ত হতে দ্বিধা করো না।

(হাদীসটি মুসনাদে আহমদ, সহিহ মুসলিম ও নাসায়ীতে রয়েছে)

হযরত ওমর রা.-এর খেলাফতকালে সেই ছেলেটির কবর খনন করে তাকে কবর থেকে বের করা হলে যে অবস্থায় শাহাদাত বরণ করেছিল, ঠিক সেই অবস্থায়ই তাকে তীরের ক্ষতস্থানে হাত রাখাবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল।[৫৩]

## প্রতি রাতেই রাসূলুল্লাহ সা.-কে স্বপ্নে দেখতেন

হযরত মুছানা ইবনে সাঈদ যিরা র. বলেন, আমি হযরত আনাস রা.-কে বলতে শুনেছি, তিনি প্রতি রাতে রাসূল সা.-কে স্বপ্নে দেখতেন। এ কথা বলে তিনি কাঁদতেন।[৫৪]

---

[৫৩]. তাফসীরে ইবনে কাসীর: ৫/৫৩।

[৫৪]. হায়াতুছ সাহাবা: ২/৪৪৮।

## জান্নাত-জাহান্নামের কথোপকথন

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝে একবার কথোপকথন হলো। জান্নাত বলল, আমার মধ্যে তো শুধু দুর্বল শ্রেণির লোকেরাই প্রবেশ করে। জাহান্নাম বলল, আমি তো অহংকারী জুলুমবাজদের জন্য বিশেষভাবে নির্মিত। তখন আল্লাহ তাআলা জান্নাতকে বললেন, তুমি হলে আমার রহমত। আমি যাকে ইচ্ছা তাকে তোমাকে দান করব। জাহান্নামকে বললেন, তুমি হলে আমার শাস্তি। আমি যাকে ইচ্ছা তাকে তোমার শাস্তি দ্বারা প্রতিকার বিধান করব। তোমরা উভয়েই তোমাদের অধিবাসী দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। জান্নাতও আরো অধিক হারে চাইতে থাকবে, এমনকি জান্নাতের জন্য নতুন করে আল্লাহ তাআলা মাখলুক সৃষ্টি করবেন। জাহান্নামও আরো অধিক চাইতে থাকবে। ফলে আল্লাহ তাআলা জাহান্নামে তাঁর কুদরতী পা রাখবেন। তখন জাহান্নাম বলবে, আপনার ইজ্জত ও সম্মানের কসম। যথেষ্ট হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে।[৫৫]

## জনৈক ব্যক্তির বিস্ময়কর সদকা

বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি নিয়ত করল যে, আজ রাতে সে সদকা করবে। তাই সে সদকার বস্তু নিয়ে বের হলো এবং গোপনে এক নারীকে সদকা করে দিল। সকালে লোকদের মাঝে বলাবলি শুরু হলো, আজ রাতে কোন এক ব্যক্তি এক বদকার নারীকে সদকা করেছে। সেও এরূপ কথা শুনল এবং আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করল। অতঃপর মনে মনে ভাবল, আজ রাতেও অনুরূপ সদকা করব। সে রাতে তার সম্পদ নিয়ে বের হলো এবং এক ব্যক্তির হাতে গুজে চলে এলো। সকাল বেলা লোকেরা বলাবলি করতে লাগল, আজ রাতে এক ধনী ব্যক্তিকে সদকা দেয়া হয়েছে। সে তা শুনে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করল এবং পরের রাতেও সদকা করার নিয়ত করল। তৃতীয় রাতেও সে সদকার মাল নিয়ে বের হলো এবং এক ব্যক্তিকে সদকা করে চলে এলো। দিনে জানা গেল যে, সে ব্যক্তি ছিল একজন চোর। তখন সে ব্যক্তি বলতে লাগল, হে আল্লাহ! বদকার নারী, ধনাঢ্য ব্যক্তি

---

[৫৫]. তাফসীরে ইবনে কাসীর: ২/৫১৯।

ও চোর সকলকে সদকার জন্যই আপনার প্রশংসা ও শুকরিয়া আদায় করছি। রাতে সে ব্যক্তি স্বপ্নে দেখল, একজন ফেরেশতা এসে তাকে বলছে, তোমার সবগুলো সদকা কবুল হয়েছে। হতে পারে বদকার নারী সদকা পেয়ে তার হারাম কর্ম থেকে বিরত থাকবে। আর সম্পদশালী হয়তো সদকা পেয়ে উপদেশ গ্রহণ করবে এবং নিজেও সদকা করতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠবে। আর চোর হয়তো সদকা পেয়ে চুরি করা হতে বিরত থাকবে।[৫৬]

## ধৈর্য ধারণকারীর মর্যাদা বৃদ্ধি

এক কুরাইশি ব্যক্তি এক আনসারি সাহাবীকে সজোরে ধাক্কা দিলে তার সামনের দাঁত ভেঙে যায়। হযরত মু'আবিয়া রা.-এর নিকট বিচার দেয়া হলো। সেই আনসারি সাহাবী যখন এর প্রতিশোধ নেয়ার ব্যাপারে পুনঃ পুনঃ ইচ্ছা ব্যক্ত করল, তখন হযরত মু'আবিয়া রা. বললেন, ঠিক আছে, তোমার ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিলাম। সেখানে হযরত আবু দারদা রা.-ও ছিলেন। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে মুসলিম ব্যক্তি অন্যের দ্বারা শারীরিকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও কোন প্রকার প্রতিশোধ না নিয়ে ধৈর্য ধারণ করে, আল্লাহ তাআলা তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন এবং তার পাপ মার্জনা করে দেন। হযরত আবু দারদা রা.-এর এ কথা শুনে সেই আনসারি সাহাবী তাঁকে জিজ্ঞেস করল, আপনি কি সত্যি সত্যি রাসূল সা. থেকে নিজ কানে এরূপ শুনেছেন? হযরত আবু দারদা রা. বললেন, হ্যাঁ, আমি নিজ কানে শুনেছি ও তা আত্মস্থ করেছি। তখন সেই আনসারি সাহাবী বলল, ঠিক আছে, আপনি সাক্ষী থাকুন, আমি আমার প্রতি অন্যায়কারীকে ক্ষমা করে দিলাম। হযরত মু'আবিয়া রা. তা শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং তাঁকে পুরস্কৃত করলেন।[৫৭]

## আল্লাহ্ আপনি সালাম আর আমি ইসলাম

মুসনাদে আহমদে বর্ণিত রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, কিয়ামতের দিন বনী আদমের সকল আমল আল্লাহ

---

[৫৬]. তাফসীরে ইবনে কাসীর: ১/৩৬৮।

[৫৭]. তাফসীরে ইবনে কাসীর: ১/৭৬।

তাআলার নিকট আসবে। নামায এসে বলবে, আল্লাহ! আমি হলাম নামায। আল্লাহ তাআলা বলবেন, তুমি ভালো বিষয়। অতঃপর সদকা এসে বলবে, আল্লাহ! আমি হলাম সদকা। আল্লাহ তাআলা বলবেন, তুমিও ভালো বিষয়। অতঃপর রোযা এসে বলবে, আল্লাহ! আমি হলাম রোযা। আল্লাহ তাআলা বলবেন, তুমিও ভালো বিষয়। এভাবে অন্যান্য সকল আমল এসে এরূপ বলবে এবং আল্লাহ তাআলাও অনুরূপ জবাব দেবেন। অতঃপর ইসলাম এসে বলবে, আল্লাহ! আপনি হলেন সালাম, আর আমি হলাম ইসলাম। তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, তুমি উত্তম বিষয়। তোমার সূত্র ধরেই আজ আমি বান্দাকে পাকড়াও করব অথবা পুরস্কৃত করব।

## মুনাফিকদের চরিত্র

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَٰلِكَ لَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَلَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا.

"অবশ্যই মুনাফিকরা প্রতারণা করছে আল্লাহ্‌র সাথে, অথচ তারা নিজেরাই নিজেকে প্রতারিত করে। বস্তুত: তারা যখন নামাযে দাঁড়ায় অলসতার সাথে দাঁড়ায়, লোক দেখানোর জন্য। আর তারা আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে নাম কামানোর জন্য। এরা দোদুল্যমান অবস্থায় ঝুলন্ত; পুরোপুরি এদিকেও নয় আবার ওদিকেও নয়। বস্তুত: আল্লাহ্ যাকে গোমরাহ করেন, তার জন্য কোথাও তুমি পথ পাবে না।"

(সূরা নিসা: ১৪২-৪৩।)

সূরা বাকারার শুরুতে রয়েছে: يخادعون الله الخ এখানেও মুনাফিকদের চরিত্র ও আচরণ সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে যে, এ সকল নির্বোধ মুনাফিকরা আল্লাহ তাআলার সাথে চালাকি ও চালবাজি করে থাকে। অথচ আল্লাহ তাআলা বান্দার অন্তর্যামী; প্রকাশ্য ও গোপনীয় সবকিছুই তাঁর দৃষ্টিতে সমান। তাদের নির্বুদ্ধিতার কারণে তারা ভাবছে, দুনিয়াতে তাদের কপট চরিত্র যেমনিভাবে তাদেরকে রক্ষা করেছে, তারা মুসলমানদের সাথে মিলেমিশে অবস্থান করছে; তেমনিভাবে পরকালেও আল্লাহ তাআলার সাথে তাদের ধোঁকাবাজি ও প্রতারণা কাজে আসবে। কুরআন শরীফে আছে, এ

সব মুনাফিক কিয়ামতের দিনেও আল্লাহ্ তাআলার সম্মুখে সুদৃঢ় শপথ করবে। কিন্তু দৃশ্য-অদৃশ্য সকল বস্তু সম্পর্কে জ্ঞাত মহান আল্লাহর দরবারে তাদের এ কসম কোন কাজে আসবে না। আল্লাহ্ তাআলাও তাদেরকে ধোঁকার মধ্যে রেখে অবকাশ দিয়ে যাচ্ছেন। ফলে তারা তাদের অবাধ্যতা, নাফরমানী ও কপটতাতে শুধুই সীমাতিক্রম করে চলেছে এবং নিজেদের এরূপ কর্মকাণ্ডে নিজেদেরকে সফল ভেবে পুলকিত হচ্ছে ও নিজেদের এসব হীন চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রকে নিজেদের সফলতা মনে করছে। কিয়ামতের দিনেও তাদের অবস্থা এরূপ হবে। তারা মুসলমানদের নূরের উপর নির্ভর করে চলবে। মুমিনরা তাদের কাছ থেকে আগে চলে গেলে তারা বলতে থাকবে; একটু দাঁড়াও, আমরা তোমাদের আলোতে পথ চলব। তখন উত্তরে বলা হবে, পেছনে ঘুরে দাঁড়াও এবং আলোর সন্ধান করো। ফলে তারা আলোর সন্ধানে পেছনের দিকে তাকাবে। আর তখনি তাদের ও মু'মিনদের মাঝে একটি পর্দা তৈরি করে দেয়া হবে। যে পর্দাতে মুমিনদের দিক হবে রহমত ও শান্তির পরশ। পক্ষান্তরে তাদের দিক হবে শাস্তি ও আজাব।

নামাযের মত উত্তম ও গুরুত্বপূর্ণ আমল তাদের আন্তরিকভাবে ও আগ্রহভরে আদায় করার তাওফিক হয় না। কেননা তাদের তো নিয়তের শুদ্ধতা, আমলের সৌন্দর্য, প্রকৃত ঈমান ও সঠিক বিশ্বাস নেই।

হযরত ইবনে আব্বাস রা. অবসন্ন বদনে, ক্লান্ত শরীরে অলসভঙ্গিতে নামায আদায় করাকে মাকরূহ মনে করতেন। তিনি বলতেন, নামায আদায়কারীর উচিত, পূর্ণ মনোযোগ, আন্তরিক ইচ্ছা, আগ্রহ এবং একাগ্রতাসহ নামাযে দাঁড়ানো। এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস ও আস্থা নিয়ে নামাযে দাঁড়ানো উচিত যে, তার আওয়াজ, তার নিবেদন অবশ্যই আল্লাহ তাআলা শুনছেন এবং তার আবেদন মঞ্জুর করতে আল্লাহ তাআলা সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত। এ তো হলো মুনাফিকদের বাহ্যিক অবস্থা যে, তারা ক্লান্ত, শ্রান্ত ভাব নিয়ে, সম্পূর্ণ উদাসীন ও অনাগ্রহের সাথে নামাযে দণ্ডায়মান হয়। আর তাদের অভ্যন্তরীণ অবস্থা হলো, তারা এখলাস থেকে বহু দূরে। আল্লাহর সাথে তারা কোন সম্পক-ই রাখে না। তারা নামাযী একথা প্রচার করার জন্য এবং মানুষের মাঝে নিজের ঈমানকে প্রকাশ করার জন্য নামায পড়ে। তাছাড়া মূর্তিপুজায় নিমজ্জিত অন্তরের অধিকারী এই নামায দ্বারা কি-ই বা অর্জনে সক্ষম হবে? এই কারণেই যে সব নামাযে মুসল্লিদের

পারস্পরিক সাক্ষাৎ কম ঘটে সে সব নামাযে তারা উপস্থিত হয় না। যেমন: এশা ও ফজরের নামায।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে রয়েছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, মুনাফিকদের জন্য সর্বাপেক্ষা কঠিন ও কষ্টকর নামায হলো এশা ও ফজরের নামায। পক্ষান্তরে তারা যদি এ সব নামাযের ফজিলতকে অন্তর থেকে স্বীকার করত, তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও নামাযে অংশ গ্রহণ করত। আমার তো ইচ্ছা হয়, নামাযের তাকবির বলতে বলে কাউকে আমার ইমামতির স্থলাভিষিক্ত করে নামায শুরু করিয়ে কিছু লোক দ্বারা কাঠ সংগ্রহ করে ঐ সকল লোকদের ঘরে যাই যারা জামাতে উপস্থিত হয়না, তাদের ঘরের চার পাশে লাকড়ী রেখে আদেশ করি যেন আগুন লাগিয়ে দেয়। অন্য এক রেওয়াতে আছে, আল্লাহর কসম একটু ভালো খাবারের আশায় তারা দৌড়ে চলে আসে অথচ আখেরাতের জন্য আল্লাহর সাওয়াবের সামান্য মূল্যায়নও তারা করে না। তাদের গৃহে অবস্থিত নারী-শিশুদের কথা চিন্তা না করলে অবশ্যই আমি তাদের ঘর জ্বালিয়ে দিতাম।

মুসনাদে আবু ইয়ালাতে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি লোকদের সামনে খুব সুন্দরভাবে ধীরে সুস্থে নামায আদায় করে, কিন্তু নির্জনে একাকী নামায আদায় করলে তাড়াহুড়া ও মন্দভাবে নামায আদায় করে, সে প্রকারান্তরে আল্লাহ তাআলাকে ধোকা দিল। অতঃপর তিনি বলেন, মুলত এ লোক খুব কমই আল্লাহর জিকির করে অর্থাৎ নামাযে তাদের মনোযোগ থাকে না। এরা মূলত নামাযে নিজেদের উচ্চারিত বিষয়ও বোঝে না বরং সম্পূর্ণ উদাস মনে ও অবহেলায় নামায পড়ে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন, ইহা মুনাফিকের নামায। ইহা মুনাফিকের নামায। ইহা মুনাফিকের নামায। এরা তো বসে বসে সূর্যের প্রতি তাকায়। আর যখন সূর্য অস্তমিত হওয়ার সময় হয়, শয়তান তার শিংদ্বয় তার আশে-পাশে লাগিয়ে দেয়, তখন সে দাঁড়িয়ে তড়িঘড়ি করে চার রাকাত আদায় করে, যেন আল্লাহর জিকির শুধু নামের জন্যই করা হলো। (মুসলিম)

এ সকল মুনাফিক অত্যন্ত পেরেশান ও দ্বিধাগ্রস্ত থাকে। সর্বদা ঈমান ও কুফরের মাঝে দোল খেতে থাকে। তারা না পূর্ণরূপে মুসলমানদের সাথে, না কাফেরদের সাথে। যখন ঈমানের নূর ভিতরে জাগ্রত হয় তখন ইসলামকে

সত্য বলে প্রত্যয়ন করে, আর যখন কুফুরির অন্ধকার ভিতরে ছুয়ে যায় তখন ঈমান থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে। তারা না সাহাবাদের সঙ্গে আছে না ইহুদিদের। রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, এ সব মুনাফিকদের দৃষ্টান্ত হলো, দুই পালের অন্তর্বর্তী বকরীর ন্যায়, যা আওয়াজ করতে করতে একবার এই পালের প্রতি দৌড়ে, আবার অপর পালের প্রতি। তারা সিদ্ধান্তই গ্রহণ করতে পারে না যে, কোন দিকে যাবে, কোন পক্ষ অবলম্বন করবে।

মুসনাদে ইবনে আবি হাতিমে বর্ণিত হয়েছে, মুমিন, মুনাফিক ও কাফিরের দৃষ্টান্ত হলো ঐ তিন ব্যক্তির ন্যায় যারা কোন নদীর তীরে উপস্থিত হয়েছে। তাদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি সমুদ্র তীরেই দণ্ডায়মান। দ্বিতীয় ব্যক্তি সমুদ্র পাড়ি দিয়ে তার গন্তব্যে পৌঁছে গেছে। তৃতীয় ব্যক্তি সমুদ্র পাড়ি দেয়ার লক্ষ্যে সমুদ্রে নেমে মধ্যবর্তী স্থলে পৌঁছলে এ পাড়ের ব্যক্তি তাকে ডেকে বলছে, এ দিকে চলে এসো তুমি ধ্বংস হওয়ার জন্য কোথায় যাচ্ছ। অপর দিক থেকে অপর ব্যক্তি তাকে ডেকে বলছে, এসো সফলতার সাথে এ পাড়ে চলে এসো আমার ন্যায় গন্তব্যে পৌঁছে যাও। অর্ধ সমুদ্র পাড়ি দেয়া এ ব্যক্তি এবার দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে কখনো এ পাড়ের প্রতি তাকায় আবার কখনো ওপাড়ের প্রতি তাকায়। সে দোদুল্যমান কোন্ দিকে যাবে স্থির করতে পারছে না। ইত্যবসরে এক প্রবল ঢেউ এসে তাকে নিমজ্জিত করে ফেলল। ফলে এভাবেই তার সলিল সমাধি ঘটল। সুতরাং সমুদ্র পাড়ি দিয়ে গন্তব্যে পৌঁছে যাওয়া ব্যক্তি হলো মুসলমানের দৃষ্টান্ত। আর তীরে অবস্থানকারী ব্যক্তি হলো কাফেরের দৃষ্টান্ত। আর ঢেউয়ের আঘাতে নিমজ্জিত হয়ে যাওয়া ব্যক্তি হলো মুনাফিকের দৃষ্টান্ত।[৫৮]

## আয়েশা সিদ্দীকা রা.-এর বিস্ময়কর স্বপ্ন ও ব্যাখ্যা

হযরত ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ র. হতে বর্ণিত, উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. বলেন:

رَأَيْتُ ثَلَاثَةَ أَقْمَارٍ سَقَطْنَ فِيْ حُجْرَتِيْ فَوَصَفْتُ رُؤْيَايَ عَلَى أَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

---

[৫৮]. তাফসীরে ইবনে কাসীর: ১/৬৫৪।

আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমার কক্ষে তিনটি চন্দ্র ছিটকে পড়েছে। আমি হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা.-এর নিকট আমার স্বপ্ন ব্যক্ত করলাম।

তাবাকাতে ইবনে সা'দের বর্ণনায় রয়েছে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা.-কে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এ স্বপ্নের কী ব্যাখ্যা করেছ? আমি বললাম: اَوَّلْتُهَا وَلَدًا مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ আমি এর ব্যাখ্যা করেছি এভাবে যে, আমার উদরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সন্তান জন্ম নেবে। এ ব্যাখ্যা শুনে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. চুপ থাকলেন। অতঃপর যখন রাসূল সা. ইন্তেকাল করলেন এবং তাঁকে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা.-এর হুজরায় দাফন করা হলো, তখন হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. (স্বপ্নের ব্যাখ্যা স্বরূপ) বললেন, هٰذَا اَحَدُ اَقْمَارِكِ وَهُوَ خَيْرُهَا এটি হলো তোমার একটি চন্দ্র। আর এটিই হলো তিনটির মধ্যে শ্রেষ্ঠতম।[৫৯]

পরবর্তীতে হযরত আবু বকর রা. ও হযরত ওমর রা.-কেও হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা.-এর ঘরে দাফন করা হয়।

## সাত কন্যার একটি ঐতিহাসিক ঘটনা

এক ব্যক্তির শুধু কন্যা সন্তানই ছিল। কোন পুত্র সন্তান ছিল না। প্রতিবার সন্তান জন্ম নেয়ার সময়ই সে আশা করত যে, তার পুত্র সন্তান হবে। কিন্তু প্রত্যেকবারই তার কন্যা সন্তান জন্ম হতো। এভাবে তার ছয়টি কন্যা সন্ত ান জন্ম নিল। অতঃপর তার স্ত্রী পুনরায় সন্তান সম্ভবা হলো। তাই সে শংকিত ছিল, এবারও পূর্বের ন্যায় তার কন্যা সন্তান জন্ম নেয় কিনা। এতে শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা দিল যে, এবার কন্যা সন্তান জন্ম নিলে সে স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেবে।

তার ভ্রান্ত চিন্তা ও ভ্রষ্ট মানসিকতার ব্যাপারে একটু চিন্তা করে দেখুন; কন্যা সন্তান জন্ম নেয়ার মাঝে স্ত্রীর কি হাত রয়েছে? তার ত্রুটি কোথায়? এমতাবস্থায় সে ব্যক্তি রাতে ঘুমাল। ঘুমের মধ্যে সে এক বিস্ময়কর স্বপ্ন দেখল। সে দেখল কিয়ামত হয়ে গেছে। আর তার পাপ অনেক বেশি। তাই তার জন্য জাহান্নাম আবশ্যক হয়ে পড়েছে। ফলে ফেরেশতারা তাকে ধরে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। জাহান্নামের প্রথম দরজাতে পৌঁছতেই

---

[৫৯]. মুয়াত্তা মালেক, কিতাবুল জানায়েয: ১/২৩২।

সেখানে তার এক কন্যাকে দণ্ডায়মান দেখতে পেল, সে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করতে বাধা দিল। তাই ফেরেশতাগণ তাকে দ্বিতীয় দরজায় নিয়ে গেল। সেখানে সে তার অপর এক কন্যাকে দণ্ডায়মান দেখতে পেল। সে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপে বাধা দিল। এবার ফেরেশতারা তাকে তৃতীয় দরজায় নিয়ে গেল। সেখানে তার অপর এক কন্যাকে দণ্ডায়মান দেখতে পেল যে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপে বাধা দিল। এভাবে ফেরেশতারা যে দরজা দিয়েই তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপের জন্য গেল সেখানেই তার কন্যারা বাধা হয়ে দাঁড়াল। এভাবে ফেরেশতারা তাকে জাহান্নামের ছয় দরজা পর্যন্ত নিয়ে গেল। কিন্তু সপ্তম দরজা এখনো বাকি। তাই ফেরেশতারা তাকে নিয়ে সপ্তম দরজায় গেল। তখন সে চিন্তিত হয়ে গেল যে, এ দরজায় কে আমাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করতে বাধা দেবে। তখন সে বুঝতে পারল, সে যে নিয়ত করেছে তা ছিল তার নিতান্ত ভুল ও শয়তানের কুমন্ত্রণা। এভাবে অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় তার ঘুম ভেঙে গেল। তখন সে আল্লাহ তাআলার দরবারে হাত উঠিয়ে দোয়া করতে লাগল: اللهم ارزقنا السابعة হে আল্লাহ! আমাকে সপ্তম একটি কন্যা সন্তান দান করুন।

সুতরাং তাকদিরের প্রতি যাদের পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস আছে, তাদের কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করলে অসন্তুষ্ট হওয়ার পরিবর্তে আনন্দিত ও সন্তুষ্ট হওয়া উচিত। ঈমানে দুর্বলতার ফলে যারা এরূপ বিশ্বাস করে যে, তাদের স্ত্রীরাই তাদের কন্যা সন্তান জন্ম দেয়ার কারণ এটি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও অজ্ঞতা। পুত্র বা কন্যা সন্তান জন্ম দেয়ার ক্ষেত্রে স্ত্রী বা স্বামীর কোন ভূমিকাই নেই, বরং স্বামী-স্ত্রী তো একটি উসিলা ও মাধ্যম মাত্র। স্রষ্টা একমাত্র মহান আল্লাহ যাঁর কোন শরিক নেই। তিনিই যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন। আর যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন। আর যাকে ইচ্ছা কন্যা ও পুত্র উভয় সন্তানই দান করেন। আর যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা রাখেন। তাই প্রত্যেক মুসলমানের উচিত, তাকদিরের উপর পূর্ণ মাত্রায় আস্থাশীল হওয়া।

সূরা শূরাতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ. أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ.

"নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজত্ব আল্লাহ্ তাআলারই জন্য। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন, যাকে ইচ্ছা কন্যা-সন্তান এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন। অথবা তাদেরকে দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই এবং যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করে দেন। নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ, ক্ষমতাশীল।"[৬০]

## বায়ান্ন লক্ষ দিরহামেও যাকাত ওয়াজিব হয়নি

একবার হযরত আসমা বিনতে আবি বকর রা. খেজুরের বিচি মাথায় নিয়ে মদিনার প্রান্ত দিয়ে শহরে যাচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম একটি উটের উপর চড়ে ঐ পথ অতিক্রম করছিলেন। হযরত আসমা রা. রাসূলুল্লাহ্ সা.-এর শ্যালিকাও ছিলেন এবং ফুফাতো ভাই জুবায়ের ইবনুল আওয়াম রা.-এর স্ত্রীও ছিলেন। রাসূল সা. তাঁকে উটের উপর আরোহণ করার দাওয়াত দিলেন। তিনি বলেন, আমি আমার স্বামীর আত্মমর্যাদাবোধকে স্মরণ করে উটে আরোহণ করতে আপত্তি জানালাম।[৬১]

এখানে প্রশ্ন হতে পারে, হযরত আসমা রা. উটে আরোহণ করতে কেন অস্বীকৃতি জানালেন? নিষ্পাপ, নিষ্কলুষ ও পূতঃপবিত্র চরিত্রের অধিকারী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সাথে উটে আরোহণ করলেও কি তাঁর স্বামী অসন্তুষ্ট হতেন? কখনো নয়। এটি কি করে সম্ভব। বরং হযরত আসমা রা. স্বামীর প্রতি অতিভক্তি, ভালোবাসা ও আনুগত্য প্রদর্শনই ছিল উদ্দেশ, যে কারণে রাসূল সা.-এর সাথেও উটের উপর বসতে অপারগতা প্রকাশ করেছিলেন।

কিছুদিন পর হযরত আসমা রা.-এর পিতা হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. তাঁকে বাহন হিসাবে একটি ঘোড়া ও তাঁর দেখা শোনার জন্য একটি গোলাম দিলেন। হযরত আসমা রা. অভাব-অনটন, দুঃখ-কষ্ট সবকিছুতেই স্বামীর সাথে ধৈর্য ধারণ করেছেন। যার ফলে আল্লাহ তাআলা তাঁকে বিপুল পরিমাণ সম্পদ ও ঐশ্বর্য দান করেছেন। তাঁর স্বামী হযরত জুবায়ের ইবনুল আওয়াম রা.-এর ইন্তেকালের পর হযরত আসমা রা. কী পেয়েছিলেন? তিনি বায়ান্ন লক্ষ দিরহাম মিরাস হিসাবে লাভ করেন। যে নারী খেজুরের বিচি সংগ্রহ করে

---

৬০. সূরা শূরাঃ ৪৯-৫০, সুনহারী কিরনীঃ পৃ.২৪।

৬১. বুখারী, হাদীস- ৫২২৫, মুসলিম হাদীস- ২১৮২।

মাথায় করে নিয়ে আসতেন। হযরত জুবায়ের ইবনুল আওয়াম রা. হারামভাবে বা মানুষের সম্পদ ছিনিয়ে অথবা রাসূল সা.-এর আত্মীয়তা ও নৈকট্যের দোহাই দিয়ে এত বিপুল পরিমাণ সম্পদ উপার্জন করেন নি, বরং ব্যবসার মাধ্যমে সম্পূর্ণ হালাল পন্থায় তিনি এত বিপুল পরিমাণ সম্পদ উপার্জন করেছিলেন।

এরূপও বর্ণিত রয়েছে যে, হযরত জুবায়ের ইবনুল আওয়াম রা.–এর এক হাজার কর্মচারী ছিল। তিনি অত্যন্ত ন্যায্যভাবে তাদের অংশ প্রদান করতেন। এত বিপুল পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়া সত্ত্বেও তাঁর উপর কখনো যাকাত ওয়াজিব হয়নি। কেননা তিনি কখনো সম্পদ সঞ্চয় করেন নি। হযরত আসমা রা. যখন দারিদ্রের কষাঘাতে নিপতিত ছিলেন, যখন তাঁর কাছে কোন সম্পদই ছিল না তখনও পেরেশান হন নি; ঘাবড়ান নি এবং কোন প্রকার হা-হুতাশ করেন নি। তেমনিভাবে বিপুল পরিমাণ সম্পদ লাভেও অহংকার করেন নি। সারা জীবনই ভালো কাজে মানুষের প্রতি ইহসান করেছেন এবং উত্তম কর্মে জীবন যাপন করেছেন।[৬২]

## বিবাহের পর অবগত হলো স্ত্রী খোঁড়া

জনৈক ব্যক্তি ইমাম শা'বী র.-এর নিকট এসে অভিযোগ করল, জনাব! আমি এক নারীকে বিবাহ করলাম। বিবাহের পর জানতে পারলাম, সে খোঁড়া। এখন আমি কি তাকে তার পিত্রালয়ে পাঠিয়ে দেব? তিনি বললেন, যদি তুমি তোমার স্ত্রীর সাথে দৌড় প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে চাও, তাহলে অবশ্যই তাকে তালাক দিয়ে তার পিত্রালয়ে পাঠিয়ে দাও; অন্যথায়...।[৬৩]

## অতি বুদ্ধিমতি স্ত্রী

স্ত্রীর প্রতি এক ব্যক্তির ছিল চরম অসন্তোষ। সব সময়ই সে স্ত্রীকে তালাক দিতে চাইত। একদিন সে তার স্ত্রীকে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে দেখল। তখন সে স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বলল, তুমি যদি সিঁড়ি বেয়ে উপরে ওঠো তাহলে তুমি তালাক। যদি তুমি সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামো, তাহলেও তালাক। যদি আপন স্থানে অবস্থান করো, তাহলেও তুমি তালাক।

---

৬২. উসদুল সাহাবা: ২/৩০৯।

৬৩. সুনহারী কিরনী: পৃ.৫৪।

স্ত্রী তার স্বামীর প্রতি লক্ষ্য করল। ক্ষণকাল সে সেখানে অবস্থান করে একটু চিন্তা করল। কিছুক্ষণ পরই সে সিঁড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ল। তখন তার স্বামী তাকে লক্ষ্য করে বলল, আমার পিতা-মাতা তোমার জন্য উৎসর্গ হোক। তুমি তো অনেক বুদ্ধিমতি ও বড় ফকীহ। আমার তো মনে হয় ইমাম মালেক র.-এর ইন্তেকালের পর মদিনাবাসী তোমার কাছেই ফতোওয়া নিতে আসবে।[৬৪]

## হযরত জুলাইবিব রা.-এর বিস্ময়কর বিবাহ

হযরত জুলাইবিব রা. ছিলেন আনসারি সাহাবী। তিনি না ছিলেন ধনাঢ্য ব্যক্তি, না ছিলেন প্রসিদ্ধ খান্দানের। কোন বড় পদবীধারীও ছিলেন না। আত্মীয়-স্বজনের সংখ্যাও ছিল নগণ্য। গায়ের রংও ছিল শ্যামলা। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের ভালোবাসায় তাঁর অন্তর ছিল ভরপুর। তিনি জীর্ণশীর্ণ বস্ত্র পরিধান করে ক্ষুধার্তবস্থায় রাসূল সা.-এর দরবারে উপস্থিত হতেন। তিনি রাসূল সা.-এর কাছে ইল্‌ম শিখতেন ও তাঁর বরকত লাভ করতেন। একবার নবী কারীম সা. অত্যন্ত স্নেহের দৃষ্টিতে তাঁর প্রতি তাকিয়ে বললেন, يا جليبيب ألا تتزوّج؟ 'হে জুলাইবিব! তুমি কি বিবাহ করবে না?' তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার নিকট কে তার মেয়েকে বিবাহ দেবে! রাসূল সা. বললেন, জুলাইবিব! তুমি কি বিবাহ করবে না? তিনি এবারও পূর্বের ন্যায় উত্তর দিলেন। আমার নিকট কে তার মেয়েকে বিবাহ দেবে! আমার না আছে কোন পদ-পদবী, না আছে কোন সহায় সম্পদ। আল্লাহর রাসূল সা. তৃতীয়বারও বললেন, জুলাইবিব! তুমি বিয়ে করবে না? উত্তরে তিনি একই কথা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল সা.! আমাকে কে বিয়ে করবে? না আছে আমার বংশীয় কোন আভিজাত্য, না মুখাবয়ব সৌন্দর্য আর না টাকা কড়ি। তখন রাসূল সা. বললেন,

إِذْهَبْ إِلَى ذَاكَ مِنَ الْأَنْصَارِ وَقُلْ لَهُمْ: رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَلِّغُكُمُ السَّلَامَ وَيَقُوْلُ زَوِّجُوْنِيْ إِبْنَتَكُمْ.

---

৬৪. সুনহারী কিরনী: পৃ.৫৫।

"তুমি অমুক আনসারি সাহাবীর ঘরে যাও এবং তাকে বলো, রাসূল সা. তোমাকে সালাম জানিয়েছেন ও তোমার কন্যা আমার নিকট বিবাহ দিতে বলেছেন।"

হযরত জুলাইবিব রা. অত্যন্ত আনন্দ চিত্তে সেই আনসারি সাহাবীর ঘরে গেলেন ও তার ঘরের দরজায় করাঘাত করলেন। গৃহবাসীরা আগন্তুকের পরিচয় জানতে চাইলেন। তিনি বললেন, আমি জুলাইবিব। গৃহবাসীরা বলল, আমরা তো তোমাকে চিনি না, তোমার সাথে আমাদের কোন প্রয়োজনও নেই। এক পর্যায়ে ঘরের কর্তা বেরিয়ে এলেন। হযরত জুলাইবিব রা. তখনো ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি বের হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কী চাও, কোথা থেকে এসেছ? হযরত জুলাইবিব বললেন, রাসূল সা. আপনাকে সালাম জানিয়েছেন। একথা শোনা মাত্র ঘরে খুশির বন্যা বয়ে যাওয়ার মতো হয়ে গেল। আল্লাহর রাসূল সা. সালামের বার্তা পাঠিয়েছেন। আরে... এটা তো অনেক উঁচু মর্যাদার কথা যে, রাসূল সা. আমাকে সালাম বলে পাঠিয়েছেন। জুলাইবিব আরো বললেন, রাসূল সা. আপনার কন্যাকে আমার সাথে বিবাহ দেওয়ার জন্য আদেশ করেছেন।

ঘরের কর্তা বললেন, তুমি একটু অপেক্ষা করো। আমি মেয়ের মায়ের সাথে পরামর্শ করে নিচ্ছি। তিনি ভিতরে গিয়ে স্ত্রীকে এ বিবাহের প্রস্তাব দিলেন ও তার নিকট এ ব্যাপারে পরামর্শ চাইলেন। স্ত্রী বলতে লাগলেন, না! না! আল্লাহর কসম! কিছুতেই আমার কন্যাকে এমন এক যুবকের সাথে বিবাহ দিতে পারি না, যার না আছে কোন বংশীয় আভিজাত্য, না আছে কোন সম্পদ, না আছে কোন খ্যাতি। উত্তম পূতঃপবিত্র চরিত্রের অধিকারিণী মেয়ে তার পিতা-মাতার পারস্পরিক আলাপচারিতা শুনছিল এবং জেনে গিয়েছিলেন যে, কার নির্দেশ এবং কে এই পরামর্শ দিয়েছেন। তাই সে চিন্তা করতে লাগল, যদি আল্লাহর রাসূল সা. এতে সম্মত থাকেন, তাহলে নিঃসন্দেহে এতে আমার জন্য কল্যাণ ও মঙ্গল রয়েছে। এরপর সে পিতা-মাতাকে সম্বোধন করে বলল,

أَتَرُدُّونَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَهُ؟ إِدْفَعُونِي إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ لَنْ يُضَيِّعَنِي.

'আপনারা কি রাসূল সা.-এর নির্দেশকে প্রত্যাখ্যান করার চেষ্টা করছেন। আমাকে রাসূল সা.-এর ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিন। (তিনি তাঁর ইচ্ছানুযায়ী আমাকে যেখানে খুশি সেখানে বিবাহ দেবেন) কেননা তিনি কিছুতেই আমার ক্ষতি সাধন করবেন না।"

অতঃপর মেয়েটি নিম্নোক্ত আয়াতটি তেলাওয়াত করল:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ.

"আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সা.-কোন কাজের মিমাংসা করার পর কোন ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর সে বিষয়ে নিজের আর কোন ইচ্ছা থাকে না।" (সূরা আহযাব: ৩৬।)

তখন মেয়েটির পিতা রাসূল সা.-এর দরবারে হাজির হয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার নির্দেশ তো আমার শিরোধার্য। আপনার নির্দেশ ও পরামর্শে আমি সম্মত। আমি আমার কন্যাকে জুলাইবিবের সাথে বিবাহ দিতে প্রস্তুত। মেয়েটির এমন পবিত্র মানসিকতার বিষয়ে অবগত হলে রাসূল সা. তাঁর জন্য দোয়া করলেন-

اَللّٰهُمَّ صُبَّ الْخَيْرَ عَلَيْهَا صَبًّا وَلَا تَجْعَلْ عَيْشَهَا كَدًّا

"হে আল্লাহ! এ মেয়েটির জন্য কল্যাণ ও মঙ্গলের দ্বার উন্মুক্ত করে দিন এবং তার জীবনকে সকল প্রকার কষ্ট ও পেরেশানিমুক্ত রাখুন।"[৬৫]

অতঃপর হযরত জুলাইবিবের সাথে তাঁর বিবাহ সম্পন্ন হলো। ফলে মদিনাতে আরেকটি নতুন সংসার আবাদ হলো। যার ভিত্তি ছিল তাকওয়া ও আল্লাহভীতির উপর। যার ছাদ হলো দারিদ্র। যার শোভা ও সৌন্দর্য হলো- তাসবিহ, জিকির ও আল্লাহ তাআলার প্রশংসা। এ পবিত্র ও বরকতময় যুগলের শান্তি ও সুখ হলো নামাযের মধ্যে আর অন্তরের প্রশান্তি তীব্র তাপদাহের দুপুরের নফল রোযার মধ্যে ছিল।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের দোয়ার বরকতে এ যুগলের দাম্পত্য জীবন অত্যন্ত সুখময় ও বরকতময় হলো। স্বল্প সময়ের

---

[৬৫]. মাওয়ারিদুয যামআন: ২২৬৯, মুসনাদে আহমদ: ৪/৪২৫, মাজমাউয যাওয়ায়িদ: ৯/৩৭০।

ব্যবধানেই তাঁদের আর্থিক সচ্ছলতা এমন পর্যায়ে পৌঁছল যে, বর্ণনাকারী বলেন, فكانت من اكثر الانصار نفقة ومالا "তারা ছিল আনসারদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক সম্পদশালী ও অধিক ব্যয়কারী।" এক যুদ্ধে আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে বিজয় দান করলেন। তখন রাসূল সা. সাহাবাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন- هل تفقدون من احد "তোমাদের মধ্যে কেউ কি নিখোঁজ আছে" অর্থাৎ কেউ কি শাহাদাত বরণ করেছে? সাহাবায়ে কেরামগণ বললেন, হ্যাঁ! অমুক অমুক নিখোঁজ আছে। রাসূল সা. পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, هل تفقدون من احد "তোমাদের মধ্যে কি কেউ নিখোঁজ আছে?" সাহাবায়ে কেরাম বললেন, না। তখন রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, ولكني افقد جليبيبا فاطلبوه "আমি তো জুলাইবিবকে দেখতে পাচ্ছি না। তোমরা তাঁকে খুঁজে দেখ।" অতএব তাঁকে যুদ্ধের ময়দানে খোঁজ করা হলো। বড়ই আশ্চর্যের ছিল সে দৃশ্য। যুদ্ধের ময়দানে তাঁর চারদিকে সাতজন কাফেরের লাশ পড়েছিল। হয়তো তিনি এই সাত কাফেরের সাথে লড়াই করতে করতে এবং তাদেরকে জাহান্নামে পৌঁছে দিয়ে শাহাদাত বরণ করেছেন। তখন রাসূলুল্লাহ সা.-কে এ ব্যাপারে অবহিত করা হলো। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সেখানে তাশরীফ নিলেন এবং তাঁর প্রিয় সাহাবীর লাশের পাশে দাঁড়িয়ে এ দৃশ্য দেখলেন। অতঃপর তিনি বললেন, قتل سبعة ثم قتلوه هذا مني وأنا منه هذا مني وأنا منه "সে সাতজন কাফেরকে হত্যা করার পরই তারা তাঁকে শহীদ করেছে। সে আমার এবং আমি তার" তিনি দু'বার এ বাক্য উচ্চারণ করলেন।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সা. তাঁর বাহু মোবারকের উপর তাঁর লাশ রাখলেন এবং একাই তাঁর লাশ বহন করলেন শুধু হুযূর সা.-এর দুই বাহুর দ্বারাই এটা সম্ভব ছিল। অতঃপর হযরত জুলাইবিব রা.-এর জন্য কবর খনন করা হলো এবং তিনি নিজের হাতে তাঁকে দাফন করলেন।[৬৬]

## উত্তম নারীর গুণাগুণ

নারীদের গুনাবলী সম্পর্কে বিশেষ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন জনৈক বেদুঈন ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করা হলো, একজন উত্তম নারীর কী কী গুণাগুণ থাকা উচিত?

---

[৬৬]. সহিহ মুসলিম: হাদীস- ২৪৭২।

উত্তরে সে বলল, একজন সৎ ও উত্তম নারীর মধ্যে নিম্নোক্ত গুণাবলি থাকা উচিত। "দাঁড়ালে তাকে সুঠাম দেহের অধিকারী মনে হবে। বসলে সুদর্শন মনে হবে। সত্যভাষী ও সদালাপী হবে। তাকে ক্রুদ্ধ করতে চাইলে সে সহনশীলতা প্রদর্শন করবে। হাসবে তো মুচকি হাসবে। খাবার রান্না হবে অত্যন্ত সুস্বাদু। স্বামীর প্রতি থাকবে নিঃশর্ত ও নিরঙ্কুশ আনুগত্য। ঘরে অবস্থানকে পছন্দ করবে। বাইরে খুব কম বের হবে। আপন গোষ্ঠী ও আত্মীয়-স্বজনের মাঝে হবে অত্যন্ত প্রিয় ও মর্যাদাবান। তবে অত্যন্ত বিনয়ী ও কোমল স্বভাবের অধিকারিণী হবে। স্বামীর প্রতি থাকবে অগাধ ভালোবাসা এবং অধিক সন্তান প্রসবকারিনি। সর্বোপরি তার যাবতীয় কাজকর্ম হবে সুন্দর ও পছন্দনীয়।"

## স্ত্রীকেও কখনো কখনো স্বামীর জন্য ব্যয় করতে হয়

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রা.-এর স্ত্রী যয়নাব সাকাফিয়াহ অত্যন্ত ধনী নারী ছিলেন। তিনি বলেন, একদিন আমি রাসূল সা.-কে বলতে শুনেছি, تصدّقن يا معشر النساء ولو من حليّكن. "হে নারী জাতি! আপন গহনা বিক্রি করে হলেও তোমরা সদকা ও দান খয়রাত করো।"

তিনি বলেন, তখন আমি আমার স্বামী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রা.-এর কাছে এসে বললাম, আপনি তো অভাবগ্রস্ত। আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে এ মাসআলাটি জেনে নিন, তিনি যে সদকার নির্দেশ দিয়েছেন, তা যদি আমি আপনাকে দান করি, তাহলে তা যথেষ্ট হবে কি না। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রা. তাকে বললেন, তুমিই বরং রাসূল সা.-এর দরবারে গিয়ে মাসআলা জিজ্ঞেস করো।

হযরত যায়নাব রা. বলেন, ফলে আমি নিজেই রাসূল সা.-এর ঘরের দিকে রওয়ানা হলাম। তাঁর দরজায় জনৈক আনসারিকে দেখতে পেলাম। আমি তাঁর নিকট তাঁর আগমনের কারণ জানতে চাইলাম। সে তাঁর আগমনের কারণ আমাকে বলল। দেখতে পেলাম আমাদের উভয়ের মাসআলা একই ধরনের। আমরা উভয়েই রাসূল সা.-এর ঘরের দরজায় দাঁড়িয়েছিলাম। কেউ ঘরের ভিতরে প্রবেশের সাহস পাচ্ছিলাম না। তখনি ঘর থেকে হযরত বেলাল রা. বের হলেন, আমরা সুযোগটাকে কাজে লাগালাম এবং তাঁকে বললাম, আপনি রাসূল সা.-কে জিজ্ঞেস করুন স্ত্রী স্বামীকে সদকা করতে পারবে কি এবং নিজের তত্ত্বাবধানে

থাকা এতিমদের জন্য নিজের সদকা ব্যয় করা যাবে কি? তবে রাসূল সা.-এর কাছে আমাদের পরিচয় বলবেন না। হযরত যয়নাব রা. বলেন, হযরত বেলাল রা. হুযূর সা.-এর নিকট গেলেন এবং আমাদের জিজ্ঞাসিত মাসআলা সম্পর্কে জানতে চাইলেন। হুযূর সা. জিজ্ঞেস করলেন দরজায় অপেক্ষমাণ নারীদ্বয় কে? হযরত বেলাল রা. বললেন, জনৈক আনসারি নারী এবং যয়নাব। রাসূল সা. জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ যয়নাব? তিনি বললেন, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদের স্ত্রী। তখন রাসূল সা. বললেন,

لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة

তাঁরা দুই নেকীর অধিকারী হবে। আত্মীয়ের প্রতি উত্তম আচণের ও সদকা করার।[৬৭]

## এক জান্নাতি নারী

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে, একবার হযরত আতা ইবনে আবি রাবাহ র. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর সাথে অবস্থান করছিলেন। তখন তাঁদের সম্মুখ দিয়ে একজন কৃষ্ণকায় দাসী গমন করল। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. হযরত আতা র.-এর প্রতি তাকিয়ে বললেন, তুমি কি জান্নাতি নারী দেখতে চাও। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর কথায় তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, জান্নাতি নারী! হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বললেন, হ্যাঁ! এমন এক নারী যে মৃত্যুর পরই জান্নাত লাভ করবে। এতে হযরত আতা ইবনে আবি রাবাহ র. আরো বিস্মিত হলেন। তিনি বলতে লাগলেন, আমাকে সেই জান্নাতি নারী দেখান। কে সে সৌভাগ্যবতী নারী যে আমাদের মাঝে আছেন? বাজারের অলি-গলিতে চলা ফেরা করেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. কৃষ্ণকায় সেই বৃদ্ধা দাসীর প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, 'ঐ বৃদ্ধা মহিল'। হযরত আতা র. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-কে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কীভাবে জানতে পারলেন, সে জান্নাতি? জবাবে তিনি বললেন, কয়েক বছর পূর্বে এ কৃষ্ণকায় দাসী রাসূল সা.-এর দরবারে এসেছিল, তখন সে মৃগী রোগে আক্রান্ত ছিল। সে রাসূল সা.-এর নিকট এসে তাঁর রোগমুক্তির জন্য দোয়ার আবেদন করল এবং বলল, আমার জীবনটা দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। বাচ্চারা

---

৬৭. বুখারী হাদীস- ১৪৬৬, মুসলিম হাদীস- ১০০০।

আমাকে ভয় পায়। আমাকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করে। ঘরে পথে-ঘাটে বা বাজারে যে কোন স্থানেই হঠাৎ আমার এ রোগ দেখা দেয়। ফলে আমি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ি। আমি এখন অধৈর্য হয়ে পড়েছি। ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার জন্য দোয়া করুন, যেন আল্লাহ তাআলা আমাকে আরোগ্য দান করেন। রাসূল সা. সাহাবায়ে কেরামকে ধৈর্য শিক্ষা দেয়ার ইচ্ছা করলেন। তাই তিনি তাঁকে বললেন:

إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك 'তুমি চাইলে তোমার এ অবস্থার উপর তুমি ধৈর্যধারণ করতে পার, এর বিনিময়ে তুমি জান্নাত লাভ করবে। আর তুমি চাইলে আমি তোমার আরোগ্যের জন্য আল্লাহ তাআলার নিকট দোয়া করতে পারি।'

রাসূল সা.-এর কথা শেষ হলে সে নারী চিন্তা করতে লাগল। একদিকে নিজের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করল অপরদিকে রাসূল সা.-এর বাণীকে মনে মনে উচ্চারণ করল এবং এ দুয়ের মাঝে কোন্‌টি গ্রহণ করবে সে ব্যাপারে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চাচ্ছিল। পার্থিব জগতের অস্থায়ী শান্তি নাকি পরকালীন স্থায়ী শান্তির পথ বেছে নেবে, এ ব্যাপারে চিন্তা করছিল। ফলে সে ভাবল, এ পার্থিব জগত ও তার মধ্যকার সবকিছুই তো অস্থায়ী; স্বল্প সময়ের ব্যবধানে তা ধ্বংস হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে পরকালের শান্তি তথা জান্নাত তো স্থায়ী; তার সুখ তো কখনো ফুরাবার নয়। তাহলে আমি কেন স্থায়ী শান্তির ঠিকানা জান্নাতকে গ্রহণ করব না? কেন তা পাওয়ার ইচ্ছা করব না? ফলে সে তাঁর সিদ্ধান্তের কথা প্রকাশ করল, ইয়া রাসূল! আমি ধৈর্যধারণ করব। কিন্তু মৃগী রোগে আক্রান্ত হলে যেহেতু বিবস্ত্র হয়ে যাই সেহেতু ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি এ দোয়া করে দিন যেন আমি এই অবস্থায় বিবস্ত্র না হই। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবস্ত্র না হওয়ার জন্য দোয়া করে দিলেন।[৬৮]

## আঘাত প্রথমে মাথায়ই লাগে

**গুরুত্বপূর্ণ বারোটি নছীহত :**

১. কখনো মনে করবে না যে, তুমি আল্লাহ তাআলার কোন হক যথার্থভাবে আদায়ে সক্ষম হয়েছ। এটি তখনি সম্ভব হবে যখন ঈমানের নূর দ্বারা

---

৬৮. বুখারী হাদীস- ৫৬৫২, মুসলিম হাদীস- ৫২৭৬।

এটি বুঝা ও আত্মস্থ করা সম্ভব হবে যে, আদি হতে অন্ত পর্যন্ত যাবতীয় কর্মের স্রষ্টা হলেন আল্লাহ তাআলা। চিন্তা করে দেখ, গোলামের নিকট যে ধন-সম্পদ থাকে, তার মালিক তো তার মনিবই। ফলে গোলাম যদি তার সেই ধন-সম্পদ মনিবকে প্রদান করে মনে করতে থাকে, সে তার মনিবের যাবতীয় হক আদায় করেছে, তাহলে তার চেয়ে নির্বোধ ও আহমক আর কে হতে পারে? পক্ষান্তরে আল্লাহ তাআলার সাথে বান্দার সম্পর্ক তো গোলাম-মাওলার পারস্পরিক সম্পর্কের চেয়ে অনেক বেশি। কেননা বান্দার যাবতীয় সবকিছুর স্রষ্টা তিনি। সবকিছুরই ব্যবস্থাপক তিনি। তিনি বান্দাকে সৃষ্টি করেছেন। তিনিই তাকে জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিবেচনা দিয়েছেন। দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি, হাত-পা ইত্যাদি যাবতীয় অঙ্গ-প্রতঙ্গ সব কিছু তিনিই দান করেছেন। তিনিই জীবন ধারণের জন্য আহারের ব্যবস্থা করেন। এর ফলে আমরা কিছু আমল করতে সক্ষম হই। তাহলে আমরা তাঁর কোন্ জিনিসের হক আদায় করলাম?

২. কথা-বার্তা, চাল-চলন ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রে তাওহিদ তথা একত্ববাদের ধ্যান বজায় রাখবে। যেমন, কখনো বলবে না, 'অমুক বস্তু আমার' অথবা 'এরূপই আমার মর্জি'। তবে হ্যাঁ রূপকার্থে এরূপ বলা যায়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: وَاعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا "তোমরা আল্লাহ তাআলার ইবাদত করো; কাউকে তাঁর সমকক্ষ স্থির কর না"। এক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা অনির্দিষ্ট বাচক শব্দ 'شَيْئًا' উল্লেখ করেছেন।

প্রকৃতপক্ষে তো সব বস্তুর মালিকই আল্লাহ তাআলা। পৃথিবীর ব্যবস্থাপনা ও শৃঙ্খলার জন্য আল্লাহ তাআলা বিভিন্নজনকে বিভিন্ন বস্তুর অধিকার প্রদান করেছেন। সুতরাং কেউ যদি আল্লাহ তাআলার মালিকানাধীন বস্তু বিনা অনুমতিতে নেয় অথবা চুরি করে সে যেন এরূপ মনে না করে যে, সে আমার কোন বস্তু নিয়েছে। ফলে আমি তাকে পাকড়াও করব, বরং সে যেন ভাবে যে, সে বাদশাহর শৃঙ্খলাতে ব্যাঘাত ঘটিয়েছে। তাই শরীয়তের নীতি অনুযায়ী আমি তাকে পাকড়াও করব।

একবার জনৈক বুযূর্গ ব্যক্তি দোয়া করতে লাগলেন, হে আল্লাহ! আপনি তো খাঁটি ও নিষ্ঠাময় তাওহিদ তথা একত্ববাদের ধারকের জন্য ক্ষমার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আমি তো আপনার সাথে কাউকে শরিক করি না; কাউকে আপনার সমকক্ষ মনে করি না। সুতরাং আপনি আমাকে ক্ষমা

করে দিন। তখন তার প্রতি এলহাম (আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে অদৃশ্য অনুভূতি বা আওয়াজ) আসল- সে সময়ের কথা স্মরণ করো, যখন তোমাকে দুধ পান করতে দেয়া হয়েছিল, আর তুমি তোমার ক্ষতির আশংকায় তা পান না করে বলেছিলে, ইহা দ্বারা আমার সমস্যা হতে পারে। সুতরাং দেখুন, আল্লাহ তাআলা তাকে তার এরূপ মনোভাবের জন্য পাকড়াও করেছেন যে, ক্ষতিসাধনে দুধের সাধ্য কোথায়।

৩. নিজের আমলের জন্য এভাবে সওয়াব প্রার্থনা করো না যে, এটি আমার নিজস্ব কর্ম। বরং শুধু আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ ও দয়ার প্রতি দৃষ্টি করে সাওয়াব প্রার্থনা করবে। কেননা যে ব্যক্তি নিজের আমলের দোহাই দিয়ে বিনিময়স্বরূপ সাওয়াব প্রার্থনা করে, স্বীয় মন্দ কর্মের জন্যও হয়তো সে অবশ্যম্ভাবী বিচারের সম্মুখীন হতে পারে। সুতরাং নিজের আমলের জন্য নয়; বরং আল্লাহ তাআলার এহসান ও অনুগ্রহের প্রতি লক্ষ্য করে সাওয়াব প্রার্থনা করবে।

৪. নেতৃত্বের প্রার্থী হবে না। কোন বিষয়েই নিজেকে নেতৃত্বের আসনে দেখার চিন্তা করবে না। নিজেকে দায়িত্বশীল মনে করবে না। যেমনঃ ইমামতি, নেতৃত্ব ও পাঠদান ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে অন্যের সহযোগি ও অনুগামি হওয়ার চেষ্টা করবে; তাকে টপকে যাওয়ার চিন্তা করবে না। তবে হ্যাঁ, যদি অন্য কেউ তোমাকে নেতৃত্বের আসনে বসিয়ে দেয়, অথবা তোমাকে আগে বাড়িয়ে দেয় এবং তোমার এই আগে বেড়ে দায়িত্ব নেয়ার কারণে যদি কারো কষ্ট দূর হয়ে যায়, অথবা তার ভালো কাজ করার উৎসাহ তৈরী হয় তবে কোন সমস্যা নেই। কেননা নেক কাজের ক্ষেত্রে অগ্রগামী হওয়ার ও প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়ার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে সাইয়্যেদ আহমদ রিফাঈ র.-এর উক্তি- "সর্বদা লেজ হয়ে থাকবে, মাথা হয়ে নয়, কেননা আঘাত তো প্রথম মাথায়-ই আসে।"

৫. কখনো পদ বা নেতৃত্বের আশা করবে না এবং না তার জন্য নিজ থেকে কোন প্রকার চেষ্টা করবে। বরং সব সময় আল্লাহ তাআলার ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেবে ও অন্যের পক্ষ থেকে তোমাকে দায়িত্ব গ্রহণের আবেদন না করা পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করবে। কেননা যদি নিজের চেষ্টা-তদবিরের মাধ্যমে কোন পদ অর্জন করা হয় তবে তোমার উপর ঐ দায়িত্ব পালনের ভার চাপিয়ে দেয়া হবে, আর যদি নিজের চেষ্টা

তদবির ছাড়া কোন দায়িত্ব এসে যায় তাহলে ঐ কাজের উপর আল্লাহর সাহায্য আসবে।

৬. সর্বদা এ আস্থা ও দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করবে যে, আমার কল্যাণ ও মঙ্গলের বিষয়ে আল্লাহ তাআলা আমার তুলনায় অধিক অবগত। এরূপ আস্থা ও বিশ্বাস বদ্ধমূল থাকলে কোন ব্যাপারে পেরেশানি ও অন্তরে কষ্ট সৃষ্টি হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তির মাঝে এরূপ আস্থা নেই সে অবশ্যই তাকদিরের ব্যাপারে অসন্তুষ্ট থাকবে, বরং অনেক ক্ষেত্রে তাকদির নিয়ে প্রশ্নও তুলে বসবে।

আল্লামা শিবলি র. হতে বর্ণিত, তিনি বলতেন, হযরত জুনায়েদ বাগদাদী র.-এর ইন্তেকালের পর আমি তাঁকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহ তাআলা আপনার সাথে কী আচরণ করেছেন? তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলা আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। আমার একটি কথা ছাড়া আর কোন কথায় তিনি আমাকে তিরস্কার করেন নি। যে কথাটি সম্পর্কে তিনি আমাকে তিরস্কার করেছেন, তা হলো একবার আমি বলেছিলাম 'এ বছর জমিনের জন্য বৃষ্টির খুবই প্রয়োজন'। এ কথার উপর আল্লাহ তাআলা আমাকে তিরস্কার করে বলেন, হে জুনায়েদ! তুমি আমাকে বৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অবহিত করেছিলে, অথচ আমি সর্বোজ্ঞ এবং সকল বিষয়ে অবহিত।

৭. দারিদ্র, অভাব-অনটন ও পার্থিব জীবনের সংকীর্ণতার ক্ষেত্রেও আমরা আল্লাহ তাআলার সিদ্ধান্তের প্রতি ঠিক সেরূপ সন্তুষ্ট থাকব যেরূপ সন্তুষ্ট থাকি স্বচ্ছলতা ও প্রাচুর্যের ক্ষেত্রে। বরং সম্পদের আধিক্য ও প্রাচুর্যের ক্ষেত্রে ভীত ও শংকিত থাকা উচিত। কেননা আর্থিক অনটন ও সংকীর্ণতা এ কথার পরিচায়ক যে, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে নিরাপদে রাখতে চান। পক্ষান্তরে প্রাচুর্যের ক্ষেত্রে সম্পদের মোহে মোহগ্রস্ত হওয়ার আশংকা থাকে। যার ফলে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আকস্মিক পাকড়াও করতে পারেন।

৮. অন্তরকে পার্থিব ভোগ বিলাসে মত্ত করবে না। যথাসম্ভব সম্পদ সঞ্চয়, বণ্টন ও লেন-দেন থেকে অন্তরকে পরিচ্ছন্ন রাখার চেষ্টা করবে। কারো নিকট থেকে পাওনা আদায়ের ক্ষেত্রে অতিমাত্রায় কঠোরতা করবে না। নম্রতার সাথে আদায়ের চেষ্টা করবে। অন্যথায় চাইবে না, বরং মনে করবে, এ তো আল্লাহরই বান্দা এবং রাসূলুল্লাহ সা.-এর উম্মত।

সুতরাং আল্লাহ ও রাসূলের উঁচু মর্যাদার কথা চিন্তা করে তাকে বেশি বিরক্ত করবে না।

৯. পার্থিব জগত এবং তার লোভনীয় ও কামনীয় বস্তুসমূহের প্রতি লোভের দৃষ্টি দেবে না। অত্যন্ত অনাগ্রহ ও নিরুৎসাহের দৃষ্টিতে সে দিকে তাকাবে। ইমাম শাফেয়ী র. বলেন, দুনিয়া হলো সে পুরনো ও ভঙ্গুর হাড়তুল্য যাকে নিয়ে অনেকগুলো কুকুর কাড়াকাড়ি করছে। সুতরাং যে-ই দুনিয়ার প্রতি লোভাতুর দৃষ্টিতে তাকাবে সে-ই নাপাকি ও অপবিত্রতায় জড়িয়ে যাবে। আর কুকুর তাকে দংশন করবে এবং তার উপর দাঁত বসিয়ে দেবে। অতএব অত্যন্ত কষ্ট ও বিপদের সম্মুখীন হতে হবে।

১০. পার্থিব ও জাগতিক বস্তুর জন্য কষ্ট করবে না। দরিদ্র ও অভাবী ব্যক্তির উচিত পার্থিব কোন বস্তু নিয়ে ঝগড়া বিবাদ না করা। কেননা এতে অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা এবং কলুষতা সৃষ্টি হয়। মনে রাখবে যে বস্তু ঝগড়া-বিবাদ করে অর্জন করতে হয় তা দীনি বিষয় মনে হলেও অবশ্যই তা পার্থিব বিষয়। কারণ যে কাজ একান্ত আখেরাতের জন্য হয় তাতে বিরোধ ও ঝগড়া হতে পারে না। যদি ঝগড়ার সৃষ্টি হয়, তবে মনে করতে হবে তাতে দুনিয়ার ছোঁয়া লেগেছে।

১১. দুনিয়ার সমস্ত ভালোবাসা অপেক্ষা আল্লাহর ভালোবাসাকে প্রাধান্য দেবে। ধন-সম্পদ, স্ত্রী-সন্তান, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন যা কিছুই হোক না কেন আল্লাহ তাআলার ভালোবাসা হবে এ সব কিছুর ঊর্ধ্বে। কেননা আল্লাহ তাআলা অত্যন্ত আত্মমর্যাদাশীল। তিনি মু'মিন বান্দার অন্তরে তাঁর ভালোবাসা ছাড়া অন্য কারো ভালোবাসা আদৌ পছন্দ করেন না। তবে হ্যাঁ, আম্বিয়ায়ে কিরাম, ফেরেশতাগণ, সাহাবায়ে কিরাম, ওলী, আউলিয়া ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিবর্গ যাদেরকে ভালোবাসতে আল্লাহ তাআলা নিজেই শিখিয়েছেন। তাঁদের প্রতি মহব্বত আল্লাহর প্রতি মহব্বতেরই নামান্তর।

সুফীগণের মতে 'গাইরুল্লাহর মহব্বত' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এমন ভালোবাসা যা কোনভাবেই আল্লাহ তাআলা পর্যন্ত পৌঁছায় না। সুতরাং আম্বিয়ায়ে কেরাম, সাহাবায়ে কেরাম, সকল ওলী, আউলিয়া যেহেতু আল্লাহর

তাআলার মা'রেফাত লাভের মাধ্যম, সেহেতু তা গাইরুল্লাহর মহব্বত বলে গণ্য হবে না, বরং আল্লাহর মহব্বত বলেই পরিগণিত হবে। স্ত্রী ও সন্তানদেরকে এতটুকু ভালোবাসা জায়েয এবং জরুরি, যার দ্বারা তাদের হক আদায় করা সহজ হয়। তবে এরচেয়ে অধিক ভালোবাসা যা আল্লাহ তাআলার বিধি-বিধান বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধক হয় তা ক্ষতিকর।

হযরত আলী খাওয়াছ র. বলতেন, কখনো কখনো আল্লাহ তাআলা তোমাদের স্ত্রী-সন্তাদেরকে এ জন্য বিপদে নিপতিত করেন যে, তোমাদের অন্তরে তাদের ভালোবাসা গভীরতা লাভ করে ফেলেছে। তাই কখনো কখনো তাদের ভালবাসার জন্য তোমাদেরকে তিরস্কার করেন।

১২. ঝগড়া ও হাঙ্গামায় অভ্যস্ত ব্যক্তির সাথে কখনো বিতর্কে লিপ্ত হবে না। রূঢ় স্বভাবের ব্যক্তি ও কলহপ্রিয়দের সাথে কখনো বিতর্কে লিপ্ত হবে না। প্রমাণের মাধ্যমে এরূপ ব্যক্তি হতে নিজের বক্তব্যের সমর্থনও নেয়ার চেষ্টা করবে না। এরূপ ব্যক্তির সাথে কথা বলার সময় এমন কোন হেকমত ও কৌশল অবলম্বন করা উচিত যাতে তার মধ্যে কিছুটা কোমলতা তৈরি হয়।

আমাদের পূর্ববর্তী বুযূর্গদের রীতি ছিল, কাউকে তার কোন মন্দ কর্ম সংশোধনের উপদেশ দেয়ার পূর্বে প্রথমে তার ভালো দিকগুলো বর্ণনা করতেন। আর তারই ফাঁকে তার ত্রুটিগুলো বলে দিতেন। কৌশলে বলতেন, তোমার অনেকগুলো ভাল গুণ রয়েছে, তুমি যদি অমুক বিষয়টি হতে বিরত থাকতে, তাহলে আরো ভাল হতো। এভাবেই সে ব্যক্তি অন্যায় থেকে ফিরে আসত।

## হুসাইন আহমদ মাদানী র.-এর একটি আমল

একবার আমি আমার স্ত্রীসহ দেওবন্দ সফরে গেলাম। সেখানে যাওয়ার পর আমার স্ত্রী হযরত হুসাইন আহমদ মাদানী র.-এর স্ত্রীকে তার উদ্দেশে কিছু নসিহত করার অনুরোধ করলেন। তখন তিনি বললেন, সালাতুল হাজতের নিয়তে দু'রাকাআত নামায পড়বে। যাতে উভয় রাকাআতে সূরা ফাতিহার পর পঞ্চাশবার সূরা ইখলাছ পড়বে। অতঃপর আল্লাহ তাআলার নিকট নিজের হাজত ও প্রয়োজন উল্লেখ করে প্রার্থনা করবে। হযরত হুসাইন আহমদ মাদানী র. বিপদ-আপদে নিজে এরূপ আমল করতেন এবং লোকদেরকেও এরূপ আমল করতে বলতেন।

উল্লেখিত আমলটি যদিও হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত নয়। কিন্তু আল্লাহ ওয়ালাদের বলে দেওয়া আমল অত্যন্ত পরীক্ষিত ও কার্যকরী। এই জন্য যদি আপনিও কোন কঠিন বিপদে পড়ে নিজের ভারসাম্য হারিয়ে যাওয়ার উপক্রম হন, তবে এই আমল করে দেখুন। আল্লাহ তাআলা এই আমলের বরকতে বিপদ দূর করে দেবেন ইনশাআল্লাহ!

## আল্লাহ! আমার রিজিক তো তোমারি দায়িত্বে

আবু আব্দুল্লাহ জা'ফর র., যিনি বরকী উপাধিতে প্রসিদ্ধ। তিনি বলেন, আমি মরু অঞ্চলের এক বেদুঈন নারীকে দেখেছি। প্রবল ঘূর্ণিঝড় ও মুষলধারে বৃষ্টির ফলে তার ফসল নষ্ট হয়ে গেছে, তার চারপাশে লোকজন জড়ো হয়ে তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। সে তখন আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল:

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْمَأْمُوْلُ لِاَحْسَنِ الْخَلَفِ وَبِيَدِكَ التَّعْوِيْضُ عَمَّا تَلَفَ فَافْعَلْ بِنَا مَا اَنْتَ اَهْلُهُ فَاِنَّ اَرْزَاقَنَا عَلَيْكَ وَآمَالَنَا مَصْرُوْفَةٌ اِلَيْكَ.

"হে আল্লাহ! পরবর্তীদের রক্ষা ও তাদের কর্মবিধানের আশা তোমারই নিকট। যা কিছু নষ্ট ও ধ্বংস হয়ে গেছে তা তুমি পূর্ণ করে দেবে। সুতরাং আমাদের প্রতি তোমার উন্নত মর্যাদা অনুযায়ীই আচরণ করো। কারণ তোমার দায়িত্বে আমাদের জীবিকা; এরূপই আমাদের দৃঢ় আস্থা ও বিশ্বাস। আমাদের যাবতীয় আশা-আকাঙ্খা তোমারই কাছে।"

হযরত আবু আব্দুল্লাহ জা'ফর র. বলেন, আমি তখনও সেই বেদুঈন নারীর নিকটই ছিলাম, এক ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত হলো। তার সম্পর্কে আমার কোন ধারণা ছিল না যে, সে কে? কোত্থেকে এসেছে? উদ্দেশ্য কি? সে ব্যক্তি যখন এ বেদুঈন নারীর এমন দৃঢ় আস্থা ও বিশ্বাস এবং আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্কের বিষয় অবগত হলো, তখন সে পাঁচ শত দীনার বের করে সেই নারীকে দিয়ে আপন গন্তব্য পথে চলে গেল।[৬৯]

নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলার প্রতি যার পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস আছে এবং আল্লাহর ভয়-তাকওয়া অবলম্বন করে সে কখনো আল্লাহ তাআলার নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হয় না। আল্লাহ তাআলা তার কাছে এমন জায়গা

---

৬৯. আরবি পত্রিকা, নিসাউন যাকিয়াতুন জিদ্দান: পৃ. ৪৪।

থেকে রিজিক পৌঁছান যা সে কল্পনাও করতে পারবে না। যেমন: উপরোক্ত গ্রাম্য বেদুঈন নারীর ঘটনা দ্বারা প্রমাণিত হয়। এ কারণে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ.

"আর যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ্ তার জন্য নিষ্কৃতির পথ করে দেন এবং তাকে তার ধারণাতীত জায়গা থেকে রিজিক প্রদান করেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপর ভরসা করে তার জন্য তিনিই যথেষ্ট।"

(সূরা তালাক: ২-৩।)

আরবি সাহিত্য গ্রন্থে এরূপ অপর একটি ঘটনা বর্ণিত আছে। জনৈক দরিদ্র, অভাবগ্রস্ত বেদুঈন (গ্রাম্য) নারী জঙ্গলে তাঁবু টানিয়ে বসবাস করছিল। নিজের প্রয়োজন পূরণার্থে সে তার পার্শ্ববর্তী জায়গাগুলোতে বিভিন্ন প্রকার ফসলের চাষ করেছিল। এগুলো দ্বারা তার জীবিকা নির্বাহ হতো। একবার ঝড়-তুফান ও শিলা বৃষ্টিতে তার সমস্ত ফসল নষ্ট হয়ে গেল। সে আফসোস ও দুঃখ ভারাক্রান্ত দৃষ্টিতে সেই ধ্বংসপ্রাপ্ত ফসলের দিকে তাকাল। অতঃপর আকাশের দিকে দৃষ্টি তুলে বলতে লাগল,

إِصْنَعْ يَا إِلٰهِيْ مَا شِئْتَ فَإِنَّ رِزْقِيْ عَلَيْكَ হে আল্লাহ! আপনি যা খুশি করুন। আপনাকে জিজ্ঞেস করবে এমন কে আছে? হ্যাঁ, তবে এতটুকু অবশ্যই বলব আমার রিজিকের দায়িত্ব তো আপনারই উপর।

## বক্রতার মাঝেই নারীর সৌন্দর্য

প্রসিদ্ধ ইতিহাসবিদ ওয়াকেদী র. বর্ণনা করেন, একবার আমি তৎকালীন খলীফা মাহদীর দরবারে উপস্থিত হলাম এবং তাঁকে কিছু হাদীস শোনালাম। তিনি সেই হাদীসগুলো লিখে নিলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি দরবার থেকে তাঁর ঘরে প্রবেশ করলেন। ঘর থেকে যখন তিনি বের হলেন তখন তাঁর চেহারা ক্রোধে রক্তিম বর্ণ ধারণ করেছিল। আমি বললাম, আমিরুল মু'মিনিন! আপনার কোন সমস্যা হয়নি তো? খলীফা বললেন:

دَخَلْتُ عَلَى الْخَيْزُرَانِ فَقَامَتْ إِلَيَّ وَمَزَّقَتْ ثَوْبِيْ وَقَالَتْ مَا رَأَيْتُ خَيْرًا مِنْكَ.

"আমি আমার স্ত্রী খায়যুরানের নিকট গেলাম। সে আমার জামা ধরে এমন জোরে টান দিল যে, কাপড় ছিড়ে গেল এরপর সে আমাকে বলল, তোমার মধ্যে আমি কখনো ভাল কিছু দেখিনি। খলীফা আরো বললেন, দেখুন ওয়াকেদী! আপনি তো জানেন আমি খায়যুরানকে এক গোলাম বিক্রেতার কাছ থেকে খরিদ করেছি এবং আমি তাকে আজাদ করে বিবাহ করেছি। ফলে সে শাহী মহলে সম্রাজ্ঞী হিসাবে অত্যন্ত আরাম-আয়েশে জীবন যাপন করছে। তার সুখ-শান্তি ও ভোগ বিলাসের জন্য যে সকল ব্যবস্থা রয়েছে শাহী মহলে অন্যান্য স্বাধীন নারীদেরও সে ব্যবস্থা নেই। অথচ আজ তার মাথা সম্পূর্ণ বিগড়ে গেছে। সে আমার যাবতীয় অনুগ্রহের উপর পানি ঢেলে দিয়েছে। আর বলছে, আমার থেকে সে কখনও ভালো কিছু পায়নি। অথচ আমি তার উভয় সন্তান হারুনুর রশীদ ও হাদীর অনুকূলে অগ্রিম বায়'আত করে রেখেছি, যাতে তারা পরস্পরায় খলীফা নিযুক্ত হতে পারে। তা সত্ত্বেও সে আমাকে তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করছে।

ওয়াকেদী র. খলীফার কথা শুনে বললেন, আমিরুল মু'মিনীন! আপনি অসন্তুষ্ট হবেন না। কারণ নেয়ামতের না শুকরী তথা অকৃতজ্ঞতা নারীদের স্বভাবজাত, প্রকৃতিগত ও সৃষ্টিগত বিষয়। এ জন্য রাসূল সা. ইরশাদ করেছেন: خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِيْ "যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম, সে-ই তোমাদের মধ্যে উত্তম আর আমি আমার স্ত্রীর কাছে তোমাদের সবার চেয়ে উত্তম।"[৭০]

অপর হাদিসে রয়েছে:

اِسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيْمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ.

"নারীদের ব্যাপারে সর্বদা আমার নসিহত মনে রাখবে। কেননা তাদেরকে পাঁজরের হাড় দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। আর পাঁজরের হাড়ের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উপরের হাড়টি অধিক বাঁকা। যদি তোমরা তাকে সম্পূর্ণ সোজা করতে চাও, তাহলে তা ভেঙে যাবে। আর যদি সেভাবে রেখে দাও,

---

৭০. ইবনে মাজাহ: হাদীস নং-১৯৭৭।

তাহলে শুধু বক্র হতেই থাকবে। সুতরাং নারীদের ব্যাপারে আমার নসিহত মনে রাখবে এবং তাদের সাথে সদাচরণ করবে।"[৭১]

## নহরে যুবায়দার দরদভরা কাহিনী

দ্বিতীয় হিজরী শতাব্দীর কথা। পৃথিবীর দিকে দিকে ইসলামের উজ্জ্বল আলোকরশ্মি ছড়িয়ে পড়েছে। যে আরবরা কিছুকাল পুর্বেও পরস্পরে প্রতিশোধের আগুনে জ্বলছিল। অথচ তখন ইসলামি শিক্ষার কারণে একে অন্যের ভ্রাতৃত্বে পরিণত হয়েছে। গোত্রের মাঝে একে অন্যের বিরোধিতা নিঃসন্দেহে পাওয়া যেত। কিন্তু লড়াইয়ের ময়দানে যখন একত্রিত হতো তখন সবাই একে অন্যকে সম্মান করত, তলোয়ারের ছায়ার নিচে তাদের নামায আদায় হতো এবং যে সমস্ত দেশে জিহাদের ঝাণ্ডা উত্তোলন করা হতো সেখানকার জন সাধারণের সাথে ন্যায় ও বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করাটা তারা গৌরব মনে করত।

অন্য দিকে মুসলমান তাবলিগ ওয়ালাগণও দাওয়াত ও তাবলিগের কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। দেখতে দেখতে মুসলমানদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে লাগল। দ্বিতীয় হিজরী শতাব্দীর শেষ ভাগে ইসলামি হুকুমতের লাগাম হারুনুর রশীদের হাতে। পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে মুসলমান হজ পালন করার জন্য বাইতুল্লাহ শরিফে আসতে লাগল। তখন মক্কা মুকাররমায় পানি পাওয়া খুবই দূরূহ ব্যপার ছিল। সম্মানিত হাজীগণ এবং মক্কাবাসী অনেক কষ্টে পানির ব্যবস্থা করত।

সে সময় খলীফা হারুনুর রশীদের স্ত্রী সম্রাজ্ঞী যুবায়দা বিনতে জা'ফর হজ্জব্রত পালনে মক্কায় এলেন। তিনি মক্কাবাসী ও হজ্জব্রত পালনকারীদের পানির সংকট ও ভোগান্তি দেখে অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। তাই তিনি নিজস্ব অর্থায়নে একটি বৃহৎ নহর খননের নির্দেশ দিয়ে একটি অতুলনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেলেন যা পৃথিবীর সমস্ত মুসলমানদের জন্য স্মরনীয় হয়ে থাকবে।

উম্মে জা'ফর যুবায়দা বিনতে জা'ফর ইবনে আবু জা'ফর মানসুর, হাশেমী বংশের চোখের মণি ও প্রদীপ ছিলেন। তিনি ছিলেন খলীফা

---

[৭১]. বুখারী: হাদীস- ৩৩৩১, মুসলিম: হাদীস- ১৪৬৮।

হারুনুর রশীদের চাচাতো বোন। তাঁর নাম ছিল আমাতুল আজিজ। তাঁর দাদা শৈশবে তাঁকে অত্যন্ত আদর ও স্নেহ করতেন। আদর করে তাঁকে 'যুবায়দা' নামে ডাকতেন। অতএব সবাই তাঁকে সে নামেই ডাকতে শুরু করে এবং আসল নাম মানুষ ভুলে গেল। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধীশক্তি সম্পন্না, বুদ্ধিমতি ও রূপবতী। যৌবনে উপনীত হলে বাদশাহ হারুনুর রশীদ তাকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেন। অনেক ধুমধাম করেই উক্ত বিবাহ সম্পন্ন হয়। খলীফা হারুনুর রশীদ এ বিবাহ উপলক্ষে শ্রেণি পেশা নির্বিশেষে দেশের আপামর জনসাধারণকে দাওয়াত করলেন এবং তাদের মাঝে এ পরিমাণ সম্পদ বন্টন করলেন, ইসলামি ইতিহাসে যার কোন নজির নেই। শুধু বায়তুল মাল থেকেই পঞ্চাশ মিলিয়ন দিরহাম ব্যয় করা হয়েছে। এছাড়াও ছিল খলীফার ব্যক্তিগত সম্পদ।

যুবায়দার প্রতি খলীফা হারুনুর রশীদের ছিল প্রগাঢ় ও সীমাহীন ভালোবাসা। একবার স্ত্রীকে এই বলে ডাকলেন, هلمى يا ام نمر 'উম্মেনহর' একটু এদিকে এসো। পরবর্তীতে যুবায়দা প্রসিদ্ধ আলেম আসমায়ীকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, বাদশাহ আমাকে উম্মে নহর বলে সম্বোধন করলেন কেন? আসমায়ী বললেন, আরবি ভাষায় جعفر শব্দের অর্থ হলো, নহর। আপনার উপনাম যেহেতু উম্মে জা'ফর তাই এই অর্থে আপনাকে খলীফা উক্ত নামে সম্বোধন করেছেন।

যুবায়দা অত্যন্ত বুদ্ধিমতি ও ধীশক্তিসম্পন্ন ছিলেন। তাই তিনি তোষামোকারীদের কথায় কখনো তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নিতেন না। একবার এক কবি তাঁর দরবারে এসে কিছু কবিতা আবৃত্তি করল। কিন্তু কবিতার ছন্দে সে নিজের মনোভাব যথাযথভাবে তুলে ধরতে সক্ষম হলো না, বরং কবিতার ছন্দের প্রতি দৃষ্টি দিতে গিয়ে কবিতায় সম্রাজ্ঞীর সম্মানের পরিবর্তে কিছুটা অশিষ্টাচারও প্রকাশ পেয়ে গেল। তাই সম্রাজ্ঞীর পরিচারক ও নিরাপত্তারক্ষীরা একে সম্রাজ্ঞীর প্রতি বেয়াদবী আখ্যায়িত করে তাকে গ্রেফতার করতে চাইলো। কিন্তু যুবাইদা তাদেরকে বললেন:

دعوه فإن من أراد خيرا فأخطأ خير ممن أراد شرّا فأصاب "তার বিষয়টি উপেক্ষা কর। কেননা যে উত্তম কথা বলার ইচ্ছা করে কিন্তু অনিচ্ছাকৃতভাবে ভুল হয়ে যায় সে ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা উত্তম যে মন্দ চিন্তা করে কিন্তু মুখে সুন্দর কথা বলে।"

যুবায়দার সেবা ও পরিচর্যার জন্য একশত পরিচারিকা নিয়োজিত ছিল, যাদের প্রত্যেকেরই কুরআনে কারীম মুখস্থ ছিল এবং তারা সব সময় কুরআনে কারীম তেলাওয়াত করত। ফলে তাঁর মহল থেকে সব সময় মৌমাছির শব্দের ন্যায় তেলাওয়াতে কুরআনের গুন গুন শব্দ ধ্বনিত হতো।

মক্কাবাসী ও হজ্জব্রত পালনকারীদের পানির সংকট যুবায়দা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেন। তাই তিনি মক্কায় একটি নহর খনন করার ইচ্ছা করলেন। ইতিপূর্বেও তিনি মক্কাবাসীদেরকে অনেক সম্পদ দান করেছিলেন। হজ্জব্রত পালনে মক্কা-মদিনায় আগমনকারীদের প্রতি তাঁর দানের হাত ছিল অত্যন্ত প্রশস্ত ও প্রসারিত। নহর খননের ইচ্ছায় তিনি বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রকৌশলীদের ডেকে পাঠালেন। মক্কা হতে ৩৫ কিলোমিটার পূর্ব দিকে হুনাইন উপত্যকার পানি কুররা পর্বত হয়ে নু'মান উপত্যকার দিকে প্রবাহিত হতো। এছাড়াও মিনার দক্ষিণে সাহারা নামক স্থানেও 'নহরে যুবায়দা' নামক একটি নহর ছিল। যাতে বৃষ্টির পানি একত্রিত হতো। সেখান থেকে একটি ছোট নহর মক্কার দিকে ও অপর একটি নহর আরাফার দিকে মসজিদে নামিরা পর্যন্ত বহমান ছিল। এই বৃহৎ নহর খননে সতের লাখ দীনার ব্যয় হয়েছিল।

সম্রাজ্ঞী যুবায়দা প্রবল আগ্রহ-উদ্দীপনা ও এখলাসের সাথে নহর খনন করিয়ে ছিলেন। তিনি মক্কাবাসী ও হজ্জব্রত পালনকারীদেরকে পানির সংকট হতে নিষ্কৃতি দিতে চেয়েছিলেন। একমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির লক্ষ্যেই তিনি এ কাজটি করেছেন। যা এ কথার দ্বারাই অনুমান করা যায় যে, তিনি যখন এ বৃহৎ প্রকল্পের নকশা প্রণয়নের জন্য প্রকৌশলীদের ডাকলেন, তখন তারা বলল, আপনার এ প্রকল্প বাস্তবায়নে বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন পড়বে। কেননা এটি বাস্তবায়ন করতে হলে অনেক বড় বড় পাহাড় কাটতে হবে, অনেক বিশাল আকৃতির পাথর ভাঙতে হবে। হাজার হাজার শ্রমিকের দিন-রাত পরিশ্রম করতে হবে। তাহলে এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা ও কাজটি সম্পন্ন করা সম্ভব হবে।

এ কথা শুনে সম্রাজ্ঞী যুবায়দা তাদেরকে যে জবাব দিয়েছিলেন, তা ছিল অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক, সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাঁর দৃঢ়তা ও অবিচলতা এবং প্রকল্প বাস্ত বায়নে তাঁর আন্তরিকতারও বহিঃপ্রকাশ। তিনি প্রধান প্রকৌশলীকে বললেন, إعملها ولو كانت ضربة فأس بدينار "কুঠারের প্রতিটি আঘাতের মূল্য যদি এক দীনারও হয় তবুও তোমরা এ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করো।" এভাবে যখন

প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন হলো তখন ব্যবস্থাপক ও প্রকল্প পরিচালকগণ এ প্রকল্পে ব্যয়ের বিবরণ যুবায়দার কাছে পেশ করল। তখন সম্রাজ্ঞী দজলা নদীর তীরবর্তী তাঁর প্রাসাদে ছিলেন। তিনি তাদের থেকে হিসাবের বিবরণ সম্বলিত নথিগুলো নিলেন এবং না খুলেই সেগুলো দজলায় নিক্ষেপ করলেন আর বললেন, "হে আল্লাহ! আমি দুনিয়াতে কোন হিসাব নিচ্ছি না, সুতরাং তুমি কিয়ামতের দিবসে আমার কোন হিসাব নিও না"।

সম্রাজ্ঞী যুবায়দা এ বিশাল কর্মটি সম্পাদন করে মক্কাবাসী ও হজ্জব্রত পালনকারীদের পানির সংকট দূরীভূত করেছেন। আল্লাহ তাআলা এ নহরকে তাঁর জন্য সদকায়ে জারিয়া হিসাবে কবুল করুন। আমীন॥

২১৬ হিজরীর জমাদিউল উলা মাসে তিনি বাগদাদে ইন্তেকাল করেন।[৭২]

## খেজুরের বরকত

অনেক উদ্যমে খন্দকের যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের তত্ত্বাবধানে সাহাবায়ে কেরাম পরিখা খননে ব্যস্ত ছিলেন। তখন অনেক সাহাবীর ঘরে এক বেলার রুটির ব্যবস্থাও ছিল না। তথাপি তাঁরা রাসূল সা.-এর প্রতি গভীর ভালোবাসা ও তাঁর একনিষ্ঠ আনুগত্যের ফলে তাঁর নির্দেশ বাস্তবায়নে ব্যস্ত ছিলেন। ক্ষুধার তাড়নায় তাঁরা পেটে পাথর বেঁধেও পরিখা খনন করেছেন। এমনকি রাসূল সা.-ও পেটে পাথর বেঁধে সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরিখা খননে পূর্ণমাত্রায় ব্যস্ত ছিলেন। হযরত আবু তলহা রা. বলেন:

شَكَوْنَا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُوْعَ فَرَفَعْنَا عَنْ بُطُوْنِنَا عَنْ حَجَرٍ حَجَرٍ فَرَفَعَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ حَجَرَيْنِ.

"আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট ক্ষুধার অভিযোগ জানালাম এবং আমাদের পেটে পাথর বাঁধা দেখালাম। তখন তিনি তাঁর পেটে দুটি পাথর বাঁধা আমাদেরকে দেখালেন।[৭৩]"

পরিখা খননকারী সাহাবায়ে কেরামের সংখ্যা ছিল এক হাজার। তবে ওয়াকেদী র.-এর বর্ণনা মতে তাঁদের সংখ্যা ছিল তিন হাজার। পরিখা

---

[৭২]. ওয়াফেয়ান আউয়ান বেদায়া ওয়ান নেহায়া, আল ওয়াফী, তারিখে মক্কা।

[৭৩]. জামে তিরমিযী, মিশকাতুল মাসাবীহ: ২/৪৪৮।

খনন কালে একাধিক মুজেযার প্রকাশ ঘটেছিল। এখানে একজন মহিলা সাহাবীর সূত্রে একটি মুজেযার বর্ণনা করবো।

হযরত নু'মান ইবনে বশীর রা.-এর বোন বর্ণনা করেন, আমার মা উমরা বিনতে রাওয়াহা আমাকে ডেকে দুই মুষ্টি খেজুর দিয়ে বললেন, এগুলো তোমার পিতা বশীর রা. ও মামা আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রা.-এর নিকট নিয়ে যাও। যেন দুপুরের খাবারে তাঁরা এগুলো থেকে কিছু খেয়ে নিতে পারেন। আমি খেজুর নিয়ে আমার পিতা ও মামার সন্ধান করছিলাম। তাঁরা উভয়ে তখন অন্যান্য সাহাবীদের সাথে পরিখা খননে রত ছিলেন। তাঁদেরকে সন্ধান করতে দেখে রাসূল সা. আমাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন:

ما الذى معك؟ 'তোমার নিকট এগুলো কী?' আমি বললাম, هذا تمر بعثتنى به أمى إلى أبى وخالى يتغديان 'এগুলো খেজুর, আমার পিতা ও মামার নিকট আম্মু পাঠিয়েছেন তাঁরা যেন দুপরের খাবার হিসাবে খেয়ে নেন।' রাসূল সা. বললেন, هاته 'খেজুরগুলো আমাকে দাও।' আমি খেজুরগুলো রাসূলুল্লাহ সা.-এর উভয় হাতে দিলাম। খেজুরগুলো হুযূর সা.-এর হাত পূর্ণ হলো না। অতঃপর হুযূর সা.-এর নির্দেশে চাদর বিছানো হলো, তিনি চাদরের উপর খেজুর গুলো ছড়িয়ে দিলেন। অতঃপর তিনি একজনকে বললেন, পরিখা খননকারীদেরকে ডাকো। তাঁরা যেন এসে দুপুরের খাবার খেয়ে নেয়। এ আহ্বান শুনতেই পরিখা খননকারী সকল সাহাবা দস্তরখানে ছুটে এলেন এবং খেজুর খেতে লাগলেন। তাঁরা সকলে খেজুর খাচ্ছিলেন আর খেজুর শুধু বৃদ্ধিই পাচ্ছিল। পরিখা খননকারী সাহাবায়ে কেরাম সকলে পরিতৃপ্ত হয়ে খেজুর খেয়ে আবার কাজে ব্যস্ত হয়ে গেলেন। কিন্তু খেজুর রয়ে গেল এবং চাদর ভরে গড়িয়ে পড়তে লাগল। পরিখা খননকালে এ ধরণের অনেক মুজেযা প্রকাশ পেয়েছে। এ জন্য দেখুন![৭৪]

## সেজদার আয়াতে দোয়া কবুল হয়

কুরআনে কারীমে মোট ১৪টি সেজদার আয়াত রয়েছে। একই বৈঠকে ধারাবাহিকভাবে সবগুলো তেলাওয়াত করবে ও প্রত্যেক আয়াত পড়ার

---

৭৪. সীরাতে ইবনে হিশাম: ২/২১৮, আল-মাগাযী লিল ওয়াকেদী: ২/৪৭৬।

পর সাথে সাথে সেজদা করবে, অতঃপর দোয়া করবে, ইনশাআল্লাহ! দোয়া কবুল হবে। যদি কেউ বিপদগ্রস্ত হয় তাহলে সে বিপদ থেকে অতি সত্বর মুক্তি পাবে। এটি পূর্ববর্তী ফকীহ ও মুজতাহিদ ইমামদের অত্যন্ত পরীক্ষিত আমল।[৭৫]

সহজতার জন্য এখানে ধারাবাহিকভাবে সেজদার ১৪টি আয়াত উল্লেখ করা হলো।

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

١. إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ.

"নিশ্চয়ই যারা তোমার পরওয়ারদেগারের সান্নিধ্যে রয়েছেন, তারা তাঁর বন্দেগীর ব্যাপারে অহঙ্কার করেন না এবং স্মরণ করে তাঁর পবিত্র সত্তাকে; আর তাঁকেই সেজদা করেন।" (সূরা 'আরাফ: ২০৬।)

٢. وَ لِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ.

"আল্লাহকে সেজদা করে যা কিছু নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে আছে। ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় এবং তাদের ছায়াগুলোও সকাল-সন্ধ্যায়।"

(সূরা রা'দ: ১৫।)

٣. يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ.

"তারা ভয় করে, তাদের উপর পরাক্রমশালী তাদের প্রতিপালককে এবং তাদেরকে যা আদেশ করা হয়েছে তারা তা করে।"

(সূরা নাহ্‌ল:৫০।)

---

৭৫. নূরুল ঈযাহ: পৃ.১১৫।

٤. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا.

"তারা কাঁদতে কাঁদতে নতমস্তকে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে এবং তাদের বিনয়ভাব আরো বৃদ্ধি পায়।" (সূরা বনী ইসরাঈল:১০৯।)

٥. أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ اٰدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا.

"এরাই সেই লোক যাদেরকে আল্লাহ্ তাআলা নেয়ামত দান করেছেন। এরা আদমের বংশধর এবং তাদেরকে আমি নূহের সাথে নৌকায় আরোহণ করিয়েছিলাম। তাদের বংশধর এবং ইবরাহিম ও ইসরাঈলের বংশধর এবং যাদেরকে আমি পথ প্রদর্শন করেছি ও মনোনীত করেছি, তাদের বংশোদ্ভূত। তাদের কাছে যখন দয়াময় আল্লাহ্র আয়াতসমূহ পাঠ করা হতো, তখন তারা সেজদায় লুটিয়ে পড়ত এবং ক্রন্দন করত।" (সূরা মারয়াম: ৫৮।)

٦. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ .

"তুমি কি দেখনি, আল্লাহকে সেজদা করে যা কিছু আছে নভোমণ্ডলে, যা কিছু আছে ভূমণ্ডলে, সূর্য, চন্দ্র, তারকারাজি, পর্বতরাজি, বৃক্ষলতা, জীবজন্তু এবং অনেক মানুষ। আবার অনেকের উপর অবধারিত হয়েছে শাস্তি। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা লাঞ্ছিত করেন, তাকে কেউ সম্মান দিতে পারে না। নিশ্চই আল্লাহ তাআলা যা ইচ্ছা তাই করেন।" (সূরা হাজ্জ: ১৮।)

٧. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا.

"তাদেরকে যখন বলা হয়, দয়াময়কে সেজদা করো, তখন তারা বলে, দয়াময় আবার কে? তুমি কাউকে সেজদা করার আদেশ করলেই কি আমরা সেজদা করব? এতে তাদের বিমুখতাই বৃদ্ধি পায়।"

(সূরা ফুরকান: ৬০।)

٨. اللّٰهُ لا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ.

"আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই; তিনি মহা আরশের মালিক।"

(সূরা নামল: ২৬।)

٩. إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ.

"কেবল তারাই আমার আয়াতসমূহের প্রতি ঈমান আনে, যারা আয়াতসমূহ দ্বারা উপদেশপ্রাপ্ত হয়ে সেজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং তারা অহংকারমুক্ত হয়ে তাদের প্রতিপালকের প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করে।"

(সূরা সাজদা: ১৫।)

١٠. قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ (١١) فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ.

"দাউদ বলল, সে তোমার দুম্বাটিকে নিজের দুম্বাগুলোর সাথে সংযুক্ত করার দাবি করে তোমার প্রতি অবিচার করেছে। শরিকদের অনেকেই একে অপরের প্রতি জুলুম করে থাকে। তবে তারা করে না, যারা আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাসী ও সৎকর্ম সম্পাদনকারী। অবশ্য এমন লোকের সংখ্যা অল্প। দাউদের খেয়াল হলো, আমি তাঁকে পরীক্ষা করছি। অতঃপর সে তাঁর পালনকর্তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করল, সেজদায় লুটিয়ে পড়ল এবং তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করল। আমি তাঁর সে অপরাধ ক্ষমা করলাম। নিশ্চয় আমার কাছে তাঁর জন্য রয়েছে উচ্চ মর্তবা ও সুন্দর আবাসস্থল।"

(সূরা সা'দ: ২৪-২৫।)

١١. فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لا يَسْأَمُونَ.

"অতঃপর তারা যদি অহংকার করে, তবে যারা আপনার পালনকর্তার কাছে আছে, তারা দিনরাত তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে এবং তারা ক্লান্ত হয় না।" (সূরা হা-মীম সেজদাহ: ৩৮।)

١٢. فَاسْجُدُوا لِلّٰهِ وَاعْبُدُوا.

"অতএব আল্লাহকে সেজদা করো এবং তাঁর ইবাদত করো।"

(সূরা নাজম: ২৬।)

١٣. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ.

"যখন তাদের কাছে কুরআন পাঠ করা হয়, তখন সেজদা করে না।"

(সূরা ইনশিকাক: ২১।)

١٤. كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ.

"কখনই নয়, আপনি তার আনুগত্য করবেন না। আপনি সেজদা করুন ও আমার নৈকট্য অর্জন করুন।" (সূরা আলাক: ১৯।)

## এক বীরাঙ্গনা নারীর কাহিনী

ইসলামের ইতিহাসে যে সকল বীরাঙ্গনা ও খ্যাতিমান নারীদের কথা উল্লেখ রয়েছে তন্মধ্যে যারকা বিনতে আদী ইবনে গালিব ইবনে কায়েস হামদানিয়াহ অন্যতম। তিনি ছিলেন কুফার অধিবাসী এবং হযরত আলী রা.-এর একজন সক্রিয় পৃষ্ঠপোষক। সিফফীনের যুদ্ধে তিনি আপন আত্মীয়-স্বজনসহ অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় যোদ্ধাদের প্রতি লক্ষ্য করে অনেকবার বক্তব্য দিয়েছেন এবং অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও মনমুগ্ধকর ভাষায় মুজাহিদদেরকে সম্বোধন করে বক্তব্য প্রদান করেছেন, ফলে যোদ্ধারা আরো বেশি উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে যুদ্ধ করেছে। ইতিহাস তার উদ্ধৃতি থেকে এক অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক কিন্তু শিক্ষনীয় ঘটনার বিবরণ করেছে। আসুন! এক অস্থিতিশীল পরিস্থিতির সাথে সম্পৃক্ত, সাহসী ও সত্যবাদী মহিলার কাহিনি শুনি।

হিজরী ৫১ সনে হযরত আমিরে মুয়াবিয়া রা. খেলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। মুসলমানদের মাঝেও সমঝোতা হয়ে গিয়েছিল। কখনো বা কোন কোন মজলিসে যুদ্ধের ব্যাপারে আলোচনা হতো। এক রাতে হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রা. তাঁর ঘনিষ্ঠ কিছু সহচরসহ একটি মজলিসে ছিলেন।

হঠাৎ তাঁদের মধ্য থেকে কেউ সিফফীনের যুদ্ধের আলোচনা শুরু করলেন। তখন কুফাবাসীদের বীরত্বের আলোচনা হচ্ছিল। এতে যারকার নামও এসে গেল। মজলিসের কোন একজন বলে উঠল, সে দিন যারকা অত্যন্ত জোরাল বক্তব্য দিয়েছিল। যাতে হযরত আলী রা.-এর সাথিদের মাঝে প্রবল উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। তাঁর বক্তব্য তাঁদের দৃঢ়তা ও স্থিতিশীলতা বাড়িয়ে দিয়েছিল। তাঁর ভাষণ এমন জোরাল ছিল যদি কোন কাপুরুষও শুনত, তবে সেও যুদ্ধের ময়দানে অবতীর্ণ হতে বাধ্য হতো। তাঁর ভাষণের ফলে অনেক যোদ্ধা যাঁরা যুদ্ধের ময়দান ত্যাগ করছিল তাঁরা ঘুরে দাঁড়াল। যাঁরা সন্ধি ও মীমাংসা প্রিয় ছিল তাঁরাও যুদ্ধে অবতীর্ণ হলো। মোটকথা তাঁর ভাষণে ছিল অত্যন্ত জাদুকরী প্রভাব। যার ফলে রণক্ষেত্রে নড়বড়ে পদে অবস্থানকারীদের অবস্থানও দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়ে গেল।

হযরত মুয়াবিয়া রা. এতে অত্যন্ত প্রীত ও মোহিত হলেন। এমন মহিয়ান এক নারী! বিরোধী পক্ষের হলেও সে অত্যন্ত বীরত্ব ও সাহসিকতার স্বাক্ষর রেখেছে। তাঁর দৃঢ়তায় তিনি অত্যন্ত বিমোহিত ও বিমুগ্ধ হলেন। হঠাৎ তিনি তাঁর সাথিদেরকে প্রশ্ন করলেন, তাঁর ভাষণ তোমাদের স্মরণ আছে কি? তারা সকলেই বলে উঠল, কিভাবে ভুলব? এ ভাষণ তো ভুলার নয়; সবারই কম-বেশি মুখস্থ আছে। তিনি তাঁর সাথিদের নিকট জিজ্ঞেস করলেন, فما تشيرون عليّ فيها؟ "এই মহিলার ব্যাপারে তোমাদের কী পরামর্শ?"

তাদের মধ্যে অনেকেই তাঁকে হত্যা করার পরামর্শ দিল। কিন্তু হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রা. যিনি ছিলেন আরবের মধ্যে অত্যন্ত ধীশক্তিসম্পন্ন ও বুদ্ধিমান, তিনি তাদের এহেন অশুভ ও অন্যায় পরামর্শকে প্রত্যাখ্যান করে বললেন, তোমাদের পরামর্শ অত্যন্ত মন্দ ও অনুচিত। আমার ব্যাপারে এমন রটনা ও প্রসিদ্ধি কি উত্তম যে, আমার হাতে ক্ষমতা আসার পর এমন নারীকে হত্যা করেছি, যে নিজের নেতার (হযরত আলী রা.) বিশ্বস্ত ছিল। আল্লাহর কসম, আমি কিছুতেই এমনটি করতে পারব না। কারণ, এমন অবস্থায় এ কাজটি হবে ঘৃণ ও নিকৃষ্টতার প্রমাণ। অতঃপর হযরত মুয়াবিয়া রা. কুফার গভর্নরের বরাবর একটি পত্র লিখলেন। যার ভাষ্য ছিল এরূপ:

أَنْ أَنْفِذْ إِلَيَّ الزَّرْقَاءَ بِنْتِ عَدِيٍّ مَعَ نَفَرٍ مِنْ عَشِيْرَتِهَا وَفُرْسَانٍ مِنْ قَوْمِهَا، وَمَهِّدْ لَهَا وِطَاءً لَيِّنًا وَمَرْكَبًا ذَلُوْلًا.

"যারকা বিনতে আদীকে তাঁর গোত্রের কিছু ব্যক্তি ও অশ্বারোহীসহ আমার দরবারে পাঠাও এবং তাঁর জন্য নরম গদি ও আরামদায়ক বাহনের ব্যবস্থা করো।"

কুফার গভর্নর যারকা বিনতে আদীকে হযরত মুয়াবিয়া রা.-এর পত্র সম্পর্কে অবহিত করলে তিনি তাঁর নির্দেশ বাস্তবায়নে অত্যন্ত ত্বরা করলেন এবং বললেন, আমিরুল মুমিনের আনুগত্য আবশ্যক। সুতরাং আমি তাঁর নির্দেশ থেকে বিমুখ থাকতে পারি না। তাই মুয়াবিয়া রা.-এর নির্দেশ অনুযায়ী কুফার গভর্নর যারকাকে তাঁর কাছে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করলেন। যারকা আমিরে মুয়াবিয়া রা.-এর দরবারে পৌঁছলে তিনি তাঁকে অত্যন্ত আন্তরিক ভাবে অভ্যর্থনা জানালেন। তাঁর অবস্থা সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, খালাজান! আপনি কেমন আছেন? আপনার ভ্রমণ কেমন হয়েছে? ভ্রমণে কোন কষ্ট হয়নি তো? উত্তরে যারকা বললেন, ربيبة بيت أو طفلا ممهدا "আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি। গৃহে অবস্থানকারিণী সম্ভ্রান্ত নারীর ন্যায় সসম্মানে বা দোলনার শিশুর ন্যায় নিরাপদে আপনার দরবারে আমাকে পৌঁছে দেয়া হয়েছে।"

হযরত মুয়াবিয়া রা. বললেন, মূলত আমিই এমন নির্দেশ দিয়েছিলাম। আপনি হয়তো জেনে থাকবেন, কেন আপনাকে এখানে আসার কষ্ট দিয়েছি। যারকা বললেন:

وَأَنَّى لِيْ بِعِلْمٍ مَا لَمْ أَعْلَمْ؟ لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى

"আমাকে অবহিত না করলে আমি কীভাবে জানব? অদৃশ্যের জ্ঞান তো একমাত্র আল্লাহ তাআলারই রয়েছে।"

হযরত মুয়াবিয়া রা. বললেন, সিফফীনের যুদ্ধে আপনি আমার বিপক্ষে হযরত আলী রা.-এর সাথিদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। আপনার জোরালো বক্তব্যের মাধ্যমেই আপনি তাদের মাঝে আত্মমর্যাদাবোধ জাগিয়ে তুলেছিলেন। আপনার জ্বালাময়ী ও জাদুকরী ভাষণের ফলে কত কাপুরুষ ফিরে পেয়েছে তাদের শৌর্য বীর্য। যার ফলে তারা আমার বিরুদ্ধে নির্বিচারে তরবারি চালিয়েছে। আপনাকে এরূপও বলতে শোনা গেছে, সূর্যের কিরণের মোকাবেলায় প্রদীপের কি-ইবা মূল্য; নক্ষত্র তো চন্দ্রের মোকাবেলায় সক্ষম নয়। সুতরাং তোমরা পুরুষোচিত বীরত্ব ও দৃঢ়তা নিয়ে লড়ে যাও। ধৈর্য ও

স্থিতিশীলতার লাগাম কোনভাবেই হাতছাড়া করো না। বাঁচবে তো মর্যাদাময় জীবন নিয়ে বাঁচবে; মরবে তো মর্যাদাময় মৃত্যুকে বরণ করে নেবে। মনে রাখবে: إِنَّ خِضَابَ النِّسَاءِ الْحِنَّاءُ وَخِضَابُ الرِّجَالِ الدِّمَاءُ 'নারীর খেজাব হলো মেহেদী; আর পুরুষের খেজাব হলো রক্ত।' অতঃপর হযরত মুয়াবিয়া রা. বললেন, যারকা! আমি আপনার সম্পর্কে যা বললাম, তা কি সত্য? যারকা বললেন, হ্যাঁ, আমার সম্পর্কে আপনার বক্তব্য সত্য। হযরত মুয়াবিয়া রা. বললেন, যারকা বিনতে আদী!

لَقَدْ شَارَكْتَ عَلِيًّا فِيْ كُلِّ دَمٍ سَفَكَه "আলী রা.-এর প্রতিটি রক্তপাতের সাথে আপনি শরিক।" উত্তরে যারকা বললেন, আমিরুল মুমিনীন! আল্লাহ তাআলা আপনার কথাকে কবুল করুন। নিঃসন্দেহে হযরত আলী রা. ও তাঁর প্রতিটি রক্তপাতের সাথে অংশীদারিত্ব আমার জন্য গৌরবের বিষয়। আপনাকে ধন্যবাদ এ ধরনের একটি সুসংবাদ আমাকে উপহার দেয়ার জন্যে।

হযরত আমিরে মুয়াবিয়া রা. সে নারীর বীরত্ব, নির্ভিকতা ও হিম্মত দেখে হেসে ফেললেন এবং বললেন: وَاللهِ لَوَفَاءُكُمْ بَعْدَ مَوْتِه اَعْجَبُ عِنْدِيْ مِنْ حُبِّكُمْ لَه فِيْ حَيَاتِه "আল্লাহর কসম! আলী রা.-এর জীবদ্দশায় তাঁর প্রতি আপনাদের হৃদ্যতা অপেক্ষা তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর প্রতি আপনাদের প্রবল আনুগত আমাকে বেশি বিস্মিত করেছে।" অতঃপর আমিরে মুয়াবিয়া রা. তাঁকে বললেন, আপনার কোন প্রয়োজন হলে বলতে পারেন, আমি প্রস্তুত আছি। তখন যারকা বিনতে আদী বললেন:

يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ! إِنِّي آلَيْتُ عَلَى نَفْسِيْ أَلَّا أَسْأَلَ أَحَدًا أَعَنْتُ عَلَيْهِ أَبَدًا.

"আমিরুল মুমিনীন! আমি শপথ করেছি, যাঁর বিরুদ্ধে আমি (যুদ্ধক্ষেত্রে) অবদান রেখেছি, তাঁর কাছে কখনো প্রার্থনার হাত প্রসারিত করব না।"

হযরত মুয়াবিয়া রা. তখন বললেন, কিছু লোক আপনাকে হত্যা করার পরামর্শ দিয়েছে। যারকা বললেন, যারা আপনাকে এমন পরামর্শ দিয়েছে, অবশ্যই তারা সংকীর্ণমণা। আপনি যদি তাদের পরামর্শ মেনে আমাকে হত্যা করেন, তাহলে আপনিও তাদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবেন।

অতএব হযরত মুয়াবিয়া রা. উদারতা প্রদর্শন করে তাঁকে ক্ষমা করে দিলেন এবং গোপনীয়তা রক্ষা করে তাঁকে উপহার হিসাবে দিরহাম ও

দীনার দিলেন। এমনকি তাঁর নামে এমন একটি জায়গির বন্দোবস্ত করে দিলেন, যা থেকে বাৎসরিক দশ হাজার দিরহাম আয় হতো এবং তাঁকে তাঁর গোত্রসহ নিরাপদে কুফায় পাঠিয়ে দেয়া হলো ও তাঁর প্রতি বিশেষ যত্নবান হওয়ার জন্য কুফার গভর্নরের প্রতি বিশেষ নির্দেশ প্রদান করা হলো।[৭৬]

## এক নির্ভীক মা

মানুষ একটি নির্দিষ্ট বস্তুকে স্থির করে তা অর্জনে সচেষ্ট থাকে। বিশেষ করে তার মধ্যে যখন পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস বদ্ধমূল থাকে যে, তার নির্ধারিত লক্ষ্যই তাকে সঠিক গন্তব্যে পৌঁছে দেবে। অন্য সকল লক্ষ্য তাকে পদচ্যুত ও দিগভ্রান্ত করবে। তখন সে লক্ষ্য অর্জনে জীবনবাজি রাখতে সামান্যতমও কার্পণ্য করে না। তার অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের পথে যত বড় প্রতিবন্ধকতাই আসুক না কেন সে তাকে ভেঙে চূরমার করে অতি সহজেই পৌঁছে যায় আপন গন্তব্যে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জুবায়ের রা.-এর মাঝেও ছিল এমন দৃঢ়তা ও আস্থা। তিনি যা সত্য মনে করতেন তার জন্য জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত লড়ে যেতেন। তাঁর মাঝে এমন দৃঢ়তা সৃষ্টির ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা বড় ভূমিকা ছিল তাঁর বীরাঙ্গনা মা হযরত আসমা বিনতে আবু বকর রা.-এর।

আব্দুল মালেক ইবনে মারওয়ানের শাসনামলে তার সেনাপ্রধান হাজ্জাজ বিন ইউসুফের সৈন্যবাহিনী খেলাফতের দাবিদার হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জুবায়ের রা.-কে মক্কার হেরেমে অবরোধ করে রেখেছিল। তাঁর সাথিরাও তখন তাঁকে ত্যাগ করে চলে গেল। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জুবায়ের রা. যখন লক্ষ্য করলেন, পরিস্থিতি তাঁর অনুকূলে নয়, বরং অধিকাংশ লোকই তাঁর বিরুদ্ধে চলে গেছে। তখন তিনি তাঁর অসহায়ত্ব অনুধাবন করলেন। তিনি তাঁর মা হযরত আসমা বিনতে আবু বকর রা.-এর কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, আম্মাজান! সার্বিক পরিস্থিতি আপনার সামনে। সমস্ত জনগনের কাছে আমি উপেক্ষিত। মহিলাগণ ও আমার স্ত্রী-সন্তানরাও আমার মিশনের বিপক্ষে। তাদের দৃষ্টিতে এখন আমার কোনই মর্যাদা নেই। গুটিকয়েক লোক এখন আমার পক্ষে। তারাও অত্যন্ত দুর্বল। বিরোধীদের সামনে তারা দাঁড়াতেই পারবে না। আজ যদি আমি আমার

---

[৭৬]. আল-ইকদুল ফারীদ: ২/১০৬।

মিশন ত্যাগ করি, তাহলে আমিই হব সকলের কেন্দ্রবিন্দু। ধন-সম্পদ ও অর্থবিত্ত আমার পদচুম্বন করবে। আমার সবচেয়ে বড় শত্রু আমার সর্বাপেক্ষা বড় বন্ধুতে পরিণত হবে। এমতাবস্থায় আমার করণীয় কী? এখন আমি জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। তাই অগ্রসর হওয়ার জন্য আপনার পরামর্শ প্রয়োজন।

হযরত আসমা বিনতে আবু বকর রা. পুত্রের এমন ব্যথাতুর বক্তব্য শুনে বললেন, প্রিয় পুত্র আমার! তোমার সম্পর্কে তুমি যে পরিমাণ অবগত আছো অন্য কেউই সে পরিমাণ অবগত নয়। তুমি যে দিকে লোকদেরকে আহ্বান করেছ, তোমার যদি পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস থাকে যে, তা-ই সত্য, আর তোমার প্রতিপক্ষ হকের উপর নয়, তাহলে কোনোভাবেই নিজের দাবি থেকে সরে আসবে না, বরং সম্মুখপানে অগ্রসর হবে। কখনো পিছু হটবে না। কোনভাবেই বনী উমাইয়ারা যেন তোমাকে প্রতারিত করতে না পারে সে দিকে অত্যন্ত সজাগ থাকবে। পক্ষান্তরে ধন-সম্পদের লালসা যদি হয় তোমার এ সকল কর্মকাণ্ড, তাহলে তুমি হবে এক নিকৃষ্টতম ব্যক্তি। তুমি নিজেকে এবং সাথিদেরকে ধ্বংস করলে। তোমার দাবীর প্রতি সমর্থনের ফলে তোমার যে সকল সহযোগী নিহত হয়েছে তাদের হত্যার দায়ভারও শুধু তোমাকেই বহন করতে হবে। আর যদি তুমি মনে কর, তুমিই সত্যের উপর আছ, কিন্তু তোমার সহযোগীদের দুর্বলতার কারণে তুমি হিম্মত হারিয়ে আঁতাত ও আনুগত্য করে নিবে, তবে এটি তো কোন স্বাধীন ও ধার্মিক ব্যক্তির রীতি নয়। তাছাড়া এ পৃথিবীতে তোমার আয়ু কত দিনের? লাঞ্ছনার জীবন অপেক্ষা সম্মানের মৃত্যুই শ্রেয়।

والله لضربة بالسيف في عزٍّ احبّ من ضربة بسوط في ذل

'আল্লাহর কসম! লাঞ্ছনা সয়ে বেত্রাঘাত অপেক্ষা সম্মানের সাথে তরবারির আঘাত আমার নিকট উত্তম।' মায়ের এমন ঈমান জাগানিয়া ভাষণ শুনে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জুবায়ের রা. বললেন,

إني أخاف إن يقتلوني أن يمثّلوني

"আমি শংকিত এজন্য যে, তারা আমাকে হত্যা করতে সক্ষম হলে আমার অঙ্গচ্ছেদন করবে।" তখন হযরত আসমা বিনতে আবু বকর রা. বললেন:

يا بني إنّ الشاة لا يضرّها سلخها بعد ذبحها.

"হে বৎস! জবাই করার পর চামড়া তুলে নিলে বকরীর কি কোন কষ্ট হয়?" (সুতরাং তোমাকে হত্যা করার পর তোমার লাশকে তারা যতই অপমান করুক এতে তোমার কষ্ট কিসের?) এ কথা শুনে তিনি অগ্রসর হয়ে মায়ের মাথায় চুম্বন করলেন এবং বললেন: আল্লাহ্‌র কসম! আমার রায়ও এরূপই . আমি যে দাওয়াতের ঝাণ্ডা উড্ডীন করেছি, আজও তা সমুন্নত রাখার ব্যাপারে আমি সচেষ্ট। পার্থিব ধন-সম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তিকে কখনো আমি মোহভরে দেখিনি। পার্থিব ধন-দৌলতের লালসার কোন সুযোগই নেই আমার।

বর্তমান শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ বিস্তার করে রেখেছি তার কারণ আমার দীনের সাথে সম্পর্কের। তাদের আমলে আল্লাহ্ তাআলা কর্তৃক নিষিদ্ধ কাজকে বাস্তবায়ন করছে এবং সেগুলোকে জায়েয মনে করছে।

অতঃপর তিনি বললেন, আম্মাজান! আমি আমার মিশন সম্পর্কে আপনার পরামর্শ নেয়াটা সমীচীন মনে করেছি। আলহামদুল্লিাহ! আপনার ঈমান জাগানিয়া বক্তব্য আমাকে আরো দৃঢ় করেছে। আম্মাজান! আজ আমি শহীদ হয়ে যাব। সুতরাং আমার শাহাদাতের কারণে পেরেশান হবেন না। আমার বিষয় আল্লাহ্ তাআলার উপরই ন্যাস্ত করে দেবেন। কেননা আপনার এ ছেলে কখনো কোন অন্যায় কাজের ইচ্ছাও করেনি। কোন ভুল ও অনৈতিক কাজে কখনো জড়ায়নি। ক্ষমতা ও শক্তির দাপটে কখনো কারো প্রতি অন্যায় আচরণ করেনি। মুসলিম বা অমুসলিম কারো প্রতিই জুলুমকে কখনো বৈধ মনে করেনি। আমার কর্মচারীদের ব্যাপারে কখনো জুলুমের অভিযোগ এলে সর্বদা আমি মজলুমের সমর্থন ও সাহায্য করেছি এবং তাদের হক তাদেরকে প্রদান করেছি। কখনো আমি আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টির উপর আপন খেয়ালখুশিকে প্রাধান্য দেইনি, বরং সর্বদা আপন খেয়ালখুশির উপর আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দিয়েছি।

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ لاَ اَقُوْلُ هذَا تَزْكِيَةً مِنِّيْ لِنَفْسِيْ اَنْتَ أَعْلَمُ بِيْ وَلٰكِنْ أَقُوْلُهُ تَعْزِيَةً لِاُمِّيْ لِتَسْئَلُوْ عَنِّيْ.

"হে আল্লাহ! আমি এগুলো নিজের সাফাইস্বরূপ বলছি না, বরং আমার মায়ের সান্ত্বনার জন্য বলছি। আপনিই আমার সম্পর্কে অধিক অবগত। যেন তিনি আমার উপর আগত বিপদকে ভুলে থাকতে পারেন।"

এমন সান্ত্বনাসূচক বক্তব্য শুনে হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে জুবায়ের রা.-এর মা হযরত আসমা বিনতে আবু বকর রা. বললেন-

إِنِّيْ لَأَرْجُوْ مِنَ اللهِ أَنْ يَّكُوْنَ عَزَائِيْ فِيْكَ حَسَنًا إِنْ تَقَدَّمْتَنِيْ وَإِنْ تَقَدَّمْتُكَ فَفِيْ نَفْسِيْ حَرَجٌ حَتّٰى أَنْظُرَ إِلٰى مَا يَصِيْرُ أَمْرُكَ.

"আমি আশা করি যদি তুমি আমার পূর্বেই আল্লাহ্ তাআলার সান্নিধ্যে চলে যাও তাহলে তোমার ব্যাপারে আমার উত্তম সান্ত্বনা রয়েছে। আর যদি তোমার পূর্বেই আমার ইন্তেকাল হয়ে যায়, তাহলে আমার মনে এ বেদনা থেকে যাবে যে, আমি তোমার মিশনের শেষ পরিণতি দেখে যেতে পারলাম না।"

অতঃপর হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে জুবায়ের রা. মায়ের কাছে দোয়ার আবেদন জানিয়ে বিদায় নিলেন। আর সে দিনই হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ও তার সঙ্গীরা হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে জুবায়ের রা.-কে শহীদ করে দেয়।[৭৭]

আবু জিনাদ হতে বর্ণিত, হযরত আসমা বিনতে আবু বকর রা.-এর নিকট রাসূলুল্লাহ্ সা.-এর জামা ছিল। যা তিনি তাঁর এ মহান পুত্রকে দান করেছিলেন। কিন্তু যখন বিরুদ্ধবাদীরা তাঁকে শহীদ করে দেয়। তখন এত বড় ঘটনার সময় সেই জামাটি উধাও হয়ে যায়। এ ঘটনার পর হযরত আসমা রা. প্রায় সময়ই বলতেন, للقميص اشدّ عليّ من قتل عبد الله 'নবী কারীম সা.-এর জামা উধাও হওয়া আমার জন্য আমার প্রিয় পুত্র আব্দুল্লাহর শাহাদাত অপেক্ষা অধিক বেদনাদায়ক।'

কিছুদিন পর জানা গেল, রাসূল সা.-এর জামা এক সিরিয় ব্যক্তির নিকট আছে। এ জামার জন্য হযরত আসমা রা.-এর বেদনা সম্পর্কে অবগত হলে সে ব্যক্তি ঐ জামা ফিরিয়ে দেয়ার জন্য শর্তারোপ করল, হযরত আসমা রা. যদি তার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করেন, তাহলেই কেবল সে ঐ জামা মোবারক ফিরিয়ে দেবে। সে বলছিল, لا أردّ أو تستغفر لي اسماء "হযরত আসমা রা. আমার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করলেই কেবল আমি তাঁকে এ জামা ফিরিয়ে দেব।" হযরত আসমা এ বিষয়টি অবহিত হলে বললেন:

---

৭৭. তারীখে তবারী: ৬/১৮৮, আল-ইকদুল ফারীদ: ৪/৪১৭।

كيف استغفر لقاتل عبد الله؟ "আব্দুল্লাহর ঘাতকের জন্য আমি কীভাবে মাগফিরাতের দোয়া করতে পারি?" তখন লোকেরা বলল, আপনি সেই সিরিয় ব্যক্তির জন্য আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করে হাত না উঠানো পর্যন্ত সে রাসূল সা.-এর জামা আপনাকে ফিরিয়ে দেবে না। হযরত আসমা রা. বললেন, সেই ব্যক্তিকে জামা নিয়ে আমার কাছে আসতে বলো। সে তা-ই করল। সে জামা নিয়ে হযরত আসমা রা.-এর কাছে এলো। তখন সেখানে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উরওয়াও ছিলেন। হযরত আসমা রা. তাকে বললেন, তুমি জামাটি উরওয়ার নিকট সোপর্দ করো। সে ব্যক্তি জামাটি হযরত উরওয়ার নিকট সোপর্দ করল। হযরত আসমা রা. আব্দুল্লাহ ইবনে উরওয়াকে জিজ্ঞেস করলেন, আব্দুল্লাহ! জামাটি কি তুমি পেয়েছ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন হযরত আসমা রা. বললেন- غفر الله لك يا عبد الله 'হে আব্দুল্লাহ! আল্লাহ তাআলা তোমাকে ক্ষমা করুন।' সিরিয় ব্যক্তি মনে করল, হযরত আসমা রা. عبد الله (আল্লাহর বান্দা) বলে তাকে বুঝিয়েছেন। অথচ তিনি আব্দুল্লাহ বলে, আব্দুল্লাহ ইবনে উরওয়াকে বুঝিয়েছেন।[৭৮]

## রাসূলুল্লাহ সা.-এর সময়ে দুই নারীর ঝগড়া

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সময়ে দুই নারীর মাঝে ঝগড়া হলো। তাদের মধ্যে একজন হলো হযরত আনাস ইবনে নযর রা.-এর সহোদর ভগ্নি রুবাই বিনতে নযর রা.। তিনি অপর এক নারীর দাঁত ভেঙে ফেললেন। রাসূল সা.-এর দরবারে মোকদ্দমা পেশ করা হলে তিনি বললেন, القصاص القصاص কুরআনের বিধান মতে দাঁতের পরিবর্তে দাঁত ভাঙা হবে।

হযরত আনাস ইবনে নযর রা. অত্যন্ত সম্মানিত সাহাবী ছিলেন। তিনি বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে না পেরে ইসলামের সাহায্যে উদ্দীপ্ত হয়ে রাসূলুল্লাহ সা.-কে বললেন-

والله لئن أشهدنى الله قتال المشركين ليرينّ الله ما أصنع.

---

৭৮. ফিরাসাতুল মুমিন: পৃ. ৪১।

"আল্লাহর কসম! আল্লাহ তাআলা যদি আমাকে মুশরিকদের সাথে যুদ্ধের সুযোগ দান করেন, তাহলে আল্লাহ তাআলা দেখবেন আমি কী করি।"

অবশেষে তিনি ওহুদের যুদ্ধে অত্যন্ত বীরত্বের সাথে কাফেরদের মোকাবেলা করে শাহাদাত বরণ করেন। তাঁর শাহাদাতের পর দেখা গেল, তাঁর দেহে তীর, তরবারি ও ধনুকের আশিটিরও বেশি আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। কাফেররা এতো নির্মমভাবে তাঁর অঙ্গচ্ছেদন করেছিল যে, তাঁর বোন রুবাই বিনতে নযর রা. পর্যন্ত তাঁকে চিনতে পারছিলেন না। পরবর্তীতে তাঁর আঙুলের মাথা দেখে তাঁকে শনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

তিনি তখন রাসূল সা.-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি কি চান, আমার বোনের দাঁত ভেঙে দেয়া হোক। রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, نعم كتاب الله হ্যাঁ, এটিই কুরআনে কারীমের বিধান।

হযরত আনাস ইবনে নযর রা. বললেন, আল্লাহর কসম! আমার বোনের দাঁত ভাঙা হবে না। কিন্তু প্রশ্ন হলো, তিনি কীভাবে এরূপ কসম করলেন। তবে কি তিনি শরীয়তের বিধানকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন? তিনি কি নবী কারীম সা.-এর সিদ্ধান্তকে মেনে নিতে পারেন নি? কখনও নয়; বরং আল্লাহ তাআলার মহান সত্তার প্রতি তাঁর অগাধ বিশ্বাস ও আস্থা ছিল। আল্লাহ তাআলা কোনভাবে তাঁর কসমকে নিরর্থক করবেন না, বরং অবশ্যই অন্য কোন পন্থা উদ্ভাবন করে দেবেন। তিনি কসম করছিলেন আর আল্লাহ তাআলার দরবারে দোয়া করছিলেন।

হযরত আনাস ইবনে নযর রা.-কে কসম করতে শুনে রাসূল সা. বললেন, এই নারীর পরিবারের লোকদের নিকট যাও। তারা যদি ক্ষতিপূরণে সম্মত হয় তাহলে তো কোন অসুবিধা নেই। তাই লোকেরা সেই নারীর পরিবারস্থ লোকদের নিকট গেল। তারা ক্ষতিপূরণে সম্মত হয়ে গেলন। অথচ ইতিপূর্বে তারা অন্য কোন সিদ্ধান্তে সম্মত ছিল না, বরং তারা রুবাই বিনতে নযরের দাঁত ভাঙার ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল।

তাদের এ সিদ্ধান্ত শুনে রাসূল সা.-এর চেহারা মোবারকে হাসির রেখা ফুটে উঠল। তিনি হযরত আনাস বিন নযর রা.-এর জীর্ণ পোশাক ও হালকা দেহের প্রতি তাকিয়ে বললেন:

إنّ من عباد الله من لو أقسم على الله لأبرّه.

"আল্লাহ তাআলার এমন অনেক বান্দা রয়েছে, যারা আল্লাহর উপর আস্থা রেখে কসম করলে আল্লাহ তা পূর্ণ করে দেন।"[৭৯]

## হযরত আবুদ দারদা রা.-এর হৃদয়স্পর্শী উপদেশ

মুসনাদে ইবনে আবি হাতেমে রয়েছে, মুসলমানরা যখন দামেশকের "গোতাহ" নামক স্থানে প্রয়োজন অপেক্ষা অধিক মাত্রায় বিভিন্ন প্রকার প্রাসাদ ও স্থাপনা তৈরি করতে শুরু করল, তখন হযরত আবুদ দারদা রা. মসজিদে দাঁড়িয়ে বললেন, হে দামেশকবাসী! শোন, আশপাশের সকল লোক সেখানে সমবেত হলো। তিনি আল্লাহ তাআলার প্রশংসা ও শুকরিয়া জ্ঞাপনের পর বললেন, তোমাদের কি লজ্জা হয় না, তোমরা কি লক্ষ্য করছ না, তোমরা যা ভোগ করতে পারবে না, তা-ই তোমরা সঞ্চয় করছ। তোমরা এমন সব ভবন ও স্থাপনা তৈরি করছ, যেগুলোতে তোমাদের বসবাসের প্রয়োজন পরবে না। তোমরা এমন সব দুরাশার পেছনে ছুটে চলেছ যা বাস্তবায়ন অসম্ভব। তোমরা কি ভুলে গেছ, তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরাও এরূপ অনেক সম্পদ সঞ্চয় করে যতন করে রেখেছিল। গগনচুম্বী, অনেক সুদৃঢ় ও মজবুত প্রাসাদ তৈরি করেছিল। অনেক দুরাশার পেছনে ছুটেছিল। কিন্তু পরিশেষে তারা প্রবঞ্চনার শিকার হয়েছিল। ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল তাদের সকল মূলধন প্রাসাদ ও স্থাপনা। তাদের সকল বসতি অনাবাদ ও উজাড় হয়ে গিয়েছিল। আদ জাতির প্রতি লক্ষ্য কর, আদ্‌ন থেকে ওমান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল তাদের উট ও ঘোড়ার বহর। কিন্তু কোথায় আজ তাদের যাবতীয় প্রাচুর্য?[৮০]

## শয়তানের প্রতারণা অত্যন্ত সূক্ষ্ম

আল্লাহ তাআলা লোকদেরকে কিয়ামত দিবস সম্পর্কে সতর্ক করেছেন ও তাকওয়া অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

ঐ দিন বাবা নিজ সন্তানের জন্য এবং সন্তান নিজ পিতা-মাতার জন্য কোন কাজে আসবে না। একে অপরের জন্য ফিদিয়া (মুক্তিপন) হতে পারবে না। তুমি দুনিয়ার উপর নির্ভর করো না এবং আখেরাতকে

---

[৭৯]. বুখারী শরিফ: ৩/২৭০, মুসনাদে আহমদ: ৩/১২৮।

[৮০]. তাফসীরে ইবনে কাসীর: ৪/৪১।

ভুলে যেও না। শয়তানের ধোকায় পড়ো না কারণ সে তো শুধু নিরবে তোমাকে শিকার করবে।

সুতরাং দুনিয়ার উপর ভরসা করে আখেরাতকে ভুলে যেয়ো না। শয়তানের প্রতারণা ও প্রবঞ্চনায় প্রবঞ্চিত হয়ো না। শয়তানের প্রতারণা অত্যন্ত সূক্ষ্ম।

মুসনাদে ইবনে আবি হাতেমে রয়েছে। হযরত উযাইর আ. যখন নিজ সম্প্রদায়ের লোকদের পক্ষ থেকে সীমাহীন দুঃখ-কষ্ট ও নির্যাতনের শিকার হলেন, তখন তিনি আল্লাহ তাআলার নিকট অত্যন্ত বিনীত কণ্ঠে কেঁদে কেঁদে দোয়া করতেন। নামায পড়ে, রোযা রেখে আল্লাহর দরবারে হাত উঠাতেন। একবার তিনি খুব কেঁদে কেঁদে আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করছিলেন। তখন একজন ফেরেশতা তাঁর কাছে এলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কিয়ামত দিবসে নেককার লোকেরা কি পাপীদের জন্য সুপারিশ করবে? পিতা কি পুত্রের কোন উপকার করতে পারবে? তখন ফেরেশতা বললেন, কিয়ামতের দিন হবে যাবতীয় বিবাদ নিরসনের দিন। সেদিন আল্লাহ তাআলা সম্মুখে থাকবেন, তাঁর অনুমতি ছাড়া কারো ঠোঁট নাড়ার কোন অধিকার থাকবে না। কাউকে অন্যের অপরাধে অভিযুক্ত করা হবে না। পুত্রের পরিবর্তে পিতাকে বা পিতার পরিবর্তে পুত্রকে, না ভাইকে ভাইয়ের পরিবর্তে, না দাসকে মনিবের পরিবর্তে অভিযুক্ত করা হবে। না কারো জন্য কারো আক্ষেপ থাকবে, না কেউ কারো প্রতি কারো আদর ভালোবাসা থাকবে, না একে অপরের কারণে সাজাপ্রাপ্ত হবে। সবাই নিজেকে নিয়ে চিন্তিত থাকবে। সবাই নিজের কান্না নিজেই করতে থাকবে। সবাইকে নিজের বোঝা নিজেই বহন করতে হবে।[৮১]

## এগারোটি আয়াতের উপর আমলকারী জান্নাতি

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিস্ময়কর দোয়া। আয়াতগুলো হলো:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (١) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (٢) وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ (٣) وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ (٤) وَالَّذِينَ هُمْ

---

৮১. তাফসীরে ইবনে কাসীর: ৪/১৯৯।

لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (٧) وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (٨) وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (٩) أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ (١٠) الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (١١)

"১. নিঃসন্দেহে মুমিনগণ সফলকাম হয়েছে ২. যারা নামায একাগ্রতার সাথে পড়ে ৩. যারা অনর্থক কথা-বার্তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় ৪. যারা যাকাত প্রদান করে ৫. যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে ৬. তবে তাদের স্ত্রী ও মালিকানাভুক্ত দাসীদের ব্যতীত, নিঃসন্দেহে তারা তিরস্কৃত হবে না ৭. যারা তাদের ব্যতীত অন্য কিছু চিন্তা করল তারা সীমালঙ্ঘন করল ৮. আর যারা আমানত ও অঙ্গীকার সম্পর্কে যত্নবান থাকে ৯. যারা নামাযসমূহের প্রতি মনযোগী হয় ১০. তারাই জান্নাতুল ফেরদাউসের উত্তরাধিকারী হবে ১১. যেখানে তারা অনন্ত-অসীমকাল থাকবে।"

(সূরা মুমিনূন।)

নাসায়ী, তিরমিযী ও মুসনাদে আহমদে বর্ণিত রয়েছে, রাসূল সা.-এর উপর যখন ওহী অবতীর্ণ হতো তখন হুযূর সা.-এর নিকট থেকে মৌমাছি উড়ার ন্যায় ক্ষীণ মিষ্টি মিষ্টি হালকা আওয়াজ হতো। একবার এরূপ অবস্থা সৃষ্টি হলো। ওহী অবতীর্ণ হওয়ার কিছুক্ষণ পর হুযূর সা. কেবলার দিকে মুখ করে তাঁর উভয় হাত উঠিয়ে এই দোয়া করলেন:

اللّٰهُمَّ زِدْنَا وَلَا تَنْقُصْنَا وَأَكْرِمْنَا وَلَا تُهِنَّا وَأَعْطِنَا وَلَا تَحْرِمْنَا وَآثِرْنَا وَلَا تُؤْثِرْ عَلَيْنَا وَارْضَ عَنَّا وَأَرْضِنَا.

'হে আল্লাহ! তুমি আমাকে বাড়িয়ে দাও, কম করো না, সম্মানিত করো অপমানিত করো না, আমাদেরকে পুরস্কৃত করো বঞ্চিত করো না, আমাদের উপর তুমি সন্তুষ্ট হয়ে যাও এবং আমাদেরকেও সন্তুষ্ট করে দাও।'

অতঃপর তিনি বললেন, আমার উপর ১১টি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। যে এগুলোর উপর আমল করবে সে জান্নাতি হয়ে যাবে।[৮২]

---

৮২. তাফসীরে ইবনে কাসীর, ৩/৪৪৬।

## অবাধ্য স্ত্রীর জন্য একটি পরীক্ষিত আমল

**জিজ্ঞাসা:** বর্তমানে আমি খুবই পেরেশান ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। আমার স্ত্রী আমার কোন কথাই মানছে না। আমার পিতা-মাতা, ভাই-বোন সকলের সাথে সব সময়ই ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত থাকে। এমনকি আমাকে হত্যার হুমকিও দিচ্ছে। সম্ভাব্য সব রকম চেষ্টাই করেছি বোঝানোর জন্য। তার থেকে পৃথকও থেকেছি। কিন্তু তার মাতা-পিতা তাকে নিবৃত করা বা বোঝানোর পরিবর্তে তাকে উস্কানি দিচ্ছে। সে আরও বেশি উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। তাই তার জন্য দোয়া করার পাশাপাশি এমন কোনো তদবীর দিন, যাতে আমি এই পেরেশানি হতে নিষ্কৃতি লাভ করতে পারি।

**সমাধান:** এহেন অস্বস্তিকর অবস্থায় আপনি অবশ্যই অত্যন্ত দুশ্চিন্তায় রয়েছেন। মূলত মানুষের জন্য তার অভ্যাস পরিবর্তন করা কষ্টকর হয়। তাই ধৈর্য ও সহনশীলতার সাথে পরিস্থিতির মোকাবেলা করুন। তার মন্দ আচরণ ও কথাবার্তার জন্য আপনি নারাজ এবং বিরত থাকার জন্য বোঝাচ্ছেনও। এরপরও যদি সে তার মন্দ কর্ম ও আচরণ থেকে বিরত না থাকে, তাহলে এর দায় দায়িত্ব আপনার নয়। এরূপ পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণের জন্য এশার নামাযের পর এই দোয়াটি পড়ুন:

يا مقلّب القلوب والابصار يا خالق الليل والنهار يا عزيز يا لطيف يا غفار.

এই দোয়াটির আগে ও পরে এগারো বার দরূদ শরীফসহ দুইশত বার নিয়মিত পড়বেন, ইনশাআল্লাহ! আল্লাহ রহম করবেন।

## অবাধ্য স্ত্রীর মাধ্যমে সংশোধন হয়

**জিজ্ঞাসা:** জনাব! আমার স্ত্রী আমাকে অত্যন্ত পেরেশানি ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে তুলেছে। অধিকাংশ সময়ই পিত্রালয়ে থাকে। কথায় কথায় রাগারাগি ও ঝগড়া করে। আমার সন্তানরা বড় হয়েছে। তা সত্ত্বেও সে সব সময় পিত্রালয়েই থাকে। এতে আমি অত্যন্ত পেরেশান। তাই তাকে তালাকে রজয়ী দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

**সমাধান:** কোনভাবেই স্ত্রীকে তালাক দেয়ার চিন্তা করবেন না। কেননা তালাক হলো মুবাহ কাজগুলোর মধ্যে নিকৃষ্টতম। এতে আপনি এবং আপনার স্ত্রী উভয়েই সমস্যার সম্মুখীন হবেন। বস্তুত: আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে যাদের সংশোধন হয় না, অবাধ্য স্ত্রীর মাধ্যমে তাদের সংশোধন

হয়। হাদীস শরীফে রয়েছে, 'ভদ্র লোকদের উপর তাদের স্ত্রীরা প্রাধান্য বিস্তার করে, আর অসভ্য লোকেরা তাদের স্ত্রীদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে। অভদ্র হয়ে স্ত্রীর উপর প্রাধান্য বিস্তার অপেক্ষা ভদ্র হয়ে স্ত্রীর নিকট পরাজিত থাকাই আমি বেশি পছন্দ করি।' শ্বশুর বাড়ি কাছে হলে আপনি সেখানে যাতায়াত করুন। স্ত্রী আপনার প্রতি অসন্তুষ্ট হলেও আপনি তার প্রতি অসন্তুষ্ট ও বিরক্ত হবেন না। বরং আপনি তাকে অনুমতি দিয়ে বলবেন, তুমি ৮-১০ দিন বা যত দিন চাও তোমার পিত্রালয়ে থাকতে পারো। ইনশাআল্লাহ এতে অনেক তিক্ততার অবসান হবে। আল্লাহ তাআলা অন্তরকে সংশোধন করে দিন। আমীন॥

## স্বপ্নে শাহী মুকুট পরলেই কেউ বাদশাহ হয় না

**জিজ্ঞাসা:** হযরত! আমি রাতে স্বপ্নে দেখি যে, আমার দেশের সকল ধন-সম্পদ ও দেশের মালিক আমি। আর দেশের বাদশাহও হলাম আমি। স্বপ্নে কখনো দেখি যে, আমি অশ্বারোহী। আর জনতা আমার পেছনে পেছনে হাঁটছে। আবার কখনো দেখি, আমি এক বড় দস্তরখানে বসে আছি আর তাতে রয়েছে বিস্ময়কর ও বিরল প্রজাতির সব ফল, আমি সেখান থেকে খাচ্ছি। কখনো কখনো ভীতিকর স্বপ্নও দেখে থাকি। স্বপ্নে দেখি, কৃষ্ণবর্ণের সাপ আমাকে ধাওয়া করছে, আমি তার আগে আগে দৌড়াচ্ছি। কিন্তু ভীতির প্রচণ্ডতায় দৌড়াতে পারছি না। ফলে সাপের গ্রাস হওয়ার উপক্রম হয়ে পড়ি। দয়া করে জবাব দিয়ে বাধিত করবেন।

**সমাধান:** দেখুন ভাই! সব স্বপ্নের তা'বীর তথা ব্যাখ্যা জানার চেষ্টা না করাই উচিত। মানুষ মূলত বিভিন্ন কারণে স্বপ্ন দেখে থাকে। যথা:

১. স্বপ্ন সাধারণত পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও মস্তিষ্কের অস্থিরতার প্রভাবমুক্ত হয় না।

২. মানুষের স্মৃতিশক্তিতে অনেক ক্ষেত্রে পূর্বের কোন বস্তু সঞ্চিত থাকে। ফলে সেগুলোকে মানুষের বিশেষ বিশেষ শক্তি নিদ্রার সময় জাগ্রত করে তোলে।

৩. পাকস্থলির উদ্বায়ু মস্তিষ্কে পৌঁছলে মানুষ অধিক মাত্রায় স্বপ্ন দেখতে থাকে।

৪. মানুষের মৌলিক চার উপাদান রক্ত, পিত্ত, শ্লেষ্মা ও হরিদ্রার হীনতার কারণে অধীক পরিমাণে স্বপ্ন দেখে।

৫. স্বপ্নের ক্ষেত্রে প্রবৃত্তির কামনারও অনেক বড় ভূমিকা থাকে।

৬. হিংসা-বিদ্বেষ বশত শয়তান মানুষকে ভীতিকর বিভিন্ন স্বপ্ন দেখাতে থাকে।

৭. স্বপ্ন অনেক ক্ষেত্রে হয় কোন বস্তুর প্রতিচ্ছবি। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে বাস্তব হয়।

তাই যে কোন স্বপ্নেরই তা'বীর তথা ব্যাখ্যা জানতে চাওয়া উচিত নয়। কোন ক্ষুধার্ত ব্যক্তি যেমনিভাবে স্বপ্নে রুটি খেতে বা পানি পান করতে দেখলেই তার ক্ষুধা নিবারিত হয় না। তদরূপ স্বপ্নে শাহী তাজ পরিধান করতে দেখলেই কেউ বাদশাহ হয় না। সুতরাং ভালো স্বপ্ন দেখলে 'আলহামদুল্লিাহ' বলবে। খারাপ স্বপ্ন দেখলে 'ইস্তেগফার' করবে ও 'লা-হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' পড়বে। আপনার সুযোগ হলে কখনো আমার নিকট আসবেন। মুখে বিষয়টি আরো ভালোভাবে বুঝিয়ে দেওয়া যাবে। আশা করি আপনার দীর্ঘ পত্রের জবাব হিসাবে এটিই যথেষ্ট হবে।

## ক্ষমাকারী শান্তির নিদ্রা লাভ করে

শোনো! ক্ষমাকারী সুখ নিদ্রা লাভ করে। পক্ষান্তরে প্রতিশোধ চিন্তায় বিভোর ব্যক্তি দিন-রাত দুশ্চিন্তাগ্রস্থ ও উদ্বিগ্ন থাকে।

মুসনাদে আহমদে রয়েছে জনৈক ব্যক্তি হযরত আবু বকর রা.-কে গালিগালাজ করছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামও সেখানে অবস্থান করছিলেন। তিনি তখন মুচকি হাসছিলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. নীরব ছিলেন। কিন্তু যখন সেই ব্যক্তির গালিগালাজের মাত্রা বৃদ্ধি পেল তখন তিনিও তার দু' একটি জবাব দিলেন। এতে রাসূল সা. অসন্তুষ্ট হয়ে সেখান থেকে চলে এলেন। হযরত আবু বকর রা.-ও আর থাকতে পারলেন না। রাসূল সা.-এর কাছে গিয়ে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেই ব্যক্তি আমাকে গালমন্দ করছিল তখন আপনি সেখানে বসে তা শুনছিলেন। কিন্তু যখন আমি তার দু' একটি কথার জবাব দিলাম, তখনই আপনি সেখান থেকে অসন্তুষ্ট হয়ে চলে আসলেন। এর কারণ কী?

রাসূল সা. বললেন, শোনো! যতক্ষণ তুমি চুপ ছিলে ততক্ষণ পর্যন্ত ফেরেশতা তোমার পক্ষ থেকে তার জবাব দিচ্ছিল। কিন্তু যখন তুমি জবাব দিতে শুরু করলে তখন ফেরেশতা সেখান থেকে সরে গেলো। আর

শয়তান এসে উপস্থিত হলো। তাহলে তুমি বলো শয়তানের উপস্থিতিতে আমি সেখানে কিভাবে বসে থাকতে পারি?

অতঃপর তিনি বলেন, শোনো! আবু বকর তিনটি বিষয় অত্যন্ত সত্য:

১. যার প্রতি জুলুম করা সত্ত্বেও সে তা উপেক্ষা করবে। আল্লাহ্ তাআলা অবশ্যই তাকে সম্মান ও মর্যাদা দান করবেন এবং তাকে সাহায্য করবেন।

২. যে ব্যক্তি সদাচরণ করবে, মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষার উদ্দেশ্যে মানুষকে দান করবে আল্লাহ্ তাআলা অবশ্যই তাকে বরকত দান করবেন এবং তার সম্পদ আরো বৃদ্ধি করে দেবেন।

৩. যে ব্যক্তি শুধুই সম্পদের মোহে সম্পদ অনুসন্ধান করে বেড়াবে ও ভিক্ষার হস্ত প্রসারিত করবে আল্লাহ্ তাআলা অবশ্যই তার থেকে বরকত উঠিয়ে নেবেন এবং কম দেওয়ার মধ্যে নিয়োজিত রাখবেন। রেওয়ায়েতটি আবু দাউদেও আছে। অনেক প্রিয় এ হাদীসটি।[৮৩]

## প্রতিশোধ নিলে ক্ষমার স্বাদ লাভ হয় না

১. আল্লাহর নবী হযরত ইউসুফ আ.-এর ভাইয়েরা যখন তাঁর নিয়ন্ত্রনে, তখন তিনি বলে দিলেন, আমি তোমাদের থেকে প্রতিশোধ নেব না, বরং আমি দোয়া করি আল্লাহ্ যেন তোমাদের ক্ষমা করে দেন।

২. এমনই করেছিলেন, উভয় জাহানের সরদার রাসূলে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হুদায়বিয়াতে। কাফেরদের ৮০ জন সৈন্য যখন অসতর্কতা বশত মুসলিম বাহিনীর মাঝে ঢুকে পড়ে এবং ধরা পড়ে যায় তখন তাদেরকে গ্রেফতার করে রাসূলুল্লাহ্ সা.-এর নিকট নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি তখন তাদের সবাইকে ক্ষমা করে দেন ও ছেড়ে দেন।

৩. হুযূর সা. গাওরিছ ইবনে হারেছকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। এ ব্যক্তি ঘুমন্ত অবস্থায় হুযূর সা.-এর তরবারি নিয়ে তাঁকে হত্যা করতে চেয়েছিল। কিন্তু তিনি জাগ্রত হলে ভয়ে তরবারি তার হাত থেকে পড়ে যায়। ততক্ষণাৎ রাসূল সা. তরবারি নিয়ে নিলেন। এতে সে অপরাধীর ন্যায় হুযূর সা.-এর সম্মুখে নত শিরে দাঁড়িয়ে ছিল। হুযূর সা. সাহাবায়ে কেরামকে ডেকে এ দৃশ্য দেখালেন এবং তাকে ক্ষমা করে দিলেন।

---

৮৩. তাফসীরে ইবনে কাসীর: ৫/২৩।

৪. তেমনিভাবে লাবীদ ইবনে আ'ছাম রাসূল সা.-কে জাদু করেছিল। তার প্রতিশোধ নেওয়ার শাক্তি থাকা সত্ত্বেও তিনি তাকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন।

৫. তেমনিভাবে যে ইহুদি নারী রাসূল সা.-কে বিষ পান করিয়েছিল, তাকেও তিনি প্রতিশোধ না নিয়ে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। সে নারীর নাম ছিল যয়নাব। সে ছিল মুরাহহাব নামক এক ইহুদির বোন। মুরাহহাব খায়বারের যুদ্ধে হযরত মোহাম্মদ ইবনে মুসলামা রা.-এর হাতে নিহত হয়েছিল। সে বকরীর সিনার গোস্তে বিষ মিশিয়ে নিজেই রাসূল সা.-এর সামনে পেশ করল। বকরীর সিনার গোশতই রাসূল সা.-কে বিষ মিশ্রিত হওয়ার ব্যাপারে অবহিত করে দিল। রাসূল সা. তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলে সে বিষ মেশানোর কথা স্বীকার করল এবং বলল, আপনি যদি প্রকৃত ও সত্য নবী হয়ে থাকেন তাহলে বিষ আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আর যদি সত্য নবী না হয়ে থাকেন তাহলে আমরা আপনার থেকে নিষ্কৃতি পাব। এ জন্যই আমি গোশতে বিষ মিশিয়েছি। তার স্বীকারোক্তি সত্ত্বেও রাসূল সা. তাকে ক্ষমা করে দিলেন। তবে সেই বিষক্রিয়ায় হযরত বশীর ইবনে বারা রা.-এর মৃত্যু ঘটার ফলে তার বিনিময়ে সেই নারীকে হত্যা করা হল। এ ছাড়াও রাসূল সা.-এর ক্ষমার অনেক ঘটনা রয়েছে।[৮৪]

## বান্দার তওবায় আল্লাহ্ অত্যন্ত খুশি হন

মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে, আল্লাহ তাআলা বান্দার তওবায় ঐ ব্যক্তির চেয়েও বেশী আনন্দিত হন, মরুভূমির সফরে যে ব্যক্তির উট হারিয়ে যায়। যার উপর আহার-পানীয় ও প্রয়োজনীয় বস্তু রয়েছে। অনেক অনুসন্ধানের পর না পেয়ে জীবনের আশা ছেড়ে দিয়ে নিরাশ হয়ে কোন বৃক্ষের নীচে শুয়ে পড়ল। হঠাৎ দেখে তার উট আসবাবপত্রসহ তার সামনে দাঁড়ানো। দ্রুত উঠে উটের লাগাম ধরে আনন্দের আতিশয্যে বলে উঠল, হে আল্লাহ! তুমি আমার বান্দা, আমি তোমার মনিব। অতি আনন্দে ভুল করে

---

৮৪. তাফসীরে ইবনে কাসীর: ৫/২১।

ফেলেছে। অন্য এক সংক্ষিপ্ত হাদিসে আছে, আল্লাহ তাআলা বান্দার তওবায় ঐ ব্যক্তির চেয়েও বেশী আনন্দিত হন, যে ব্যক্তি এমন মরু এলাকায় অবস্থান করছে যেখানে পিপাসার কারণে প্রাণ বের হওয়ার উপক্রম এবং তার বাহনের উট হারিয়ে যাওয়ার পর হঠাৎ পেয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা বান্দার তওবাতে এর চেয়েও বেশি খুশি হন।[৮৫]

## পরকালীন কল্যাণ সতর্ক ব্যক্তির জন্য

আল্লাহ তাআলা বলেন, মানুষ যদি সম্পদ লাভকে আমার অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টির প্রমাণ মনে করে সম্পদশালীদের মতো হওয়ার ইচ্ছা না করত, তাহলে পার্থিব ধন-সম্পদ ও প্রাচুর্য কাফেরদেরকে আমি এ পরিমাণ দিতাম যে, তাদের ঘরের ছাদ এবং সিঁড়িগুলোও হতো রৌপ্য নির্মিত এবং তাদের প্রাসাদের দরজা, বসার আসনও স্বর্ণ-রৌপ্য নির্মিত হতো। আল্লাহ তাআলা বলেন, বস্তুত আমার দৃষ্টিতে দুনিয়ার কোন মূল্যই নেই। এ তো ধ্বংসশীল; ক্ষয়িষ্ণু। সমগ্র দুনিয়া লাভও আখেরাতের সামান্য বস্তুর তুলনায় নগণ্য। তাদের কিছু ভালো কর্মের ফলে দুনিয়াতে থাকা-খাওয়া ও আরাম-আয়েশের কিছু সামগ্রী লাভ করে মাত্র। কিন্তু আখেরাতে যেতে হবে সম্পূর্ণ শূন্য হাতে। আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ লাভের কোন ভালো কাজই তাদের থাকবে না।

হাদিসে আরো বর্ণিত রয়েছে যে, দুনিয়া যদি আল্লাহ তাআলার নিকট একটি মাছির পাখার সমমর্যাদারও মূল্য হতো, তাহলে আল্লাহ তাআলা কোন কাফেরকে এক ঢোক পানিও পান করতে দিতেন না। অতঃপর তিনি বলেন, পরকালীন কল্যাণ ও মঙ্গল তো তারাই লাভ করবে যারা পৃথিবীতে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পথ চলে। পরকালে আল্লাহ তাআলার বিশেষ নেয়ামত ও অনুগ্রহ একমাত্র তারাই লাভ করবে।

একবার হযরত ওমর রা. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের ঘরে গিয়ে দেখলেন, তিনি একটি চাটাইয়ে শুয়ে আছেন। এর ফলে তাঁর শরীরে চাটাইয়ের দাগ পড়ে গেছে। এ অবস্থা দেখে হযরত ওমর রা.-

---

[৮৫] তাফসীরে ইবনে কাসীর: ৫/১৬।

কেঁদে ফেললেন এবং বলতে লাগলেন, কিসরা-কায়সার কত জাঁকজমকপূর্ণ ও আড়ম্বরপূর্ণ জীবন যাপন করছে। অথচ আপনি আল্লাহ তাআলার সম্মানিত রাসূল হয়েও কিভাবে জীবন যাপন করছেন। রাসূল সা. হযরত ওমর রা.-এর এরূপ মন্তব্য শুনে বালিশ ছেড়ে বসে পড়লেন, আর বললেন, হে ইবনুল খাত্তাব! তোমার কি সন্দেহ আছে? এরা তো সেই সকল লোক যাদের কিছু উত্তম কর্মের ফল তাদের ত্বরিত লাভ হয়েছে। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, তারা দুনিয়া লাভ করবে আর আমরা আখেরাত লাভ করব?

বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য গ্রন্থে আছে হুযূর সা. বলতেন সোনা-রূপার প্লেটে খাবে না, পানও করবে না। কেননা এটা দুনিয়াতে তাদের জন্য আর আখেরাতে আমাদের জন্য। আর দুনিয়াতে এসব তাদের জন্য এ কারণে যে, আল্লাহ তাআলার নিকট দুনিয়া লাঞ্ছনাকর। তিরমিযী ও অন্যান্য হাদিসে হুযূর সা. বলেছেন, যদি দুনিয়া আল্লাহর কাছে মশার পাখার সমান মূল্য হতো তাহলে কোন কাফেরকে আল্লাহ এক ঢোক পানিও পান করতে দিতেন না।[৮৬]

## সকল বন্ধু কিয়ামতের দিন শত্রুতে পরিণত হবে; কিন্তু মুত্তাকিদের বন্ধুত্ব বহাল থাকবে

মুসনাদে ইবনে আবি হাতেমে বর্ণিত আছে, আমিরুল মু'মিনীন হযরত আলী রা. বলেন, যে দু'মুমিন ব্যক্তির মাঝে বন্ধুত্ব রয়েছে, যখন তাদের কোন একজনের মৃত্যু হয়ে যায় এবং আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সে জান্নাতের সুসংবাদ পায় তখন সে তার বন্ধুকে স্মরণ করে এবং বলে, হে মালিক! অমুক ব্যক্তি আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল। সে আমাকে আপনার ও আপনার রাসূলের আনুগত্যের পথে আহ্বান করত। কল্যাণের পথ প্রদর্শন করত। অন্যায় ও মন্দ কাজ হতে আমাকে বারণ করত। আমাকে এ বিশ্বাস পোষণ করিয়ে বলত যে, একদিন আল্লাহ তাআলার দরবারে উপস্থিত হতে হবে। সুতরাং হে আল্লাহ! আপনি তাকে সত্য পথে অবিচল রাখুন। এমনকি তাকেও ঐ দিন দেখান যা আমাকে দেখিয়েছেন। আমার প্রতি আপনি যেরূপ সন্তুষ্ট, তার

---

৮৬. তাফসীরে ইবনে কাছির: ৫/৩৩।

প্রতিও সেরূপ সন্তুষ্ট হয়ে যান। তখন আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে জবাব আসবে, তুমি শান্ত মনে চলে যাও। তার জন্য আমি যা তৈরি করে রেখেছি তা যদি তুমি দেখতে তাহলে খুব আনন্দিত হতে এবং মোটেও উদ্বিগ্ন হতে না।

অতঃপর দ্বিতীয় বন্ধুর মৃত্যু ঘটার পর আত্মা পূর্ববর্তী বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করলে বলা হয়, তোমরা তোমাদের পারস্পরিক সম্পর্কের বর্ণনা দাও। তখন তারা উভয়ে বলতে থাকবে, সে আমার অত্যন্ত উত্তম ভাই ও বন্ধু ছিল। আমার অত্যন্ত ভালো ও অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল।[৮৭]

## সবচেয়ে নিম্নস্তরের জান্নাতি

রাসূল সা. বলেন, সবচেয়ে নিম্নস্তরের জান্নাতি, যে সবার পরে জান্নাতে প্রবেশ করবে; তার দৃষ্টি একশত বছরের দূরত্ব পর্যন্ত পৌঁছবে। তার দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত শুধু তার মহলই সে দেখতে পাবে যা স্বর্ণ ও বিভিন্ন প্রকার মূল্যবান পাথর দ্বারা নির্মিত এবং মূল্যবান নানা রঙের আসবাবপত্র দিয়ে পরিপূর্ণ থাকবে। সকাল-বিকাল তার সামনে সত্তর হাজার পেয়ালা রাখা হবে, যার সবগুলোতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন স্বাদের ও রঙের খাবার থাকবে। যেগুলোর সবই হবে তার রুচিসম্মত। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তার রুচি একই রকম থাকবে। সে যদি সমগ্র পৃথিবীবাসীকেও দাওয়াত করে আপ্যায়ন করে তাহলে তা সকলের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে, কমবে না। (আব্দুর রাযযাক)

ইবনে আবি হাতেমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সা. জান্নাতের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, জান্নাতি ব্যক্তি খাবারের লোকমা মুখে ওঠানোর পর তার মনে কোন খাবারের প্রতি আগ্রহ হলে তৎক্ষণাৎ সেই লোকমাটি ঐ খাবারে পরিণত হবে যা তিনি ইচ্ছ পোষণ করেছিলেন। অতঃপর রাসূল সা. এই আয়াত তেলাওয়াত করেন:

وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ

"সেখানে তোমাদের জন্য আছে যা তোমাদের মন চায় এবং সেখানে তোমাদের জন্যে আছে যা তোমরা দাবি করো।" (সূরা ফুসসিলাত: ৩১।)

---

৮৭. তাফসীরে ইবনে কাসীর: ৫/৪১।

মুসনাদে আহমদে রয়েছে, রাসূল সা. বলেন, সবচেয়ে নিম্নস্তরের জান্নাতির প্রাসাদ হবে সাত তলা বিশিষ্ট। সে ষষ্ঠ তলায় অবস্থান করবে। তার উপর থাকবে সপ্তম তলা। তার ত্রিশজন সেবক থাকবে, যারা সকাল-সন্ধ্যা তিন'শ স্বর্ণের পেয়ালায় তার জন্য খাবার ও পানীয় সরবরাহ করবে। এর প্রতিটির মধ্যেই বিস্ময়কর ও বিরল স্বাদের রুচিসম্মত খাবার ও পানীয় থাকবে। খাবারের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত খাবারের রুচি ও আগ্রহ একই রকম হবে। এমনিভাবে তিনশত স্বর্ণের পেয়ালা ও গ্লাসে তার জন্য পানীয় সরবরাহ করা হবে। এগুলোও একটির চেয়ে অপরটি সুস্বাদু হবে। সে ব্যক্তি বলবে, হে আল্লাহ! আপনার অনুমতি হলে সকল জান্নাতবাসীকে আমি আমন্ত্রণ জানাব। তারা সকলে আমার এখানে খাবার গ্রহণ করলেও আমার খাবার এতটুকু কমবে না। দুনিয়ার স্ত্রী ব্যতীত ডাগর ডাগর চক্ষু বিশিষ্ট ৭২ জন হুর থাকবে তাঁর। তাদের প্রত্যেকে এক মাইল দূরত্বে অবস্থান করবে এবং তাদেরকে বলা হবে, তোমাদের এ সকল নেয়ামতই চিরস্থায়ী। তোমরা চিরকাল এখানেই অবস্থান করবে। না তোমাদের কখনো মৃত্যু ঘটবে। না তোমাদের স্থানান্তরিতও হতে হবে। না তোমাদের কোন কষ্ট হবে। অতঃপর তাদের প্রতি আল্লাহ তাআলা স্বীয় অনুগ্রহ ও এহসানের বর্ণনা দিয়ে বলবেন, তোমাদের আমলের প্রতিদান আমার প্রশস্ত রহমতের মাধ্যমে তোমাদেরকে প্রদান করলাম। কেননা কোন ব্যক্তিই আল্লাহ তাআলার রহমত ছাড়া শুধুই নিজের আমল দ্বারা জান্নাত লাভে সক্ষম হবে না। তবে হ্যাঁ! জান্নাতের স্তরের ব্যবধান নেক আমলের ফলেই হবে। -তাফসীরে ইবনে কাসীরঃ ৫/৪২।

## রাসূলুল্লাহ সা.-এর বিস্ময়কর মোনাজাত

মুসনাদে আহমদে রয়েছে যে, ওহুদের যুদ্ধের দিন কাফেররা দলবদ্ধ হয়ে অগ্রসর হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা সোজা হয়ে দাঁড়াও; আমি এখন আমার আল্লাহর প্রশংসা করব। সুতরাং সাহাবায়ে কেরাম রা. সকলে সারিবদ্ধভাবে রাসূল সা.-এর পেছনে দাঁড়িয়ে গেলেন। তখন তিনি এ দোয়া করলেন:

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ اللَّهُمَّ لَا قَابِضَ لِمَا بَسَطْتَ وَلَا بَاسِطَ لِمَا قَبَضْتَ وَلَا هَادِيَ لِمَا أَضْلَلْتَ وَلَا مُضِلَّ لِمَنْ هَدَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ

وَلَا مُقَرِّبَ لِمَا بَاعَدْتَ وَلَا مُبَاعِدَ لِمَا قَرَّبْتَ اللّٰهُمَّ ابْسُطْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَفَضْلِكَ وَرِزْقِكَ اللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ النَّعِيمَ الْمُقِيمَ الَّذِي لَا يَحُولُ وَلَا يَزُولُ اللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ النَّعِيمَ يَوْمَ الْعَيْلَةِ وَالْأَمْنَ يَوْمَ الْخَوْفِ اللّٰهُمَّ إِنِّي عَائِذٌ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا أَعْطَيْتَنَا وَشَرِّ مَا مَنَعْتَ اللّٰهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْإِيمَانَ وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ اللّٰهُمَّ تَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ وَأَحْيِنَا مُسْلِمِينَ وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا مَفْتُونِينَ اللّٰهُمَّ قَاتِلِ الْكَفَرَةَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ رُسُلَكَ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِكَ وَاجْعَلْ عَلَيْهِمْ رِجْزَكَ وَعَذَابَكَ اللّٰهُمَّ قَاتِلِ الْكَفَرَةَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلٰهَ الْحَقِّ.

"হে আল্লাহ! যাবতীয় প্রশংসা তোমারই জন্য। তুমি যাকে প্রশস্ততা দান করো তাকে কেউ সংকীর্ণ করতে পারে না। যাকে সংকীর্ণ করো তাকে কেউ প্রশস্ত করতে পারে না। তুমি যাকে পথভ্রষ্ট করো কেউ তাকে পথ প্রদর্শন করতে পারে না। আর তুমি যাকে সুপথে পরিচালিত করো কেউ তাকে পথভ্রষ্ট করতে পারে না। তুমি যাকে নেয়ামত প্রদানে বিরত থাকো কেউ তাকে প্রদান করতে পারে না। আর তুমি যাকে নেয়ামত প্রদান করো কেউ তা বাধা সৃষ্টি করতে পারে না। তুমি যাকে দূরে ঠেলে দাও কেউ তাকে নৈকট্য দিতে পারে না। আর তুমি যাকে নৈকট্য দান কর কেউ তাকে দূরে ঠেলে দিতে পারে না। হে আল্লাহ! আমাদেরকে তোমার বরকত, রহমত, দয়া, অনুগ্রহ ও রিজিকের প্রশস্ততা দান করো। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে সার্বক্ষণিক ঐ নেয়ামত চাই, যা কখনও এদিক সেদিক ছিনিয়ে নেয়া হবে না। প্রয়োজন ও মুখাপেক্ষিতার সময় তোমার কাছে কাঙ্ক্ষিত নেয়ামত প্রার্থনা করি এবং ভীতির সময় তোমার নিকট নিরাপদ আশ্রয় প্রার্থনা করি। হে আল্লাহ! যা তুমি আমাকে প্রদান করেছ ও যা প্রদান করনি তার অনিষ্ট থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি। হে আল্লাহ! আমার অন্তরে ঈমানের ভালোবাসা প্রদান করো ও আমার চোখে তা শোভিত করে দাও এবং কুফর, পাপাচার ও..

অবাধ্যতাকে আমার কাছে ঘৃণিত করে দাও। আমাকে হেদায়াতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভূক্ত করে দাও। হে আল্লাহ! আমাকে ইসলামের উপর মৃত্যু দান করো এবং ইসলামের উপর জীবিত রাখো। আমাকে সৎকর্মশীলদের সাথে সম্পৃক্ত করে দাও। আমাকে বঞ্চিত করো না এবং বিশৃঙ্খলার মাঝে ফেলো না। হে আল্লাহ! কাফেরদেরকে ধ্বংস করে দাও। যে কাফের তোমার রাসূলকে মিথ্যা বলে এবং তোমার রাস্তা থেকে বিরত রাখে। তুমি তাদেরকে তোমার শাস্তি ও আজাব দাও। হে আল্লাহ! আহলে কিতাবকেও ধ্বংস করে দাও।"[৮৮]

## ন্যায় বিচার করো দু'জন ফেরেশতা সঙ্গ দেবে

হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব র. বলেন, একবার এক মুসলমান ও এক ইহুদি নিজেদের ঝগড়া মিমাংসা করানোর জন্য হযরত ওমর রা.-এর নিকট আসল। ওমর রা. দেখলেন যে, ইহুদির দাবী সত্য। ফলে তিনি তার পক্ষে রায় দিলেন। তখন ইহুদি বলল, আল্লাহর কসম, আপনি সঠিক বিচার করেছেন। এতে হযরত ওমর রা. ইহুদিকে হালকাভাবে আঘাত করে বললেন, তুমি কিভাবে বুঝলে যে, আমি সঠিক বিচার করেছি? তখন ইহুদি বলল, আল্লাহর কসম! আমরা তাওরাতে পেয়েছি, যে বিচারক সঠিক ও ন্যায় ফায়সালা করে তার ডান পাশে একজন ও বাম পাশে একজন ফেরেশতা নিয়োজিত থাকে যারা তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন। বিচারক যতক্ষণ পর্যন্ত সঠিক ও ন্যায্য সিদ্ধান্ত দেয়ার ইচ্ছা পোষণ করে ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে সঠিক ও সত্য কথা বলার যোগ্যতা দান করতে থাকেন। পক্ষান্তরে যখন সে সত্য ও সঠিক রায় প্রদানের ইচ্ছা ত্যাগ করে তখন উভয় ফেরেশতা তাকে রেখে আকাশে চলে যান।[৮৯]

## নেতৃত্ব প্রত্যাশীর পরিণতির কথা চিন্তা করো

হযরত আবু ওয়ায়েল শাকিক ইব্ন সালামাহ র. বলেন, হযরত ওমর ইব-নুল খাত্তাব রা. বিশ্‌র ইবনে আসেম রা.-কে হাওয়াযেন গোত্রের সদকা

---

৮৮. তাফসীরে ইবনে কাসীর: ৫/১৪৬-৪৭।

৮৯. হায়াতুছ সাহাবা: ২/১৪৪।

উসূল করার কাজে নিযুক্ত করলেন। কিন্তু তিনি হাওয়াযেন গোত্রের সদকা উসূল করার জন্য যান নি। হযরত ওমর রা.-এর সাথে তার সাক্ষাৎ হলে তিনি তাঁকে বললেন, তুমি হাওয়াযেন গোত্রের সদকা উসূল করার জন্য যাওনি কেন? আমার নির্দেশ মান্য করা তোমার জন্য জরুরি নয় কি? তিনি বললেন, কেন নয়; আপনার নির্দেশ মান্য করা আমার জন্য অবশ্যই জরুরি। তবে আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, যাকে মুসলমানদের কোন কাজের দায়িত্বশীল নিযুক্ত করা হয় তাকে কিয়ামতের দিন জাহান্নামের পুলের উপর দাঁড় করানো হবে। যদি স্বীয় দায়িত্ব সঠিকরূপে সম্পাদন করে, তাহলে তাকে মুক্তি দেয়া হবে। আর যদি সে সঠিকরূপে দায়িত্ব পালন না করে থাকে, তাহলে সে পুল ভেঙে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে এবং সত্তর বছর পর্যন্ত জাহান্নামের তলদেশে যেতেই থাকবে। এ কথা শুনে হযরত ওমর রা. অত্যন্ত পেরেশান ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে সেখান থেকে চলে গেলেন।

পথিমধ্যে হযরত আবু যর রা.-এর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হলো। তিনি হযরত ওমর রা.-কে জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যাপার আমিরুল মুমিনীন! আপনাকে খুব পেরেশান ও চিন্তিত মনে হচ্ছে কেন? হযরত ওমর রা. বললেন, বিশর ইবনে আসেম থেকে রাসূল সা.-এর যে বাণী শুনেছি তাতে পেরেশান ও চিন্তিত না হওয়ার কোন উপায় আছে কি? সে রাসূল সা. হতে বর্ণনা করেঃ যাকে মুসলমানদের কোন কাজের দায়িত্বশীল নিযুক্ত করা হয়, তাকে কিয়ামতের দিন জাহান্নামের পুলের উপর দাঁড় করানো হবে। যদি সে দায়িত্ব সঠিকরূপে সম্পাদন করে, তাহলে তাকে মুক্তি দেয়া হবে। আর যদি সে সঠিকরূপে দায়িত্ব পালন না করে থাকে, তাহলে সে পুল ভেঙে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে এবং সত্তর বছর পর্যন্ত জাহান্নামের তলদেশে যেতেই থাকবে। তখন হযরত আবু যর রা. বললেন, আপনি কি রাসূল সা.-এর এই হাদীস শুনেন নি? ওমর রা. বললেন, না, আমি এ হাদীস শুনিনি। হযরত আবু যর রা. বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আমি রাসূল সা.-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তিকে মুসলমানদের দায়িত্বশীল নিযুক্ত করা হয় তাকে কিয়ামতের দিন জাহান্নামের পুলের উপর দাঁড় করানো হবে। যদি সে তার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করে তাহলে সে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে। আর যদি সে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন না করে তাহলে সেই

পুল ভেঙে সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে এবং সত্তর বছর যাবত জাহান্নামের তলদেশে যেতেই থাকবে। আর জাহান্নাম হবে অত্যন্ত ভয়াবহ ও অন্ধকারাচ্ছন্ন। এবার বলুন এই দুই হাদীসের কোন্‌টি শুনে আপনার হৃদয়ে অধিক ভীতির সঞ্চার হয়? তিনি বললেন, উভয়টি। এরূপ আশংকা থাকলে রাষ্ট্রপরিচালনার মতো গুরুদায়িত্ব কে গ্রহণ করবে? হযরত আবু যর রা. বলেন, এই দায়িত্ব সে-ই গ্রহণ করবে আল্লাহ তাআলা যার নাক ও মুখমণ্ডলকে ধূলিধুসরিত করার তথা অপমান করার ইচ্ছা করেন।

তবে আমার জানা মতে আপনার রাষ্ট্র পরিচালনায় শুধুই কল্যাণ রয়েছে। তবে এরূপ যদি হয় যে, আপনি রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব এমন কোন ব্যক্তিকে প্রদান করলেন যে পূর্ণ ইনসাফ ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে না। ফলে আপনিও সে পাপ থেকে রক্ষা পাবেন না।[৯০]

হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূল সা. বলেছেন, প্রত্যেক রাষ্ট্র প্রধান দায়িত্বশীল, চাই দশজনের-ই হোক না কেন। কিয়ামতের দিন তাকে গলায় বেড়ী পরিহিত অবস্থায় উপস্থিত করা হবে। অতঃপর তার ন্যায় বিচার তাকে এর থেকে মুক্ত করবে অথবা তার জুলুম তাকে ধ্বংস করবে। (দারামী) অর্থাৎ ন্যায়পরায়ণ হোক বা জালেম হোক তাকে প্রথমে আল্লাহর দরবারে বেঁধে উপস্থিত করা হবে। অতঃপর তদন্তে ন্যায়পরায়ণ সাব্যস্ত হলে তাকে মুক্তি দেয়া হবে আর জালেম সাব্যস্ত হলে তাকে ধ্বংস করা হবে।[৯১]

## শয়তানের মূর্তি বানিয়ে দেন

জাহেয ছিলেন একজন প্রখ্যাত সাহিত্যিক। তার নাম ছিল আবু উসমান ইবনে বাহর ইবনে মাহবুব। তিনি ছিলেন মু'তাযিলাপন্থী। তার চেহারা ছিল অত্যন্ত কুৎসিত ও ভীতিকর আর তার আকীদাও সঠিক ছিল না। তবে জ্ঞান-বিজ্ঞানে ছিলেন অতুলনীয়, উদাহরণ দেওয়ার মতো। তার রচনা সমগ্র থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি অত্যন্ত ধীশক্তিসম্পন্ন ছিলেন। তার রচিত গ্রন্থাবলির মাঝে 'কিতাবুল হাইওয়ান' ও আল-বায়ান ওয়াত-তাবয়ীন' এ গ্রন্থ দু'টি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। তার ব্যাপারে এ কথা ইতিহাসের কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে:

---

৯০. হায়াতুছ সাহাবা: ২/৮০।

৯১. মাযাহেরে হক: ৪/৪৩১।

لَمْ يَقَعْ بِيَدِهِ كِتَابٌ قَطُّ إِلاَّ اسْتَوْفَى قِرَائَتَهُ حَتَّى إِنَّهُ كَانَ يَكْتَرِى دَكَاكِيْنَ الْكُتُبِيِّيْنَ وَيَبِيْتُ فِيْهَا لِلْمُطَالَعَةِ.

"তার হাতে কোন গ্রন্থ এলে অবশ্যই তিনি সেটি পূর্ণ অধ্যয়ন করতেন। এমনকি অধ্যয়নে তার আগ্রহ এত প্রবল ছিল যে, তিনি পুস্তক বিক্রেতাদের দোকান ভাড়া নিয়ে সেখানে রাত জেগে অধ্যয়ন করতেন।"

তার চেহারা যদিও অত্যন্ত কদাকার ও কুৎসিত ছিল কিন্তু অধিক জ্ঞান তাকে 'সুন্দর' বানিয়ে দিয়েছিল। তিনি ছিলেন অত্যন্ত জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভুবনে তার জ্ঞান ও প্রজ্ঞা আজও তাকে অমর করে রেখেছে। তার কুৎসিত চেহারা সম্পর্কে একটি ঘটনা সুপ্রসিদ্ধ আছে। যা এক মহিলা ঘটিয়েছিল। জাহেয নিজেই বর্ণনা করেন:

مَا اَخْجَلَنِىْ قَطُّ إِلاَّ امْرَأَةٌ مَرَّتْ بِىْ إِلَى صَائِغٍ فَقَالَتْ لَهُ إِعْمَلْ مِثْلَ هٰذَا.

"জনৈক নারী ব্যতীত কেউই আমাকে এভাবে অপমানিত করেনি। সে নারী আমাকে এক স্বর্ণকারের নিকট নিয়ে গিয়ে বলল, এর মতো করে বানিয়ে দাও।" এ কথা বলে সে নারী চলে গেল। কিন্তু আমি অত্যন্ত হতবাক হয়ে গেলাম। তাই আমি স্বর্ণকারকে জিজ্ঞেস করলাম, আমার ব্যাপারে এই নারী তোমাকে কী বলে গেল? স্বর্ণকার বলল:

هٰذِهِ امْرَأَةٌ أَرَادَتْ أَنْ أَعْمَلَ لَهَا صُوْرَةَ شَيْطَانٍ فَقُلْتُ: لاَ أَدْرِىْ كَيْفَ أُصَوِّرُهُ فَأَتَتْ بِكَ إِلَىَّ لِأُصَوِّرَهُ عَلَى صُوْرَتِكَ.

"এই নারী আংটিতে শয়তানের মূর্তি বানাতে বলল। আমি বললাম, শয়তানের ছবি তো আমি কখনও দেখিনি। শয়তানের মূর্তি কিভাবে তৈরি করব? তাই সে আপনাকে আমার নিকট নিয়ে এসেছে যেন আপনার আকৃতি দেখে তাকে (তার আংটিতে) শয়তানের মূর্তি বানিয়ে দিতে পারি।[৯২]

## স্বামী-স্ত্রীর অভিমান গাম্ভীর্যপূর্ণ হওয়া উচিত

প্রত্যেক ঘরেই কিছু না কিছু মান-অভিমান হয়ে থাকে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেও ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়ে থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে স্ত্রী স্বামীর প্রতি অসন্তুষ্ট থাকে। আবার কখনো কখনো স্বামী স্ত্রীর প্রতি অসন্তুষ্ট থাকে।

---

৯২. আল-মুসতাতরিফ: ১/৩৮। সিয়ারে আলামুন নাবালা: ১১/৫২৬।

পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দম্পতির মাঝেও এরূপ মান অভিমানের ঘটনা ঘটেছে। হাদীসে বর্ণিত সেই ঘটনা থেকেও আমাদের জন্য রয়েছে শিক্ষা।

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. বলেন, একবার রাসূল সা. আমাকে বললেন, তুমি আমার উপর কখন সন্তুষ্ট হও তাও বুঝি আর কখন রাগ হও তাও বুঝি। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. জিজ্ঞেস করলেন: من أين تعرف ذلك 'আপনি কীভাবে বোঝেন?' রাসূল সা. বললেন-

أما إذا كنتِ عني راضية فإنّك تقولين لا ورب محمد وإذا كنت غضبى قلت: لا ورب إبراهيم.

"তুমি যখন আমার প্রতি সন্তুষ্ট থাক, তখন বলো, মুহাম্মদের (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম) প্রভুর কসম। আর যখন আমার প্রতি অসন্তুষ্ট থাক তখন বলো, ইবরাহিম আ.-এর প্রভুর কসম।"

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. বলেন-

أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك.

"হ্যাঁ! ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি সঠিক বলেছেন। তবে আমি কসম খাওয়ার সময় শুধু আপনার নামটাই বাদ দেই।"[৯৩]

দেখুন! অসন্তুষ্টি প্রকাশের কত সুন্দর ও সূক্ষ্ম পদ্ধতি। রাসূলুল্লাহ সা.ও স্ত্রীর মানসিকতাকে কত গভীরভাবে উপলব্ধি করতেন। হাদীস শরীফ দ্বারা বুঝা যায়, বড় ও সম্মানিতদের অসন্তুষ্টি প্রকাশের ধারাও অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং গাম্ভীর্যপূর্ণ হয়।

## দাসীর উপস্থিত বুদ্ধিতে মনিবের পরিত্রাণ

মাদায়েনী বলেন, একবার আব্দুল্লাহ ইবনে যিয়াদ একদল অশ্বারোহীর সাথে ভ্রমণে বের হলো। অশ্বারোহী দল এক ব্যক্তিকে দেখতে পেল। তার সঙ্গে অত্যন্ত রূপবতী একটি দাসী ছিল। অশ্বারোহী দল সে ব্যক্তিকে ধমকের সুরে বলল, এই দাসী আমাদেরকে দিয়ে দাও। তার সাথে ধনুক ছিল। সে ধনুক দ্বারা অশ্বারোহীদের একজনকে আঘাত করল। যার ফলে ধনুকের সুতা ছিঁড়ে গেল। এতে অশ্বারোহীরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল এবং তাকে

---

৯৩. বুখারী: হাদীস নং- ৫২২৮, মুসলিম: হাদীস নং- ২৪৩৯।

মারার জন্য সকল অশ্বারোহী তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। এরপর দাসীকে তার থেকে ছিনিয়ে নিল। আর সেই ব্যক্তি প্রাণ নিয়ে পালাল।

যেহেতু অশ্বারোহীদের উদ্দেশ্য ছিল দাসী, এ জন্য ঐ ব্যক্তির প্রতি আর ভ্রুক্ষেপ করল না। একজন অশ্বারোহী দাসীর কানের গহনার প্রতি লক্ষ্য করে দেখল, তাতে অত্যন্ত বিরল ও মূল্যবান মুক্তা রয়েছে। তখন দাসী বলল, এটি তো কোন দামি মুক্তা নয়। তোমরা যদি সে ব্যক্তির টুপি খুলে দেখতে তাহলে এরচেয়ে দামী মুক্তা পেতে। সেগুলোর তুলনায় এর তো কোন মূল্যই নেই।

দাসীর কথা শুনতেই সকল অশ্বারোহী সেই ব্যক্তির পিছু নিল। তারা তার নিকটে পৌঁছে চিৎকার করে বলতে লাগল, তোমার টুপির নিচে যা লুকিয়ে রেখেছ তা আমাদেরকে দিয়ে দাও তোমার প্রাণ রক্ষা পাবে। তার টুপির নিচে ধনুকের একটি সুতা সংরক্ষিত ছিল, যা সে সতর্কতামূলক লুকিয়ে রেখেছিল। যেন প্রয়োজনের মুহূর্তে কাজে আসে। কিন্তু ভয়ের কারণে তার এই সুতার কথা সে ভুলে গেছে। অশ্বারোহী টুপির ভিতরের বস্তুর কথা বলতেই সুতার কথা তার মনে পড়ে গেল। তাই সে টুপির ভিতর থেকে ধনুকের সুতা বের করে ত্বরিত গতিতে তা ধনুকে জুড়ে অশ্বারোহীদের দিকে তাক করল। তারা তার দুঃসাহসিকতা দেখে দাসীকে ছেড়ে দিল এবং পশ্চাতে ছুটে পালাল। (আরবী পত্রিকা)

## জুমার দিনের আমল

হাদীসের চারটি কিতাবে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি জুমার দিন ভালোভাবে গোসল করে কোন বাহন ছাড়া পায়ে হেঁটে দ্রুত মসজিদে যায় এবং ইমামের নিকটবর্তী স্থানে বসে মনযোগ দিয়ে খুতবা শোনে ও কোন অনর্থক কাজ না করে। সে প্রতি পদক্ষেপে সারা বছরের রোযা ও তাহাজ্জুদের সাওয়াব লাভ করবে।[৯৪]

## শিশুদের সাথে কখনো মিথ্যা ওয়াদা করবে না

মুসনাদে আহমদ ও আবু দাউদে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমের রবী'আহ হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আমাদের

---

[৯৪]তাফসীরে ইবনে কাসীর: ৫/৩৫৭।

নিকট আসলেন। তখন আমি ছোট ছিলাম। আমি খেলা-ধুলা করতে যাচ্ছিলাম। তখন আমার মা আমাকে ডেকে বললেন, এ দিকে এসো, তোমাকে কিছু দেব। রাসূল সা. তখন আমার মাকে বললেন, সত্যিই কি তুমি তাঁকে কিছু দিতে চেয়েছ? আমার মা বললেন, জ্বি, আমি তাঁকে কিছু খেজুর দিতে চেয়েছি। রাসূল সা. বললেন, যদি তাই হয়, তাহলে তো ভালো। আর যদি তুমি তাঁকে কিছু না দেয়ার নিয়তে শুধুই বলতে, তাহলে তোমার আমলনামায় একটি মিথ্যা লেখা হতো।

ইমাম মালেক র. বলেন, কোন ওয়াদার সাথে যদি কারো হক জড়িত থাকে তাহলে সে ওয়াদা পূরণ করা ওয়াজিব। যেমন ধরুন, কোন ব্যক্তি কাউকে বলল, "তুমি বিয়ে করো, বিয়ে করলে আমি তোমাকে প্রতিদিন এ পরিমাণ অর্থ দিব"। এ অবস্থায় যদি সে ব্যক্তি বিয়ে করে তাহলে যতদিন বিয়ে বহাল থাকবে ততদিন তাকে সে পরিমাণ অর্থ দিতে হবে। কেননা এখানে অন্যের হক জড়িত হয়ে গেছে। তাই এ ওয়াদার ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে।

## এক সপ্তাহের গোনাহ মাফের পদ্ধতি

মুসনাদে আহমদ গ্রন্থে আছে, যে ব্যক্তি জুমার দিন গোসল করে, সুগন্ধি ব্যবহার করে, উত্তম কাপড় পরিধান করে মসজিদে এসে কিছু নফল নামায পড়ে, কাউকে কষ্ট না দেয় (অর্থাৎ মুসল্লিদের ঘাড় ডিঙিয়ে না যায় অথবা কাউকে তার জায়গা থেকে উঠিয়ে না বসে) এবং নিরব হয়ে খুতবা শোনে তাহলে এক জুমা থেকে পরবর্তী জুমা পর্যন্ত এক সপ্তাহের (সগীরা) গোনাহের কাফফারা হয়ে যাবে।[৯৫]

## অন্তরাত্মাকে মন্দ অভ্যাস থেকে রক্ষা করো

মুসনাদে আহমদে হযরত আনাস রাযি. হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বসা ছিলাম। তিনি বললেন, এখন একজন জান্নাতী লোকের আগমন ঘটবে। দেখলাম, কিছুক্ষণ পর এক আনসারী সাহাবী নতুন ওজু করে বাম হাতে

---

৯৫. তাফসীরে ইবনে কাছীর: ৫/৩৪৪।

জুতা নিয়ে আগমন করছে এমতাবস্থায় যে, তার দাঁড়ি থেকে পানির ফোঁটা ঝরছে। দ্বিতীয় দিনও আমরা বসা ছিলাম আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুরূপ মন্তব্য করলেন। তখনও সেই আনসারী সাহাবী আসল। তৃতীয় দিনও অনুরূপ-ই ঘটল।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাযি. উক্ত আনসারী সাহাবীর প্রতি গভীরভাবে লক্ষ রাখছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিস সমাপ্ত হলে উক্ত আনসারী সাহাবী যখন বাড়ীর দিকে রওয়ানা করলেন। তখন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাযি. তার পিছু নিলেন এবং বললেন, আমার ও আমার পিতার মাঝে কিছু তর্ক-বিতর্ক হয়ে গেছে। তাতে আমি কসম খেয়েছি, তিন দিন ঘরে ফিরব না। আপনি যদি দয়া করে অনুমতি দিতেন তাহলে এ তিন দিন আমি আপনার ঘরে অবস্থান করতাম। তিনি বললেন, ভালো কথা; কোন অসুবিধা নেই।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রা. তিন দিন তাঁর ঘরে অবস্থান করলেন। তিনি দেখলেন, সেই আনসারি সাহাবী দীর্ঘ কোন তাহাজ্জুদ নামাযও আদায় করছেন না। শুধু এতটুকু ছিল, তিনি ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে বিছানাতে শুয়েই আল্লাহর জিকির ও বড়ত্ব বর্ণনা করতেন। অতঃপর ফজরের নামাযের জন্য উঠতেন। তবে আমি তাঁর মুখে উত্তম কথা ছাড়া আর কিছুই শুনিনি। তিন রাত অতিবাহিত হওয়ার পর আমার নিকট তার আমল অত্যন্ত সাধারণ মনে হলো। তাই আমি তাঁকে বললাম জনাব! আমার পিতার সাথে আমার দ্বন্দ্ব বা বিতর্ক কিছুই ঘটেনি, বরং মূল বিষয় হলো, তিনদিন হুযূর সা. আপনাকে আসতে দেখে বললেন, এক জান্নাতি ব্যক্তি আসছে। তাই আমি দেখতে চাচ্ছিলাম যে, আপনি এমন কী আমল করেন যার ফলে স্বয়ং হুযূর সা.-এর জীবদ্দশায় আপনাকে জান্নাতি হওয়ার সুসংবাদ দিচ্ছেন যাতে আমিও আপনার ন্যায় সেরূপ আমল করতে পারি। তাই জানার জন্য আমি এই কৌশল অবলম্বন করেছি। কিন্তু আপনাকে আমি না কোন নতুন বা গুরুত্বপূর্ণ আমল করতে দেখেছি। আর না ইবাদতেও অন্যদের তুলনায় অগ্রগামী দেখেছি। তাই আপনার কাছে আমি জানতে চাচ্ছি, আপনি এমন কী আমল করেন যার ফলে রাসূল সা. আপনাকে জান্নাতি বলে ঘোষণা

দিয়েছেন। তিনি বললেন, আপনি তো আমার আমল দেখেছেন; এ ছাড়া আমার অন্য কোন বিশেষ গোপন আমল নেই।

সুতরাং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রা. তাঁর থেকে বিদায় নিয়ে ফিরে আসছিলেন। এমতাবস্থায় কিছুদূর যাওয়ার পর তাঁকে ডেকে বললেন, হ্যাঁ! আমার একটি আমল শুনে যান। তা হলো, আমি কখনো কোন মুসলমানকে ধোঁকা দেওয়া ও হিংসা-বিদ্বেষের চিন্তাও করিনা এবং কোন মুসলমানের অকল্যাণ কামনা করিনা। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রা. বললেন, হ্যাঁ এবার বুঝতে পেরেছি এ আমলই আপনাকে এ পর্যায়ে উন্নীত করেছে। পক্ষান্তরে এটি এমন একটি বিষয় যা বাস্তবায়ন করা অনেকের সাধ্যের বাইরে।[৯৬]

## একটি আয়াত শুনে ওমর রা. এক মাস অসুস্থ

ইবনে আবিদ দুনিয়া রচিত গ্রন্থে রয়েছে, একবার হযরত ওমর রা. রাতে শহরের অবস্থা জানার জন্য বের হলেন। তখন এক ঘর থেকে কুরআন তেলাওয়াতের আওয়াজ তাঁর কানে ভেসে এলো। সে সূরা ত্ব-হা পড়ছিল। তিনি তাঁর বাহনকে সেখানে থামিয়ে কুরআন তেলাওয়াতের আওয়াজ শুনছিলেন। যখন সে ব্যক্তি-إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ 'আপনার পালনকর্তার শাস্তি অবশ্যম্ভাবী সেই আজাবকে কেউ বাধাগ্রস্ত করতে পারবে না'। (সূরা তূর:৭) পর্যন্ত পৌঁছল, তখন তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, "আল্লাহর কসম! অবশ্যই এটা সত্যি।"

এরপর তিনি তাঁর গাঁধা থেকে নেমে গেলেন এবং একটি প্রাচীরে হেলান দিয়ে বসে পড়লেন। তিনি চলা-ফেরা করার শক্তি পাচ্ছিলেন না। দীর্ঘসময় বসে থাকার পর যখন তাঁর হুঁশ হলো তখন তিনি ঘরে ফিরলেন। কিন্তু আল্লাহ তাআলার এমন ভীতিকর আয়াত শুনে অন্তরের অবস্থা এত দুর্বল হয়ে পড়ল যে, তিনি এক মাস যাবৎ অসুস্থ ছিলেন। লোকেরা তাঁকে দেখতে আসত। কিন্তু কেউ বুঝতে পারেনি তাঁর অসুস্থতা কী।

---

[৯৬]. তাফসীরে ইবনে কাসীর: ৫/৩১৭।

অন্য রেওয়ায়েতে আছে যে, একবার নিজের তেলাওয়াতে উক্ত আয়াতটি আসলে এমনভাবে তাঁর হেচকি আসে এবং অন্তরে প্রভাব পড়ে যে, তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। অতঃপর বিশদিন পর্যন্ত সেবা-শুশ্রুষার পর সুস্থ হন।

## কিয়ামতের দিন আকাশ কাঁপতে থাকবে

কিয়ামতের দিন আকাশ থর থর করে কাঁপতে থাকবে, ফেটে পড়বে এবং চক্কর লাগাতে থাকবে। পর্বত আপন স্থান থেকে হেলে পড়বে এবং স্থানান্তরিত হয়ে যাবে এদিক-ওদিক হয়ে যাবে কাঁপতে কাঁপতে টুকরো টুকরো হয়ে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে। অবশেষে ধূনিত তুলার ন্যায় উড়তে থাকবে ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এ দিনকে যারা অস্বীকার করত তারা আফসোস ও হায়-হুতাশ করতে থাকবে এবং ধ্বংস হয়ে যাবে। আল্লাহর শাস্তি, ফেরেশতাগণের প্রহার ও জাহান্নামের আগুন তাদের জন্যই হবে যারা পার্থিব জগত নিয়েই ব্যস্ত ছিল এবং দীনকে খেল-তামাশা ভেবেছিল। সেদিন তাদেরকে ধাক্কা দিয়ে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে এবং জাহান্নামের প্রহরীরা তাদেরকে বলবে, এই সেই জাহান্নাম যা তোমরা অস্বীকার করতে।

অতঃপর আরো ধমকাতে ধমকাতে বলবে, এখন বলো এটা কি যাদু না তুমি অন্ধ? যাও এর মধ্যে ডুবে যাও তোমাকে চার দিক থেকে ঘিরে নেবে। এখন ওই আজাব তোমার আশ্রয় হোক বা না হোক, হায় হায় করো বা চুপ থাকো ওখানেই পড়ে জ্বলতে হবে কোন কৌশলই আজ কাজে আসবে না, কোন ভাবেই পালাতে পারবে না। এটা আল্লাহ তাআলার জুলুম নয়, বরং তোমার কাজের পরিণতি।[৯৭]

## ইসলামপূর্ব ভাল কাজ ইসলাম গ্রহণের পর গৃহিত হবে ?

মুহতারাম,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

সালাম বা'দ আরজ হলো, আমি একজন নওমুসলিম নারী। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আমি অনেক ভালোকাজ করেছি। আমি পথিক ও মুসাফিরদের জন্য পানির ঝর্নার ব্যবস্থা করেছি। দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদেরকে অনেক

---

[৯৭]. তাফসীরে ইবনে কাসীর: ৫/১৮৯।

সাহায্য করেছি। আত্মীয়-স্বজনদের সাথে উত্তম আচরণ করেছি। বন্দীদেরকে মুক্ত করার জন্য অনেক চেষ্টা ও তদবির করেছি। ইসলাম গ্রহণের পর আমার ইসলামপূর্ব সে সব সৎকর্মের সাওয়াব কি আমি লাভ করব? দয়া করে উত্তর দিয়ে পরকালীন আনন্দ লাভের সুযোগ করে দেবেন।

ওয়াসসালাম

আপনার দীনি বোন মারয়াম।

**জবাব:** হাদীসের বর্ণনা শুনুন, হযরত হাকীম ইবনে হিজাম রা. হতে বর্ণিত রয়েছে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! জাহেলি যুগে আমার কৃত নেক আমলসমূহ যেমন: সদকা, গোলাম আযাদকরণ, আত্মীয়দের সাথে সদাচরণ ইত্যাদির সাওয়াব কি আমি লাভ করব? রাসূল সা. বললেন, তুমি যত নেক আমল করেছ সেগুলোর কারণে তুমি মুসলমান হয়েছ। তুমি সেগুলোর সাওয়াবও লাভ করবে। (বুখারী, মুসলিম)

এই হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয়, ইসলাম গ্রহণের পর কুফরি অবস্থার নেক আমল গৃহীত হয়।[৯৮]

## জাহান্নামের ভয়ঙ্কর কিনারা

যেমনিভাবে সমুদ্রের তীর থাকে, ঠিক তেমনিভাবে জাহান্নামেরও তীর রয়েছে। জাহান্নামের তীরে বিভিন্ন প্রকার কীট পতঙ্গ, খেজুর গাছের ন্যায় লম্বাকৃতির সাপ, খচ্চরের ন্যায় বিচ্ছু রয়েছে। যখন জাহান্নামীরা আল্লাহ তাআলার নিকট জাহান্নামের শাস্তি লঘু করার নিবেদন করবে, তখন তাদেরকে বলা হবে জাহান্নাম থেকে বের হয়ে তীরে চলে যাও। জাহান্নাম থেকে তারা তীরে আসা মাত্রই কীট-পতঙ্গ তাদের ঠোঁট, চেহারা ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঘিরে থাকবে এবং তাদেরকে দংশন করতে থাকবে। তখন তারা ফরিয়াদ করে বলবে, আমাদেরকে এর থেকে মুক্ত করে জাহান্নামে যেতে দেন। জাহান্নামীদেরকে খুজলির রোগ দেয়া হবে। যার ফলে তারা এত অধিক পরিমাণ চুলকাবে যে, তাদের হাড় জীর্ণ হয়ে যাবে। তখন ফেরেশতারা বলবে, হে অমুক! খুজলির কারণে তোমার কি কষ্ট হচ্ছে? সে বলবে, হ্যাঁ। ফেরেশতারা বলবে, তুমি যে মুসলমানদেরকে কষ্ট দিতে এ তো তারই শাস্তি।[৯৯]

---

৯৮. তরজুমানুস সুন্নাহ: ২/৩১৯।

৯৯. হায়াতুছ সাহাবা: ১/৫৫১।

## আল্লাহ্ বলেন, বান্দা! আমাকে তালাশ করো পেয়ে যাবে

কোন আসমানি কিতাবে রয়েছে, আল্লাহ্ তাআলা বলেন, হে বনী আদম! আমি তোমাকে আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি। সুতরাং তুমি আমার ইবাদতের ব্যাপারে উদাসীন হয়ো না। তোমার রিজিকের দায়িত্ব আমি নিয়েছি। তুমি এ জন্য অনর্থক কষ্ট করো না। আমাকে তালাশ করতে থাকো, যেন আমাকে পেয়ে যাও। আমাকে পেলে তো তুমি নিশ্চিতভাবে সবকিছুই পেয়ে গেলে। আর আমাকে যদি না পাও, তাহলে মনে রাখবে তোমার যাবতীয় ভালো কাজও হারিয়ে ফেলবে। সুতরাং শোন, তোমার অন্তরে সকল বস্তু অপেক্ষা আমার প্রতি ভালোবাসা অধিক হওয়া উচিত।[১০০]

## মসজিদকে দুলহান বানাবে না

হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, যখন তোমরা মসজিদসমূহকে নববধূর মতো সজ্জিত করবে এবং কুরআনকে সাজিয়ে রাখবে তখন তোমাদের ধ্বংস অনিবার্য।

## নহরে কাউসার

মুসনাদে উল্লিখিত এক বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম উক্ত আয়াত তেলাওয়াত করে বলেন, আমাকে কাউসার দান করা হয়েছে। কাউসার হলো, প্রবহমান একটি নহর। তবে তা গভীর নয়। এর দু'পাশে মুক্তার তাঁবু রয়েছে। এর মাটি হবে খাঁটি মেশকের এবং এর কংকর হবে মুক্তার। এক বর্ণনায় রয়েছে, মে'রাজের রাতে রাসূল সা. কাউসার দেখে হযরত জিবরাঈল আ.-কে জিজ্ঞেস করলেন, এটি কোন্ নহর? হযরত জিবরাঈল আ. বললেন, এটি হলো কাউসার; যা আল্লাহ্ তাআলা আপনাকে দান করেছেন। এরূপ অনেক বর্ণনা রয়েছে। এক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, কাউসারের পানি দুধের চেয়ে অধিক উপকারি এবং মুধুর চেয়ে অধিক মিষ্টি। যার তীরে লম্বা ঘাড় বিশিষ্ট পাখি বসে থাকবে। এ কথা শুনে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. বললেন, এ পাখি তো অত্যন্ত সুন্দর ও সুদর্শন হবে। রাসূলুল্লাহ্ সা. বললেন, তা খেতেও খুব সুস্বাদু হবে। (ইবনে জারির)

অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, হযরত আনাস রা. রাসূল সা.-কে জিজ্ঞেস করলেন, কাউসার কী? তখন রাসূল সা. এই হাদীস বর্ণনা

---

১০০. তাফসীরে ইবনে কাসীর: ৫/১৮৬।

করলে হযরত ওমর রা. পাখি সম্পর্কে উক্ত উক্তি করেন। (মুসনাদে আহমদ)

হযরত আয়েশা রা. বলেন, কাউসার হবে জান্নাতের মধ্যবর্তী স্থানে। অন্য এক বিচ্ছিন্ন সনদে আয়েশা রা. বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি হাউজে কাউসারের পানি পড়ার শব্দ শুনতে চায় সে যেন নিজের দুই কানে আঙ্গুল দেয়।[১০১]

## জান্নাতে বড় বড় বাজার থাকবে

হযরত আবু হুরায়রা রা.-এর সাথে হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব র.-এর সাক্ষাত হলে হযরত আবু হুরায়রা রা. বললেন, আল্লাহ্ তাআলা যেন আমাদের উভয়কে জান্নাতের বাজারে একত্রিত করেন। এতে হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব র. তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, জান্নাতে কি বাজারও থাকবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ! রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলেছেন, জান্নাতিগণ যখন জান্নাতে যাবে এবং প্রত্যেকে আপন আপন মর্যাদা অনুযায়ী অবস্থান গ্রহণ করবে। তখন দুনিয়ার হিসাবে জুমার দিন তাদেরকে একস্থানে একত্রিত হওয়ার অনুমতি প্রদান করা হবে। সকলে একস্থানে একত্রিত হলে আল্লাহ্ তাআলা তাদের উপর স্বীয় তাজাল্লী বর্ষণ করবেন। তখন তাঁর আরশ প্রকাশ পাবে। জান্নাতিগণ সকলে জান্নাতের উদ্যানে মুক্তা, ইয়াকুত, পোখরাজ ইত্যাদি অতিমূল্যবান পাথর নির্মিত আসনে সমাসীন থাকবে এবং নিম্নস্তরের জান্নাতিরা মেশ্‌ক ও কর্পুরের টিলাতে বসবে। তারা তাদের নিজের অবস্থানে এত বেশি খুশি হবেন যে, তারা চেয়ারে অবস্থানকারীদেরকে তাদের তুলনায় উত্তম মনে করবে না। হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, আমি রাসূল সা.-কে জিজ্ঞেস করলাম, আমরা কি আমাদের রবকে দেখতে পারব? রাসূল সা. বললেন, হ্যাঁ! দেখতে পাবে। অর্ধ দিবসের সূর্য এবং পূর্ণিমার রাতের চাঁদ তোমরা যেভাবে দেখতে পাও ঠিক তেমনিভাবে আল্লাহ্ তাআলাকে দেখতে পাবে। সে মজলিসে আল্লাহ্ তাআলা সকলের সাথে পৃথক পৃথক ভাবে কথা বলবেন। এমনকি কাউকে তিনি বলবেন, তোমার কি মনে আছে, অমুক দিন তুমি অমুক কাজ আমার নির্দেশের বিপরীত করেছ? তখন সে ব্যক্তি

---

[১০১]. ইবনে কাসীর: ৫/৬০৪।

বলবেন, হে মহান মালিক! আপনি তো তা ক্ষমা করে দিয়েছেন, তাহলে সেটি পুনরায় কেন উল্লেখ করছেন? আল্লাহ তাআলা বলবেন, আমার ক্ষমার প্রশস্ততার কারণেই তুমি আজ এ স্তরে উপনীত হতে সক্ষম হয়েছ। এমতাবস্থায় তাকে একটি মেঘ আচ্ছন্ন করে ফেলবে। তখন তা থেকে এমন সুরভী বিচ্ছুরিত হবে যা কেউ কখনো উপলব্ধি করেনি।

অতঃপর আল্লাহ তাআলা বলবেন, ওঠো! আমি তোমাদের জন্য যে নেয়ামত বরাদ্দ করেছি তা গ্রহণ করো। তখন তারা সকলে ফেরেশতাগণের বেষ্টনীবদ্ধ একটি বাজারে পৌঁছবে। তারা সেখানে এমন সব বস্তু দেখবে যা কখনো কোন চর্মচক্ষু প্রত্যক্ষ করেনি। যা কোন কান কখনো শোনেনি ও কোন হৃদয়ের কল্পনাও উঁকি দেয়নি। যার যা ইচ্ছা সে তা-ই নেবে। সেখানে কোন ক্রয়-বিক্রয় হবে না, বরং এ সবই হবে পুরস্কারস্বরূপ। সেখানে জান্নাতবাসী পরস্পরে সাক্ষাৎ করবে। নিম্নস্তরের জান্নাতিগণ উচ্চ স্তরের জান্নাতিদের সাথে সাক্ষাৎ করবে। আর উচ্চ স্তরের জান্নাতিদের পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে সে মনে মনে ঐ পোশাকের কথা চিন্তা করবে। তখন নিজের দিকে তাকিয়ে দেখবে যে, তার পরিহিত পোশাক-পরিচ্ছদ ঐ পোশাকের চেয়েও উন্নত। কেননা সেখানে তো কারো কোন প্রকার দুঃখ-কষ্ট থাকবে না। অতঃপর তারা সকলে নিজ নিজ প্রাসাদে চলে যাবে। তখন তাদের স্ত্রীরা তাদেরকে অভ্যর্থনা জানাবে। আর বলতে থাকবে এখান থেকে যখন গিয়েছিলেন তখন এই তরতাজা সৌন্দর্যও আপনার মধ্যে ছিল না, কিন্তু এখন ফিরে আসার পর আপনার রূপ-সুষমা ও ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। সে ব্যক্তি বলবে, হ্যাঁ, তা-ই ঘটেছে। কারণ আজ তো আমি আল্লাহ তাআলার মজলিসে ছিলাম। সুতরাং নিশ্চয় আমার রূপ লাবণ্য অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।[১০২]

## আরশ বহনকারী ফেরেশতাদের তাসবিহ

হযরত শাহর ইবনে হাওশাব র. বলেন, আরশ বহনকারী ফেরেশতা হলেন আটজন। তাঁদের মধ্যে চারজনের তাসবিহ হলো এই:

سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على حلمك بعد علمك "হে আল্লাহ! আপনার সত্তার জন্যই যাবতীয় পবিত্রতা ও প্রশংসা ঘোষণা

---

[১০২]. তাফসীরে ইবনে কাসীর: ৪/৪৯৫।

করছি। তোমার জানা সত্যেও ধৈর্য ধারণের কারণে যাবতীয় আমল তোমার তরে।"

অপর চারজন আরশ বহনকারী ফেরেশতার তাসবিহ হলো এই:

سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على عفوك بعد قدرتك "হে আল্লাহ! আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি ও প্রশংসা করছি। ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ছেড়ে দাও এবং ক্ষমা করতে থাকো, যে কারণে তোমার পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করি।"[১০৩]

## বুযূর্গের প্রতি জিনের বিস্ময়কর উপদেশ

ইবনে আবি হাতেম রচিত গ্রন্থে রয়েছে, জনৈক বুযূর্গ বলেন, আমি রোম দেশে জনৈক কাফেরের হাতে গ্রেফতার হয়েছিলাম। একদিন আমি এক পর্বতচূড়া হতে অদৃশ্য আওয়াজ শুনতে পেলাম। তাতে ধ্বনিত হচ্ছে, হে আল্লাহ! যে আপনার পরিচয় লাভের পরও অন্য কারো নিকট কোন আশা পোষণ করে তার ব্যাপারে আশ্চর্য লাগে। হে আল্লাহ! সে ব্যক্তির প্রতি বিস্মিত হই, যে আপনার পরিচয় লাভের পরও অন্য কারো নিকট নিজের প্রয়োজন পেশ করে। কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর আরো উচ্চ আওয়াজে ধ্বনিত হলো এবং বলল, অত্যন্ত বিস্মিত হই সে ব্যক্তির প্রতি যে আপনার পরিচয় লাভের পরও অন্য কারো সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে কোন কাজ করে যা দ্বারা তুমি অসন্তুষ্ট হয়ে যাও।

এ কথাগুলো শুনে আমি অত্যন্ত উচ্চ আওয়াযে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কি কোন মানুষ, নাকি জিন?' তখন জবাব এলো, যদি মানুষ হও তাহলে যে কাজে তোমার কোন উপকার আসবে না তা হতে তোমার মনোযোগ ফিরিয়ে নাও এবং যে কাজে তোমার উপকার রয়েছে তার প্রতি ধ্যানমগ্ন হও।[১০৪]

## রাসূলুল্লাহ্ সা.-এর প্রতি এক বৃদ্ধের প্রশ্ন

এক হাদিসে রয়েছে, জনৈক বৃদ্ধ ব্যক্তি লাঠিতে ভর দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে জিজ্ঞেস করল, আমার তো ছোট-খাটো অনেক গোনাহ রয়েছে। আল্লাহ তাআলা কি আমাকেও ক্ষমা

---

১০৩. তাফসীরে ইবনে কাসীর: ৪/৪৫৩।

১০৪. তাফসীরে ইবনে কাসীর: ৪/৪৭৪।

করে দেবেন? রাসূল সা. বললেন, তুমি কি আল্লাহ তাআলার একত্ববাদের সাক্ষ্য দাও? সে বলল, জ্বি, আমি একত্ববাদের সাক্ষ্য দেই এবং আপনার রিসালাতেরও সাক্ষ্য দেই।

রাসূল সা. বললেন, তাহলে তোমার ছোট গোনাহগুলোও মাফ করা হবে।[১০৫]

## নারীর চেহারা পর্দার আওতাভূক্ত কি না

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا (٣٢) وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ.

"হে নবী পত্নীগণ! তোমরা সাধারণ নারীদের মতো নও; যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, তাহলে পরপুরুষের সাথে কোমল ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথা বলো না, কেননা এভাবে বলার দ্বারা ঐ সব ব্যক্তির অন্তরে কু-বাসনা সৃষ্টি হয়, যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে। তোমরা সঙ্গত কথাবার্তা বলবে। (অন্যান্য পবিত্র মহিলারা যেভাবে বলে।)

তোমরা ঘরের ভিতরে অবস্থান করবে, আদিম যুগের মূর্খতার ন্যায় নিজেদেরকে প্রদর্শন করবে না। নিয়মিত নামায কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে।"[১০৬]

উক্ত আয়াতে প্রথমত নির্দেশ হলো, কোন নারীর পরপুরুষের সাথে কথাবার্তার প্রয়োজন দেখা দিলে আকর্ষণীয় ও লাস্যময় ভঙ্গিতে কথা বলবে না। কেননা যেমনিভাবে চাল-চলন ও অঙ্গভঙ্গি দ্বারা আকর্ষণ সৃষ্টি হয় তেমনিভাবে ভাষার কোমলতা, মাধুর্যতাও আকর্ষণ সৃষ্টি করে। নারীর আওয়াজে প্রাকৃতিক ও স্বভাবজাত কোমলতার ফলে তার প্রতি আকর্ষণও প্রাকৃতিকভাবেই সৃষ্টি হয়। তাই পূত পবিত্র ও সচ্চরিত্র নারীর এটাই

---

১০৫. তাফসীরে ইবনে কাসীর: ৪/৪৩৪।

১০৬. সূরা আহযাব: ৩২-৩৩।

সাধারণত হওয়া চাই যে, পরপুরুষের সাথে কোন কারণে কথা বলতে হলে কৃত্রিম কর্কশতা ও এমন ভঙ্গি অবলম্বন করবে যেন অন্তরের ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির কোন প্রকার আকর্ষণ তার প্রতি তৈরি না হয়।

আয়াতে দ্বিতীয় হুকুম হলো, তোমরা ঘরে অবস্থান করবে। সুতরাং প্রতীয়মান হয়, নারীর দিনরাত অতিবাহিত করার সবচেয়ে নিরাপদ ও আসল জায়গা হলো নিজের ঘর। তবে শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে যে সকল প্রয়োজনে নারীর জন্য ঘর থেকে বের হওয়া জায়েয সে সকল ক্ষেত্রে পর্দার প্রতি সম্পূর্ণ গুরুত্ব প্রদান করেই প্রয়োজন অনুযায়ী বের হবে। এই আয়াত থেকে পরিষ্কারভাবে জানা গেল যে, বিনা প্রয়োজনে পর্দার সাথে বের হওয়াও ভালো নয়, যতটুকু সম্ভব পরপুরুষের দৃষ্টি থেকে পোশাকও লুকানো উচিত।

আয়াতে তৃতীয় হুকুম হলো, প্রাচীন যুগের ন্যায় ঘুরে বেড়াবে না। প্রাচীন যুগ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, রাসূল সা.-এর আগমনের পূর্বের মূর্খতার যুগ। সে সময়ের নারীরা নির্লজ্জভাবে হাটে-ঘাটে, মাঠে-ময়দানে, বাজারে-মেলায়, অলি-গলিতে ঘুরে বেড়াত। অত্যন্ত সাজ-সজ্জা করে বেড়াত। ওড়না থাকত মাথায়। তার দ্বারা না বক্ষ আবৃত করত, না কান ও চেহারা আবৃত করত। যেখানে যেতে ইচ্ছা করত সেখানেই চলে যেত। পুরুষের ভিড়ে অনায়াসে ঢুকে পড়ত। মাহরাম-গায়রে মাহরামের কোন বাছ-বিচার করত না। এ ছিল জাহেলী যুগের নারীদের চাল-চলন ও রীতি-নীতি। কিন্তু বর্তমানে তো মুসলিম দাবিদার নারীদের অবস্থাও অনুরূপ।

উক্ত আয়াতে যদিও নবীপত্নীগণকে সম্বোধন করা হয়েছে। কিন্তু এ বিধান সর্বশ্রেণির নারীর জন্য ব্যাপক। হাদীস ও ইজমায়ে উম্মত দ্বারা প্রমাণিত যে, এই বিধান উম্মতের সকল মা-বোন ও মেয়েদের জন্য সমানভাবে ও সর্ব শ্রেণির জন্য ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য।

স্থূলবুদ্ধির একজন ব্যক্তিও (যার মাঝে আল্লাহভীতি আছে) উক্ত আয়াতের সারাংশ স্থির করতে বাধ্য যে, নবীপত্নীগণ যাঁরা, উম্মতের সকলের মায়ের মতো যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেন: وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ (তাঁর পত্নীগণ তাদের মাতা) তাদেরকে যখন জাহেলী যুগের নারীদের ন্যায় বাইরে ঘুরে বেড়াতে নিষেধ করা হয়েছে ও নিজেদের ঘরে অবস্থানের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। তাহলে সাধারণ নারীদের প্রতি তো এ নির্দেশ আরো কঠোরভাবে

পালনীয়। সুতরাং তাদের জন্য বেপর্দা হয়ে ঘরের বাইরে বের হওয়া কীভাবে জায়েয হতে পারে? মর্যাদা ও সম্মানের কারণে যে নারীদের প্রতি অন্য পুরুষদের কুদৃষ্টির সম্ভাবনা নেই, তাদেরকেই যদি ঘরে অবস্থানের নির্দেশ প্রদান করা হয়, তাহলে যে সকল নারীর প্রতি স্বেচ্ছায় কুদৃষ্টি দেয়া হয় এবং যারা নিজেরাই পুরুষদেরকে নিজেদের প্রতি আকর্ষণকারী, তাদের জন্য ঘর থেকে বের হওয়ার অনুমতি কীভাবে হতে পারে?

সহিহ বুখারীর দ্বিতীয় খণ্ডের ৬৯২নং পৃষ্ঠাতে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা.-এর প্রতি অপবাদের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তাতে রয়েছে, গাযওয়ায়ে বনী মুসতালিকে যখন হযরত সাফওয়ান ইবনে মু'আত্তাল রা. হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা.-কে বাহিনীর পেছনে থেকে যেতে দেখলেন তখন তাঁর "ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন" এর আওয়াজ হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. শুনতে পেলেন। তখনি হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা.-এর ঘুম ভেঙে গেল এবং তিনি তখনি চাদর দিয়ে নিজের চেহারা ঢেকে নিলেন। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. বলেন, পর্দার বিধান অবতীর্ণ হওয়ার আগে হযরত সাফওয়ান আমাকে দেখেছিল। ফলে তিনি আমাকে দেখে চিনতে পেরেছেন। এতে প্রতীয়মান হয়, নারীর চেহারাও পর্দার আওতাভূক্ত। অন্যথায় হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা.-এর চেহারা আবৃত করার প্রয়োজন ছিল না।

সহিহ বুখারী প্রথম খণ্ডের ৭৮৮ পৃষ্ঠায় রয়েছে, একবার নবী কারীম সা. তাঁর স্ত্রী হযরত উম্মে সালমাহ রা.-এর নিকট ছিলেন। সেখানে জনৈক নপুংশক ব্যক্তিও ছিল। সে হযরত উম্মে সালমাহ রা.-এর ভাইকে বলল, আল্লাহ তাআলা যদি তায়েফে বিজয় দান করেন তাহলে আমি গায়লানের কন্যাদের কথা তোমাদেরকে বলব তারা এরূপ এরূপ। তখন রাসূল সা. তাকে বললেন, এই ব্যক্তি কখনও তোমার ঘরে যেন প্রবেশ না করে।

হযরত আনাস রা. বর্ণনা করেন, হযরত ওমর রা. এটাও বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার দরবারে ভালো-মন্দ সকল প্রকার লোকেরই যাতায়াত। (আর সেখানে তো উম্মুল মু'মিনীনগণও থাকেন) তাই আপনি যদি উম্মুল মুমিনীনকে পর্দার নির্দেশ দিতেন, তাহলে ভালো হতো। এই প্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা পর্দার বিধান নাজিল করেন।

এতে সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, পর্দার বিধান সম্বলিত আয়াতে গায়রে মাহরামের সামনে নারীদের চেহারা আবৃত করার বিধানই অবতীর্ণ হয়েছে।

কেননা পর্দার বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে তারা গায়রে মাহরামের সামনে কাপড় পরিধান করে বসে থাকত শুধু চেহারা খোলা থাকত। সুতরাং পর্দার হুকুম দ্বারা উদ্দেশ্য হলো চেহারা আবৃত করা।

অপর এক বর্ণনায় হযরত আনাস রা. হতে বর্ণিত আরো একটি রেওয়ায়াত শুনুন, তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ সা. হযরত যয়নাব বিনতে জাহাশ রা.-এর সাথে রাত যাপন করলেন। পরে সকাল বেলা বিবাহের ওলিমাতে অনেক বড় ভোজসভার আয়োজন করলেন। লোক আসছে আর খেয়ে চলে যাচ্ছে। খাবার শেষে সবাই চলে গেল, কিন্তু তিন ব্যক্তি খাবার শেষে সেখানে বসে বসে গল্প করছিল। রাসূল সা. যেহেতু অনেক লাজুক প্রকৃতির ছিলেন। তাই তিনি তাদেরকে সে স্থান ত্যাগ করতে বলতে পারছিলেন না, বরং তিনি নিজেই হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা.-এর কক্ষে চলে গেলেন। হযরত আনাস রা. বলেন, সে তিনজন লোক চলে গেলে আমি রাসূলুল্লাহ সা.-কে সে ব্যাপারে অবহিত করলাম। তখন তিনি ফিরে এলেন। আর আমিও অভ্যাস অনুযায়ী তাঁর সাথে তাঁর ঘরে প্রবেশ করলাম। কিন্তু তিনি আমার এবং তাঁর মধ্যবর্তী স্থানে একটি পর্দা টানিয়ে দিলেন। তখন পর্দার এই আয়াত অবতীর্ণ হলো:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ الخ. (সহিহ বুখারী, পৃ. ৭০৬-৭)

হযরত আনাস রা. রাসূল সা.-এর অত্যন্ত পুরাতন খাদেম। তিনি দীর্ঘ দশ বছর রাসূল সা.-এর খেদমত করেছেন। যখন পর্দার বিধান অবতীর্ণ হলো, তখন রাসূল সা. তাঁর জন্য পর্দার ব্যবস্থা করলেন এবং তাঁকেও ঘরের ভিতরে আসতে নিষেধ করলেন। এখন প্রশ্ন হলো, ইতিপূর্বে হযরত আনাস রা. যখন নবীজির ঘরের ভিতরে যাতায়াত করতেন তখন কি নবীপত্নীগণ সতর ঢেকে রাখতেন না? তাঁদের চেহারা ব্যতীত অন্য কোন অঙ্গ কি তাঁর দৃষ্টিতে পড়ত? যদি চেহারা পর্দার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত না হতো তাহলে তাঁকে কেন ভিতরে প্রবেশ করতে নিষেধ করা হলো। নবীপত্নীগণকে এই নির্দেশনা দিলেই হতো যে, তাকে ঘরের ভিতরে আসতে দাও, শুধু তোমরা চেহারা খোলা রাখবে। কিন্তু সেখানে স্বতন্ত্রভাবে ঘরের ভিতরে প্রবেশের নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়েছে। সুতরাং তা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, পর্দা সম্পর্কিত অবতীর্ণ

বিধান দ্বারা চেহারা আবৃত করাই উদ্দেশ্য। অন্যথায় অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তো ইতিপূর্বেও গায়রে মাহরামের (পরপুরুষের) সম্মুখে অনাবৃত করা হতো না।

আবু দাউদ কিতাবে জিহাদ অধ্যায়ে রয়েছে, হযরত উম্মে খাল্লাদ রা.-এর পুত্র এক জিহাদে শাহাদাত বরণ করেন। তখন তিনি নেকাব দ্বারা চেহারা আবৃত করে রাসূল সা.-এর কাছে উপস্থিত হলেন। তাঁকে নেকাব দ্বারা আবৃত দেখে কোন সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি আপনার পুত্রের সংবাদ জানার জন্য এসেছেন? তিনি বললেন, পুত্রের জন্য শোকাহত হলেও নিজের লজ্জা-শরম খুইয়ে তো আর শোক প্রকাশ করতে পারি না। (অর্থাৎ লজ্জাহীনতা পুত্র বিয়োগের ন্যায় বিপদজনক বিষয়) হযরত উম্মে খাল্লাদ জিজ্ঞেস করার পর রাসূল সা. তাঁকে বললেন, তোমার পুত্র দুই শহীদের সাওয়াব লাভ করেছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কেন ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন, তাকে যেহেতু আহলে কিতাব হত্যা করেছে।[১০৭]

উক্ত ঘটনা দ্বারাও সে সকল নব্য পশ্চিমাপন্থীদের মত খণ্ডিত হয়, যারা চেহারাকে পর্দার অন্তর্ভূক্ত মনে করে না এবং এটিও প্রমাণিত হয় যে, আনন্দ-বেদনা, সুখ-দুঃখ সর্বাবস্থায়ই গায়রে মাহরামের সম্মুখে পর্দা করে আসতে হবে। অনেক নারী-পুরুষ এমন পদ্ধতি অবলম্বন করে যেন তাদের নিকট শরীয়তের নিয়ম-কানুন বিপদের সময় প্রযোজ্য নয়। ফলে কারো ঘরে মৃত্যু ঘটলে বিলাপ নিষিদ্ধ জেনেও খুব চিৎকার করে নারীরা বিলাপ করতে শুরু করে। জানাজা যখন ঘর থেকে বাইরে আনা হয় তখন মহিলারাও পেছনে পেছনে বাইবে চলে আসে। পর্দার প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপই করেনা। খুব ভালোভাবে মনে রাখবে, আনন্দ-বেদনা, সুখ-দুঃখ, বিপদ-আপদ যা-ই হোক সর্বাবস্থায়ই শরীয়তের বিধানের আনুগত্য অপরিহার্য।

রাসূল সা. হজ ও ওমরার মাসআলা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, المحرمة لاتنقب এহরাম অবস্থায় নারীরা নেকাব দ্বারা চেহারা আবৃত করবে না।[১০৮]

এর দ্বারা বুঝা যায়, নববী আমলে নারীরা চেহারা আবৃত করে ঘর থেকে বের হতো। মনে রাখতে হবে, এহরাম অবস্থায় বিধান হলো,

---

১০৭. আবী দাউদ: ১/৩৩৬।

১০৮. সুনানে আবী দাউদ: ১/২৫৪।

চেহারাতে কাপড় স্পর্শ না করা। এর দ্বারা কোনভাবেই এটি উদ্দেশ্য নয় যে, গায়রে মাহরামের সম্মুখে চেহারা অনাবৃত রেখে চলবে। নারীদের মাঝে এটি প্রসিদ্ধ যে, এহরাম অবস্থায় পর্দার প্রয়োজন নেই। এটি সম্পূর্ণ ভুল ও ভ্রান্তি। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা.-এর হাদীস দ্বারা এ ভ্রান্তির নিরসন ঘটে। তিনি বলেন, আমি এহরাম অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলাম। আমাদের বাহনের নিকট দিয়ে অন্যদের যাওয়ার সময় আমরা আমাদের চাদর মাথার একটু আগে বাড়িয়ে চেহারা হতে একটু সামনে ঝুলিয়ে দিতাম। অতঃপর যখন তারা চলে যেত তখন আমরা আমাদের চেহারা হতে সে চাদর উঠিয়ে ফেলতাম।[১০৯]

প্রকৃতপক্ষে চেহারাতে বস্ত্র স্পর্শ না করা এক বিষয় আর গায়রে মাহরামের সম্মুখে পর্দাহীনতা আরেক বিষয়। হজ ও ওমরাতে বেপর্দা হওয়া জায়েয নেই।

হযরত ইকরামাকে তাঁর স্ত্রী যখন রাসূল সা.-এর নিকট ইসলামের বায়'আত গ্রহণের জন্য নিয়ে যাচ্ছিল, তখন তাঁর স্বামী রাস্তায় তাঁর সাথে সহবাসের আগ্রহ প্রকাশ করলে তাঁর স্ত্রী এতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বলে, 'তুমি কাফের আর আমি মুসলিম।' তখন ইকরামা বললেন, আমার এ আহ্বানে সাড়া দিতে তোমাকে যে আদর্শ বাধা দিচ্ছে আমার মনে হচ্ছে তা এক মহান আদর্শ। ইকরামার স্ত্রী যখন তাঁকে রাসূল সা.-এর কাছে নিয়ে গেল তখন তাঁর চেহারায় নেকাব ছিল। তারপরও শরীয়ত কীভাবে চেহারা অনাবৃত রাখার অনুমোদন দিতে পারে।[১১০]

## হে আল্লাহ! আমাদের অন্তর ও মুখকে মুসলমান বানিয়ে দাও

মুসনাদে আহমদে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তাআলা যেমনিভাবে তোমাদের মাঝে জীবিকা বণ্টন করেছেন তেমনিভাবে আখলাকও বণ্টন করেছেন। পার্থিব ধন-সম্পদ তো আল্লাহ তাকেও দান করেন যার প্রতি তিনি সন্তুষ্ট আবার তাকেও দান করেন যার প্রতি তিনি রাগান্বিত। কিন্তু দীনের প্রতি হেদায়েত তো কেবল

---

১০৯. মেশকাতুল মাসাবীহ: পৃ.২৩৬।

১১০. হায়াতুছ সাহাবা: ১/২২৮।

তাদেরকেই দান করেন যাদেরকে তিনি মহব্বত করেন। সুতরাং দীনের পথে হেদায়েতপ্রাপ্ত ব্যক্তিদেরকে অবশ্যই আল্লাহ তাআলা মহব্বত করেন। সেই সত্তার শপথ, যাঁর কুদরতী হাতে আমার প্রাণ। যতক্ষণ পর্যন্ত কোন ব্যক্তির মুখ ও অন্তর মুসলমান না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত সে পূর্ণ মুসলমান হয় না। কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ মুমিন নয় যতক্ষণ পর্যন্ত তার প্রতিবেশি মনে করবে আমি আমার প্রতিবেশি থেকে নিরাপদ। লোকেরা জিজ্ঞেস করলেন, কষ্ট বলতে কোন্ ধরনের কষ্টকে বোঝানো হয়েছে? তিনি বললেন, জুলুম ও প্রতারণা। শোনো! যে ব্যক্তি হারাম সম্পদ উপার্জন করে তা থেকে ব্যয় করে, আল্লাহ তাআলা তাকে বরকত থেকে বঞ্চিত করে দেন। যদি সে ঐ সম্পদ থেকে দান করে তাহলে তা কবুল হয় না। আর যে সম্পদ রেখে তার মৃত্যু হবে, ঐ সব সম্পদ তার জন্য জাহান্নামের আগুনকে প্রজ্জ্বলিত করার পাথেয় হবে। মনে রাখবে, আল্লাহ তাআলা সৎকর্মকে মন্দ কর্ম দ্বারা মুছে দেন না; বরং সৎকর্ম দ্বারা মন্দ কর্মকে মুছে দেন।[১১১]

## গোনাহতে লিপ্ত হয়ে গেলে কী করা উচিত

মুসনাদে আহমদে বর্ণিত আছে, জনৈক ব্যক্তি হযরত ওমর রা.-এর নিকট এসে বলল, একজন নারী আমার নিকট সদাই নিতে এলে আমি তাকে আমার কক্ষে নিয়ে ব্যভিচার ছাড়া অন্য সবই করে ফেলেছি। এ ব্যাপারে আল্লাহর হুকুম আমার উপর বাস্তবায়ন করুন। হযরত ওমর রা. বললেন, সে নারীর স্বামী হয়তো অনুপস্থিত ছিল? সে বলল, জ্বি হ্যাঁ। তার স্বামী অনুপস্থিত। হযরত ওমর রা. বললেন, তুমি হযরত আবু বকর রা.-এর নিকট এ মাসআলা জিজ্ঞেস করো। সে ব্যক্তি হযরত আবু বকর রা.-এর নিকটও পূর্বের ন্যায় স্বীকৃতি দিল। হযরত আবু বকর রা.ও হযরত ওমর রা.-এর ন্যায় বক্তব্য দিলেন। অতঃপর সে রাসূল সা.-এর কাছে উপস্থিত হয়ে তার অবস্থার বর্ণনা দিল। রাসূল সা. বললেন, হয়ত সে আল্লাহর রাস্তায় গিয়ে থাকতে পারে। তখন কুরআনে কারীমের এই আয়াত অবতীর্ণ হয়।

وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ.

---

১১১. তাফসীরে ইবনে কাসীর: ২/৫১৬।

"আর দিনের দুই প্রান্তে নামায পড় এবং রাতের প্রান্তভাগেও, নিশ্চই পুণ্য কাজ খারাপ কাজকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়, উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য এটাই উত্তম উপদেশ।" -সূরা হূদ:১১৪।

তখন সে ব্যক্তি বলল, এটা কি শুধু আমার উদ্দেশ্যেই অবতীর্ণ হয়েছে? তখন হযরত ওমর রা. তার বুকে হাত দিয়ে বললেন, 'না'। এর দ্বারা শুধু তোমার চক্ষু শীতল হবে, এমন নয়, বরং এটি সকলের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য। এ কথা শুনে রাসূল সা. বললেন, ওমর সত্য বলেছে।[১১২]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রা. বর্ণনা করেন, কোন গায়রে মাহরাম নারীর প্রতি জনৈক ব্যক্তির দৃষ্টি পড়ল। নারীর রূপ লাবণ্য সেই ব্যক্তির অন্তরকে তার প্রতি আকৃষ্ট করল, এমনকি সে নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ঐ নারীকে চুম্বন করে ফেলল। অতঃপর তার মধ্যে আল্লাহভীতি জাগ্রত হলো, আমি তো আল্লাহ তাআলার হুকুম লঙ্ঘন করে ফেলেছি। তাই সে নবী কারীম সা.-এর দরবারে এসে ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দিল।

রাসূল সা. তার ঘটনা শুনে নীরবতা অবলম্বন করলেন। সে ব্যক্তি কেঁদে কেঁদে অনুশোচনার আগুনে তার অন্তরকে অস্থির করে তুলল। বিরতিহীন তওবা ইস্তেগফার করতে লাগল। তখন রাসূল সা.-এর উপর এই আয়াত অবতীর্ণ হলো, إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ 'পুণ্য অবশ্যই পাপকে দূর করে দেয়।' এটা স্মরণীয় হয়ে থাকবে যারা স্মরণ রাখতে চায় তাদের জন্য। রাসূল সা. তাকে ডেকে সুসংবাদ দিলেন, তোমার কান্না ও অনুশোচনা আল্লাহ তাআলা কবুল করেছেন। আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। সে জিজ্ঞেস করল, এই আয়াত কি শুধু আমার জন্যই অবতীর্ণ হয়েছে? রাসূল সা. বললেন: 'না' এটি সকলের জন্যই অবতীর্ণ হয়েছে। (তাফসীরে ইবনে কাছীর।)

## একটি পুণ্যের জন্য যুবাইদার ক্ষমাপ্রাপ্তি

যুবাইদা ছিলেন একজন নেককার সম্রাজ্ঞী (রানী)। তিনি নহরে যুবাইদা খনন করে আল্লাহর বান্দাদেরকে ব্যাপকভাবে উপকৃত করেছেন। মৃত্যুর পর কেউ স্বপ্নে দেখে তাঁকে জিজ্ঞেস করল, আপনার ব্যাপারে আল্লাহ

---

১১২. তাফসীরে ইবনে কাছীর, ২/৫১৭।

তাআলা কী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন? তিনি উত্তর দিলেন, আল্লাহ তাআলা আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। সে ব্যক্তি স্বপ্নে তাঁকে বলল, আপনি তো "নহরে যুবাইদা" খনন করে মানুষের ব্যাপক উপকার করেছেন। সুতরাং ক্ষমা তো আপনি পাবার যোগ্যই। তিনি বললেন, 'না' নহরে যুবাইদার আমল আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে পেশ করা হলে তিনি বলেন, এ কাজ তো তুমি রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে করেছ। রাষ্ট্রীয় কোষাগার না থাকলে তো নহরও খনন করা হতো না। বরং তুমি বলো, একমাত্র আমার উদ্দেশে কী আমল করেছ?

যুবাইদা বলেন, আমি তো এতে ঘাবড়ে গেলাম। কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমার প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ করেছেন। আমাকে বলা হলো, তোমার একটি আমল আমার খুবই পছন্দ হয়েছে। একবার তুমি ক্ষুধার্ত অবস্থায় দস্তরখানে বসে খাবার খাচ্ছিলে এমতাবস্থায় তোমার কানে আজানের ধ্বনি ভেসে এলো। তখন তোমার হাতে খাবারের লোকমা ছিল। আর তোমার উড়না মাথা থেকে সরে গিয়েছিল। তুমি খাবারের লোকমাটা রেখে প্রথমে ওড়না ঠিক করেছিলে অতঃপর লোকমা গ্রহণ করেছিলে। তুমি যেহেতু আমার নামের সম্মানার্থে খাবারের লোকমা গ্রহণে বিলম্ব করেছ। তাই তোমাকে আমি ক্ষমা করে দিলাম।

মাওলানা আহমদ আলী লাহোরী র. বলতেন: মানুষ যখন আজানের ধ্বনি শুনে তখন আজানের আদব রক্ষার্থে চুপ থাকা উচিত। আজানের জবাব দেয়া ও শেষে সুন্নত দোয়া পড়া উচিত। আমার অভিজ্ঞতা হলো, আজানের আদব ও সম্মান রক্ষার ফলে আল্লাহ তাআলা মৃত্যুকালে তাঁকে কালেমা পড়ার তাওফিক দান করেছিলেন।[১১৩]

## অতি নিদ্রা কিয়ামত দিবসে মানুষকে নিঃস্ব করে ছাড়বে

হযরত সুলায়মান রা.-এর মা তাঁকে বললেন, প্রিয় বৎস! রাতে অধিক নিদ্রা যেয়ো না। কেননা রাতের অধিক নিদ্রা মানুষকে কিয়ামতের দিন দরিদ্র ও নিঃস্ব বানিয়ে দিবে।[১১৪]

---

১১৩. আসরারে নামায ওয়া রুমূয: খণ্ড. ৫৫।

১১৪. তাফসীরে ইবনে কাসীর: ৪/২৯০।

## সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাছ রা. সন্তানদেরকে এ দোয়া শেখাতেন

হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাছ রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক নামাযের পর নিম্নোক্ত দোয়া পড়তেন,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

"হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট কৃপণতা, কাপুরুষতা ও অতি বার্ধক্য হতে পানাহ চাই এবং দুনিয়ার পরীক্ষা ও কবরের আজাব থেকে আপনার নিকট পানাহ চাই।" (সহিহ বুখারী)

হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রা. তাঁর সন্তানদেরকে এই দোয়া শেখাতেন।

## হযরত ইবরাহিম ইবনে আদহামের মুনাজাত

هجرت الخلق طُرّا في هواكا * وأيتمت العيال لكي أراكا
ولو قطّعتني في الحب اربا * لما حنّ الفؤاد إلى سواكا
تجاوز عن ضعيف أتاكا * وجاء راجيا يرجو نداكا
وإن يك يا مهيمن قد عصاكا * فما سجدت لمعبود سواكا
وإن تغفر فأنت أهل لذاك * وإن تطرد فمن يرحم سواكا.

আল্লাহ! তোমারই প্রেমে ছেড়েছি আমি সবি।
তোমায় দেখার আশায় অনাথ করেছি সন্তানদের।
প্রেমের বন্ধন যদি দাও গো ছিন্ন করে!
তবু তোমারি প্রেমে পাগল হৃদয় আমার।
তোমার দ্বারের এ দুর্বল ভিখারীকে দাও গো করে ক্ষমা।
তোমার ক্ষমার আশায়ই তোমার দ্বারে আসা।
ক্ষমার আধার হে আল্লাহ! করেছি লঙ্ঘন কত হুকুম তোমার।
তবু! সেজদা আমার শুধুই তোমার তরে নয় তো কার তরে।
হে আল্লাহ! ক্ষমা কর এ পাপীকে; ক্ষমা তো তোমারি শান।
তুমি যদি দাও গো তাড়িয়ে এ ভিখারীকে, তবে কে আর করবে ক্ষমা।

## সুরভীময় বাণীসমগ্র

১. যার নিকট প্রয়োজনীয় কোন জ্ঞান নেই, সে অধিক কথা বলে।

২. অন্যের অশ্রু মাটিতে পড়ার পূর্বে নিজের আঁচল দ্বারা মুছে দেয়াই মানবতার মে'রাজ।

৩. যেমনিভাবে সুন্দর হওয়ার চেষ্টা করে থাকো, তেমনিভাবে সৎ হওয়ারও চেষ্টা করো।

৪. বিশ্বাস এমন একটি কাচের টুকরা যা একবার ভেঙে গেলে আর জোড়া লাগে না।

৫. সমুদ্র যেমনিভাবে তরঙ্গমালা আপন পরিধিতে রাখে, তেমনিভাবে মা সন্তানের যাবতীয় দুঃখ নিজের অন্তরের মাঝে সীমাবদ্ধ রাখে।

৬. যে তার কথাকে সত্য বলে দাবি করে, মনে রাখবে তার সব কথাই মিথ্যা।

৭. পরিশ্রমেও ক্লান্তি আসে, অলসতায়ও ক্লান্তি আসে। কিন্তু পরিশ্রমের ফল হলো সুস্থ ও সম্পদ লাভ। পক্ষান্তরে অলসতার ফল হলো অসুস্থতা ও দারিদ্রতা।

৮. সুখ, অধিক উপার্জনে নয়; স্বল্প ব্যয়ে।

## মুক্তার মালা

১. বিদায় দেয়ার পর নিজ অতিথির কোন অভিযোগ করো না।

২. বীরত্ব লড়াইয়ের সময় যাচাই করা যায়।

৩. কখনো মাতা-পিতা ও উস্তাদের প্রতি কোন অভিযোগ করবে না।

৪. স্ত্রীর সামনে শ্বশুরালয়ের অভিযোগ করবে না।

৫. সন্তানের সামনে গুরুজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করবে না।

৬. মাতা-পিতার অবাধ্য সন্তান আপন সন্তানের অবাধ্যতার মুখোমুখি হবে।

৭. অযথা কথা বলার চেয়ে চুপ থাকাই শ্রেয়।

৮. অপমানের জীবন অপেক্ষা সম্মানের মৃত্যুই শ্রেয়।

৯. অসৎ সঙ্গ ত্যাগ করা শ্রেয়।

১০. ক্ষমা সবচেয়ে উত্তম সদকা।

১১. মানব সেবাই সর্বাপেক্ষা উত্তম নেশা।

১২. প্রতিশোধের আগুন নিবারণকারীই সর্বাপেক্ষা বড় বীর।

১৩. বাগ্মিতাই ব্যক্তির সৌন্দর্য।

১৪. গীবত আমলকে ধ্বংস করে দেয়।

১৫. অপছন্দনীয় হলেও মাতা-পিতার নির্দেশ মেনে নাও।

১৬. তিক্ত হলেও উপদেশ গ্রহণ করো।

১৭. অনাথ ও বিধবার সম্পদ গ্রাস পেরেশানির কারণ।

১৮. দানে সম্পদ হ্রাস পায় না।

১৯. বিতর্কে মূর্খের সাথে পরাজিত হও।

২০. অপচয় দরিদ্রতা বয়ে আনে।

২১. বেয়াদবী দুর্ভাগ্য বয়ে আনে।

২২. তওবা পাপকে নিঃশেষ করে দেয়।

২৩. কষ্টকর হলেও গরিবের দাওয়াত কবুল করো।

২৪. অহংকার ইল্‌মকে ধ্বংস করে দেয়।

২৫. ক্রোধ বিবেককে ধ্বংস করে দেয়।

২৬. ইনসাফ জুলুমকে ধ্বংস করে।

২৭. মিথ্যা জীবিকাকে নষ্ট করে।

২৮. বিপদেই বন্ধুর পরিচয় পাওয়া যায়।

২৯. অভাবের সময় আমানতদারীর পরিচয় পাওয়া যায়।

৩০. ক্রোধের সময় ধৈর্য ও সহনশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়।

৩১. তোমার মুখকে সর্বদা আল্লাহর জিকিরে ব্যস্ত রাখো।

৩২. আল্লাহভীরুদের মুখ নির্বাক হয়ে যায়।

৩৩. নিরব মুখ হাজার মুখ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

## কুরআনের বৈশিষ্ট্য

১. কুরআন একটি হেকমত ও প্রজ্ঞাপূর্ণ কিতাব।

২. কুরআন হক ও বাতিলের বি-ভাজনকারী।

৩. কুরআন উপদেশের এক সহজতম পথ।

৪. কুরআন সকল প্রকার বরকতের উৎস।

৫. কুরআন একটি মিমাংসা করার শক্তি।

৬. কুরআন কোন উপহাসের বস্তু নয়।

৭. কুরআন মানুষকে দৃষ্টি শক্তি দান করে।

৮. কুরআন দয়া ও নিরাময়ের বহমান নদী ।

৯. কুরআন মানুষকে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দান করে।

১০. কুরআন অন্ধকার হতে আলোতে নিয়ে আসে।

১১. কুরআন শান্তি ও নিরাপত্তার পথ খুলে দেয়।

১২. কুরআন ঈমানের উৎস ও আমলের কেন্দ্রবিন্দু।

১৩. কুরআন নেতৃত্ব ও পথ দেখানোর গুপ্ত রহস্য বলে দেয়।

১৪. কুরআন মানুষের যাবতীয় সমস্যার সমাধান প্রদান করে।

১৫. কুরআন চিন্তা ও কর্মের পথ মসৃণ করে।

১৬. কুরআন হতে জীবনের যাবতীয় মাসআলা শেখ।

১৭. কুরআনের সত্যায়ন পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে রয়েছে।

১৮. কুরআন স্বচ্ছ লেন-দেনের সর্বোৎকৃষ্ট নীতি।

১৯. কুরআন সত্য ও সৌভাগ্যের এ্যালবাম।

২০. কুরআন পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সংরক্ষক।

২১. কুরআন জগত স্রষ্টা আল্লাহ্ তাআলার কালাম।

২২. কুরআন বুঝা সাফল্যের নিশ্চয়তা ও সময়ের সেরা প্রয়োজন।

## মসজিদে এবাদত বিঘ্নকারীই বড় জালেম

কুরআন শরীফের প্রথম পারা সূরা বাকারার ১১৪ নং আয়াতে রয়েছে:

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا
أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ
عَذَابٌ عَظِيمٌ .

"যে ব্যক্তি আল্লাহ্র মসজিদসমূহে তাঁর নাম স্মরণ করতে বাধা দেয়, তার চাইতে বড় জালেম আর কে? অথচ ভীত-বিহ্বল না হয়ে তাদের জন্য

মসজিদে প্রবেশ করা সংগত ছিল না। তাদের জন্য ইহকালে লাঞ্ছনা এবং পরকালে কঠিন শাস্তি রয়েছে।"

মুফতি শফী র. লেখেন, উক্ত আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, মসজিদে আল্লাহ তাআলার জিকির ও ইবাদতে প্রতিবন্ধকতার যাবতীয় পন্থা ও পদ্ধতিই নাজায়েয এবং হারাম। তন্মধ্যে সুস্পষ্ট একটি হলো, মসজিদে যেতে বা সেখানে নামায, তেলাওয়াতে বাধা দেওয়া। অপর একটি পদ্ধতি হলো, মসজিদে হইচই করে বা মসজিদের পাশে গান-বাদ্য করে ইবাদতকারীদের ইবাদতে বিঘ্ন সৃষ্টি করা। নামাযের সময়ে যখন মসজিদে নফল নামায ও তাসবিহ ইত্যাদিতে মশগুল থাকে তখন অতি উচ্চ আওয়াজে তেলাওয়াত করাও নামাযীদের জন্য প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির অন্তর্ভূক্ত। তাই ফকীহগণ এটিকেও নাজায়েয স্থির করেছেন।[১১৫]

সুতরাং এর দ্বারাই বুঝা যায় যে, দুনিয়াবি কথাবার্তা নিয়ে মসজিদে হইচই কত মারাত্মক গোনাহ। আমার (ইউনুস পালনপুরী) দৃষ্টিতে ছোট দাজ্জাল মোবাইল ফোন, মসজিদে বেজে উঠাও এর আওতাভূক্ত।

## নামাযীদের ধ্যান বিঘ্নকারী শাস্তিযোগ্য

একবার হযরত ওমর ফারুক রা. মসজিদে নামায আদায় করছিলেন। তখন জনৈক ব্যক্তি এসে কোন বস্তু নামাযের কাতারের সামনে রেখে নামাযে দাঁড়িয়ে গেল। (যেমনটি বর্তমানে হরহামেশাই ঘটে থাকে) হযরত ওমর রা. নামায সমাপ্ত করে তাকে শাস্তি দিলেন এবং বললেন, তুমি নামাযীদের নামাযে বিঘ্ন সৃষ্টি করেছ। (শাতেবী রচিত আল-ই'তিছাম)

এর দ্বারা বুঝা যায়, নামাযীদের একাগ্রতায় বিঘ্ন সৃষ্টিকারী যে কোন কাজ মসজিদে নিষিদ্ধ।

## মসজিদে দুনিয়াবী কথার কঠোর শাস্তি

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, মানুষ এমন সময়ে উপনীত হবে যে, তারা মসজিদে দুনিয়াবি কথাবার্তা ও আলাপ-আলোচনা করতে থাকবে। সুতরাং তোমরা তাদের সঙ্গে বসবে

---

১১৫. মা'আরেফুল কুরআনঃ ১/২৪২।

না। কেননা আল্লাহ তাআলার এমন লোকদের ইবাদতের কোন প্রয়োজন নেই।[১১৬]

আল্লামা তীবি র. লিখেছেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ তাআলার সাথে এদের কোন সম্পর্ক নেই। এরা আল্লাহ তাআলার দায়িত্বে থাকে না এবং আল্লাহ তাআলার এদের কারোই প্রয়োজন নেই। চিন্তা করে দেখুন, কত কঠিন ধমকি ও কেমন ভর্ৎসনা। হেদায়ার ব্যাখ্যাগ্রন্থ ফাতহুল কাদিরে রয়েছে, মসজিদে দুনিয়াবি কথা বলা মাকরূহ। এর দ্বারা নেকী ধ্বংস হয়ে যায়।

## দুনিয়াবি কথার জন্য মসজিদে বসা জায়েয নেই

**মাসআলা:** যে সকল দুনিয়াবি কথাবার্তা ও আলাপ-আলোচনা মসজিদের বাইরে জায়েয সেগুলোই মসজিদে নাজায়েয। আর যে সকল বিষয় মসজিদের বাইরে নাজায়েয সেগুলো মসজিদের ভিতরে জঘন্যতম হারাম। যেমন: পরনিন্দা, অপবাদ ইত্যাদি।

খাযানাতুল ফিক্হ কিতাবে রয়েছে, যে ব্যক্তি মসজিদে দুনিয়াবি কথাবার্তা বলবে, আল্লাহ তাআলা তার চল্লিশ দিনের আমল নষ্ট করে দিবেন।[১১৭]

## মসজিদে হারানো বস্তুর ঘোষণার নিন্দা

রাসূল সা. ইরশাদ করেন, তোমরা কোন ব্যক্তিকে মসজিদে হারানো বস্তুর ঘোষণা করতে শুনলে বলবে, আল্লাহ তোমার হারানো বস্তু যেন ফিরিয়ে না দেন। কেননা মসজিদ এরূপ ঘোষণার জন্য তৈরি করা হয়নি। (মুসলিম)

সুতরাং এরূপ ঘোষণা করাই যদি নিষেধ হয়ে থাকে, তাহলে মসজিদে স্বতন্ত্রভাবে কথা বলার জন্য বসা তো কত মারাত্মক গোনাহ।

## মসজিদের বাইরে হযরত ওমর রা.-এর ঘর নির্মাণ

হযরত ওমর রা. মসজিদের পাশে বাইরে একটি ছোট ঘর তৈরি করে ঘোষণা করে দিয়েছেন, যে কেউ কথাবার্তা বলতে চায় অথবা কবিতা আবৃত্তি করতে চায় অথবা উচ্চ স্বরে শব্দ করতে চায়, সে যেন ঐ ঘরে গিয়ে করে। (মুওয়াত্তায়ে ইমাম মালেক র.)

---

১১৬. মেশকাত শরীফ, ৭১।

১১৭. আদাবুল মসজিদ: খ.৩৮।

## আল্লাহ্ তাআলার বাণীর আলোকে মসজিদের সম্মান

ইহুদিদের এক বড় আলেম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করল, সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্টতম স্থান কোন্‌টি? রাসূল সা. কোন উত্তর দেননি এবং মনে মনে ভাবলেন, জিবরাঈল আ. এলে তাঁর থেকে জেনে উত্তর দেবেন। তখন হযরত জিবরাঈল আ.-এর আগমন ঘটল। তিনি জিবরাঈল আ.-এর নিকট বিষয়টি জানতে চাইলে হযরত জিবরাঈল আ. বললেন, বিষয়টি আমার জানা নেই। আল্লাহ তাআলার নিকট জেনে আপনাকে জানিয়ে দেব। অতঃপর জিবরাঈল আ. আল্লাহ তাআলার নিকট জেনে রাসূল সা.-কে বললেন, আমি এ মাসআলা জিজ্ঞেস করতে আল্লাহ তাআলার এত নিকটে গিয়েছি যা ইতিপূর্বে কখনো যাইনি। হুযূর সা. জিজ্ঞেস করলেন কত নিকটে গিয়েছেন। হযরত জিবরাঈল আ. বললেন, আমার ও আল্লাহ তাআলার মাঝে সত্তর হাজার নুরের পর্দা ছিল। আল্লাহ বলেছেন, সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্টতম স্থান হলো বাজার। আর সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্টতম স্থান হলো মসজিদ।[১১৮]

ভেবে দেখা উচিত, বাজার ও মসজিদের মধ্যে কত বড় ব্যবধান। মসজিদে আল্লাহ তাআলার জিকির করা হয়। আর বাজারে দুনিয়ার আলোচনা হয়। সুতরাং মসজিদে দুনিয়াবী আলোচনা করা মসজিদকে বাজার বানানোরই নামান্তর। আর মসজিদকে বাজার বানানোই হলো তাকে অনাবাদ করা।[১১৯]

## একটি প্রচলিত ভুল সংশোধন

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক মহল্লায় মসজিদ নির্মাণের নির্দেশ দিয়েছেন এবং মসজিদকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।[১২০]

উক্ত হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয়, অধিক হারে মসজিদ নির্মাণ শরীয়ত কর্তৃক নির্দেশিত ও প্রার্থিত বিষয়। সুতরাং নববী এ নির্দেশনা মোতাবেক যদি প্রত্যেক মহল্লায় মসজিদ তৈরি করা হয়, খুব সাধারণই হোক না

---

১১৮. মেশকাতুল মাসাবীহঃ পৃ.৭১।

১১৯. আহকামুল মাসাজিদঃ খ.১৪।

১২০. তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, মুসনাদে আহমদ।

কেন। তাহলে শীত-গরম, বৃষ্টি ইত্যাদি সর্বাবস্থায় জামাতের সাথে নামায আদায় করা সহজ হবে। সুতরাং এর দ্বারা সে সকল লোকের ভ্রান্তি ও বিভ্রান্তির নিরসন হয়, যারা মনে করে একই গ্রামে একাধিক মসজিদ নির্মাণ ঐক্যের পরিপন্থী। তাদের এহেন চিন্তা উক্ত হাদীসের পরিপন্থী।

**দায়িত্বশীল আলেমগণের প্রতি আবেদনঃ** প্রত্যেক স্থানের দায়িত্বশীল আলেমদের প্রতি আবেদন হলো, বিষয়টি কোন নামাযের পর পড়ে সাধারণ মানুষকে শোনাবেন যখনই প্রয়োজন বোধ করবেন পড়ে শোনাবেন। প্রয়োজন মনে করলে লিখে মসজিদে টানিয়ে দেবেন।

## সরলতা স্বভাবতই সুন্দর

বর্তমান যুগে বাজারে, পথে–ঘাটে, কলেজে, অফিসে, পার্টিতে, মেলায় ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রে যুবকদের মধ্যে ফ্যাশন ও সাজসজ্জা প্রীতি খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে। বর্তমানে তো দামি পোশাককে নেতৃত্বের পরিচায়ক মনে করা হয়ে থাকে। এমনকি অতিথির মূল্যায়নও তার পোশাকের সৌন্দর্যের ভিত্তিতে করা হয়। তাহলে কি আমরা মূল বিষয়কে হারিয়ে ফেললাম? আমাদের মধ্যে মানবীয় উত্তম গুণাবলির কি কোন মূল্যায়ন নেই? আমরা কি শুধুই বাহ্যিক চাকচিক্য ও সাজসজ্জার পেছনে ছুটে বেড়াচ্ছি? এ সব প্রশ্ন ভাবনার বিষয়।

বর্তমানে নারীরা কোন অনুষ্ঠানে যাওয়ার ইচ্ছা করলে এক সপ্তাহ পূর্ব থেকেই তাদের মানসিক অস্থিরতা শুরু হয়ে যায়। কী ধরনের পোশাক পরিধান করবে, কত দামি হবে এবং পোশাকের সাথে কোন ধরনের জুতা সুন্দর লাগবে, আর জুয়েলারীও দামী হতে হবে, ইত্যাদি ভাবনায় অস্থির হয়ে ওঠে। এরূপ ফ্যাশন পূজায় ছেলেরা মেয়েদের তুলনায় পিছিয়ে নেই। বর্তমানে ব্যবহৃত বস্তুর মধ্যে সবচেয়ে শীর্ষে রয়েছে মোবাইল। এক সময় যার ব্যবহার কেবল প্রয়োজনেই করা হতো। কিন্তু বর্তমানে তা ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে।

সাজসজ্জা ও ফ্যাশন শো' যখন টিভি, পত্র-পত্রিকা, ম্যাগাজিন ও সিনেমাতে প্রদর্শন করা হয় তখন এগুলো দেখে যুবক-যুবতীরা এর পেছনে ছুটে বেড়ায়। বাজারে বিভিন্ন মডেল ও তারকাদের নামের পোশাক, মেকাপ ইত্যাদি বিক্রি হয়। যুবক-যুবতীরা অত্যন্ত উৎসাহের সাথে সেগুলো খরিদ করে।

অনেক ক্ষেত্রে এসব ফ্যাশন পূজারীরা পরিবারের দূরবস্থা ও দারিদ্রতাকে পর্যন্ত ভুলে যায় ও উপেক্ষা করে। অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তু ও আসবাব পত্র বাদ দিয়ে নিজের অনর্থক ফ্যাশন সামগ্রী খরিদ করে। বর্তমানে অনেক নারী শুধু নিজের ফ্যাশন-ব্যয় নির্বাহের জন্যই চাকরি করে এবং শুধু এ জন্যই চাকরির যাবতীয় ঝামেলা সহ্য করে।

এ ফ্যাশন-ব্যাধি শুধু নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং ঘরকে সাজ-সজ্জা করার ফ্যাশনও মানুষকে অর্ধমৃত করে ফেলেছে। এ ঊর্ধ্বগতির বাজারে অন্যের সাথে পাল্লা দেয়ার মানসিকতা সীমিত আয়ের মানুষদের রাতের নিদ্রা কেড়ে নিয়েছে। হয়ত আমাদের ধারণা এ সকল কৃত্রিম সাজসজ্জা গ্রহণে আমরা ফ্যাশনাবল হয়ে সুন্দর ও ভদ্রদের কাতারে শামিল হয়ে যাব। এটিই হলো আমাদের সর্বাপেক্ষা বড় ভুল।

পক্ষান্তরে মরু ভ্রমণে ক্লান্ত পথিককে কে বুঝাবে দূরের চকচকে বালিকণা পানি নয়। এগুলো শুধুই বালিকণা। যে রজনীর তমসায় আমরা পেরেশান এ তো তারই অংশ বিশেষ। প্রকৃতপক্ষে আমরা আজ বাস্তবতাকে উন্মোচনকারী সে সব সোনালী বাণীগুলো ভুলে গেছি। আমরা তো আজ খাঁটি মুসলমান হতে পারি নি। তাহলে আমাদের চেহারায় নূরানী আভা থাকবে কী করে? বর্তমানে আমরা সচ্চরিত্র ও সুন্দর আখলাককে আমাদের থেকে যোজন যোজন দূরে ঠেলে দিয়েছি। লৌকিকতায় আমরা এতই নিমজ্জিত যে, কারো সাথে উত্তম কথা বলার সুযোগ পর্যন্ত পাচ্ছি না। তাহলে আমাদের পারস্পরিক সম্প্রীতি তৈরি হবে কীভাবে?

বর্তমানে আমরা অতিথি আপ্যায়নকে শুধু একটি বোঝা মনে করছি। তাহলে আমাদের ঘরে রহমত ও বরকতের বারি বর্ষিত হবে কী করে? এমন রহমত ও বরকতহীন গৃহে আন্তরিক পরিবেশ সৃষ্টি হবে কীভাবে?

আমরা টিভি, সিনেমা, পত্র-পত্রিকা, ম্যাগাজিন ইত্যাদিতে ফ্যাশন ও সাজসজ্জা দেখে তাদের মতো হওয়ার চেষ্টায় মত্ত হয়ে আছি। অথচ এটি কত বড় নিবুর্দ্ধিতা ও মূর্খতা! আমরা কেন ভুলে যাই যে, এরূপ ফ্যাশন ও সাজসজ্জা তো তাদের পেশাগত প্রচেষ্টা ও বাধ্য বাধ্যকতা। যদি সে তাতে আকর্ষণ সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয় তাহলে মানুষ তাকে উৎসাহ নিয়ে দেখবে না। তাদের তো পেশাগত কারণে দর্শককে আকৃষ্ট করার জন্য তাদের সৌন্দর্য, ঐশ্বর্য, গাড়ি ও ফ্যাশন ইত্যাদি দর্শকদের সামনে উপস্থাপনকে

আবশ্যক মনে করে। যেন আমরা তাদের প্রোগ্রাম দেখার জন্য চাতক পাখির ন্যায় তাকিয়ে থাকি।

আমাদের মধ্যে এরূপ ধ্বংসাত্মক ফ্যাশন পূজা ছড়িয়ে পড়ার সবচেয়ে বড় কারণ হলো ইসলাম থেকে আমাদের দূরত্বে অবস্থান। দ্বিতীয় কারণ হলো, কামনা বাসনা। তৃতীয় কারণ হলো ভাঁড়ামী। মূলত জীবন প্রবৃত্তির তাড়না ও খেয়ালখুশির এমন এক বৃত্ত যেখানে মানুষ বন্দি। প্রতি মুহূর্তে যা বেড়েই চলছে। প্রবৃত্তির একটি তাড়না সমাপ্ত হতেই অপরটি জন্ম নেয়। এমন মনবাসনার দীর্ঘ ধারার বাহ্যিকতা মানব জীবনে চলতেই থাকবে। জীবন; সে তো নিজেই একটি অভিলাষ। একটি কামনা, জীবিত থাকার কামনা। অন্যদের টপকে যাওয়ার কামনা। সীমাহীন আনন্দ ও উচ্ছ্বাস লাভের কামনা-বাসনা। সরলতা ও অনাড়ম্বর জীবনকে আমরা অনেক দূরে সরিয়ে দিয়েছি। এ সবই আমাদের ধ্বংসের কারণ; উন্নতির নয়।

মনে রাখবে সরলতা ও অনাড়ম্ব জীবন যাপনের মধ্যেই সহজতা ও সৌন্দর্য নিহিত রয়েছে। সরলতা ও অনাড়ম্বরতা জীবনকে সহজ ও আকর্ষণীয় করে তোলে। তাই আমাদের উচিত আপন সংস্কৃতি ও কালচার বিস্মৃত না হয়ে তাকে আত্মস্থ করা ও আত্মনিয়ন্ত্রণ করতে শেখা।

## বরকতের জন্য আদম আ.-এর কার্যকর দোয়া

হযরত সুলায়মান ইবনে বুরাইদা রা. তাঁর বাবা হতে বর্ণনা করেন, নবী কারীম সা. ইরশাদ করেন, হযরত আদম আ. পৃথিবীতে অবতরণের পর বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করেন। অতঃপর কা'বার দরজার সামনে দুই রাকাত নামায আদায় করলেন। তারপর মুলতাজামে গিয়ে নিম্নোক্ত দোয়া পড়লেন-

أللهم إنك تعلم سريرتي وعلانيتي فاقبل معذرتي وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنوبي وتعلم حاجتي فاعطني سؤالي اللهم إني اسئلك إيمانا يباشر قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي والرضاء بما قضيت عليّ.

তখন হযরত আদম আ.-এর উপর ওহী অবতীর্ণ হয়, তুমি এমন দোয়া করেছ যা কবুল করা হয়েছে। তোমার সন্তানদের মধ্যে যে-ই এই দোয়া করবে তাকে দুশ্চিন্তা ও পেরেশানি মুক্ত করা হবে এবং তার

জীবিকাতে বরকত দান করা হবে। তার অন্তরের হীনতা দূর করে তাকে সচ্ছলতা দান করা হবে। রিজিকের যাবতীয় মাধ্যম তার অভিমুখী করা হবে এবং দুনিয়া তার নিকট মাথা নিচু করে আসবে। যদি সে দুনিয়া না চায় তবুও।[১২১]

## আল্লাহর কুদরতের বিস্ময়কর ধরণ

বিড়াল যখন গর্ভবতী হয়, তখন সে বাচ্চা প্রসব করার জন্য নির্জন স্থান খুঁজতে থাকে। অথচ তার মা তাকে শেখায়নি, কোন নির্জন স্থানে যেতে হবে। কোন ট্রেনিং সেন্টারে বা কোন নার্সিং হাউসে সে ট্রেনিং নেয়নি। বরং আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকেই তার মাঝে এ বুঝ ও উপলব্ধি সৃষ্টি করা হয় যে, আমি এমন এক স্থানে বাচ্চা প্রসব করব যেখানে সে নষ্ট হবে না।

তার কোন শিক্ষক নেই, বরং আল্লাহ তাআলার ব্যবস্থাপনাই এমন। এভাবেই কুদরতী ব্যবস্থাপনায় তাকে নির্দেশনা দেয়া হয়ে থাকে। বিড়াল যখন বাচ্চা প্রসব করে তখন বিড়াল ছানা তো জানে না যে, তার মায়ের স্তন কোথায়? আর কোথায়ই বা তার আহার? তার মা তাকে বলে দেয়নি। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে মা নিজে বাচ্চাকে বুকে টেনে নেয় এবং স্বীয় স্তন শিশুর মুখে দিলে সে চুষতে থাকে। কিন্তু বিড়ালের ক্ষেত্রে তো এমনটি হয় না, কেননা বিড়ালের বাচ্চার তো চোখ বন্ধ থাকে। একমাত্র তার তাকদির এবং আল্লাহর নিজ ব্যবস্থাপনাই বিড়াল ছানাটিকে তার আহারের পথ বলে দেয় এবং দুধ পান করার পন্থা জানিয়ে দেয়।

আমরা তো শিশুদের মুখে চুষনী দিয়ে দেই যে কারণে সে চুষতে অভ্যস্থ হয়ে যায় এবং বিভিন্নভাবে তাকে শেখানো হয়। ফলে সে শেখে। কিন্তু বিড়াল ছানা তো তা কখনো দেখেওনি, শোনেও নি। নিজে নিজেই মায়ের স্তনের দিকে ছুটে গিয়ে দুধ পান করে। আল্লাহ তাআলা অদৃশ্যভাবে পর্দার আড়াল থেকেই এ সকল ব্যবস্থাপনা করে থাকেন।[১২২]

একটি জন্তু ডিম পাড়ল। ডিম পাড়ার পর সেই জন্তুটি একটি পোকা দেখল এবং তাকে ছুঁ মারল, তাতে সেই পোকাটি বেহুশ হয়ে গেল, মরল না। মরলে তো পঁচেই যেত। সে ঐ পোকাটিকে বেহুশ অবস্থায় ডিমের

---

১২১. আদ-দু'আউল মাসনূনঃ পৃ. ৪৪১।

১২২. ইসলাহী ওয়াকি'আতঃ পৃ. ৩৯৪।

নিচে রেখে দিল। মা চলে গেল, ডিম থেকে বাচ্চা বের হয়ে দেখে তার খাবার প্রস্তুত। তখন সে তা খেলো এবং ধীরে ধীরে বড় হলো। একদিন সেও ডিম পাড়ল এবং ঐ কাজগুলো করল যা তার মা করেছিল।

কে শেখালো তাকে এই পদ্ধতি। সে না দেখেছে তার মাকে, না তার মা শিখিয়েছে আর না সে কারো মুখ থেকে শুনেছে।

## এক মেয়ের স্বামী নির্বাচন

উতবা ইবনে রবী'আর কন্যা উম্মে আবানকে হযরত ওমর রা. বিবাহের প্রস্তাব দিলে সে তা নাকচ করে দেয়। অতঃপর হযরত আলী রা. তাকে বিবাহের প্রস্তাব দিলে সে তাও নাকচ করে দেয়। এমনিভাবে হযরত জুবায়ের রা. প্রস্তাব দিলেও সে তা নাকচ করে দেয়। অতঃপর হযরত ত্বালহা রা. তাকে বিবাহের প্রস্তাব দিলে সে তা গ্রহণ করে। তার বিবাহ সম্পন্ন হলে হযরত আলী রা. পর্দার আড়াল থেকে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আমীরুল মু'মিনীন এবং রাসূল সা.-এর আত্মীয় তোমাকে বিবাহের প্রস্তাব দিলে তুমি তা নাকচ করে দিয়েছ। অথচ হযরত তালহার বিবাহের প্রস্তাবকে তুমি গ্রহণ করেছ। এর কারণ কী? সে জবাব দিল, আল্লাহর মর্জি যা ছিল তা-ই হয়েছে। তালহা তো আমার চেয়ে ভালো। পরবর্তীতে সে অন্যান্য নারীদের নিকট বলেছে, হযরত ওমর রা.-এর সাথে জীবন যাপন করা অত্যন্ত কঠিন হতো। আর আলী রা.-এর নিকট শুধুই মহব্বত। আর হযরত জুবায়ের রা.-এর নিকট শুধুই লাঠি। তালহা রা.-এর সাথে জীবন যাপন সুখকর ও তৃপ্তিদায়ক। তিনি হাসি মুখে ঘরে প্রবেশ করেন এবং হাসিমুখে ঘর থেকে বের হন।

হযরত তালহা রা. সদাচরণ ও উত্তম ব্যবহারের কারণে স্ত্রী-সন্তানদের নিকট অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। তিনি ছিলেন তাঁর গোত্রের মধ্যে খুব জনপ্রিয় এবং ভালোবাসার সাথে জীবন যাপনকারী ব্যক্তি। এ কারণে উতবা ইবনে রবী'আর কন্যা উম্মে আবানকে অনেক বড় ও সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ বিবাহের প্রস্তাব দেয়া সত্ত্বেও সে হযরত তালহা রা.-কেই সকলের উপর প্রাধান্য দেয়। তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে সে বলল, আমি তাঁর উত্তম গুণাবলি সম্পর্কে অবগত ছিলাম। তিনি ঘরে প্রবেশের সময় হাসিমুখে প্রবেশ করেন এবং বের হতে মুচকি হাসেন। কোন কিছু চাইলে কৃপণতা

করেন না। না চাইলেও চাওয়ার অপেক্ষা করেন না। কোন কাজ করলে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। ভুল হয়ে গেলে ক্ষমা করে দেন।[১২৩]

## দোয়া কবুল হওয়ার সময়সমূহ

যেমনিভাবে দোয়া কবুল হওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু সময়ের প্রভাব রয়েছে। তেমনিভাবে আল্লাহ তাআলা মানুষের বিশেষ কিছু অবস্থার মাঝেও দোয়া কবুলের প্রভাব রেখেছেন; যে অবস্থায় দোয়া করলে প্রত্যাখ্যান করা হয় না। তা নিম্নরূপঃ

১. আজানের সময়। (আবু দাউদ, মুসতাদরিক)

২. আযান ও একামতের মধ্যবর্তী সময়ে।

৩. حيّ على الصلاة ও حيّ على الفلاح এরপর বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য।

৪. জিহাদের সারিতে থাকাবস্থায়। (ইবনে হিব্বান, তিবরানী, মুওয়াত্তা)

৫. জিহাদে প্রচণ্ড লড়াই চলাকালীন অবস্থায়। (আবু দাউদ)

৬. ফরজ নামাযের পর। (তিরমিযী, নাসায়ী)

৭. সেজদারত অবস্থায়। (মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী)

৮. তেলাওয়াতে কুরআনের পর। (তিরমিযী) বিশেষত কুরআন শরীফ খতম করার পর। (তিবরানী, আবু ইয়ালা)

আর বিশেষভাবে তেলাওয়াতকারীর চেয়ে শ্রবণকারীর দোয়া বেশী কবুল হয়।

৯. জমজমের পানি পান করার সময়। (মুসতাদরিকে হাকিম)

১০. মৃত ব্যক্তির নিকট উপস্থিত থাকাবস্থায়। অর্থাৎ জীবনের অন্তিম মুহূর্তে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করার সময় সেই ব্যক্তির নিকট উপস্থিত থাকাবস্থায়।

(মুসলিম, সুনানে আরবা'আহ)

১১. মোরগের ধ্বনি দেয়া অবস্থায়। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী)

১২. মুসলমানদের সমাবেশে। (ছিহাহ ছিত্তাহ)

১৩. জিকিরের মজলিসে। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী)

---

[১২৩]. সিয়ারুছ সাহাবাঃ ২/১১৭।

১৪. ইমামের ولا الضالين পড়া অবস্থায়। (মুসলিম, নাসায়ী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ) এর দ্বারা ইমাম জাযরী র.-এর উদ্দেশ্য হলো আবু দাউদের তাশাহহুদ অধ্যায়ে উল্লিখিত হাদীস:

وإذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله تعالى

অর্থাৎ: ইমাম ولا الضالين বললে, তোমরা 'আমীন' বলো। সুতরাং বুঝা যায় যে, এ অবস্থার দোয়া দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, 'আমীন' বলা। অন্য কোন দোয়া উদ্দেশ্য নয়।

১৫. নামাযের ইকামতের সময়। (তিবরানী)

১৬. বৃষ্টি বর্ষণের সময়। (আবু দাউদ, তিবরানী) ইমাম শাফেয়ী র. কিতাবুল উম এ বলেছেন, আমি অনেক সাহাবী রা.-ও তাবেয়ীদেরকে এই আমল করতে শুনেছি।

১৭. বায়তুল্লাহর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপের সময়। (তিরমিযী, তিবরানী)

## দোয়া কবুল হওয়ার পরীক্ষিত আমল

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللهِ اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ.

"যখন তাদের কাছে কোন আয়াত পৌঁছে, তখন বলে, আমরা কখনই মানব না, যে পর্যন্ত না আমরাও তা প্রদত্ত হই যা আল্লাহ্‌র রাসূলগণ প্রদত্ত হয়েছেন। আল্লাহ্ এ বিষয়ে সুপরিজ্ঞাত যে, কোথায় স্বীয় পয়গাম প্রেরণ করতে হবে।" -সূরা আন'আম:১২৪।

উক্ত আয়াতে দু'বার 'আল্লাহু' শব্দের উল্লেখ রয়েছে। এই দুই শব্দের মাঝে দোয়া করলে তা কবুল হয়। ইমাম জাযরী র. বলেন, আমি বহুবার এটি পরীক্ষা করেছি। অনেক আলেমও তা পরীক্ষা করে দেখেছেন। তা এভাবে যে, প্রথমে আয়াতের শুরু অংশ যেমন-

وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللهِ

এই পর্যন্ত পড়বে। অতঃপর আল্লাহ তাআলার নিকট নিজের যাবৃতীয় দোয়া ও প্রার্থনা সমাপ্ত করে আয়াতের পরবর্তী অংশ তথা اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ. পড়বে। ইনশাআল্লাহ! অবশ্যই অবশ্যই দোয়া কবুল হবে।

## এক পকেটমারের বিস্ময়কর উপদেশ

এক পকেটমার সন্ধ্যা বেলায় তার গুরুর নিকট দুই দিরহাম নিয়ে গেল। গুরু তাকে জিজ্ঞেস করল, তুমি সারাদিন কী করেছ? সে বলল, মাল তো অনেকই হাতে এসেছিল। আমি এক খ্রিস্টানের পকেট কেটে ছিলাম। তাতে অনেক সম্পদ পেয়েছি। পরবর্তীতে আমার মনে এলো যে, কিয়ামতের দিন যদি হযরত ঈসা আ. রাসূল সা.-এর নিকট নালিশ করে, আপনার উম্মত আমার উম্মতের পকেট কেটেছে। তখন আমি রাসূল সা.-কে মুখ দেখাব কী করে? তাই আমি সেই ব্যক্তির সম্পূর্ণ সম্পদ ফিরিয়ে দিয়েছি।

দেখুন! নাফরমানদের মধ্যেই যদি এই পরিমাণ লজ্জা থাকে তাহলে আল্লাহর অনুগত বান্দাদের কী পরিমাণ লজ্জা থাকা উচিত।

## মাটির উপরে যে আল্লাহকে ভুলিনি

হযরত রাবেয়া বসরী র.-এর ইন্তেকালের পর তাঁর খাদেমা তাঁকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করল, আল্লাহ তাআলা আপনার সম্পর্কে কি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন? তিনি বললেন, আমার নিকট মুনকার নাকীর এসে আমাকে জিজ্ঞেস করল, مَنْ رَبُّكَ 'তোমার রব কে?' তখন আমিও তাঁদেরকে বলি, مَنْ رَبُّكُمَا 'তোমাদের প্রভু কে?' তোমরা কোথা থেকে এসেছ? তাঁরা বললেন, আমাদের প্রভুর নিকট থেকে।

তখন হযরত রাবেয়া বসরী র. বললেন, তোমরা এত দূর থেকে এসেও যেহেতু আল্লাহকে ভুলনি, তাহলে চার হাত মাটির নিচে এসে আমি আমার আল্লাহকে কিভাবে ভুলতে পারি? তিনি رَبِّيَ اللهُ "আমার রব আল্লাহ" এরূপ কোন উত্তর দেননি, বরং তিনি বলেছেন, যে আল্লাহকে সারা জীবন ভুলিনি, চার হাত মাটির নিচে এসে সে আল্লাহকে কীভাবে ভুলতে পারি? তাঁর এরূপ উত্তর শুনে ফেরেশতারা বললেন, চলো, এর হিসাব নেয়ার প্রয়োজন নেই।

তাঁর খাদেমা তাঁকে জিজ্ঞেস করল, আপনি যে জামা পরিধান করতেন তা কোথায়? আপনার শরীরে তো সে জামা দেখছি না-যে জামা দিয়ে আপনাকে দাফন করা হয়েছিল। (তাঁকে তাঁর ওসিয়ত মোতাবেক তাঁর পরিহিত জামা দ্বারাই দাফন করা হয়েছিল) বরং আপনার শরীরে তো

অনেক উন্নতমানের জামা দেখতে পাচ্ছি। তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলা সেটিকে যত্নে রেখে দিয়েছেন। কিয়ামতের দিন সেটিকেও আমার নেক আমলের সাথে ওজন করা হবে।

## সুবিধাবাদী নয়, আত্মত্যাগী ইসলামই কাজে আসবে

হযরত ওমর রা.-এর খেলাফতকালে যখন বিভিন্ন দেশ, অঞ্চল বিজিত হলো। বিজয়ের দ্বার যখন উন্মোচিত হলো। তখন হযরত ওমর রা.-এর ব্যাপারে অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম পরামর্শ করলেন, তিনি তো বার্ধক্যে উপনীত হয়েছেন এবং আল্লাহ তাআলা বিজয়ও দান করেছেন। তাঁর জীবন যাপন তো অনেক কষ্টকর হয়ে পড়েছে। সুতরাং তাঁর এখন ভালো খাবার ও ভালো পোশাক পরিধান করা উচিত। তাই তাঁর জন্য একজন খাদেম রাখা হোক। যে তাঁর খাবার পাকাবে, পোষাক ও আরামের প্রতি যত্ন নেবে এবং যাবতীয় সেবা করবে। হযরত আলী রা., হযরত আব্দুর রহমান রা., হযরত উসমান রা., হযরত জুবায়ের রা., হযরত তালহা রা., হযরত সা'দ রা. এই ছয়জন শীর্ষস্থানীয় সাহাবী নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করলেন। তাঁরা বললেন এ প্রস্তাব কে পেশ করবে?

সিদ্ধান্ত হলো, হযরত হাফসা রা. যেহেতু হযরত ওমর রা.-এর কন্যা এবং উম্মুল মু'মিনীন। তাই তাঁর মাধ্যমেই হযরত ওমর রা.-এর নিকট বিষয়টি উপস্থাপন করা যেতে পারে। তাই তাঁরা হযরত হাফসা রা.-এর নিকট এসে বললেন, আমিরুল মু'মিনীনের এখন এত কঠোর পরিশ্রম করা উচিত হবে না। নিজের ব্যাপারে আরো বেশি যত্নবান হওয়া প্রয়োজন। সুতরাং আমাদের এই প্রস্তাব আপনি তাঁর নিকট উপস্থাপন করুন। যদি তা মেনে নেন, তাহলে আমাদের নাম উল্লেখ করবেন। আর যদি মানতে রাজী না হন, তাহলে আমাদের নাম উল্লেখ করবেন না।

হযরত ওমর রা.-কে হযরত হাফসা রা. বললেন, আব্বাজান! আপনি বার্ধক্যে উপনীত হয়েছেন। আপনার নিকট তো অনেক দূর দূরান্ত থেকে প্রতিনিধি দলও এসে থাকে। আপনি যদি একজন খাদেম নিযুক্ত করতেন। তাহলে সে আপনার খাবার ও উত্তম পোশাকের ব্যবস্থা করত। এতে আপনি কিছুটা বিশ্রাম করে নিতে পারবেন।

–তিনি বললেন, হাফসা! কে তোমাকে এ কথা শিখিয়েছে?

–হযরত হাফসা রা. বললেন, আগে বলুন, আপনি এতে সম্মত কিনা?

তিনি বললেন, আমি যদি জানতে পারতাম, কে তোমাকে এ কথা শিখিয়েছে? তাহলে প্রহার করে তার চেহারা রক্তাক্ত করে দিতাম। হাফসা! صاحب البيت أدرى بما فيه গৃহকর্তা গৃহাভ্যন্তর সম্পর্কে অধিক অবগত। তুমি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী। তুমি ভালভাবেই জানো, রাসূল সা. আমৃত্যু কখনো পেট ভরে খাবার খান নি।

হাফসা! তোমার ভালভাবেই স্মরণ আছে, একবার তুমি ছোট্ট টেবিলের উপর খাবার রেখেছিলে। রাসূল সা. এসে তা দেখে তাঁর চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, খাবার নিচে রাখ; আমি টেবিলের উপর খাবার খাব না। তিনি নিচে রেখেই খাবার খেয়েছেন।

হাফসা! তোমার কি মনে আছে, রাসূল সা.-এর এক জোড়াই পোশাক ছিল। কখনো তো এরূপ হতো যে, সে পোশাক ভেজা থাকাবস্থায়ই নামাযের সময় হয়ে যেত। আর হযরত বেলাল রা. এসে বলতেন, হে আল্লাহর রাসূল সা. নামায নামায। তিনি সে কাপড় শুকানোর জন্য অপেক্ষা করতেন। শুকানোর পর তিনি সেই কাপড় পরিধান করে নামাযে যেতেন।

হাফসা! তোমার ভালোভাবেই জানা আছে, তোমার ঘরে একটি চট ছিল। যা তুমি রাতে রাসূল সা.-এর আরামের জন্য দু ভাঁজ করে বিছাতে। এক রাতে তুমি তা চার ভাঁজ করে বিছিয়ে ছিলে তিনি বললেন, হাফসা! একে দু ভাঁজ করে দাও। কেননা চার ভাঁজ হওয়ার ফলে রাত জাগতে আমার কষ্ট হয়েছে।

হাফসা! তোমার মনে আছে একবার জনৈক নারী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে দু'টি চাদর হাদিয়া দিয়েছিল। একটি আগে পাঠিয়েছিল অপরটি পরে পাঠিয়েছিল। রাসূল সা.-এর নিকট কোন কাপড় ছিল না। তিনি ঐ চাদরকে কাটা দ্বারা সেলাই করে পরিধান করে নামায পড়িয়েছিলেন। হাফসা! ঘরের মানুষই এসব ভালো বুঝতে পারে। একথা বলে তিনি কাঁদতে শুরু করলেন।

হযরত ওমর রা. ও হযরত হাফসা রা. দু'জনেরই হেচকি আসছিল। অতঃপর হযরত ওমর রা. বললেন, শোন! আমার ও আমার সাথিদের

উপমা হলো এরূপ, তিনটি পথ এবং তিনজন পথিক। একজন উঠে একটি পথ ধরে চলতে চলতে আপন গন্তব্যে পৌঁছে গেছে। দ্বিতীয়জনও উঠে একটি পথ ধরে চলতে চলতে আপন গন্তব্যে পৌঁছে গেছে। এবার তৃতীয় জনের পালা। আর আমিই হলাম তৃতীয় জন। আল্লাহর কসম! আমি আমার নফসকে মুজাহাদার উপর রাখব। পার্থিব যাবতীয় ভোগ বিলাস হতে দূরে রাখব। তাহলেই আমি আমার সাথিদের সাথে মিলতে পারব। আমি যদি আমার পথ পৃথক করে ফেলি, তাহলে আমি তাঁদের সাথে গিয়ে মিলতে পারব না। আমি তাঁদের মতো করেই চলব।

হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রা. বলেন, হযরত হাফসা রা. তাঁর পিতা হযরত ওমর রা.-কে বললেন, আমিরুল মু'মিনীন! কতইনা ভালো হতো যদি আপনি এরকম খসখসে কাপড় পরিধান না করে নরম, মসৃণ কাপড় পরতেন এবং আপনি আগের চেয়ে একটু উত্তম খাবার খেতেন। কেননা আল্লাহ তাআলা তো রিজিকে অনেক প্রশস্ততা দান করেছেন এবং মাল ও আগের থেকে অনেক দান করেছেন। হযরত ওমর রা. বলেন, তোমাদের মধ্য হতেই আমি তোমাদের বিরুদ্ধে দলীল উপস্থাপন করছি। রাসূল সা.-এর কষ্টকর জীবনের কথা কি তোমার স্মরণ নেই? এরপর তিনি হযরত হাফসা রা.-কে রাসূল সা.-এর কষ্টকর ও অভাব-অনটনগ্রস্ত জীবনের বিভিন্ন ঘটনা স্মরণ করিয়ে দিতে লাগলেন। এক পর্যায়ে তিনি কাঁদতে শুরু করলেন। তুমি আমাকে এরূপ জীবন গ্রহণের সুপারিশ করছ। কিন্তু আমার সিদ্ধান্ত হলো, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার সাধ্য থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি রাসূল সা.-ও হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা.-এর ন্যায় কষ্টকর জীবন যাপন করব। যাতে আমি তাঁদের মত সুখকর ও শান্তিময় পরকালীন জীবন লাভ করতে পারি। ("হযরত ওমর রা-এর দুনিয়া বিরাগ" এ অধ্যায়ে উক্ত বিষয়ে অনেক লম্বা বর্ণনা চলে গেছে।)

## হযরত ওমর রা.-এর ইন্তেকালের ইতিবৃত্ত

আল্লাহ তাআলা দেখিয়ে দিলেন যে, হযরত ওমর রা.-কে আল্লাহ তাঁর পূর্বের সাথিদ্বয়ের সাথে মিলিত করেছেন। যখন আবু লুলু হযরত ওমর রা.-কে খঞ্জর দ্বারা আঘাত করল, তখন তিনি পড়ে গেলেন। তাঁর নাড়িভূড়ি কেটে গেল। ফলে খাবার খেলে তা বেরিয়ে যেত। এতে তিনি

বুঝে ফেললেন যে, তাঁর জীবনের অন্তিম মুহূর্ত ঘনিয়ে এসেছে। তাই তিনি তাঁর পুত্র আব্দুল্লাহকে ডেকে বললেন, যাও হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা.-এর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করো যে, আমিরুল মু'মিনীন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পাশে দাফন হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করছেন।

তিনি হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা.-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁর দরজায় করাঘাত করে বললেন, আমি আব্দুল্লাহ। আমিরুল মু'মিনীন রাসূল সা.-এর পাশে সমাহিত হওয়ার আশা পোষণ করছেন।

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. কাঁদতে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন, হে আব্দুল্লাহ! এ জায়গা তো আমি নিজের জন্য রেখেছিলাম; কিন্তু আমি হযরত ওমর রা.-কে নিজের উপর প্রাধান্য দেব। তাঁকে নিয়ে আসা হোক।

তিনি ফিরে গিয়ে বললেন, আব্বাজান! সুসংবাদ, আপনাকে অনুমতি দিয়েছেন। তিনি বললেন, ছেলে! দেখো, এও তো হতে পারে, তিনি লজ্জিত হয়ে অনুমতি দিয়েছেন। সুতরাং আমার মৃত্যুর পর আমার জানাজা তাঁর ঘরের দরজার সামনে রেখে পুনরায় অনুমতি প্রার্থনা করবে। যদি অনুমতি প্রদান করে তাহলে আমাকে সেখানে দাফন করবে। অন্যথায় আমাকে অন্য সাধারণ মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন করবে।

যখন ওমর রা.-এর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলো তখন ছেলে তাঁর মাথা কোলে রেখেছিল। তিনি বললেন, হে পুত্র! আমার মাথা মাটিতে রেখে দাও। তিনি কি বলছেন তা আব্দুল্লাহ বুঝতে পারছিলেন না। তাই পুনরায় বললেন, ছেলে! আমার মাথা মাটিতে রেখে দাও; আমি আমার চেহারাকে ধূলিধুসরিত করতে চাই। যাতে আমার আল্লাহ আমার প্রতি দয়া করেন।

তিনি তো হলেন সেই ওমর যাঁর সম্পর্কে রাসূল সা. বলেছিলেন, 'যদি আমার পর কেউ নবী হতো তবে সে হতো ওমর। ইন্তেকাল হয়ে গেলে জানাজার নামায পড়ানো হলো। লাশ নিয়ে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা.-এর ঘরের সামনে রাখা হলো। তখন হযরত আব্দুল্লাহ রা. বললেন, উম্মুল মু'মিনীন! আমিরুল মু'মিনীন আপনার দরজার সামনে এসে গেছেন। ভিতরে প্রবেশের অনুমতি চাচ্ছেন? হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. বললেন, মারহাবা আমিরুল মু'মিনীনকে। মারহাবা আমিরুল মু'মিনীনকে। নিঃসন্দেহে আমিরুল মু'মিনীনের ভিতরে আসার অনুমতি আছে।

ভাইয়েরা আমার! আল্লাহ্ তাআলা দেখিয়ে দিলেন, যে ব্যক্তি নবীর তরীকা অনুসরণ করে চলে তাকে কীভাবে আমি নবীর সাথে মিলিয়ে দেই। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. পর্দা অবস্থায় বাইরে বেরিয়ে আসলেন এবং হযরত ওমর রা.-কে রাসূল সা.-এর পাশে দাফন করা হলো। রাসূল সা. বলেছেন, কিয়ামতের দিন আমি এমনভাবে উঠব, আমার ডান পাশে আবু বকর ও বাম পাশে থাকবে ওমর আর বেলাল আমার সামনে আযান দিতে থাকবে।

হযরত ইবনে ওমর রা. বলেন, যখন আবু লুলু হযরত ওমর রা.-কে খঞ্জর দিয়ে দু'বার আঘাত করে তখন হযরত ওমর রা. মনে করলেন হয়তো লোকদের হকের ব্যাপারে তাঁর থেকে কোন ত্রুটি হয়ে গেছে যা তিনি জানতেন না। সুতরাং তিনি হযরত ইবনে আব্বাস রা.-কে ডাকলেন। ইবনে আব্বাস রা.-কে তিনি মহব্বত করতেন। তাঁকে নিজের কাছে কাছে রাখতেন এবং তাঁর কথা মানতেন। তিনি তাঁকে বললেন, আমি চাই তুমি এ বিষয়টি তদন্ত করো, লোকদের পরামর্শক্রমেই কি আমার উপর আক্রমণ হয়েছে? এ কথা শুনে হযরত ইবনে আব্বাস রা. বাইরে বেরিয়ে আসলেন। তিনি মুসলমানদের যে দলের পাশ দিয়েই অতিক্রম করতেন সবাইকে তিনি কাঁদতে দেখলেন। তিনি ফিরে এসে হযরত ওমর রা.-কে বললেন, যে দলের পাশ দিয়েই আমি অতিক্রম করেছি তাদেরকেই আমি কাঁদতে দেখেছি। মনে হচ্ছিল যেন আজ তাদের সন্তান হারিয়ে গেছে।

হযরত ওমর রা. জিজ্ঞেস করলেন, কে আমার উপর আক্রমণ করেছে? হযরত ইবনে আব্বাস রা. বললেন, আপনার উপর আক্রমণকারী হলো, হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা রা.-এর অগ্নিপূজক গোলাম আবু লুলু। হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, আমি তখন (তাঁর আক্রমণকারী মুসলমান নয়; বরং অগ্নিপূজক এটি জানার পর) তাঁর চেহারায় আনন্দের আভা দেখতে পেলাম এবং তিনি বলতে লাগলেন, সকল প্রশংসা সেই আল্লাহ্ তাআলার জন্য যিনি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলে এমন কোন ব্যক্তিকে আমার হত্যাকারী বানান নি।

খুব মনোযোগ দিয়ে শোনো! আমি কি তোমাদেরকে কোন অনারব কাফের গোলামকে আমাদের এখানে নিয়ে আসতে নিষেধ করিনি ? কিন্তু তোমরা কথা শুনলে না। অতঃপর তিনি বললেন, 'আমার ভাইদেরকে ডেকে আনো'। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, আপনার ভাই কারা? তিনি

বললেন, তাঁরা হলো, হযরত উসমান রা., হযরত আলী রা., হযরত তালহা রা., হযরত জুবায়ের রা., হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আওফ রা. এবং হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাছ রা.। তখন তাঁদেরকে ডেকে আনার জন্য লোক পাঠানো হলো। অতঃপর তিনি আমার কোলে মাথা রাখলেন। যখন তাঁরা সকলে আসলেন তখন আমি বললাম, তাঁরা সবাই এসেছেন। তখন তিনি বললেন, আমি মুসলমানদের বিষয়ে ভেবেছি। আমি আপনাদের ছয়জনকে মুসলমানদের সরদার ও নেতা মনে করি এবং এই রাষ্ট্রের প্রধান শুধু আপনাদের মধ্য থেকেই হবে। আপনারা যতক্ষণ পর্যন্ত সঠিক পথে থাকবেন, ততক্ষণ লোকদের কথাও সঠিক থাকবে। যদি মুসলমানদের মাঝে মতোবিরোধ হয় তাহলে প্রথমে আপনাদের মাঝেই হবে।

যখনি আমি শুনলাম হযরত ওমর রা. নিজেদের মধ্যে মতবিরোধের কথা বলছেন, তখনি আমি ভাবলাম; হযরত ওমর রা. বিষয়টিকে যদিও 'যদি' বলে উল্লেখ করেছেন কিন্তু মতবিরোধ অবশ্যই দেখা দেবে। কেননা খুব স্বল্প সংখ্যক বিষয়ই আমি দেখেছি, তিনি কোন কিছু বলেছেন, আর তা ঘটেনি। অতঃপর তাঁর ক্ষতস্থান থেকে অতিমাত্রায় রক্ত ঝরতে লাগল। ফলে তিনি অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়লেন। সেই ছয়জন চুপে চুপে কথা বলতে লাগলেন। আমার আশংকা হচ্ছিল যে, তাঁরা এখনি কোন একজনের হাতে বায়'আত করে ফেলেন কিনা। তাই আমি বললাম, আমিরুল মু'মিনীন এখনো জীবিত আছেন। আর একই সময় দু'জন রাষ্ট্রপ্রধান হওয়া উচিত নয়। (সুতরাং এখনি কাউকে রাষ্ট্রপ্রধান নিযুক্ত করবেন না।)

তখন হযরত ওমর রা. বললেন, আমাকে উঠাও। আমি তাঁকে উঠালাম। তিনি বললেন, আপনারা তিনদিন পরামর্শ করবেন। এ সময়ে হযরত সুহাইব নামায পড়াবে। তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন, আমরা কাদের সাথে পরামর্শ করব? তিনি বললেন, মুহাজির ও আনসারদের সাথে এবং সকল সেনা প্রধানদের সাথে। অতঃপর কিছু দুধ পান করলেন। কিন্তু ক্ষতস্থান দিয়ে দুধ বেরিয়ে এলো। ফলে তিনি বুঝে ফেললেন, মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে। অতঃপর তিনি বললেন, আমার নিকট যদি সমগ্র দুনিয়া থাকে, আর মৃত্যু পরবর্তী ভয়াবহর দৃশ্য থেকে ঘাবড়ানোর পরিবর্তে যদি তা পণ হিসাবে দিতে হয় তাহলে আমি তা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত। কিন্তু আমি আশা করি আল্লাহ তাআলার রহমতে ভালো কিছু দেখতে পাব।

হযরত ইবনে আব্বাস রা. বললেন, আপনি যা কিছু বলেছেন, আল্লাহ তাআলা আপনাকে তার চেয়ে উত্তম বিনিময় দান করুন। মুসলমানরা যখন মক্কায় ভীতির অবস্থায় জীবন যাপন করছিল! তখন রাসূলুল্লাহ সা. আপনার ব্যাপারে দোয়া করেছেন, হে আল্লাহ! ওমরকে হেদায়েত দান করে মুসলমানদেরকে ইজ্জত ও সম্মানের জিন্দেগী দান করো। আপনার ইসলাম গ্রহণই ইসলাম ও মুসলমানদের ইজ্জতের মাধ্যম হয়েছিল। আপনার ইসলাম গ্রহণের পরই ইসলাম, রাসূলুল্লাহ সা.-ও তাঁর সাহাবাগণ আত্মপ্রকাশ করেন এবং হুযূর সা. মদিনায় হিজরত করেন। আপনার হিজরত বিজয়ের মাধ্যম হয়েছিল।

অতঃপর রাসূল সা. কাফের-মুশরিকদের বিরুদ্ধে যতগুলো যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছেন, এর প্রতিটিতে আপনিও অংশ গ্রহণ করেছেন এবং রাসূল সা. আপনার উপর সন্তুষ্ট থাকাবস্থায় ইন্তেকাল করেছেন। এরপর রাসূল সা.-এর খলীফাকে জোরাল সমর্থন ও সহযোগিতা করেছেন। তাঁর আনুগত্যকারীদেরকে সাথে নিয়ে আপনি তাঁর বিরুদ্ধবাদীদের মোকাবেলা করেছেন। যার ফলে লোকেরা ইচ্ছা-অনিচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছে। (অধিকাংশই স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছে। তবে কিছু লোক অবস্থা ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে ইসলাম গ্রহণ করেছে)

তারপর রাসূল সা.-এর খলীফা হযরত আবু বকর রা.-এর এমন অবস্থায় ইন্তেকাল হয়েছে যে, তিনি আপনার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। অতঃপর আপনাকে খলীফা নিযুক্ত করা হলো। আপনি অত্যন্ত দৃঢ়তা ও দক্ষতার সাথে খেলাফতের দায়িত্ব পরিচালনা করেছেন। আপনার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা অনেক নতুন নতুন অঞ্চলকে ইসলাম দ্বারা আবাদ করেছেন। (যেমনঃ বসরা, কুফা ইত্যাদি) আপনি মুসলমানদের জন্য পারস্যের সমস্ত সম্পদ লাভ করেছেন। আপনার মাধ্যমেই আল্লাহ তাআলা শত্রুদের সমূলে উৎপাটন করেছেন। আপনার মাধ্যমেই আল্লাহ তাআলা ঘরে ঘরে দীনকে উচ্চ মর্যাদায় পৌঁছে দিয়েছেন এবং জীবিকাও দান করেছেন। সর্বশেষ আল্লাহ তাআলা আপনাকে শাহাদাতের মৃত্যু দান করেছেন। এই শাহাদাতের গৌরব আপনার জন্য মোবারক হোক।

অতঃপর হযরত ওমর রা. বলেন, আল্লাহর কসম! তুমি (এমন সব কথা বলে) যাকে ধোকা দিচ্ছ যদি সে ঐ কথাগুলো নিজের জন্য স্বীকার করে নেয় তবে সে সত্যি ধোঁকা খাওয়া মানুষ। অতঃপর তিনি বলেন, হে আব্দুল্লাহ!

তুমি কি কিয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে ও আমার পক্ষে আমার সম্পর্কে এ সকল কথার সাক্ষ্য দিতে পারবে? হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, জ্বি হ্যাঁ। তখন বললেন, হে আল্লাহ! আপনার শোকর। (রাসূল সা.-এর চাচাতো ভাই আমার পক্ষে সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত আছেন) অতঃপর তিনি বললেন, হে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর! আমার মাথা মাটিতে রেখে দাও। হযরত ইবনে ওমর রা. বলেন, আমি তাঁর মাথা আমার উরু থেকে উঠিয়ে পায়ের গোছায় রাখলাম। কিন্তু তিনি বলেন, এখানে নয়; তুমি আমার মাথা মাটিতে রাখ। তাই তিনি তাঁর মাথা মাটিতে রেখে দিলেন। আর তিনি বললেন, হে ওমর! আল্লাহ তাআলা যদি তোমায় ক্ষমা না করে তাহলে তোমার ধ্বংস এবং তোমার মায়েরও ধ্বংস। এরপরই তিনি ইন্তেকাল করেন।

হযরত ওমর রা.-এর ইন্তেকালের পর যে ছয়জনকে দায়িত্ব প্রদান করেছিলেন তাঁরা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা.-কে চিঠি পাঠালেন। তিনি বললেন, হযরত ওমর রা. আপনাদেরকে মুহাজির ও আনসার এবং সকল সেনা প্রধান যাঁরা এখানে উপস্থিত আছেন, তাঁদের সাথে পরামর্শ করার নির্দেশ প্রদান করেগেছেন। যদি আপনারা ঐ নির্দেশ অমান্য করেন তাহলে আমি আপনাদের নিকট আর কখনও আসব না।

হযরত হাসান বসরী র.-এর নিকট হযরত ওমর রা.-এর মৃত্যুকালীন সময়ের আমল ও তাঁর আল্লাহভীতির বিষয়টি আলোচিত হলে তিনি বলেন, মু'মিনের অবস্থা এরূপই হয়ে থাকে। তাঁরা উত্তমরূপে আমলও করে এবং আল্লাহ তাআলাকে ভয়ও করে। পক্ষান্তরে মুনাফিক আমলও করে মন্দ এবং নিজের ব্যাপারে ধোকায় লিপ্ত থাকে। আল্লাহর কসম! অতীতে ও বর্তমানে আমি এমনই দেখছি, যারা উত্তম আমল করে তারা আল্লাহকে বেশি ভয়ও করে। আর যারা মন্দ আমল করে তারা নিজেদের ব্যাপারে ধোঁকা ও প্রবঞ্চনায় এগিয়ে যায়।

হযরত আমর ইবনে মায়মুন রা. হযরত ওমর রা.-এর শাহাদাতের কথা আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, হযরত ওমর রা. শাহাদাতের সময় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা.-কে বলেছিলেন, তুমি হিসাব করে দেখ আমি কী পরিমাণ ঋণী। তিনি বললেন: ৮৬,০০০। তখন হযরত ওমর রা. বললেন, আমার খান্দানের সম্পদ দ্বারা যদি এ ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব হয়, তাহলে আমার ঋণ পরিশোধ করে দেবে। অন্যথায় (আমার গোত্র) বনী আদী ইবনে কা'ব থেকে চাইবে তাদের মাল দ্বারা আমার সমস্ত ঋণ পরিশোধ করে দেবে।

অতঃপর উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা.-কে সালাম দিয়ে বলবে, ওমর তাঁর সাথিদ্বয়ের (হুযুর সা. ও হযরত আবু বকরের রা. সাথে আপনার ঘরে) সাথে সমাহিত হওয়ার অনুমতি চাচ্ছেন। হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রা. বললেন, আমার নামের সাথে আমিরুল মু'মিনীন বলবে না। কেননা, আজ আমি আমিরুল মু'মিনীন নই। তখন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা.-এর নিকট গেলেন। তিনি গিয়ে দেখলেন, উম্মুল মু'মিনীন বসে কাঁদছেন। তিনি তাঁকে সালাম করে বললেন, ওমর তাঁর সাথিদ্বয়ের সাথে সমাহিত হওয়ার অনুমতি চাচ্ছে। তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! আমি এ জায়গা নিজে সমাহিত হওয়ার নিয়তে রেখেছিলাম। কিন্তু আমি আজ হযরত ওমর রা.-কে নিজের উপর প্রাধান্য দিচ্ছি। অর্থাৎ অনুমতি দিচ্ছি।

যখন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. ফিরে এলেন তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কী জবাব নিয়ে এসেছ? হযরত আব্দুল্লাহ রা. বললেন, তিনি অনুমতি দিয়েছেন। তখন তিনি বললেন, এই মুহূর্তে এই কাজের চেয়ে জরুরি অন্য কোন কাজ নেই। অতঃপর তিনি বললেন, আমার ইন্তেকালের পর আমার জানাজা নিয়ে তাঁর হুজরার সম্মুখে রেখে পুনরায় অনুমতি চেয়ে বলবে, ওমর ইবনুল খাত্তাব আপনার হুজরায় সমাহিত হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করছে। অনুমতি দিলে আমাকে ভিতরে নিয়ে যাবে। (এবং তাঁর হুজরাতে দাফন করবে) আর অনুমতি না দিলে আমাকে ফিরিয়ে এনে মুসলমানদের সাধারণ কবরস্থানে দাফন করবে। হযরত ওমর রা.-এর জানাজা উঠানোর পর সকলে অস্থির হয়ে গেলেন এবং অবস্থা এরূপ হলো যেন আজ মুসলমানদের উপর বিপদের পাহাড় ভেঙে পড়েছে।

সুতরাং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. সালাম করে আরজ করলেন, ওমর ইবনুল খাত্তাব আপনার হুজরাতে (ঘরে) সমাহিত হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করছে। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. তাঁকে স্বীয় হুজরাতে সমাহিত করার অনুমতি প্রদান করলেন। এভাবেই আল্লাহ তাআলা তাঁকে হুযুর সা. ও হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা.-এর সাথে সমাহিত হওয়ার মর্যাদা দান করলেন। হযরত ওমর রা.-এর ইন্তেকালের সময় ঘনিয়ে এলে উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম বললেন, আপনি কাউকে খলীফা নিযুক্ত করে দেন। তিনি বললেন, এই ছয়জন অপেক্ষা আমি আর কাউকে খেলাফতের অধিক

যোগ্য মনে করি না। এই ছয়জনের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা অবস্থায়ই হুযুর সা.-এর ইন্তেকাল হয়েছে। সুতরাং তাঁরা যাকে খলীফা নিযুক্ত করবে সে-ই আমার পর খলীফা নিযুক্ত হবে। অতঃপর তিনি হযরত উসমান রা., হযরত আলী রা., হযরত তালহা রা., হযরত জুবায়ের রা., হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ রা. এবং হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রা.-এর নাম উল্লেখ করলেন।

যদি সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস খলীফা নিযুক্ত হন, তবে তিনিই তার যোগ্য ব্যক্তিত্ব। আর যদি পরামর্শক্রমে অন্য কাউকে খলীফা নিযুক্ত করা হয় তবে সে যেন তাঁর সহযোগিতা গ্রহণ করেন। কেননা, আমি কোন দুর্বলতা বা খেয়ানতের কারণে তাঁকে কুফার গভর্নরের পদ হতে বরখাস্ত করিনি। হযরত ওমর রা.-এর পুত্র হযরত আব্দুল্লাহ রা. সম্পর্কে এটাই নির্ধারণ করলেন, এই ছয়জন বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁর থেকে পরামর্শ নিতে পারেন। কিন্তু রাষ্ট্রক্ষমতার ভার কোনভাবেই তার উপর ন্যস্ত করা যাবে না।

যখন ছয়জন বিশিষ্ট সাহাবী বৈঠকে মিলিত হলেন তখন হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রা. বললেন, আমরা আমাদের মতকে তিনজনের উপর ন্যস্ত করব। হযরত জুবায়ের রা. তাঁর ইচ্ছাধিকার হযরত আলী রা.-এর উপর, হযরত তালহা রা. হযরত উসমান রা.-এর উপর ও হযরত সা'দ রা. হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফের উপর স্ব স্ব ইচ্ছাধিকার ন্যস্ত করলেন। যখন তাঁরা তিনজন ইচ্ছাধিকার প্রাপ্ত হলেন, তখন তাঁরা একত্রিত হয়ে পরামর্শ করলেন। হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রা. বললেন, আপনারা কি আমার উপর সিদ্ধান্ত প্রদানের ভার ন্যস্ত করতে সম্মত আছেন? আল্লাহর শপথ! আমি আপনাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম ব্যক্তি ও মুসলমানদের জন্য সর্বাপেক্ষা উপকারি ব্যক্তির সন্ধানে কোন ত্রুটি করব না। অবশিষ্ট দু'জন বললেন, ঠিক আছে আমরা সিদ্ধান্তের ভার আপনার উপর ন্যস্ত করলাম। অতঃপর হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রা. হযরত আলী রা.-এর সাথে একাকী বৈঠক করলেন। তিনি তাঁকে বলেন, রাসূলুল্লাহ সা.-এর সাথে আপনার আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে এবং ইসলাম গ্রহণেও আপনি অগ্রগামী। আমি আপনাকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, আপনাকে যদি খলীফা নিযুক্ত করা হয়, তাহলে কি আপনি ইনসাফ কায়েম করবেন? আর যদি আমরা হযরত উসমান রা.-কে খলীফা নিযুক্ত করি, তাহলে কি আপনি তাঁর আনুগত্য করবেন? তিনি

বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর তিনি হযরত উসমান রা.-এর সাথে আলাদা বৈঠক করলেন। তাঁকে তিনি তা-ই জিজ্ঞেস করলেন। উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রা. হযরত উসমান রা.-কে বললেন, আপনি হাত বাড়ান। তিনি হাত বাড়াতেই হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রা. নিজে তাঁর নিকট বায়'আত গ্রহণ করলেন। অতঃপর হযরত আলী রা. ও অন্যান্যরা তাঁর নিকট বায়'আত গ্রহণ করলেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. হতে এরূপ বর্ণনাও রয়েছে যে, হযরত ওমর রা.-এর মৃত্যু ঘনিয়ে এলে তিনি হযরত উসমান রা., হযরত আলী রা., হযরত তালহা রা., হযরত জুবায়ের রা., হযরত আব্দর রহমান ইবনে আওফ রা. এবং হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাছ রা.-কে তাঁর নিকট ডেকে আনতে বলেন। তখন তিনি শুধু হযরত আলী রা. ও উসমান রা.-এর সাথে আলোচনা করলেন। তিনি হযরত আলী রা.-কে বললেন, এই বিশিষ্টজনেরা রাসূল সা.-এর সাথে আপনার আত্মীয়তার সম্পর্ক ও তাঁর জামাতা হওয়ার ব্যাপারে অবগত এবং আল্লাহ তাআলা আপনাকে যে ইল্‌ম ও ফিক্‌হ দান করেছেন, তাও অবগত। সুতরাং আপনাকে যদি খলীফা নিযুক্ত করা হয়, তাহলে আল্লাহকে ভয় করবেন এবং বনু হাশিমকে লোকদের ঘাড়ে বসিয়ে দেবেন না।

অতঃপর তিনি হযরত উসমান রা.-কে বললেন, এই বিশিষ্টজনেরা ভালভাবেই জানেন, আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জামাতা। আপনি অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত। আপনি জ্যেষ্ঠও বটে। সুতরাং আপনাকে যদি খলীফা নিযুক্ত করা হয় তাহলে আল্লাহকে ভয় করবেন এবং অমুক গোত্রকে লোকদের ঘাড়ে বসিয়ে দেবেন না। অতঃপর তিনি বললেন, হযরত সুহাইবকে আমার নিকট ডেকে আনো। তাঁকে ডেকে আনা হলে তিনি তাঁকে বললেন, আপনি তিন দিন নামাযের ইমামতি করবেন। এই ছয় ব্যক্তি একটি ঘরে একত্রিত হবে। যদি তাঁরা কোন এক ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপ্রধান বানানোর জন্য একমত হয়, তখন কেউ তাঁর বিরোধিতা করলে তার গর্দান উড়িয়ে দেবে।

হযরত আবু জা'ফর রা. বলেন, হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রা. শূরার এই ছয় সদস্যকে বললেন, আপনারা খেলাফতের ব্যাপারে পরস্পরে পরামর্শ করবেন। যদি আপনাদের মধ্যে প্রতি দুইজন কোন একজনকে খলীফা নিযুক্ত

করার ব্যাপারে পরামর্শ দেয়, অর্থাৎ তিনজনের ব্যাপারে খলীফা নিযুক্তির পরামর্শ আসে তাহলে পুনরায় পরামর্শ করবেন। যদি চারজন এক পক্ষে ও দু'জন এক পক্ষে থাকে, তাহলে চারজনের পরামর্শ গ্রহণ করবেন।

হযরত আসলাম রা. হযরত ওমর রা. হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, মতভিন্নতার ফলে যদি তিনজন তিনজন করে দুভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েন, তাহলে হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ যে পক্ষে থাকেন সে পক্ষের মতকে গ্রহণ করবেন।

হযরত আনাস রা. বলেন, হযরত ওমর রা. তাঁর ইন্তেকালের কিছু পূর্বে হযরত আবু তালহা আনসারী রা.-কে ডেকে বললেন, আবু তালহা তুমি তোমার গোত্রের পঞ্চাশজন ব্যক্তিকে নিয়ে ঐ ছয়জনের সাথে থাকবে। আমার ইচ্ছা হলো, এরা নিজেদের মধ্য থেকে কোন এক ঘরে একত্রিত হবে, তুমি তাঁদের দরজায় নিজ সঙ্গীদের নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। কাউকে ভিতরে যেতে দেবে না এবং তাদের মধ্য থেকে একজনকে রাষ্ট্রপ্রধান নিযুক্ত না করা পর্যন্ত তাদেরকে ছাড়বে না। হে আল্লাহ! তাঁদের মধ্যেই আমার খলীফা আছে।

## সমস্যা সমাধানে নববী উপায়

হযরত আনাস ইবনে মালেক রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম কোন সমস্যার সম্মুখীন হলে নিম্নোক্ত দোয়া পড়তেন ঃ

اَللّٰهُمَّ لاَ سَهْلَ إِلاَّ مَا جَعَلْتَهُ سَهْلاً وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحُزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلاً.

হে আল্লাহ! আপনি যা সহজ করে দেন তা ছাড়া আর কিছুই সহজ নয়। আপনি যখনই ইচ্ছা করেন পেরেশানি দূর করে দিতে পারেন।[১২৪]

## সকল দুশ্চিন্তা দূরীকরণে নববী উপায়

হযরত মাকহূল র. বলেন, যে ব্যক্তি নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করবে আল্লাহ তাআলা তার বিপদ-আপদের সত্তরটি দরজা বন্ধ করে দেবেন। যার মধ্যে ন্যূনতমটি হলো দরিদ্রতা। দোয়াটি হলো:

---

১২৪. ইবনে হিব্বান: ৩/৯৭৪।

لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ لَامَلْجَأَ وَلَامَنْجَا مِنَ اللهِ إِلَّا إِلَيْهِ.

"যাবতীয় শক্তি ও সামর্থ একমাত্র আল্লাহ তাআলারই। তিনি ছাড়া কোন আশ্রয়স্থল ও মুক্তির পথ নেই।"[১২৫]

## দারিদ্র দূরীকরণে নববী উপায়

হযরত ইবনে ওমর রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমাদের অভাব-অনটন দেখা দিলে ঘর থেকে বের হওয়ার সময় নিম্নোক্ত দোয়া পড়তে পড়তে বের হবে তাতে তোমাদের বাধা কোথায়?

بِسْمِ اللهِ عَلَى نَفْسِيْ وَمَالِيْ وَدِيْنِيْ اَللّٰهُمَّ رَضِّنِيْ بِقَضَائِكَ وَبَارِكْ لِيْ فِيْمَا قُدِّرَ لِيْ حَتّٰى لَا أُحِبَّ تَعْجِيْلَ مَا أَخَّرْتَ وَلَا تَأْخِيْرَ مَا عَجَّلْتَ.

"আমার জীবন, সম্পদ ও দীন সবকিছু আল্লাহ তাআলার নামে। হে আল্লাহ! আপনার যাবতীয় সিদ্ধান্তে আমাকে সন্তুষ্ট থাকার তাওফিক দান করুন এবং আপনি আমার জন্য যা নির্ধারণ করেছেন তাতে আমাকে বরকত দান করুন। যা কিছু আপনি আমার জন্য বিলম্বে নির্ধারণ করেছেন তাতে তাড়াহুড়া না করি এবং যা ত্বরিত নির্ধারণ করেছেন তা বিলম্বিত হওয়ার ইচ্ছা না করি।"[১২৬]

## ইমাম হাসান রা.-কে স্বপ্নে রাসূল সা.-এর দোয়া শিক্ষা

হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রা.-এর পক্ষ হতে হযরত হাসান রা.-এর জন্য এক লক্ষ দিরহাম ভাতা নির্ধারিত ছিল। এক মাসে ভাতা আসতে বিলম্বিত হলে তিনি অর্থ সংকটের সম্মুখীন হন। তাই তিনি পত্র প্রেরণ করে হযরত মুয়াবিয়া রা.-কে বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দেয়ার ইচ্ছা করলেন। দোয়াত-কলম চেয়ে নিলেন। কিন্তু হঠাৎ সেগুলো ছেড়ে দিয়ে বিশ্রাম নেয়ার জন্য দোয়াত-কলম মাথার পাশে রেখেই ঘুমিয়ে পড়লেন। স্বপ্নে দেখলেন রাসূল

---

[১২৫]. আবু নাঈম: ৩/৫৬০।

[১২৬]. নাযলুল আবরার: পৃ.২৬৪।

সা. তাশরীফ এনেছেন এবং তাঁকে বলছেন, হাসান! তুমি আমার সন্তান হয়ে মানুষের নিকট প্রার্থনা করছ? তিনি বললেন, অভাব দেখা দিয়েছে। রাসূল সা. বললেন, আমার আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করো না কেন? তিনি বললেন, কী প্রার্থনা করব। তখন রাসূল সা. তাঁকে স্বপ্নে নিম্নোক্ত দোয়াটি শেখালেন-

اَللّٰهُمَّ اقْذِفْ فِيْ قَلْبِيْ رَجَائَكَ وَاقْطَعْ رَجَائِيْ عَمَّنْ سِوَاكَ حَتّٰى لَا أَرْجُوْ اَحَدًا غَيْرَكَ. اَللّٰهُمَّ وَمَا ضَعُفَتْ عَنْهُ قُرَّتِيْ وَقَصُرَ عَنْهُ أَمَلِيْ وَلَمْ تَنْتَهِ إِلَيْهِ رَغْبَتِيْ وَلَمْ تَبْلُغْهُ مَسْأَلَتِيْ وَلَمْ يَجْرِ عَلٰى لِسَانِيْ مِمَّا اَعْطَيْتَ اَحَدًا مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ وَالْآخِرِيْنَ مِنَ الْيَقِيْنِ فَخُصَّنِيْ بِهِ يَارَبَّ الْعَالَمِيْنَ.

"হে আল্লাহ! আমার অন্তরে তোমার আশা সৃষ্টি করে দাও এবং তুমি ছাড়া অন্যের আশা করা শেষ করে দাও। যেন তুমি ছাড়া অন্য কারো কাছে আমার কোন আশাই না থাকে। হে আল্লাহ! আমার শক্তি দূর্বল হয়ে গেছে, আশা হারিয়ে গেছে। কিন্তু তোমার প্রতি আমার আগ্রহ ও আশা এতটুকু হ্রাস পায়নি। আমার প্রার্থনা আপনার নিকট পৌঁছেনি। পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের যে দৃঢ় আস্থা ও বিশ্বাস তুমি দান করেছ আমার মুখে তা জারি হতে পারেনি। সুতরাং আমায় তা দান কর হে জগতের মালিক রাব্বুল আলামীন।"

কি শক্তিশালী দোয়া বেটা, এই দোয়া পড়; তিনি এই দোয়া পড়তে লাগলেন। কিছুদিন পর এক লক্ষের স্থলে পনেরো লাখ দেরহাম তাঁর নিকট পৌঁছে গেল।[১২৭]

## রূঢ় কথায় সংশোধন হয় না

কোমল, মিষ্ট ও সুন্দর ভাষণের জন্যই আল্লাহ তাআলা হাড় বিহীন জিহ্বা তৈরি করেছেন। জিহ্বা যেমনিভাবে হাড়মুক্ত তেমনিভাবে তোমার কথাও

---

[১২৭]. আদ-দু'আউল মাসনূনঃ ৫২০।

হাড়মুক্ত, কোমল ও সুমিষ্ট হওয়া উচিত। কেননা রূঢ় কথায় সাধারণত সংশোধন হয় না।

## আল্লাহ তাআলা পর্যন্ত পৌঁছার অনেক রাস্তা

বান্দা যখন আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভের চেষ্টা করে তখন আল্লাহ তাআলাও তাকে নৈকট্য দান করেন। হাদীস শরীফে রয়েছেঃ

إِذَا تَقَرَّبَ عَبْدِي مِنِّي شِبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا، وَإِذَا تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا، وَإِذَا أَتَانِي مَشْيًا أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، وَإِنْ هَرْوَلَ سَعَيْتُ إِلَيْهِ، وَاللهُ أَوْسَعُ بِالْمَغْفِرَةِ.

আল্লাহ তাআলা বলেন, আমার বান্দা যখন আমার প্রতি এক বিঘৎ অগ্রসর হয় তখন আমি তার প্রতি এক হাত অগ্রসর হই। আর যখন বান্দা আমার প্রতি এক হাত অগ্রসর হয় তখন আমি দুই হাত অগ্রসর হই। সে যখন আমার প্রতি হেঁটে আসে আমি তার প্রতি দ্রুতগতিতে অগ্রসর হই। আর সে যখন দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয় আমি তখন দৌড়ে অগ্রসর হই।

দেখুন! বান্দা আল্লাহ তাআলার কত বেশি প্রিয়। কিন্তু প্রথমে বান্দার আবেদন ও আকুতি তো থাকতে হবে। তিনি তো এত বেশি দয়ালু যে, আমাদের পক্ষ থেকে আবেদন পেলেই তিনি আমাদেরকে সাহায্য করবেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেনঃ

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ.

"যারা আমার পথে কষ্ট সহ্য করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করব। নিশ্চয় আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণদের সাথে আছেন।"

-সূরা আনকাবূতঃ ৬৯।

অর্থাৎ যারা আল্লাহর রাস্তায় চেষ্টা-সাধনায় নিয়োজিত আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য সঠিক পথ উন্মুক্ত করে দেন। বুযূর্গগণ বলেন-

طرق الوصول إلى الله بعدد أنفس الخلائق

"আল্লাহ তাআলা পর্যন্ত পৌঁছার রাস্তা অগণিত।"

বুঝা গেল, আল্লাহ তাআলা পর্যন্ত পৌঁছার ও তাঁর নৈকট্য লাভের পথ ও পন্থা অনেক। সকলের পথ ও পন্থা এক ও অভিন্ন হওয়া অপরিহার্য

নয়। বরং অবস্থা ও যোগ্যতার প্রেক্ষিতে বিভিন্নজনের পথ বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে। আলেমের পথ ভিন্ন। সাধারণের পথ ভিন্ন এবং ব্যস্ত লোকদের জন্য ভিন্ন। তবে শর্ত হলো ইচ্ছা থাকতে হবে এবং মনোযোগী হতে হবে।

## মজনুর ন্যায় পাগলপারা হওয়া চাই

شرط اول آنکه تو مجنوں باشي در راه ليلى خطره است بجان

লায়লার পথে জীবনের ঝুঁকি আছে,
তবে শর্ত হলো, মজনু হতে হবে।

সুতরাং প্রথমে আমাদেরকে আল্লাহর রাস্তার মজনু হতে হবে। ফলে যাদের নিকট আল্লাহর মহব্বত আছে, তাদের সাথে ওঠা-বসা করতে হবে এবং তাদের সংস্পর্শে থাকতে হবে। ওলামা, সৎকর্মশীল ও বুযূর্গদের মজলিসে যাতায়াত করতে হবে। ইনশাআল্লাহ তাহলে তোমারও আল্লাহর মহব্বতের আগুন লেগে যাবে। তারপর তো অন্তরের জগতই পরিবর্তন হয়ে যাবে।

কবি বলেন : প্রেম তো অনলসম অগ্নি ছড়ায় ঘর হতে ঘরে,
প্রেম ছড়ায় হৃদয় হতে হৃদয়ে।
যে দুনিয়ার আগুনের নিকটে যাবে,
আগুন তাকে জ্বালিয়ে দেবে।
তেমনিভাবে যাদের হৃদয়ে আল্লাহপ্রেমের আগুন জ্বলে,
তারাই আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভে ধন্য হবে।

## আসল মজনু ও নকল মজনু

একবার মজনু এক স্থানে বসে লায়লা, লায়লা জপছিল। লায়লা তার পরিচারকের মাধ্যমে মজনুর জন্য দুধ পাঠাল। পথিমধ্যে এক ব্যক্তি দেখল যে, মজনুর জন্য দুধ পাঠানো হচ্ছে। তাই কৃত্রিম মজনু সেজে এক স্থানে বসে পড়ল। পরিচারক মজনু ভেবে তাকেই দুধ পান করাল। ফিরে এলে লায়লা তাকে জিজ্ঞেস করল দুধ কী করেছ? সে বলল, মজনুকে দিয়েছি এবং সে দুধ পান করেছে। দ্বিতীয় দিনও আবার পাঠানো হলো। এবারও সেই কৃত্রিম মজনুকেই দুধ পান করাল। তৃতীয় দিনও তা-ই ঘটল। এবার লায়লা ভাবল পরীক্ষা করে দেখা প্রয়োজন। সুতরাং পরিচারককে একটি

ছুরি ও গ্লাস দিয়ে বলল, যাও মজনুকে বলো, লায়লা অসুস্থ; চিকিৎসক তার সুস্থতার জন্য মজনুর রক্ত পান করার পরামর্শ দিয়েছেন। তাই লায়লার জন্য তোমার রক্তের প্রয়োজন। পরিচারক সেই কৃত্রিম মজনুকে গিয়ে রক্ত দিতে বলল, সে বলল, ভাই! আমি হলাম দুধ পানকারী মজনু; রক্তদানকারী মজনু আমি নই। রক্ত দানকারী মজনু তো জঙ্গলে বসে আছে। তাই পরিচারক জঙ্গলে গিয়ে আসল মজনুকে দেখতে পেল এবং লায়লার জন্য রক্তের প্রয়োজন বলতেই মজনু শরীরে ছুরি চালাল। কিন্তু তার শরীর থেকে কোন রক্ত বের হলো না। কারণ লায়লার প্রেমের আগুনে তার শরীর নিঃশেষ হয়ে গেছে।

একটু ভেবে দেখুন, লায়লার প্রেমে কত বেশি পাগলপারা ছিল। কি পরিমাণ উম্মাদনা ছিল তার লায়লার ভালোবাসায় যে, তার দেহের সমস্ত রক্ত শেষ হয়ে গেছে। এটি তো পার্থিব জগতের ভালোবাসার চিত্র। সত্যিকারর্থে আল্লাহর ভালোবাসা অর্জন করা চাই।

## আল্লাহর মহাব্বতের সাথে রাসূল সা.-এরও মহব্বত থাকতে হবে

আল্লাহ তাআলার মহব্বতের সাথে সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রতিও মহব্বত এবং ভালোবাসা থাকতে হবে।

হযরত আনাস রা. হতে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেন, তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ও সকল মানুষ অপেক্ষা অধিক প্রিয় না হই। (বুখারী-মুসলিম)

অর্থাৎ সকলের চেয়ে আমার প্রতি মহব্বত অধিক হলেই আমার অনুসরণ করা হবে। আর যার আনুগত্যের তাওফিক হয়েছে এবং নামায, রোযা ইত্যাদির তাওফিক লাভ হয়েছে, তার অহংকার করা উচিত নয়। যারা নিয়মিত নামায, রোযা করতে সক্ষম হচ্ছে না তাদেরকে তুচ্ছ ভাবা উচিত নয়, বরং অত্যন্ত আদর ও মহব্বত করে তাদেরকে বোঝানো উচিত। যাতে তারা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করতে সক্ষম হয়।

## হাশরের ময়দানে আরশের অবতরণ

ইমাম ইবনে জারীর র. একটি দীর্ঘ হাদীস উল্লেখ করেছেন। যাতে শিঙ্গা ইত্যাদির বিশদ বিবরণ রয়েছে। হাদীসটি হযরত আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেছেন। সে হাদিসে রয়েছে, মানুষ যখন চিন্তিত ও পেরেশান হয়ে যাবে,

তখন তারা নবীগণের নিকট সুপারিশের আবেদন জানাবে। হযরত আদম আ. হতে পর্যায়ক্রমে এক একজন নবীর নিকট যাবে এবং সুস্পষ্ট জবাব পেয়ে ফিরে আসবে। সর্বশেষ হযরত মুহাম্মদ সা.-এর নিকট সুপারিশের জন্য আবেদন করবে। রাসূল সা. বলবেন, আমি সুপারিশ করার জন্য প্রস্তুত। আমি এর যোগ্য। তখন তিনি আরশের নিচে গিয়ে সেজদায় লুটিয়ে পড়বেন এবং আল্লাহ্ তাআলার নিকট বান্দার হিসাব গ্রহণের জন্য সুপারিশ করবেন। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর সুপারিশ কবুল করবেন এবং মেঘের ছায়ায় আসবেন। তখন আকাশ ভেঙে পড়বে এবং পৃথিবীর আকাশের সকল ফেরেশতা চলে আসবে। অতঃপর দ্বিতীয় আকাশও ফেটে পড়বে এবং তার সকল ফেরেশতা চলে আসবে। এভাবে সাত আকাশের একই অবস্থা হবে। অতঃপর আল্লাহ্ তাআলার আরশ নেমে আসবেন এবং মর্যাদাশীল ফেরেশতাগণ নেমে আসবেন। স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলাও নেমে আসবেন। আর ফেরেশতাগণ তাসবিহ্ পাঠে রত থাকবে। ফেরেশতাদের তাসবিহ্ হবে এরূপ:

سُبْحَانَ ذِى الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوتِ، سُبْحَانَ ذِى الْعِزَّةِ وَالْجَبَرُوتِ، سُبْحَانَ الْحَيِّ الَّذِى لَايَمُوْتُ، سُبْحَانَ الذِى يُمِيتُ الْخَلَائِقَ وَلَايَمُوتُ سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ، سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ سُبْحَانَ رَبِّنَا الْأَعْلٰى، سُبْحَانَ ذِى السُّلْطَانِ وَالْعَظَمَةِ، سُبْحَانَهُ سُبْحَانَهُ أَبَدًا أَبَدًا.[128]

## নারীদের সম্পর্কে আল্লাহকে ভয় করো

সহিহ মুসলিমে হযরত জাবের রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাঁর বিদায় হজের ভাষণে বলেছেন, নারীদের সম্পর্কে তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। তোমরা তাদেরকে আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে আমানতরূপে গ্রহণ করেছ, আল্লাহর কালেমা দ্বারাই তাদের লজ্জাস্থানকে নিজেদের জন্য হালাল করেছ। নারীদের উপর তোমাদের হক হলো সে যেন তোমার শয্যায় কাউকে স্থান না দেয়। যদি তারা এরূপ করে তবে তাদেরকে প্রহার করো। তবে এরূপভাবে প্রহার করবে যাতে প্রহারের কোন চিহ্ন প্রকাশ না পায়। আর তোমাদের উপর

---

[১২৮]. তাফসীরে ইবনে কাসীর: ১/২৮৮।

তাদের হক হলো, তোমরা নিজেদের সাধ্যানুযায়ী তাদের পানাহার, বস্ত্র ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করবে। জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, আমাদের উপর আমাদের স্ত্রীদের হক কী? রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, (তাদের হক হলো) তোমরা যখন খাবে তাদেরকেও খাওয়াবে। তোমরা যখন পান করবে তাদেরকেও পান করাবে। তার চেহারায় আঘাত করবে না। তাকে গালি দেবে না। তার প্রতি রুষ্ট হয়ে তাকে কোথাও পাঠিয়ে দেবে না। আপন গৃহেই স্থান দেবে। উক্ত আয়াত পাঠ করে হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলতেন, আমার মন চায় আমার স্ত্রী যেমনিভাবে আমাকে আনন্দিত করার জন্য সাজসজ্জা করে, তেমনিভাবে আমিও তাকে খুশি করার জন্য সাজসজ্জা করি।[১২৯]

## রাসূল সা.-এর অধিক ক্রন্দন

হযরত আতা র. হযরত ইবনে ওমর রা., হযরত উবাইদ ইবনে উমাইর রা. হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা.-এর নিকট আসেন। তাঁদের মাঝে পর্দা ছিল। পর্দার আড়াল থেকে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. জিজ্ঞেস করলেন, উবাইদ তুমি আসো না কেন? তিনি বললেন, আম্মাজান! কবিতার এই উক্তির প্রতি লক্ষ্য করে। زُرغِبًاتَزدَدحُبًا "কম সাক্ষাতে মহব্বত বৃদ্ধি পায়।" হযরত ইবনে ওমর রা. বলেন, এখন এসব কথা বাদ দাও। তিনি বললেন, আম্মাজান! আমরা জানতে এসেছি, আপনার দেখা ও জানা মতে রাসূল সা.-এর সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর বিষয় কী ছিল? এ কথা শুনে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা.-কেঁদে বললেন, রাসূল সা.-এর সকল কাজই বিস্ময়কর ছিল। তবে একটি ঘটনা শোনো।

এক রাতে আমার ঘরে রাসূল সা.-এর অবস্থানের কথা ছিল। তিনি আমার ঘরে এলেন এবং আমার সাথে শয়ন করলেন। অতঃপর রাসূল সা. বললেন, আয়েশা! আমি আমার আল্লাহর এবাদত করতে চাই। সুতরাং আমাকে যেতে দাও। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর কসম! আমি আপনার সঙ্গ চাই। আপনি আল্লাহর এবাদত করুন, আমি তাও চাই। তখন রাসূল সা. নামাযে দাঁড়ালেন এবং এ পরিমাণ কাঁদলেন যে, তাঁর দাড়ি মোবারক ভিজে গেল। অতঃপর তিনি সেজদায় এ পরিমাণ কাঁদলেন যে,

---

[১২৯]. তাফসীরে ইবনে কাসীর: ১/৩১৩।

জমিন ভিজে গেল। অতঃপর কাত হয়ে হযরত বেলালের আযান পর্যন্ত তিনি কাঁদতে ছিলেন। রাসূল সা.-এর এরূপ ক্রন্দন দেখে হযরত বেলাল রা. জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর সত্য রাসূল! আপনি এত বেশি কাঁদছেন কেন? আল্লাহ তাআলা তো আপনার পূর্বাপর সকল গোনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। রাসূল সা. বললেন, বেলাল! আমি কেন কাঁদব না। আমার উপর তো আজ রাতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

"নিশ্চয় আসমান ও জমিন সৃষ্টিতে এবং রাত্রি ও দিনের আবর্তনে নিদর্শন রয়েছে বোধ সম্পন্ন লোকদের জন্যে। যারা দাঁড়িয়ে, বসে, ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং চিন্তা গবেষণা করে আসমান ও জমিন সৃষ্টির বিষয়ে, (তারা বলে) পরওয়ারদেগার! এসব তুমি অনর্থক সৃষ্টি করনি। সকল পবিত্রতা তোমারই, আমাদিগকে তুমি দোজখের শাস্তি থেকে বাঁচাও।"

-সূরা আল-ইমরান: ১৯০-১৯১।

সূরা আল-ইমরানের শেষ রুকূ অবতীর্ণ হয়েছে। যে ব্যক্তি এ আয়াতগুলো পড়ল কিন্তু তাতে কোন চিন্তা-ফিকির করল না, ধ্বংস তার জন্য।

## আপ্যায়ন করো, আল্লাহর নৈকট্য লাভ করবে

মুসনাদে ইবনে আবি হাতেমে রয়েছে, হযরত ইবরাহিম আ.-এর নিয়ম ছিল, তিনি মেহমানের সাথে খাবার খেতেন। একদিন তিনি অতিথির সন্ধানে বের হলেন। কিন্তু কোন অতিথি পেলেন না। ফলে তিনি ঘরে ফিরে এলেন। ঘরে এসে দেখলেন এক ব্যক্তি তাঁর ঘরে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর বান্দা! তোমাকে আমার ঘরে প্রবেশের অনুমতি কে দিয়েছে? সে বলল, এ ঘরের প্রকৃত মালিক যিনি তিনিই আমাকে অনুমতি দিয়েছেন। তিনি বললেন, তুমি কে? সে বলল, আমি হলাম মালাকুল মউত।

আল্লাহ তাআলা তাঁর এক বান্দাকে এ সুসংবাদ দেয়ার জন্য আমাকে পাঠিয়েছেন যে, তিনি তাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন। এ কথা শুনে হযরত ইবরাহিম আ. বললেন, তুমি আমাকে অবশ্যই সে বুযূর্গ সম্পর্কে অবহিত করবে। আল্লাহর কসম! সে বুযূর্গ হয়তো পৃথিবীর কোন দূর প্রান্তে। আমি অবশ্যই তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করব এবং পুরো জীবন তাঁর পদতলেই কাটিয়ে দেব। এ কথা শুনে মালাকুল মউত বললেন, সে তো আপনিই। তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, সত্যিই কি আমি সেই ব্যক্তি? ফেরেশতা বললেন, হ্যাঁ, আপনিই সেই ব্যক্তি। হযরত ইবরাহিম আ. তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি আমাকে বলবেন; আল্লাহ তাআলা কেন এবং কোন আমলের কারণে আমাকে স্বীয় বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন? ফেরেশতা বললেন, আপনি শুধু সকলকে দান করেন। কারো নিকট হতে কিছু চান না। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা আপনাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন।

বর্ণিত আছে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হযরত ইবরাহিম আ.-কে বন্ধুত্বের বরকতময় উপাধিতে ভূষিত করার পর থেকে তাঁর মাঝে আল্লাহভীতি এত বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে যে, তাঁর হৃদস্পন্দন দূর থেকে তেমনিভাবে শোনা যেত যেমনিভাবে শূন্যে পাখি উড়ার শব্দ শোনা যেত।[১৩০]

## তওবার জন্য আল্লাহর রাস্তায় বেরিয়ে পড়া জরুরি

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা.-এর সূত্রে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, পূর্ববর্তী উম্মতের মধ্যে এক ব্যক্তি নিরানব্বইটি হত্যাকাণ্ড ঘটানোর পর পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী লোক সম্পর্কে মানুষের নিকট জিজ্ঞেস করল। তাকে এক পাদ্রির কথা বলা হলে সে তার নিকট গেল এবং পাদ্রির নিকট জানতে চাইল, সে নিরানব্বই ব্যক্তিকে হত্যা করেছে। এখন তার তওবার কোন সুযোগ আছে কি? পাদ্রি বলল, 'না'। সুতরাং সে তাকেও হত্যা করে ফেলল এবং হত্যার শতক পূর্ণ করল। অতঃপর সে পুনরায় পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী ব্যক্তি সম্পর্কে জানতে চাইল। তখন তাকে এক আলেমের সন্ধান দেয়া হলো। তাঁর নিকট সে জানতে চাইল, সে শত ব্যক্তিকে হত্যা করেছে। এখন তার তওবার কোন পথ খোলা আছে কি? তিনি বললেন:

---

[১৩০]. তাফসীরে ইবনে কাসীর: ১/৬৪৪।

'হ্যাঁ' যে তওবা করতে চায় তার জন্য তওবার সুযোগ রয়েছে। সুতরাং তুমি অমুক স্থানে চলে যাও। কেননা সেখানের লোকজন আল্লাহ তাআলার ইবাদত করে। তুমিও তাদের সাথে ইবাদত করো। আর তুমি তোমার গোত্রের লোকদের মাঝে ফিরে যাবে না। কেননা সে স্থানটি অত্যন্ত মন্দ ও পাপের স্থান।

লোকটি তাঁর কথা মত সে স্থানের দিকে রওয়ানা করল। কিন্তু অর্ধেক পথ পাড়ি দেয়ার পর তার মৃত্যু ঘটল। তার রূহ কবজ করার জন্য রহমতের ফেরেশতা ও আজাবের ফেরেশতা উভয় দলই হাজির হলো। উভয় দল তার রূহ কবজ করার ব্যাপারে বিতর্কে লিপ্ত হলো। রহমতের ফেরেশতারা বলল, সে তো একনিষ্ঠ চিত্তে আল্লাহ তাআলার নিকট তওবা করে পুণ্যবানদের নিকট রওয়ানা করেছে। আজাবের ফেরেশতারা বলতে লাগল, তার তওবা এখনো সম্পূর্ণ হয় নি। সুতরাং আমরাই তার রূহ কবজ করব। তখন মানুষের আকৃতিতে একজন ফেরেশতা আসলেন। তারা তাঁকে নিজেদের মধ্যকার বিতর্কের সমাধানকারী সাব্যস্ত করল। তিনি সমাধানস্বরূপ তাদেরকে বললেন, তোমরা পরিমাপ করে দেখ সে তার গন্তব্যস্থল ও যাত্রা স্থলের মধ্যে কোনটির অধিক নিকটবর্তী। সে যে পথের অধিক নিকটবর্তী হবে তাকে সে স্থানের বলে গণ্য করা হবে। পরিমাপ করে দেখা গেল সে তার যাত্রাস্থলের অপেক্ষা গন্তব্যস্থলের অধিক নিকটবর্তী। তাই রহমতের ফেরেশতাগণ তার রূহ কবজ করলেন।

অপর বর্ণনায় রয়েছে, আল্লাহ তাআলা যাত্রাস্থলকে দূরত্ব বাড়িয়ে দেয়ার নির্দেশ দিলেন এবং গন্তব্যস্থলকে নিকটবর্তী হওয়ার নির্দেশ দিলেন।

## এক কবরস্থানে রাসূল সা.-এর বিস্ময়কর বয়ান

হযরত বারা ইবনে আযেব রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একজন আনসারী সাহাবীর জানাজায় যাচ্ছিলাম সেখানে এক কবরের নিকট পৌঁছলাম। রাসূল সা. সেখানে বসে পড়লেন আমরাও তাঁর চারদিকে শান্ত ভাবে বসে পড়লাম, যেন আমাদের মাথার উপর পাখি বসা। এ সময় নবী কারীম সা. আমাদেরকে চুপ চাপ বসে থাকতে দেখলেন। তখন তাঁর হাতে একখণ্ড কাঠ ছিল, যা দিয়ে তিনি মাটিতে গভীর মগ্নে দাগ কাটছিলেন। তারপর তিনি মাথা উঁচু করে বলতে লাগলেন, তোমরা কবরের আজাব থেকে আল্লাহর কাছে মুক্তি চাও। এভাবে দুই তিনবার বললেন।

অতঃপর বললেন, মু'মিন বান্দা যখন দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে থাকে এবং আখেরাতের দিকে যাওয়ার প্রস্তুতি নেয়, তখন আকাশ থেকে উজ্জ্বল চেহারার ফেরেশতা নেমে আসে। জান্নাতের কাফন এবং জান্নাতের সুগন্ধি সাথে নিয়ে আসেন। এত বেশি ফেরেশতা উপস্থিত হন যে, যত দূর চোখ যায় শুধু ফেরেশতাই দেখা যায়। অতঃপর রূহ নিয়ে যাবার জন্য ফেরেশতা এসে তার মাথার নিকট বসেন এবং বলেন, হে শান্ত রূহ চলো আল্লাহ্‌র কাছে। এ কথা শোনা মাত্রই রূহ বের হয়ে আসে। যেমনিভাবে পানি রাখার পাত্র হতে পানি বের হয়ে আসে।

তাকে দেখা মাত্র জান্নাতি কাফন জড়িয়ে দেবে, জান্নাতি খুশবুতে তাকে রাখা হবে। মেশকের এমন উন্নত খুশবু হবে যেটা দুনিয়াতে সবচেয়ে মলূবান। তার রূহকে নিয়ে আকাশে উঠতে থাকে, যেদিক দিয়েই অতিক্রম করে ফেরেশতারা বলতে থাকে কার এই পবিত্র রূহ নিয়ে যাচ্ছ। বলা হবে, অমুকের। আকাশে উঠার পর দরজা খুলে দেওয়া হবে। তার সঙ্গে অন্যান্য সকল ফেরেশতা দ্বিতীয় আকাশে আসবে। অনুরূপভাবে আকাশে পর আকাশ পাড়ি দিয়ে সপ্তম আকাশে আসবে।

অতঃপর আল্লাহ বলবেন, "ইল্লিঈন" এর দফতরে তাঁর নাম লিখে নাও এবং জমিনের দিকে ফেরৎ পাঠিয়ে দাও। কেননা আমি তাকে মাটি দ্বারা তৈরী করেছি। তার ভিতরই তাকে ফেরৎ পাঠানো হবে। দ্বিতীয়বার সেখান থেকেই তাকে উঠাব। এখন তার রূহ ফেরৎ পাঠাবে।

তখন তার কাছে দু'জন ফেরেশতা আসে এবং তাকে বসিয়ে জিজ্ঞেস করবে, তোমার রব কে? তখন সে বলবেঃ 'আল্লাহ' আমার রব। তখন তারা তাকে জিজ্ঞেস করবে, তোমার দীন কী? সে বলবে, আমার দীন 'ইসলাম'। এরপর তারা তাকে জিজ্ঞেস করবে, এ ব্যক্তি কে, যাকে তোমাদের কাছে পাঠানো হয়েছিল? তখন সে বলবে, ইনি হলেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম'। তখন ফেরেশতারা আরো জিজ্ঞেস করবে, তুমি কিরূপে জানলে? তখন সে বলবে, আমি আল্লাহ্‌র কিতাব পড়েছি, এর উপর ঈমান এনেছি এবং একে সত্য বলে বিশ্বাস করেছি।

এরপর আসমান থেকে একজন আহ্বানকারী এরূপ ঘোষণা দিতে থাকবে, আমার বান্দা সত্য বলেছে, তার কবরে জান্নাতের বিছানা বিছিয়ে দাও, তাকে জান্নাতের দিকে একটা দরজা খুলে দাও। রাবী বলেন, তখন

তার কবরে জান্নাতের মৃদুমন্দ বাতাস ও খুশবু আসতে থাকবে এবং সে ব্যক্তির কবরকে দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত বিস্তৃত করে দেয়া হবে।

একজন সুশ্রী ব্যক্তি সুন্দর পোশাকে সুগন্ধি ছড়িয়ে তার নিকট আসবে এবং বলবে খুশি হয়ে যাও এ জন্য যে, তোমাকে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল তা আজ পূর্ণ করা হচ্ছে। জিজ্ঞেস করা হবে তুমি কে? সে বলবে আমি তোমার নেক আমল। তখন সে বলবে, হে আল্লাহ! এখনই কিয়ামত দিয়ে দাও আমি আমার স্বজনদের সঙ্গে মিলিত হবো।

হুযূর সা. বলেন, কাফেরের যখন পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়ার সময় হবে তখন কালো রঙের ফেরেশতা এসে পৌছবে এবং এতটুকু দেখা যাবে যে, রূহ কবজ্ করার ফেরেশতা আসছে এবং বলবে হে নোংড়া রূহ চলো আল্লাহর অপছন্দ ও ধ্বংসের দিকে যাও, সে রূহ শরীরের ভিতর লুকানোর চেষ্টা করবে, ফেরেশতা তাকে টেনে বের করে নিয়ে আসবে। যেমন ভিজা চুল লোহার শিকে জড়িয়ে গেলে তাকে টেনে বের করা হয়। তাকে নেওয়ার সাথে সাথে চোখ বন্ধ করে চটের মধ্যে পেচিয়ে নিয়ে নেওয়া হবে। তার মধ্যে হতে পঁচা গলিত মৃত ব্যক্তির ন্যায় দুর্গন্ধ বের হবে।

তাকে নিয়ে আকাশে ওঠবে এবং যে দিক দিয়েই যাবে ফেরেশতা জিজ্ঞেস করবেঃ এটা কার নোংড়া রূহ? উত্তর দেবে অমুক ইবনে অমুক। আকাশে উঠে দরজা খোলার জন্য বললে দরজা খোলা হবে না। অতঃপর হুযূর সা. لَا تُفَتَّحُ আয়াত পড়েন। তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, তাকে পৃথিবীর সবচেয়ে নিচে "সিজ্জিনে" নিয়ে যাও। সুতরাং তার রূহ সেখানে নিক্ষেপ করা হবে অতঃপর হুযূর সা. এই আয়াত তেলাওয়াত করেন। "যে আল্লাহর শিরিক করে সে যেন আকাশ থেকে পড়ে গেল এবং পাখি তার গোশ্ত খুচিয়ে খুচিয়ে খাচ্ছে অথবা বাতাস দূর দূর পর্যন্ত তাকে নিয়ে উড়ছে।"

তার রূহ তার শরীরে ফেরৎ পাঠানো হবে দু'জন ফেরেশতা জিজ্ঞেস করবে তোমার রব কে? সে বলবে, হায় আফসোস! আমি বলতে পারি না। জিজ্ঞেস করা হবে, তোমার দীন কি? সে বলবে, আমার জানা নেই। তারপর জিজ্ঞেস করা হবে তোমার নিকট কাকে পাঠানো হয়েছিল? বলবে আমি জানি না। তারপর আকাশ থেকে আওয়াজ আসবে মিথ্যা বলছে। তার জন্য দোযখের বিছানা নিয়ে আসো। তার জন্য দোযখের দরজা খুলে দেওয়া হোক যেন দোযখ থেকে গরম বাতাস আসে। তারপর তার কবর

সংকীর্ণ হয়ে যাবে এবং এমন চাপ দেবে যে তার সব হাড় একত্রিত হয়ে যাবে। একজন মোটা চেহারার ময়লা দূর্গন্ধযুক্ত কাপড় পরিহিত তার নিকট আসবে এবং বলবে তোমাকে খারাপ কাজের সুসংবাদ। এটা ঐ দিন যে দিনের কথা তোমাকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। সে বলবে, তুমি কে? বলবে আমি তোমার (বদ আমল) খারাপ কাজ। কাফের বলবে। আল্লাহ্ কিয়ামত যেন না আসে। (যেন দোযখে যেতে না হয়।)

মু'মিনের রূহ যখন বের হয় তখন আসমান ও জমিনের সকল ফেরেশতা রহমতের দোয়া করতে থাকে। তার জন্য আকাশের দরজা খুলে যায় আর ফেরেশতারা দোয়া করতে থাকে যেন তার রূহ আমাদের সম্মুখ দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

কাফেরদের রূহ-এর জন্য এমন এক ফেরেশতা নির্গমন করে যে অন্ধ, বধির ও বোবা। তার হাতে এক ডাণ্ডা থাকবে, যা পাহাড়ে মারলে পাহাড় ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে। অতঃপর সে যেমন ছিল আল্লাহর হুকুমে তেমনই হয়ে যাবে। অতঃপর আবার মারবে সে চিৎকার দিয়ে ওঠবে। জিন ও মানুষ ব্যতিত সবাই শুনতে পাবে। অতঃপর দোযখের দরজা খুলে যাবে এবং আগুন নিভে যাবে। তাফসীরে ইবনে কাসীর. ২/১৭২।

## ফেরেশতার সংখ্যা পৃথিবীর ধূলিকণা অপেক্ষা অধিক

কা'ব আল আহবার র. বলেন, পৃথিবীতে সূঁচের মাথা পরিমাণ স্থানও বাদ নেই যেখানে ফেরেশতাগণ তাসবিহ পাঠ করেন না। আকাশের ফেরেশতাদের সংখ্যা জমিনের ধূলিকণা অপেক্ষা অধিক। আরশ বহনকারী ফেরেশতাদের টাখনু হতে হাটু পর্যন্ত একশত বছরের দূরত্ব।

হাকীম ইবনে হিযাম রা. হতে বর্ণিত, আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট বসে ছিলাম। তখন তিনি বললেন, আমি যা শুনি তোমরা কি তা শোনো? উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম বললেন, আমরা তো কিছুই শুনছি না। রাসূলুল্লাহ্ সা. বললেন, আমি আসমানের চর্চর ধ্বনি শুনতে পাচ্ছি। তা কেন চর্চর করবে না? আসমানে তো এক বিঘৎ পরিমাণ জায়গাও এরূপ নেই যেখানে কোন না কোন ফেরেশতা নামায ও সেজদায় রত না।[১৩১]

---

[১৩১]. তাফসীরে ইবনে কাসীর: ২/৪১৮।

## একটি আয়াত অবতীর্ণ হওয়ায় শহর জিনমুক্ত

إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ.

"নিশ্চয়ই তোমাদের পালনকর্তা আল্লাহ্ যিনি তৈরি করেছেন আসমান ও জমিনকে ছয় দিনে, অতঃপর তিনি আরশের উপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তিনি সমস্ত কার্য পরিচালনা করেন। কেউ সুপারিশ করতে পারে না তাঁর অনুমতি ছাড়া, তিনিই তোমাদের পালনকর্তা। অতএব, তোমরা তাঁরই এবাদত করো। তারপরও কি তোমরা কথা শুনবে না?"

-সূরা ইউনুস, আয়াত: ৩।

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা বিশ্বজাহানের প্রতিপালক। তিনি আসমান-জমিন ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। সেই দিনগুলো আমাদের দিনের মতো ছিল অথবা এটাও বলা হয়েছে যে, হাজার বছরের সমান একদিন ছিল। অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন। আরশ সমস্ত সৃষ্টি হতে বড়। তা লাল ইয়াকুত দ্বারা নির্মিত। অথবা এটিও আল্লাহ তাআলার একটি নূর। আল্লাহ তাআলা সকল মাখলুকের পরিচালক ও অভিভাবক। আসমান-জমিনের অণু পরিমাণ কোন কিছুই তাঁর দৃষ্টিবহির্ভূত নয়। তাঁর একদিকে দৃষ্টিদান অন্যদিকে দৃষ্টিদানের জন্য প্রতিবন্ধক নয়। তাঁর জন্য কোন কথা ভুলবশত রয়ে যায় না। পাহাড়-পর্বত, নদীনালা, ক্ষেত-খামার ও জঙ্গল ইত্যাদি কোন বড় কিছুর প্রতি লক্ষ্য করতে গিয়ে ক্ষুদ্র জিনিষের প্রতি মনোনিবেশ করতে পারবেন না এমনটি নয়। পৃথিবীর সকল প্রাণীর রিজিকই তাঁর গণ্ডিতে আবদ্ধ। যে কোন বস্তুর নড়াচড়া বা কোন একটি পাতাও যদি মাটিতে পড়ে, তাও তাঁর জ্ঞাতসারে হয়ে থাকে। জমিনের গভীর অন্ধকারে, জল-স্থলে কোথাও এমন কিছু নেই যা তাঁর ইল্‌ম তথা জ্ঞান বহির্ভূত।

إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হলো, মুসলমানগণ একদল লোককে আসতে দেখলেন, যাদেরকে বেদুঈন মনে হলো। তারা জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কারা? তারা বলল, আমরা জিন; এ আয়াতের কারণে শহর ত্যাগ করছি।[১৩২]

---

১৩২. তাফসীরে ইবনে কাসীর: ২/৪৩৪।

## আল্লাহ্ তাআলার কুদরত

قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ (١٠١) فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ (١٠٢) ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ (١٠٣)

"তাহলে আপনি বলে দিন, চেয়ে দেখ আসমানসমূহে ও জমিনে কী রয়েছে। কোন নিদর্শন এবং কোন ভীতিপ্রদর্শনই কাজে আসে না সেসব লোকের জন্য যারা ঈমান আনে না।

সুতরাং এখন আর এমন কিছু নেই, যার অপেক্ষা করবে, কিন্তু সেসব দিনের মতই দিন, যা অতীত হয়ে গেছে এর পূর্বে। আপনি বলুন; এখন পথ দেখ; আমিও তোমাদের সাথে পথ চেয়ে রইলাম।

অতঃপর আমি মুক্তি দেই নিজের রাসূলগণকে এবং তাদের প্রতি যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে। ঈমানদারদের বাঁচিয়ে নেয়া আমার দায়িত্বও বটে যে, আমি ঈমানদারদের নাজাত দিয়ে দিবো। -সূরা ইউনুস।

**ব্যাখ্যাঃ** আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় বান্দাদেরকে দিকনির্দেশনা দিয়ে বলেন, সমগ্র সৃষ্টি জগত জুড়ে আমার যে সকল নিদর্শনাবলি যথাঃ আকাশ, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য, দিন-রাত ইত্যাদি ছড়িয়ে আছে সেগুলোতে চিন্তা ও গবেষণা করে দেখ। কীভাবে দিবস রজনীতে ও রজনী দিবসে বিলীন হয়ে যায়। কখনো রাত বড় হয়। আবার কখনো দিন বড় হয়। আকাশের উচ্চতা ও বিস্তৃতি, নক্ষত্র দ্বারা তার সজ্জা, আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ, ভূমি শুকিয়ে যাওয়ার পর তাকে সবুজ শ্যামল করে তোলা, বৃক্ষজুড়ে ফল, ফুল ও মুকুল ইত্যাদি উদ্ভিদ উৎপাদন। বিভিন্ন প্রজাতির পশু এবং সেগুলোর বৈচিত্রময় আকৃতি ও বিভিন্ন প্রকার উপকারিতা, পাহাড়-পর্বত, মরুভূমি, উদ্যানরাজি, সাগরের নিচে অবাক করা উদ্ভিত ও তার ঢেউ, এত কিছুর পরও সাগরে জাহাজ চলছে, তাকে মানুষের অধীনস্থ করে দিয়েছে ইত্যাদি সবকিছুই আল্লাহ্ তাআলার কুদরতের নিদর্শন। যিনি ব্যতীত অন্য কোন প্রভু ও উপাস্য নেই। কিন্তু আফসোসের বিষয় হলো, তাঁর কুদরতের এত সব নিদর্শন সত্ত্বেও কাফেররা এতে কোন চিন্তা-গবেষণা করার কোন কারণ খুজে পায় না। তাঁর কুদরতের সব নিদর্শন থাকা সত্ত্বেও তারা ঈমান আনে না এবং আনবেও না। এরাই সেরূপ শাস্তির অপেক্ষা করছে, পূর্ববর্তী জাতি যেরূপ শাস্তির সম্মুখীন হয়েছিল।

হে নবী সা. আপনি বলে দিন, সে সময়ের অপেক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষারত। অপেক্ষার পালা শেষ হয়ে যখন শাস্তি আসবে তখন ঐ সময় আমি আমার রাসূল ও তাঁর উম্মতদেরকে রক্ষা করব এবং রাসূলদের অস্বীকারকারীদেরকে ধ্বংস করে দেব। সুতরাং আল্লাহ তাআলা নিজেই মু'মিনদের রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। যেমন নেককারদের উপর রহমতের দায়িত্ব নিজেই নিয়েছেন। সহীহাইনে লিপিবদ্ধ আছে। হুযূর সা. বলেছেন, আল্লাহর কিতাব যা আরশে আছে সেখানে লেখা আছে আমার রহমত আমার আজাবের উর্দ্ধে।[১৩৩]

## মোহাম্মাদ বিন কাসিম র.-এর একটি ঘর বিরান হলেও...

সিন্ধু ও পাঞ্জাব বিজয়ী মুহাম্মদ বিন কাসিম র.। যাঁর বদৌলতে সে অঞ্চলের মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছে। তিনি হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের কন্যা তাঁর চাচাতো বোনকে বিয়ে করেছেন। বিবাহের চার মাস পর তাঁকে এ সিন্ধু অভিযানে প্রেরণ করা হয় এবং তিনি দুই বছর তিনমাস সিন্ধুতে অবস্থান করেন। মুসলিম ইতিহাসে এখনো তাঁর নাম স্মরণীয় হয়ে আছে। আড়াই বছর পর তিনি সুলায়মানের জুলুমের শিকার হন। তাঁকে গ্রেফতার করে জেলখানায় শহীদ করা হয়। তাঁর দাম্পত্য জীবনের শুধু চার মাসই তিনি দেখতে পেয়েছেন। এরপর চিরদিনের জন্য এ ভুবন ছেড়ে চলে গেছেন। কিন্তু কোটি কোটি মানুষের হেদায়েতের সওয়াব আপন আমলনামায় লিখিয়ে গেছেন, যা আজও অব্যাহত আছে। তাঁকে যখন শহীদ করা হচ্ছিল তখন তিনি বলছিলেন, اضاعوني وايّ فتى اضاعوا তারা আমাকে হত্যা করছে, তারা এমন এক যুবককে হত্যা করছে যে তাদের সীমান্ত পাহারা দিত এবং বিপদের সময় যার প্রয়োজন ছিল। আজ তাকেই তারা হত্যা করছে। মুহাম্মদ বিন কাসিম র. একটি ঘর তো উজাড় করলেন কিন্তু লক্ষ কোটি মানুষ ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করল।[১৩৪]

জনৈক বুযূর্গ কাফূরের বাদশাহ আহমদ ইবনে তুলূনকে উপদেশ দিচ্ছিলেন। ফলে সে ক্ষিপ্ত হয়ে সেই বুযূর্গকে হাত-পা বেঁধে একটি ক্ষুধার্ত বাঘের সামনে নিক্ষেপ করে বলল, যে বাদশাহর সাথে বেয়াদবী করবে তার পরিণতি এমনি হবে। যখন জনসাধারণ একত্রিত হলো তখন ক্ষুধার্ত বাঘ এসে ঠিক তেমনিভাবে সেই

---

১৩৩. তাফসীরে ইবনে কাসীর: ২/৪৭৬।

১৩৪. ইছলাহী ওয়াকি'আত: খ.২৭৬।

বুযূর্গের হাত-পা চাটতে লাগল যেমনিভাবে প্রাণীরা বাচ্চাকে চেটে থাকে। এটি ছিল প্রাণীর মহব্বতের পদ্ধতি। বাঘটিকে সে বুযূর্গের হাত-পা চাটতে দেখে বাদশাহর অন্তরে কম্পনের সৃষ্টি হলো। তাই তাঁর হাত-পা খুলে তাঁকে বের করে আনা হলো। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, যখন বাঘটি আপনার হাত-পা চাটছিল তখন আপনি কী ভাবছিলেন? তিনি বললেন, আমি ভাবছিলাম বাঘের চাটার ফলে আমার হাত-পা পাক রইল নাকি নাপাক হয়ে গেল। অন্তরে আল্লাহর বড়ত্ব জাগ্রত থাকলে বাঘও বকরী হয়ে যায়। অথচ আমরা মানুষরূপী বকরীকে তো ভয় করি, কিন্তু আল্লাহকে ভয় করি না।[১৩৫]

## সীমাতিরিক্ত ব্যয়কারী রিক্তহস্ত হয়ে পড়ে

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا.

"তুমি একেবারে ব্যয়-কুণ্ঠ হয়ো না এবং একেবারে মুক্ত হস্তও হয়ো না। তাহলে তুমি তিরস্কৃত, নিঃস্ব হয়ে বসে থাকবে। নিশ্চয় তোমার পালনকর্তা যাকে ইচ্ছা অধিক জীবনোপকরণ দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা সংকুচিতও করে দেন। তিনিই তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে ভালোভাবে অবহিত সব কিছু দেখছেন।" -সূরা ইসরা: ২৯-৩০।

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তাআলা মধ্যমপন্থা অবলম্বনের নির্দেশ প্রদান করেছেন। কার্পণ্যও নয়-অপচয়ও নয়। আল্লাহ তাআলা যেমনিভাবে কৃপণতাকে নিষেধ করেছেন তেমনিভাবে অপব্যয় ও সামর্থ্যের বাইরে বে-হিসাবি ব্যয় করতেও নিষেধ করেছেন। উভয় হুকুমের কারণও তিনি উল্লেখ করেছেন যে, কার্পণ্যের ফলে তিরস্কৃত হবে। তোমার প্রতি সকলের অঙ্গুলি ওঠবে যে, অমুক অত্যন্ত কৃপণ। ফলে মানুষের মাঝে কোন মর্যাদা ও সম্মান থাকবে না। পক্ষান্তরে অপচয় ও অপব্যয়কারী এবং সামর্থের উর্ধ্বে যে ব্যয় করে সে এক সময় ক্লান্ত, সর্বস্বান্ত ও অন্যের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে।

আদেশ হচ্ছে, জীবনকে সচল ও সুন্দর রাখো, না কৃপন হও, না অপচয়কারী। হাত ঘাড়ে বেধে রেখো না, অর্থাৎ কৃপন হয়ো না। ইহুদীরা এই প্রবাদ ব্যবহার করে আল্লাহর দিকে কৃপনতার ইঙ্গিত করে। যা থেকে

---

১৩৫ ইছলাহী ওযাকি'আত: খ ১৭৮।

আল্লাহ পবিত্র এবং অনেক দূরে। এত বেশি খেলবে না যে, নিজের শক্তি নিঃশেষ করে ফেল। অতঃপর উক্ত দু'টি আদেশের কারণ বর্ণনা করেন ঃ-

কৃপনতার কারণে বদনাম হয়ে যাবে, সবাই তোমাকে বলবে এই ব্যক্তি অনেক কৃপন। সবাই তোমার থেকে দূরে সরে যাবে। বলবে এই লোক বেকার। যেমন যাহের নিজে কবিতায় বলেছেন,

وَمَنْ كَانَ ذَامَالٍ وَيَبْخَلُ بِمَالِهِ عَلَا قَوْمِهِ يَسْتَغْنِ عَنْهُ وَيُذَمَّمُ

'যে ধনী কৃপনতা করে মানুষ তার থেকে বিমুখ হয়ে তার দোষারূপ করতে থাকে।' কৃপনতার কারণে মানুষ খারাপ হয়ে যায় এবং মানুষের চোখে সে ছোট হয়ে যায়। তাকে নিয়ে সবাই সমালোচনা করে। পক্ষান্তরে যে অতিরিক্ত খরচ করে সে এক সময় রিক্ত হস্ত হয়ে যায়। তার হাতে কিছুই থাকে না। দুর্বল ও অসহায় হয়ে পড়ে। যেমন কোন জন্তু চলতে চলতে দুর্বল হয়ে যায় এবং পথ চলতে অক্ষম হয়ে যায়।[১৩৬]

* * * * * *

আলহামদুলিল্লাহ! এই কিতাব রোজ শনিবার ২০শে জানুয়ারি ২০০৭ ঈসায়ী, ১লা মুহাররাম ১৪২৮ হিজরীতে আসরের নামাজের পর সম্মানিত মক্কা শরীফে পরিপূর্ণ হয়েছে। আল্লাহ তাআলা এই গ্রন্থকে কবুলিয়াতের উচ্চ আসনে অধিষ্টিত করুন এবং আখেরাতের জন্য যেন তা নাজাতের সম্পদে পরিণত হয়। আমীন॥

الحمد لله الذي بعزته وجلاله تتم الصالحات

سبحن ربك رب العزة عما يصفون

وسلام علي المرسلين والحمد لله رب العلمين..

## ॥ পঞ্চম ও ষষ্ঠ খণ্ড সমাপ্ত ॥

---

১৩৬. তাফসীরে ইবনে কাসীর: ৩/১৯৭।

আকিক পাবলিকেশন্স

১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

design : shaj ■ 01911031184